



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
June 2021

"মিষ্টি বাম্বারা - এই সম্পূর্ণ বিশ্ব হলো ঈশ্বরীয় পরিবার, তাই গাওয়া হয় - তুমি মাতা - পিতা, আমি তোমার বালক।
তোমরা এখন প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরীয় পরিবারের হয়েছো"

*প্রশ্নঃ - বাবার থেকে ২১ জন্মের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়ার সহজ বিধি কি ?

*উত্তরঃ - সঙ্গমে শিববাবাকে নিজের উত্তরাধিকারী বানাও । তন - মন এবং ধন সমেত বলিহারি যাও, তাহলে ২১ জন্মের জন্য সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে । বাবা বলেন, যে বাম্বারা সঙ্গমে নিজের সবকিছু ইনশিওর করে দেয়, তাদের আমি এর পরিবর্তে ২১ জন্ম পর্যন্ত দিতে থাকি ।

*গীতঃ- নয়ন হীনকে পথ দেখাও...

ওম্ শান্তি । এই ভক্তরা ভগবানকে ডাকে । ভগবানকে সম্পূর্ণ না জানার কারণে মানুষ কতো দুঃখী । ভক্তিমার্গে মানুষ কতো মাথা ঠুকতে থাকে । কেবলমাত্র এই জীবনের কথা নয় । যখন থেকে ভক্তি শুরু হয়েছে, তখন থেকেই মানুষ ধাক্কা খেতে থাকছে । ভারতেই দেবী - দেবতার রাজ্য ছিলো, যাকে স্বর্গ বা সত্যখণ্ড বলা হতো । ভারত হলো সত্যখণ্ড, ভারতের মহিমাই খুব বেশী, কেননা ভারত হলো পরমপিতা পরমাত্মার জন্মভূমি । তাঁর প্রকৃত নাম হলো শিব । শিব জয়ন্তী পালন করা হয় । রুদ্র বা সোমনাথ জয়ন্তী বলা হয় না । শিব জয়ন্তী বা শিবরাত্রি বলা হয় । একই হেভেনলি গড ফাদার স্বর্গের স্থাপনা করেন । এখন সমস্ত ভক্তের ভগবান তো অবশ্যই একজন হওয়া উচিত । এখন সকলেই নয়নহীন, অর্থাৎ জ্ঞান চক্ষু বা ডিভাইন ইনসাইট নেই । ভগবান উবাচঃ - আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই । শ্রীমৎ ভাগবত গীতা হলো মুখ্য । শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মত । তোমাদের এখন বুদ্ধিমান করা হয় । দিব্য চক্ষু অর্থাৎ জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দেখানো হয় । বাস্তবে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র তোমরা ব্রাহ্মণরা পাও, যাতে তোমরা বাবাকে আর বাবার রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জেনে যাও । এই সময় সকলের মধ্যেই দেহ অহংকার অর্থাৎ পাঁচ বিকার আছে, তাই মানুষ ঘোর অন্ধকারে আছে । বাম্বারা, তোমাদের কাছে আলোর রোশনাই আছে । তোমাদের আত্মা সম্পূর্ণ পৃথিবীর হিস্টি - জিওগ্রাফিকে জেনে গেছে । আগে তোমরা সবাই অজ্ঞান অবস্থায় ছিলে । সংগুরু অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ করে জ্ঞান অঞ্জন প্রদান করেছেন । যারা পূজ্য ছিলেন, তারাই এখন পূজারী হয়ে গেছে । পূজ্য হলো জ্ঞানের আলোক । পূজারী থাকে অন্ধকারে । পরমাত্মাকে, তিনিই পূজ্য আবার তিনিই পূজারী বলা যায় না । তিনি হলেনই পরম পূজ্য । তিনিই সকলকে পূজ্য বানান । তাঁকে বলা হয় পরম পূজ্য । পরমপিতা পরম আত্মা অর্থাৎ পরম আত্মা । কৃষ্ণকে এমন বলাই হবে না । তাঁকে সবাই গড ফাদার বলবে না । নিরাকার গডকেই সবাই গড ফাদার বলে । তিনিও আত্মা, কিন্তু পরম, তাই তাঁকে পরমাত্মা বলা হয় । সেই পরম আত্মা সর্বদা পরমধামে থাকেন । ইংরাজীতে তাঁকে সুপ্রীম সোল বলা হয় । বাবা বলেন - তোমরা গেয়েও থাকো, আত্মা পরমাত্মা পৃথক আছে অনেককাল । এমন নয় যে, পরমাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে পৃথক আছে বহুকাল । তা নয়, এ হলো প্রথম নশ্বরের অজ্ঞানতা যে - আত্মাই পরমাত্মা আর পরমাত্মাই আত্মা বলা । আত্মা তো জনম - মরণে আসে । পরমাত্মা তো পুনর্জন্মে আসে না । বাবা বসে বোঝান - তোমরা ভারতবাসীরা স্বর্গবাসী পূজ্য ছিলে । মানবিকতায় পূজ্য সব দেবী - দেবতারা ছিলেন । এ হলো সম্পূর্ণ ঈশ্বরীয় পরিবার । ঈশ্বর হলেন রচয়িতা । এমন গাওয়া হয় - তুমি মাতা - পিতা, আমি তোমার বালক ----- তাহলে পরিবার হয়ে গেলো, তাই না । আত্মা, এ তো বোলো, তোমরা মাতা - পিতা কাকে বোলো ? এ কথা কে বলছে ? আত্মা বলছে, তুমি মাতা - পিতা ---- তোমার কৃপায় আমরা স্বর্গের অতি সুখ পেয়েছিলাম । তুমি মাতা - পিতা এসে স্বর্গের স্থাপনা করো । তাই আমরা তোমার সন্তান হই । বাবা বলেন - আমি সংসারে এসেই নতুন দুনিয়ার জন্য রাজযোগ শেখাই । মানুষের বুদ্ধি সম্পূর্ণ ভ্রষ্ট হয়ে গেছে । স্বর্গকে নরক মনে করে । ওরা বলে - ওখানেও কংস, জরাসন্ধ, হিরণ্যকশিপু আদি ছিলো । বাবা এসে বোঝান - তোমরা কি ভুলে গেছো ? আমার শিব জয়ন্তী তো তোমরা এই ভারতেই পালন করো । গায়নও আছে - শিবরাত্রি । কোন রাত্রি ? এই ব্রহ্মার অসীম জগতের রাত্রি । বাবা এই সঙ্গমে এসেই রাত্রি থেকে দিন অর্থাৎ নরক থেকে স্বর্গ তৈরী করেন । শিব রাত্রির অর্থও কেউ জানে না । ভগবান হলেন নিরাকার । মানুষের তো জন্মের পরে জন্ম শরীরের নাম পরিবর্তন হয় । পরমাত্মা বলেন, আমার কোনো শরীরের নাম নেই । আমার নাম শিবই । আমি কেবল বৃদ্ধ বানপ্রস্থ শরীরের আধার নিই । ইনি পূজ্য ছিলেন, এখন পূজারী হয়েছেন । শিব বাবা এসে স্বর্গের রচনা করেন, আমরা যখন তাঁর সন্তান, তখন অবশ্যই আমাদের স্বর্গের মালিক হওয়া উচিত, তাই না । শিব বাবা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু । ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্করের নিজের নিজের পার্ট আছে । প্রত্যেক আত্মার মধ্যে নিজের সুখ দুঃখের পার্ট নিহিত আছে । তোমরা জানো যে, আমরা শিব বাবার উত্তরাধিকারী হয়েছিলাম । শিব বাবা আমাদের স্বর্গবাসী

করেছিলেন, তাই সবাই তাঁকে স্মরণ করে। ও গড, দয়া করো! সাধুরাও সাধনা করে, কেননা এখানে দুঃখ তাই তারা নির্বাণধামে যেতে চায়। আত্মা, পরমাত্মায় লীন হয়ে যায় বা আমি আত্মাই পরমাত্মা - একথা বোঝানো ভুল। তোমরা এখন বলো - আমরা আত্মারা পরমধামে থাকি, এরপর আমরা দেবতা কূলে যাবো আর ৮৪ জন্মগ্রহণ করবো। আমরা আত্মারা বর্ণে আসি। শিব বাবা জন্ম - মরণে আসেন না। কেবলমাত্র নারায়ণের রাজত্বকাল ছিলো। খৃস্টান ঘরানাতে যেমন এডওয়ার্ড দ ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড চলতে থাকে। তেমনই সেখানেও লক্ষ্মী - নারায়ণ দ্য ফার্স্ট, লক্ষ্মী - নারায়ণ দ্য সেকেন্ড, থার্ড, এমন চার রাজত্বকাল চলে। তোমাদের ব্রাহ্মণদের এখন তৃতীয় নেত্র খুলে গেছে। বাবা বসে আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। তোমরা এইভাবে ৮৪ র চক্র লাগিয়ে এতো - এতো জন্ম নিয়ে এসেছো। বর্ণেরও এক চিত্র বানানো হয় যেখানে দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রাহ্মণ বানানো হয়। এখন তোমরা জানো যে, আমরা সেই ব্রাহ্মণ শিখা। এই সময় আমরা প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরীয় সন্তান। এই সহজ রাজযোগ আর জ্ঞানের দ্বারা আমরা অতি সুখ প্রাপ্ত করি। কেউ তো সূর্যবংশী রাজধানীর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে, কেউ আবার চন্দ্রবংশীর। সম্পূর্ণ রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে। প্রত্যেকেই নিজের পুরুষার্থে সেই পদ প্রাপ্ত করবে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, পড়তে পড়তে আমাদের এই শরীরের যদি মৃত্যু হয় তাহলে কি পদ পাবো? তখন বাবা বলে দিতে পারেন। যোগের দ্বারাই আয়ু বৃদ্ধি পায়, বিকর্ম বিনাশ হয়, পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার আর অন্য কোনো উপায় নেই। পতিত পাবন বললেই ভগবানের কথা স্মরণে আসে, কিন্তু ভগবান কে? একথা জানে না। বাবা বলেন - আমি ভারতেই আসি। এ হলো আমার জন্মভূমি। সোমনাথের মন্দির কতো আলিশান - একথা বাবা বাচ্চাদের বসে বোঝান। ভক্তিমার্গে স্মরণিকা হতে শুরু করে। যখন পূজারী হয় তখন প্রথমে সোমনাথের মন্দির তৈরী করে। ভারত তো সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগে খুবই বিত্তবান দেশ ছিলো। মন্দিরেও অজস্র ধনসম্পদ ছিলো। ভারত তখন হীরে তুল্য ছিলো। ভারত তো এখন কাপাল আর কড়ি তুল্য। বাবা এসে আবার ভারতকে হীরে তুল্য তৈরী করেন। যে কোনো ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করো -- সৃষ্টিকর্তা কে? বলবে - পরমাত্মা। তিনি কোথায়? বলে দেবে - তিনি তো সর্বব্যাপী। বাবা বলেন - এই সম্পূর্ণ ঝাড় এখন জরাজীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত করেছে।

নিজেকে চেক করো, আমি কি সেই উপযুক্ত হয়েছি যে, বাবা - মাস্কার কোলে আসীন হতে পারি? এ হলো পতিত দুনিয়া। পবিত্রতা হলো মুখ্য। এখন তো নো হেল্থ, নো ওয়েলথ আর নো হ্যাপীনেস। এ হলো মৃগতৃষ্ণা সমান রাজ্য। এর উপরই দুর্যোধনের কাহিনী শান্ত্রে লেখা হয়েছে। দুর্যোধন বিকারীকে বলা হয়। দ্রৌপদীরা বলে - আমাদের লজ্জা রাখো। সকলেই তো দ্রৌপদী, তাই না। এই বাচ্চারাই হলো স্বর্গের দ্বার। বাবা কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন। যার বুদ্ধিযোগ খুব ভালোভাবে জুড়ে থাকবে, তারই ধারণা হবে। ব্রহ্মচর্যতেই জ্ঞান ধারণ করতে হয়। বাবা বলেন - গৃহস্থ জীবনে থেকে কমল পুষ্পের সমান হয়ে থাকতে হবে। দুইদিকেই কর্তব্য পালন করতে হবে। অবশ্যই জীবন্মুক্ত হতে হবে। মৃত্যুর সময় মানুষকে মন্ত্র দেওয়া হয়। বাবা বলেন - তোমরা সবাই এখন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আছো। আমি কালেরও কাল, সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। তাই তোমাদের তো খুশী হওয়া চাই। এরপর যারা খুব ভালোভাবে পড়বে তারা স্বর্গের মালিক হতে পারবে। না পড়লে প্রজার পদ পাবে। এখানে তোমরা এসেছো রাজ্যের অধিকারী হতে। এ হলো পড়া, এখানে অন্ধ শ্রদ্ধার কোনো কথাই নেই। এই পড়া হলো রাজ পদ অর্জনের জন্য। পড়ার যেমন এইম অবজেক্ট হলো - ব্যরিস্টার হতে হলে যোগ অবশ্যই যে পড়ায় সেই টিচারের সঙ্গেই রাখতে হবে। এখানে তোমাদের ভগবান পড়ান, তাই তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত হতে হবে। বাবা বলেন - আমি অনেকদূর অর্থাৎ পরমধাম থেকে আসি। পরমধাম কতো উচ্চ। সূক্ষ্মবতন থেকেও উচু, ওখান থেকে আসতে আমার এক সেকেন্ড সময় লাগে। এর থেকে দ্রুত আর কিছুই হতে পারে না। আমি এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রদান করি। জনকের উদাহরণ আছে, তাই না। এখন তো হলো নরক, পুরানো দুনিয়া। স্বর্গকে নতুন দুনিয়া বলা হয়। বাবা নরকের বিনাশ করিয়ে আমাদের স্বর্গের মালিক বানান। বাকি সমস্ত আত্মারা শান্তিধামে চলে যায়। আত্মা হলো অমর। তার পাটও অবিনাশী। তাহলে আত্মা ছোটো - বড় কিভাবে হতে পারে, অথবা কিভাবে জ্বলে মরতে পারে? আত্মা হলো স্টার। ছোটো - বড় হাতেই পারে না। তোমরা এখন হলে গড ফাদারলি স্টুডেন্ট। গড ফাদার হলেন নলেজফুল, ক্লিসফুল। তিনি তোমাদের পড়াচ্ছেন। তোমরা জানো যে, এই পড়াতেই আমরা সেই দেবী - দেবতা হবো। তোমরা এই ভারতের সেবা করছো। প্রথম - প্রথম তো বাবার হতে হবে, অন্য জায়গায় তো গুরুদের কাছে যায়, তাঁদের হয়ে যায়, অথবা তাদের গুরু করে। এখানে তো হলো বাবা। তাই প্রথমে বাবার বাচ্চা হতে হবে। বাবা তার বাচ্চাদের নিজের সম্পত্তির অধিকারী করেন। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা এক্সচেঞ্জ করো। তোমাদের সমস্ত খারাপ জিনিস আমার, আর আমার সবকিছুই তোমাদের। দেহ সহিত তোমাদের যা কিছুই আছে সব আমাকে দিয়ে দাও। আমি তোমাদের আত্মা আর শরীর উভয়কেই পবিত্র বানিয়ে দেবো, আবার রাজ পদেরও অধিকারী করবো। তোমাদের কাছে যা কিছুই আছে, তোমরা আমার কাছে বলি দিয়ে দাও, তাহলে তোমরা জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করবে। বাবা, এই সবকিছুই তোমার। বাবা বলেন - তোমরা আমাকে উত্তরাধিকারী বানাও। আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকারী করে

দেবো । তোমরা কেবল আমার মতে চলো । যে কাজ কারবারই করো কিম্বা বিদেশে যাও, যা খুশী করো । তোমরা কেবল আমার মতে চলো । সাবধান থেকো, মায়া কিন্তু প্রতি মুহূর্তে আঘাত করবে । কোনো বিকর্ম করো না । শ্রীমতে চললে তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) আত্মা এবং শরীর উভয়কেই পবিত্র করার জন্যে দেহ সহ যা কিছুই আছে, তাকে বাবাকে সমর্পণ করে, বাবার শ্রীমতে চলতে হবে ।

২) মাতা - পিতার কোলে আসীন হওয়ার জন্যে নিজেকে উপযুক্ত করতে হবে । উপযুক্ত হওয়ার জন্যে মুখ্য গুণ 'পবিত্রতা'কে ধারণ করতে হবে ।

বরদানঃ-

নিমিত্ত হওয়া আত্মাদের দ্বারা কর্মযোগী হওয়ার বরদান প্রাপ্ত করে মাস্টার বরদাতা ভব
কোনো জিনিস যখন সাকারে দেখা যায়, তখন তা শীঘ্র গ্রহণ করা যেতে পারে, তাই নিমিত্ত হওয়া যে শ্রেষ্ঠ
আত্মারা আছে, তাদের সেবা, ত্যাগ, স্নেহ ইত্যাদি সকলের সহযোগী মনোভাবের প্রত্যক্ষ কর্ম দেখে যে
প্রেরণা প্রাপ্ত হয়, সেটাই বরদানে পরিণত হয়ে যায় । নিমিত্ত হওয়া আত্মাদের যখন কর্ম করাকালীন এই
গুণের ধারণায় দেখো, তখন যেন সহজ কর্মযোগী হওয়ার বরদান প্রাপ্ত হয়ে যায়। যে এমন বরদান প্রাপ্ত
করতে থাকে, সে মাস্টার বরদাতা হয়ে যায় ।

স্নোগানঃ-

নামের আধারে সেবা করা অর্থাৎ উচ্চ পদ প্রাপ্তির সময় নাম পিছনে চলে যাওয়া ।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য -- "সত্য বাদশাহ পরমাত্মার কাছে স্বচ্ছ হয়ে থাকো"

এই সময় আমরা পরমাত্মা বাবার কাছে এই নির্দেশ পেয়েছি যে, নিরন্তর আমার স্মরণে থাকো। যোগের অর্থ হলো, ঈশ্বরীয় স্মরণে থাকা, যোগের অর্থ কোনো ধ্যান নয় । আমাদের এই যে সহজ যোগ, যেমন চলতে - ফিরতে, কাজকর্ম করতে করতে তাঁর স্মরণে থাকা, একেই অটুট অখণ্ড যোগ বলা হয়, কিন্তু এতে নিরন্তর থাকার জন্যে অভ্যাসের প্রয়োজন । যদি তাঁর নির্দেশে নির্দেশ পালনকারী হয়ে না থাকো, কোনোকিছু অবজ্ঞা করো, তাহলে অবশ্যই দণ্ড ভোগ করতে হবে । তাঁর নির্দেশ হলো, আমি যেমন কর্ম করি, আমাকে দেখে তোমরাও পদার্পণ করো, না হলেই মায়ার আঘাত পাবে । সত্য বাদশাহের কাছে স্বচ্ছ হয়ে থাকো, মায়ার যাই বিঘ্ন বিচলিত করুক না কেন, তাও তাঁর সামনে রাখা উচিত, তাহলে তাঁর সাহায্যে মায়া দূর হয়ে যাবে, রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে, তখন তো যেখানে বসাবে, যেমন চালাবে, যা খাওয়াবে, রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে । এমন সাথ দেওয়ার জন্যে খুবই সাহসের প্রয়োজন । এমন মহান সৌভাগ্যশালী খুবই কম বেরোবে, তারাই বিজয় মালাতে যাবে । বাকি ভাগ্যশালী কিছু হবে, যারা অল্পকিছু প্রাপ্ত করে প্রজা হবে, তাই অল্প কিছু প্রাপ্ত হলে খুশী হয়ে যেও না । তোমাদের ইচ্ছা তো সম্পূর্ণ প্রাপ্তির, তাই সাহস রাখো, এগিয়ে যেতে হবে । মায়া বিঘ্ন এনে উপস্থিত করবে কিন্তু তার উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে । এতে যদি ভুল হয়, তাহলে মনে করবে বিশ্বাসের কমতি আছে, নিজের ধারণাতেও কিছু ঘাটতি আছে, এ তো নিজের দোষ, এতে লোক লজ্জা, কুল মর্যাদাকে ভাঙতেও হয়, যখন একে ছিন্ন করতে পারবে, তখনই প্রকৃত পারলৌকিক দৈবী মর্যাদাকে প্রাপ্ত করবে । এই বিকারী দুনিয়া তো শেষ হয়ে যাবে, দেখো, মীরাও লোকলজ্জা ত্যাগ করেছিলো, তখনই গিরিধরকে পেয়েছিলো । যদি সেই লোকলজ্জা রাখো তাহলে এই দৈবী লোকের মতো হতে পারবে না । এখন কল্যাণের কারণে ঈশ্বরের রায় তো দেওয়া হয়, এখন নিজের বুদ্ধি দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে । কি করতে হবে, কোনটা উচিত ?

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার সঙ্গে উড়ে চলার জন্য সম্পূর্ণ পবিত্র হও, সম্পূর্ণ সমর্পিত হও, এই দেহ আমার নয় - সম্পূর্ণ অশরীরী হও”

*প্রশ্নঃ - উঁচু লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কোন্‌ ভয়টি থাকা উচিত নয় ?

*উত্তরঃ - অনেক বাচ্চারা মায়ার ঝড়কে ভয় পায়। বলে বাবা ঝড়ে অশান্তি সৃষ্টি হয়, এই ঝড় থামাও। বাবা বলেন বাচ্চারা এই হল বক্সিং। ওই বক্সিং খেলায় এমন হয় না যে একদিক থেকেই সর্বদা আক্রমণ হবে। যদি একজন ১০ খানা চড মারবে তো অন্যজন ৫ খানা তো মারবেই, তাই তোমাদের ভয়ের কিছু নেই। মহাবীর স্বরূপে বিজয়ী হতে হবে, তবে উঁচু লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে।

*গীতঃ- দ্বারে এসেছি শপথ নিয়ে.....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গান শুনলো। এই গানে নিশ্চয়ই কিছু রহস্য আছে যে রেকর্ড কিনে বাবা বসে এর অর্থ বোঝাচ্ছেন। একেই বলা হয় - জীবিত অবস্থায় মৃত সম হয়ে বাবার আপন হওয়া। বাবার আপন হয়ে টিচারের কাছে যাবে, টিচারের পরে মেজরিটি গুরুর কাছে যায়। খ্রিস্টানরা যখন সন্তান জন্ম হয় তখনই খ্রিস্টান ধর্মে পরিণত করে। গুরুর কোলে দিয়ে দেয়। সে পাদ্রী হোক বা যেই হোক। পাদ্রী তো খ্রাইষ্ট নয়। বলবে খ্রাইষ্টের নামে খ্রিস্টান হয়।

এখন তোমরা বাচ্চারা প্রথমে বাবার আপন হয়েছো, অশরীরী হয়েছো। আমাদের দেহ-মন-ধন যা কিছু আছে সব বাবাকে অর্পণ করি। জীবিত অবস্থায় মৃত হই অর্থাৎ আমরা আত্মারা তাঁর আপন হই। এই কথা বুদ্ধিতে থাকা উচিত। যা কিছু আমার আছে, আমার শরীর, আমার ধন, সম্পদ, আত্মীয়স্বজন ইত্যাদি যা কিছু আছে সব ভুলে যাই। মৃত্যুর পরে সবাই সবই ভুলে যায় তাইনা। কতখানি উঁচু এই লক্ষ্য। আমরা হলাম অশরীরী আত্মা। এই কথা পাকা করতে হবে। এমন নয় তোমরা শরীর ত্যাগ করে মারা যাও। না, আত্মা কমপ্লিট পবিত্র তো হয় নি। যদিও বাবার আপন হয়েছো কিন্তু বাবা বলেন - তোমাদের আত্মা হল অপবিত্র। আত্মার ডানা ভেঙে গেছে। এখন আত্মা উড়তে পারবে না। তমোপ্রধান হওয়ার জন্য একজন মানুষও ফিরে যেতে পারবে না। মায়া ডানা দুটি ভেঙে দিয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন আত্মা সবচেয়ে তীব্র বেগে উড়ে যায়। তার চেয়ে তীব্র কিছু নয়। আত্মার চেয়ে কেউ তীব্র বেগে কেউ পৌঁছাতে পারে না। শেষের সময়ে মশার মতন সব আত্মারা উড়ে যায়। কোথায় যায় ? অনেক দূরে সূর্য-চাঁদের চেয়েও দূরে। সেখান থেকে ফিরে আসার নয়। মানুষের রকেট ইত্যাদি তো সব ফিরে আসে। সূর্যের কাছে তো পৌঁছাতে পারে না। তোমাদের তো তার চেয়েও অনেক দূরে যেতে হবে। সূক্ষ্মবতনের চেয়ে উপরে মূলবতনে যেতে হবে। আত্মা দুটি ডানা প্রাপ্ত করে। হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে আত্মা পবিত্র হয়ে যায়। বিনাশের সময়ে অনেক মহিমা লেখা হয়েছে। সব আত্মাদের হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে ফিরে যেতে হবে। এখন তো সব আত্মারা অশুদ্ধ, পাপ আত্মায় পরিণত হয়েছে। যদিও বড় বড় গুরু সাধু-সন্ন্যাসী আছে, তারা গুরু ভাবে নিজেদেরকে। অহম্ ব্রহ্মস্মি... অহম্ ব্রহ্মস্মি। আমরা ব্রহ্মে পৌঁছেছি। বসে আছে এখানে, ব্রহ্মে কীভাবে কোথায় পৌঁছালো। এখন তোমরা জানো আমরা আত্মারা ব্রহ্মে থাকি। কিন্তু এখন সেখানে কেউ যেতে পারে না। সব আত্মারা এখানেই পুনর্জন্ম নেয়। এই হল বেহদের ড্রামা, অসীম জগতের নাটক। সব অ্যাক্টর্সদের পার্ট প্লে করতে সেখান থেকে অবশ্যই আসতেই হবে। সবার আত্মা স্টেজে এসেছে। যখন বিনাশের সময় হয় তখন সবাই এসে যায়, সেখান থেকে কি করবে! অ্যাক্টর্সরা পার্ট প্লে না করে ঘরে বসে থাকবে। নাটকে নিশ্চয়ই আসতে হবে। সেখান থেকে যখন সবাই চলে আসে তখন পুনরায় বাবা সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। বাবা বলেন যদিও আমি এইখানে আছি তবুও আত্মারা আসতে থাকে, বুদ্ধি হতে থাকে, ক্রমানুযায়ী। তারপর তোমরা ফিরেও যাবে নম্বর অনুসারে। সম্পূর্ণ টা নির্ভর করে তোমাদের আত্মিক স্থিতির উপরে, তাই তোমাদের মরজীবা (জীবিত থেকে মৃত সম) হতে হবে। আমরা হলাম আত্মা এই দুটো নিশ্চয় করাটাই পরিশ্রম। বাচ্চারা ক্ষণে ক্ষণে দেহ-অভিমাণে এসে ভুলে যায়। দেহী-অভিমানী হয়ে তখন থাকবে যখন কমপ্লিট স্যারেন্ডার হবে, বাবা এইসব হল আপনার। আমিও আপনার। এই দেহ আমার নয়, শরীরটি তো আমি ত্যাগ করি। বাবা আমি আপনার। বাবা বলেন আমার আপন হয়ে অন্য সব কিছু থেকে আসক্তি মেটাও। যদিও এমন নয় যে এইখানে এসে বসে থাকবে। তোমাদেরকে নিজের ব্যবসা ইত্যাদি করতে হবে। পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। সন্তানদের ঋণ শোধ করতে হয় মাতা পিতার। তাদের সেবা করে নিজের কর্তব্য পালন করতে হবে। মা-বাবার লালন-পালনের ঋণ তো থাকে বাচ্চাদের উপরে। এখন বাবা তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। শুরুতে যারা এসেছিল সবাই একবারে স্যারেন্ডার করেছিল। নিজের

কাছে কিছু রাখে নি, স্যারেন্ডার করেছিল, সেই ধন দিয়ে তোমরা বাম্বারা ভারতকে পবিত্র করছো। ভারতই সম্পূর্ণ পবিত্র ছিল। ভারতবাসীদের মতন পবিত্র সুখী কেউ হয় না। ভারত হল সবচেয়ে বড় তীর্থ। যেখানে পতিত-পাবন বাবা এসে সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে, পতিতদেরও পবিত্র করেন। এখন এই তত্ত্ব ইত্যাদি সব হল শত্রু। ভূমিকম্প হবে, ঝড় আসবে কারণ তমোপ্রধান হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবে, অনেক দুঃখ হবে। এই সময় সবই দুঃখের জিনিস। সত্যযুগে সব সুখের জিনিস থাকে। সেখানে এই ঝড় বা গরম হাওয়া ইত্যাদি কিছু থাকে না। তোমাদের মধ্যেও এইসব কথা অনেক কম বাম্বারাই বুঝতে পারে। আজ আছে কাল নেই তখন বলা হবে কিছুই বোঝেনি। যদিও এখানে আসে কিন্তু সবাই স্থির থাকবে না। এখান থেকে বাইরে গিয়ে ১০ দিন পরে চিঠি লিখবে - বাবা অমুককে মায়া গ্রাস করেছে। এমন হয়। ছোট ফুল বড় হলে তাতে ফল ধরবে। তাদের মধ্যে তখন অন্যদের নিজ সম বানানোর শক্তি থাকে। তাদের ফল প্রকাশ পায়।

বাবার আপন হয়ে প্রজাও বানাতে হবে, উত্তরাধিকারীও বানাতে হবে। পাল্ডা রূপে বাবার কাছে এসে বুঝবে আমরা পৌঁছে গেছি। না, লক্ষ্য হল বিশাল। অনেকে বলে মায়ার ঝড় আসে অনেক। তোমরা বাবার আপন হয়েছো, ঝড় তো আসবেই। বাম্বারা বলে, বাবা আমরা আপনার ছিলাম। স্বর্গের উত্তরাধিকার নিয়েছিলাম পরে পুনর্জন্ম নিয়ে ৮৪ জন্ম পার করে পুনরায় আপনার আপন হয়েছি। আমি তো স্বর্গের অধিকার নিয়েই থাকবো। অতএব এমন বাবাকে কতখানি স্মরণ করতে হয় এবং নিজ সম বানিয়ে ফল দিতে হয়। তা নাহলে মালা কীভাবে তৈরি হবে। বাবার উত্তরাধিকারী কীভাবে বানাতে। প্রজাও চাই, উত্তরাধিকারীও চাই, যে সিংহাসনে বসবে। বাবার কাছে তো অনেকে আসে তারা ত্যাগ করে চলে যায়। বুদ্ধির যোগ বিচ্ছিন্ন হলেই খেলা শেষ।

অনেক বাম্বারা এসে জিজ্ঞাসা করে - বাবা অবস্থা স্থির করবো কীভাবে, যাতে কোনো ঝড় না আসে। এর জন্য পথ তো বলাই হয়েছে, বাবাকে স্মরণ করো। ঝড় তো আসবেই। বক্সিং খেলায় এমন কখনও দেখেছো যে একজনই চড় থাকে। নিশ্চয়ই দুইজনের মধ্যেই সাহস আছে। ৫-টি চড় একজন দিলে অন্যজন ১০-টি চড় লাগিয়ে দেবে। এও একরকমের বক্সিং। বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে তো মায়া পালাবে কিন্তু একবারে তো হবে না। মায়ার সঙ্গে কুস্তি করতে হবে। এমন ভেবো না মায়া চড় মারবে না। যে জনই হোক না কেন, এই বক্সিং হল বিশাল। অনেকে ভয় পেয়ে যায়, মায়া একবারে নাকটি ধরে নেয়। এই হল যুদ্ধস্থল, তাইনা। বুদ্ধি যোগ স্থির করলে মায়া অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে। পরিশ্রম তো যোগেই। যদিও বাবা বলেন জ্ঞানী আত্মারাই আমার প্রিয়। কিন্তু এমন নয় শুধু জ্ঞান দান যে করে সে-ই প্রিয়। প্রথমে তো পুরোপুরি যোগ চাই। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। মায়ার বিঘ্ন দেখে ভয় পাবে না। বিশ্বের মালিক হও তাইনা। সবাই হবে ? ১৬ হাজার ১০৮-এর মালা তো বিশাল। শেষে গিয়ে পূর্ণ হবে। ত্রেতা যুগের শেষ সময় পর্যন্ত কত জন প্রিন্স প্রিন্সেস থাকে, কিছু প্রমাণ চিহ্ন তো আছে তাইনা। ৮-এর প্রমাণ চিহ্ন আছে। ১০৮-এর ও আছে। এই কথা একেবারে সঠিক। ত্রেতার অন্তে এত জন ১৬ হাজার ১০৮ প্রিন্স-প্রিন্সেস থাকে। শুরুতে তো থাকবে না। প্রথমে খুব কম থাকে তারপরে বৃদ্ধি হয়। সেসব তৈরি হয়ে যায় এইখানেই। চাক্স খুব ভালো কিন্তু পরিশ্রমও অনেক আছে। গানেও বলে কখনও ত্যাগ করবো না, মৃত্যুকে বরণ করবো...। বাবা এই তন-মন-ধন সবই তোমার। আমরা অশরীরী হয়ে তোমাকে স্মরণ করি। বুদ্ধি যোগ তোমার সঙ্গে যুক্ত করবো। তখন বাবা বলেন বাম্বারা এইসব তোমাদেরই জন্য। বাম্বারা বলে - আমাদের সবকিছু তোমার। কথায় বলে না, এইসব ভগবানের ই দান! এখন বাবা বলেন - এইসব শেষ হয়ে যাবে। তোমাদের কাছে কি আছে ? এই শরীরও শেষ হয়ে যাবে। এখন আমি তোমাদের পরিবর্তন করি। শুধুমাত্র এক্সচেঞ্জ করি তাইনা। তাই বাবা বলেন - বাম্বারা অশরীরী হও। আমাকে স্মরণ করো। বুদ্ধি দ্বারা সবকিছু স্যারেন্ডার করো। রাজা হরিশচন্দ্রের কাহিনী আছে না। বলা হয় সঞ্চিত যা আছে রেখে দাও।

বাবা বলেন - এই সব শাস্ত্র ইত্যাদির সার অর্থ তোমাদেরকে বোঝাই। আমি ই তোমাদের ব্রহ্মা মুখের দ্বারা রাজা-রানী বানিয়েছিলাম এখন আবার বানামি। কখনও মানুষ মানুষকে গীতা পাঠ শুনিয়ে, রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করে রাজা-রানী বানাতে পারেনা। তাহলে গীতা পাঠ শুনে কি লাভ। বাবা বলেন - আমি নিজে কল্প-কল্প এসে তোমাদের স্বর্গের মালিক করি। আমার আপন হবে তবে তো উত্তরাধিকারী হবে তাইনা। অতএব যতখানি যোগযুক্ত থাকবে ততখানি শুদ্ধ হতে থাকবে। এইসব বাবা তোমার। আমরা হলাম ট্রাস্টি। তোমার আদেশ ব্যতীত আমরা কিছু করবো না। শরীর নির্বাহ কীভাবে করবে - সেই বিষয়েও মতামত জানতে চায়। প্রায় গরিব মানুষ সম্পূর্ণ পোতামেল অর্থাৎ কর্মের চার্ট লিখে দেয়। ধনী মানুষ দেয় না। স্যারেন্ডার বা সমর্পিতও হতে পারে না, অনেক কম এমন থাকে। যেমন মাত্র একজন জনকের নাম আছে। সন্তান আছে, সংযুক্ত সম্পত্তি আছে তাহলে আলাদা হবে কীভাবে। ধনী মানুষ নিজের সম্পত্তি কীভাবে আলাদা করবে, যে স্যারেন্ডার হবে ? বাবা তো হলেন গরিব-নিবাজ অর্থাৎ দীনের নাথ। সবচেয়ে বেশি গরিব হয় মাতারা,

তারচেয়েও গরিব হয় কন্যারা। কন্যাদের কখনও সম্পত্তির নেশা থাকবে না। পিতার সম্পত্তির নেশা সন্তানের থাকে। অতএব সেইসব কিছু ত্যাগ করে বৈকুণ্ঠের অধিকার প্রাপ্ত করতে হয়। দান সর্বদা গরিবদের করা হয়। ভারত হল সবচেয়ে গরিব, আমেরিকা হল ধনী। তাদেরকে স্বর্গের অধিকার কি দেওয়া হয় ? ভারত সবচেয়ে ধনী ছিল অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। শুধু ভারতবাসীই ছিল, একটি ভাষা ছিল। গড ইজ ওয়ান। ঈশ্বর এক। আমি ওয়ান সত্তারন্টি, ওয়ান ধর্ম, ওয়ান ভাষা স্থাপন করি। ওয়ান অলমাইটি, ওয়ান গভর্নমেন্ট স্থাপন করি। ওয়ান থেকে টু, থ্রি হবে। এখন অনেক ধর্ম আছে পুনরায় ওয়ান ধর্ম অবশ্যই আসা উচিত। ৫ হাজার বছরের কথা। ওয়ান ধর্ম ছিল। বিদ্বান মানুষ সত্যযুগের আয়ু লক্ষ বছর লিখে দিয়েছে। তাদের জ্ঞান নেই যে সত্যযুগ কি। ভাবে, স্বর্গবাসী হয়েছে, হয়তো উপরে চলে গেছে। দিলওয়াড়া মন্দিরেও স্বর্গ উপরে আছে ছাতে দেখানো হয়েছে। তাই মানুষ কনফিউজ হয়। বাস্তবে স্বর্গ উপরে নেই। তোমরা এখন জানো বাবার কাছে গিয়ে পুনরায় এখানে এসেই রাজত্ব করবে। এই জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকা উচিত, যাতে কাউকে বোঝাতে পারো। যোগে যারা কাঁচা তাদের তো মায়া রূপী পাখিটি গ্রাস করে নেবে তাই ফটো চাওয়া হয়। রেজিস্টারে রাখা হয়।

বাবার কাছে সংবাদ আসে অমুকে এমন জ্ঞানের বাণ মেরেছে যে আমি বাবার আপন হয়েছি। শাস্ত্রেও লেখা আছে - কুমারীর বাণ মেরেছে। আরে, বাবাকে কেন ভুলেছে ? একেই জ্ঞানের বাণ বলা হয়। শুধুমাত্র বাবার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। কোনো হিংসায়ুক্ত বাণের কথা নেই। বাবা বলেন - আমি, ব্রহ্মা মুখ দ্বারা সব শাস্ত্রের রহস্য তোমাদের বোঝাচ্ছি। ব্রহ্মা তো নিশ্চয়ই এখানে হওয়া উচিত। তারা বিষ্ণুর নাভি কমল থেকে ব্রহ্মাকে দেখিয়েছে। কিছুই জানে না। মানুষ তো যা মনে হয়েছে তা লিখেছে। আবর্জনা তো অনেক। ঋদ্ধি-সিদ্ধি ও বেড়েছে। সত্য যখন প্রত্যক্ষ হয় মিথ্যা তখন বিরোধ করে। এখন তোমরা বুঝেছো যে শিববাবা হলেন নিরাকার এবং ব্রহ্মা হলেন সাকার। যদিও নাভি কমল ইত্যাদির কোনো কথা নেই। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এখন জ্ঞানী আত্মা হতে হবে, শুধুমাত্র জ্ঞান শোনা বা শোনানো নয়। স্মরণ করার পরিশ্রমও করতে হবে। অশরীরী হয়ে অশরীরী পিতাকে স্মরণ করতে হবে।

২) বাবার আপন হয়ে অন্য সব বিষয় থেকে আসক্তি শেষ করতে হবে। এই দেহটিও আমার নয়। সম্পূর্ণ দেহী-অভিমানী হয়ে কমপ্লিট স্যারেন্ডার হতে হবে।

বরদান:- জ্ঞান-যোগের শক্তিশালী কিরণের দ্বারা পুরানো সংস্কার রূপী জীবাণু ভস্ম করে মাস্টার জ্ঞান সূর্য ভব যে কোনও পতিত পরিবেশকে পরিবর্তন করার জন্য অথবা পুরানো সংস্কার রূপী জীবাণু ভস্ম করার জন্য এই স্মৃতি যেন থাকে যে আমি মাস্টার জ্ঞান সূর্য। সূর্যের কর্তব্য হল আলো দেওয়া এবং আবর্জনা বিনষ্ট করা। সুতরাং জ্ঞান-যোগের শক্তি বা শ্রেষ্ঠ আচরণের দ্বারা এই কর্তব্য করতে থাকো। যদি শক্তি কম থাকে তাহলে তো জ্ঞান শুধুমাত্র আলো দেবে কিন্তু পুরানো সংস্কার রূপী জীবাণু নষ্ট হবে না তাই প্রথমে যোগের তপস্যা দ্বারা শক্তিশালী হও।

স্লোগান:- শুভ ভাবনা, শুভ কামনার শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প সঞ্চয়ের খাতা বৃদ্ধি করে।

“মিষ্টি বাচ্চারা - শিববাবা তোমাদের দেওয়া ফুল ইত্যাদি গ্রহণ করতে পারেন না, কারণ তিনি পূজনীয় কিংবা পূজারী হন না, তোমাদেরও এই সঙ্গমযুগে ফুল-হার ইত্যাদি পরা উচিত নয়”

*প্রশ্নঃ - ভবিষ্যতে কারা রাজ সিংহাসনের অধিকারী হয় ?

*উত্তরঃ - যারা এখন মাতা-পিতার হৃদয়ের আসন জিতে নেয়, তারাই ভবিষ্যতে সিংহাসনে আসীন হয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো, বাচ্চারা মাতা-পিতাকেও জিতে নেয়। পরিশ্রম করে মাতা-পিতার থেকেও আগে চলে যায়।

*গীতঃ- আকাশ সিংহাসন ত্যাগ করে নীচে নেমে এসো...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা গান শুনল। এই গানের মাধ্যমেই সর্বব্যাপী-র ধারণা ব্রান্ত হয়ে যায়। সবাই স্মরণ করছে। ভারত এখন খুব দুঃখী হয়ে গেছে। ড্রামা অনুসারেই এইসব গান তৈরি হয়েছে। দুনিয়ার মানুষ জানেই না। পতিতদেরকে পবিত্র করার জন্য কিংবা দুঃখী মানুষদেরকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে সুখ দেওয়ার জন্যই বাবা আসেন। বাচ্চারা জেনে গেছে যে ওই বাবা-ই এখন এসেছেন। বাচ্চারা পরিচয় পেয়ে গেছে। তিনি স্বয়ং বসে থেকে বলছেন - আমি এক সাধারণ শরীরে প্রবেশ করে এই সৃষ্টির আদি-মধ্য এবং অন্তিমকালের রহস্য বলে দিই। সৃষ্টি একটাই - কেবল নতুন আর পুরাতন হয়। যেমন শরীর ছোটবেলায় নতুন থাকে, পরে পুরাতন হয়ে যায়। তাই বলে নতুন শরীর আর পুরাতন শরীরকে নিশ্চয়ই দুটো আলাদা শরীর বলা হয় না। একটাই জিনিস, কেবল নতুন থেকে পুরাতন হয়। সেইরকম দুনিয়াও একটাই। এখন নতুন থেকে পুরাতন হয়ে গেছে। তাহলে নতুন কবে ছিল ? সেটা কেউ বলতে পারবে না। বাবা এসে বোঝাচ্ছেন, বাচ্চারা, যখন দুনিয়াটা নতুন ছিল, তখন ভারতও নতুন ছিল। সত্যযুগ বলা হত। সেই ভারতই এখন পুরাতন হয়ে গেছে। এটাকে পুরাতন, ওল্ড ওয়ার্ল্ড বলা হয়। নিউ ওয়ার্ল্ড থেকে ওল্ড হয়ে গেছে, এখন আবার নতুন হয়ে যাবে। বাচ্চারা নতুন দুনিয়াকে দিব্য দৃষ্টির মাধ্যমে দেখেছে। আচ্ছা, ওই নতুন দুনিয়ার মালিক কে ছিলেন ? এই লক্ষ্মী-নারায়ণই ছিলেন। আদি সনাতন দেবী-দেবতারা ওই দুনিয়ার মালিক ছিলেন। বাবা বাচ্চাদেরকে এইসব বিষয় বোঝাচ্ছেন। বাবা বলছেন - এটাই এখন নিরন্তর স্মরণ করো। পরমধাম থেকে বাবা আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, রাজযোগ শেখানোর জন্য এসেছেন। তাঁরই সব মহিমা, এনার (ব্রহ্মা) কোনো মহিমা নয়। এখন সবাই নিকৃষ্ট বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে গেছে, কিছুই বুঝতে পারে না। তাই আমাকে আসতে হয় এবং এর জন্য গানও বানানো হয়েছে। এই গানের দ্বারাই সর্বব্যাপী-র ধারণা ব্রান্ত হয়ে যায়। প্রত্যেকের নিজস্ব ভূমিকা আছে। বাবা বারংবার বলেন - তোমরা দেহের অভিমান ত্যাগ করে আত্ম-অভিমानी হও এবং এই অপের দ্বারা জ্ঞান গ্রহণ করো। যদিও চলতে ফিরতে এই বাবাকেই দেখতে পাও, কিন্তু শিববাবাকেই স্মরণ করো। এনার শারীরিক রূপ এই চোখ দিয়ে দেখতে পেলেও তোমরা মনে করো যে শিববাবা-ই সবকিছু করছেন, ব্রহ্মা নয় । তোমাদের বুদ্ধি শিববাবার দিকেই যাওয়া উচিত। শিববাবা না থাকলে এনার শরীর এবং ইনি (আত্মা) কোনো কাজের নন। সবসময় মনে করো যে এনার মধ্যে শিববাবা রয়েছেন। তিনি এই শরীরের দ্বারা শিক্ষা দিচ্ছেন। এই বাবা তোমাদের শিক্ষক নন। ওই বাবা হলেন সুপ্রীম টিচার। তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। কখনোই শরীরকে স্মরণ করা উচিত নয়। বাবার সঙ্গেই বুদ্ধি যুক্ত করতে হবে। বাচ্চারা স্মরণ করছে - পুনরায় এসে জ্ঞান যোগ শেখাও। পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া অন্য কেউ রাজযোগ শেখাতে পারবে না। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে তিনি স্বয়ং বসে থেকে গীতার জ্ঞান শোনাচ্ছেন। এরপর এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে। ওখানে তো এর কোনো প্রয়োজনই নেই। রাজধানী স্থাপন হয়ে গেছে।

সদগতি হয়ে যায়। দুর্গতি থেকে সদগতি হওয়ার জন্যই জ্ঞান দেওয়া হয়। এছাড়া ওগুলো সব ভক্তিমার্গের বিষয়। মানুষ জপ, তপ, দান ইত্যাদি যা কিছু করে, সব ভক্তিমার্গের বিষয়। এইসব করে কেউ আমাকে পায় না। আত্মার ডানা কেটে গেছে। বুদ্ধি পাথরের মত হয়ে গেছে। পাথর থেকে পরশ বানানোর জন্য আবার আমাকেই আসতে হয়। বাবা বলছেন, এখন কত মানুষ হয়ে গেছে। সর্বের মতো এই সংসার এখন ভর্তি আছে। এরপর সব বিনাশ হয়ে যাবে। সত্যযুগে তো এতজন মানুষ থাকবে না। নতুন দুনিয়ায় অনেক বৈভব থাকবে, অথচ মানুষের সংখ্যা অল্প হবে। এখানে তো এত মানুষ হয়ে গেছে যে খাবার পর্যন্ত পাওয়া যায় না। এখন যেগুলো পুরাতন অনুর্বর জমি, সেগুলোই নতুন হয়ে যাবে। ওখানে সবকিছুই নতুন। নামগুলোও কতো সুন্দর - হেভেন, বেহেস্ট, দেবতাদের নতুন দুনিয়া। পুরাতনকে ত্যাগ করে নতুনকে গ্রহণ করার ইচ্ছে হয়। নতুন দুনিয়া বা স্বর্গে যাওয়ার ব্যাপার। এক্ষেত্রে পুরাতন শরীরের কোনো মূল্য নেই। শিববাবার কোনো শরীর নেই।

বাচ্চারা বলে - বাবাকে হার পরাব। কিন্তু এনাকে হার পরালে তোমাদের বুদ্ধি এনার সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। শিববাবা বলেন, হার পরানোর দরকার নেই। তোমরাই তো পূজনীয় হয়ে যাও। আবার তোমরাই পূজারী হয়ে যাও। নিজেরাই পূজনীয় এবং নিজেরাই পূজারী। তখন নিজের ছবিকেই পূজা করতে শুরু করবে। বাবা বলেন, আমি কখনো পূজনীয় হই না, তাই ফুল ইত্যাদির কোনো প্রয়োজন নেই। আমি কেন এগুলো পরবো ? তাই কখনোই এইসব ফুলের মালা ইত্যাদি নেন না। তোমরাই পূজনীয় হয়ে যাও। তারপর যত ইচ্ছে ফুলের মালা পরবে। বাচ্চারা, আমি তোমাদের মোস্ট বিলাভেড ওবিডিয়েন্ট ফাদার, টিচার এবং সার্ভেন্ট। বড়ো বড়ো রাজার মতো মানুষেরা যখন সহ করে, তখন মিন্টো, কারজন ইত্যাদি লেখে, নিজেকে লর্ড ইত্যাদি বলে লিখবে না। এখানে শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ, শ্রী অমুক। একেবারে শ্রী শব্দটাই লিখে দেয়। তাই বাবা এখন বোঝাচ্ছেন, তোমরা এখন কোনো শরীরকে স্মরণ ক'রো না। নিজেকে আত্মা মনে করো এবং বাবাকে স্মরণ করো। এই পুরাতন দুনিয়ায় আত্মা এবং শরীর দুটোই পতিত। নয় ক্যারেট সোনা থেকে নয় ক্যারেট গয়নাই তৈরি হবে। সোনাতেই খাদ পড়ে। আত্মাকে কখনোই নির্লেপ মনে করা ঠিক নয়। তোমাদের এখন এই জ্ঞান রয়েছে। তোমরা অর্ধেক কল্প, ২১ জন্মের জন্য পুরস্কার পেয়ে যাও। তাই কতো পুরুষার্থ করতে হবে। কিন্তু বাচ্চারা প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায়। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। ব্রহ্মার আত্মাও তাঁকেই স্মরণ করছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর হলো সৃষ্টিবতনবাসী। বাবা প্রথমে সৃষ্টি দুনিয়া তৈরি করেন। নির্বাণধাম হলো সর্বোচ্চধাম। আত্মাদের নির্বাণধাম সবথেকে উঁচু। এক ভগবানকেই সকল ভক্ত স্মরণ করে। কিন্তু তমোপ্রধান হয়ে যাওয়ার জন্য বাবাকে ভুলে গিয়ে নুড়ি পাথর সকলের পূজা করছে। আমরা জানি, যা কিছু হচ্ছে, সেটাই ড্রামাতে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। যেটা একবার রেকর্ড হয়ে যাবে, সেটাই হবে। মনে করো হঠাৎ কোনো পাখি উড়ে এলো, তাহলে প্রত্যেকবার ওটাই রিপিট হবে। এভাবেই শ্যুট হচ্ছে। এটা পূর্বনির্মিত ড্রামা। তোমরা অভিনেতার। সাক্ষী হয়ে গোটা ড্রামাকে দেখছ। এক একটা সেকেন্ড ড্রামা অনুসারেই অতিবাহিত হচ্ছে। একটা গাছের পাতাও যদি নড়ে, তবে সেটাও ড্রামা অনুসারে। এমন নয় যে ভগবানের আদেশ অনুসারেই পাতা নড়ছে। না, এগুলো সব ড্রামাতেই আছে। এগুলো সব ভালো করে বুঝতে হবে। বাবা এসেই রাজযোগ শেখাচ্ছেন এবং ড্রামার জ্ঞান দিচ্ছেন। ছবিগুলোও খুব সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়েছে। ঘড়ির কাঁটা সঙ্গমযুগে রয়েছে। কলিযুগের অন্তিম এবং সত্যযুগের আদিকালের সঙ্গম। এখন এই পুরাতন দুনিয়ায় অনেক ধর্ম রয়েছে। নতুন দুনিয়ায় এগুলো আর থাকবে না। তোমরা বাচ্চারা সবসময় এটাই মনে করো যে আমাদেরকে বাবা পড়াচ্ছেন, আমরা ঈশ্বরীয় শিক্ষার্থী। ভগবান উবাচ, আমি তোমাদেরকে রাজাদের রাজা বানিয়ে দিই। রাজারাও লক্ষ্মী-নারায়ণকে পূজা করেন। আমিই ওদেরকে ঐরকম পূজনীয় বানিয়ে দিই। যারা পূজনীয় ছিল, তারাই এখন পূজারী হয়ে গেছে। তোমরা বাচ্চারা বুঝে গেছ যে আমরাই পূজনীয় ছিলাম এবং আমরাই পূজারী হয়ে গেছি। বাবা কখনো এইরকম হন না। বাবা বলেন, আমি পূজনীয় কিংবা পূজারী কিছুই হই না। তাই আমি মালা পরি না, আর মালা পরাই না। তাহলে আমি কেন

এইসব ফুল গ্রহণ করব ? তোমরাও গ্রহণ করতে পারো না। ওই দেবতাদের অধিকার আছে, কারণ তাদের আত্মা এবং শরীর দুই-ই পবিত্র। ওরাই ফুলের দাবিদার। ওখানে স্বর্গে খুব সুগন্ধি ফুল থাকবে। ফুল তো সুগন্ধের জন্যই থাকে। পরিধান করার জন্যও ব্যবহৃত হয়। বাবা বলেন, তোমরা বাচ্চারা এখন বিষ্ণুর গলার হার হয়ে যাও। ক্রমানুসারে তোমাদেরকে সিংহাসনে বসতে হবে। আগের কল্পে যারা যত বেশি পুরুষার্থ করেছে, তারা এখন পুনরায় করছে। ক্রম তো আছেই। বুদ্ধি বলে, অমুক বাচ্চা খুব ভালো সেবা করে। যেমন দোকানে কেউ শেঠ হয়, কেউ অংশীদার, কেউ ম্যানেজার। যারা নীচে আছে, তারাও লিফট পেয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমাদেরকেও মাতা-পিতাকে জয় করতে হবে। তোমরা হয়তো অবাক হও যে মাতা-পিতার থেকে আগে কিভাবে যাব ! বাবা বাচ্চাদেরকে পরিশ্রম করে যোগ্য বানাচ্ছেন। সিংহাসনে বসানোর জন্য বলছেন, এখন যে আমার হৃদয় সিংহাসন জিতে নেবে, সে ভবিষ্যতে সিংহাসনে আসীন হবে। নর থেকে নারায়ন হওয়ার পুরুষার্থ করো। মুখ্য এইম অবজেক্ট একটাই। এরপর রাজধানী স্থাপন হবে, সেখানে অনেক রকমের পদমর্যাদা থাকবে।

মাঝাকে পরাজিত করার জন্য তোমাদেরকে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। পরিবার বা সন্তানাদিদেরকে অবশ্যই ভালোবাসবে, কিন্তু ট্রাস্টি হয়ে থাকবে। ভক্তিমার্গে বলে - প্রভু, এইসব তোমার দেওয়া। তোমার আমানত তুমি নিয়ে নিয়েছ, তাহলে কাল্লাকাটির কি প্রয়োজন ? কিন্তু এটা তো কাল্লার দুনিয়া। মানুষ অনেক রকমের কাহিনী শোনায়। মোহজিৎ রাজার কাহিনীও শোনায়। কোনো দুঃখের অনুভব হয় না, একটা শরীর ত্যাগ করে আরেকটা নিয়েছি। ওখানে কোনো রোগ ব্যাধি থাকবে না। ২১ জন্মের জন্য সদা স্বাস্থ্যবান রোগমুক্ত শরীর থাকবে। বাচ্চারা সবকিছুই দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে দেখেছে। ওই পার্ট এখন অতীত। তখন এত জ্ঞান ছিল না। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে দিনে দিনে অনেক শক্তি আসছে। এইসব ড্রামার মধ্যেই আছে। কত আশ্চর্যের, তাই না ? পরমপিতা পরমাত্মার কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নিজে বসে থেকে বোঝাচ্ছেন। ভক্তিমার্গেও ওপরে বসে থেকে অনেক কাজ করি। প্রতি কল্পে একবারই নীচে আসি। অনেকেই নিরাকারের উপাসনা করে, কিন্তু নিরাকার পরমাত্মা কিভাবে এসে শিক্ষা দেন, সেটাই উল্লেখ করতে পারেনি। গীতাতেও কৃষ্ণের নাম দিয়ে দেওয়ার জন্য নিরাকারের সঙ্গে ভালোবাসা ছিল হয়ে গেছে। পরমাত্মা এসেই সহজ যোগ শিখিয়েছিলেন এবং এই দুনিয়াকে বদলে দিয়েছিলেন। দুনিয়ার পরিবর্তন হতেই থাকে। যুগের আবর্তন হয়। তোমরা এখন এই ড্রামার চক্রে বুঝে গেছ। মানুষ কিছুই জানে না। সত্যযুগের দেবী-দেবতাদেরকেও জানে না। কেবল দেবতাদের চিহ্নটুকু রয়েছে। বাবা বলছেন, সবসময় নিজেকে শিববাবার সন্তান মনে করো। শিববাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। শিববাবা, এই ব্রহ্মার দ্বারা আমাদেরকে শিক্ষা দেন। শিববাবাকে স্মরণ করলে খুব আনন্দের অনুভব হবে। এইরকম গড ফাদার আমাদের কে হন ? তিনি একাধারে ফাদার, টিচার এবং সদগুরু। কোনো বাবা যদি তার সন্তানকে পড়ায়, তাহলে সেই বাচ্চা বলবে যে ইনি আমার বাবা এবং শিক্ষক। কিন্তু বাবা নিজেই গুরু, এইরকম হয় না। টিচার হতে পারে। ফাদারকে কখনোই গুরু বলা হয় না। এনার পিতাও টিচার ছিলেন, পড়াতেন। তিনি ছিলেন লৌকিক জগতের ফাদার এবং টিচার। তোমরা যদি নিজেকে ঈশ্বরীয় শিক্ষার্থী বলে মনে করো, তাহলেও অহো সৌভাগ্য ! গড ফাদার শিক্ষা দিচ্ছেন, কত স্পষ্ট ব্যাপার। কতোই না মিষ্টি বাবা। মিষ্টি জিনিসকে স্মরণ করা হয়। যেমন প্রেমিক-প্রেমিকার ভালোবাসা। ওদের ভালোবাসা বিকারের জন্য হয় না। কেবল একে অন্যকে দেখতেই থাকে। তোমাদের মতো আত্মাদের পরমাত্মা পিতার সাথে যোগ রয়েছে। আত্মা বলে, বাবা কতো জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর। এই পতিত দুনিয়া, পতিত শরীরে এসে আমাদেরকে কতো শ্রেষ্ঠ বানাচ্ছেন। গায়ন আছে - বিনায়ুদ্ধে মানুষ থেকে দেবতা বানিয়েছেন। এক সেকেন্ডে বৈকুণ্ঠে চলে যায়, মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যায়। এটাই এইম অবজেক্ট। তবে তার জন্য পড়াশুনা করতে হবে। গুরু নানকও বলেছিল, তিনি নোংরা কাপড় পরিষ্কার করেন। ভগবান পিতা হলেন লাক্ষ সাবান। বাবা বলছেন, আমি কত ভালো ধোপা। তোমাদের বস্ত্র, তোমাদের শরীর এবং আত্মাকে কত শুদ্ধ বানিয়ে দিই। এনাকে (ঠাকুরদাদা) কখনো স্মরণ ক'রো না। এই সমস্ত কাজই

শিববাবার, তাঁকেই স্মরণ করো। তিনি এনার থেকে আরও মিষ্টি। তিনি আত্মাদেরকে বলছেন, তোমরা হয়তো এই চোখ দিয়ে ব্রহ্মার রথকেই দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু তোমরা শিববাবাকেই স্মরণ করো। এনার দ্বারা শিববাবা তোমাদেরকে কড়িতুল্য থেকে হীরাতুল্য বানিয়ে দিচ্ছেন। আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত।
আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার হৃদয়রূপী সিংহাসন জিতে নেওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। পরিবারের মধ্যে ট্রাস্টি হয়ে থেকে সকলের সঙ্গে প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। মোহজিৎ হতে হবে।

২) যোগবলের দ্বারা আত্মাকে স্বচ্ছ বানাতে হবে। এই চোখ দিয়ে সবকিছু দেখেও কেবল ওই বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। এখানে ফুল, মালা ইত্যাদি গ্রহণ না করে সুগন্ধি ফুল হতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের চঞ্চল বৃত্তিকে পরিবর্তন করে সতোপ্রধান বায়ুমন্ডল প্রস্তুতকারী দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন (জবাবদার) শ্রেষ্ঠ আত্মা ভব
যেসব সন্তান নিজের চঞ্চল বৃত্তিকে পরিবর্তন করে নেয়, তারাই সতোপ্রধান বায়ুমন্ডল বানাতে পারে, কারণ বৃত্তির দ্বারা বায়ুমন্ডল তৈরি হয়। বৃত্তি তখনই চঞ্চল হয়, যখন বৃত্তিতে এত বড় কার্যের স্মৃতি থাকে না। যদি কোনো খুব চঞ্চল বাচ্চা ব্যস্ত থাকার সময়েও চঞ্চলতা ত্যাগ করে না, তখন তাকে বেঁধে রাখা হয়। সেইরকম, যদি জ্ঞান যোগে ব্যস্ত থাকলেও বৃত্তি চঞ্চল হয়, তাহলে কেবল বাবার সাথে সর্ব সঙ্কল্পের বন্ধনে বৃত্তিকে বেঁধে দিলেই সহজে সাফল্য পেয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- অমনোযোগিতার তরঙ্গকে সমাপ্ত করার উপায় হলো সীমাহীন বৈরাগ্য।

“মিষ্টি বাচ্চারা - শিববাবা এবং ব্রহ্মা বাবা দুইজনের মত হল বিখ্যাত, তোমাদেরকে দুইজনের মতামত অনুসারে চলে নিজের কল্যাণ করতে হবে”

*প্রশ্ন:- নম্বর ওয়ান ট্রাস্টি কে এবং কীভাবে ?

*উত্তর:- শিববাবা হলেন নম্বর ট্রাস্টি, তাঁর আসক্তি নেই। ভক্তি মার্গেও তোমরা তাঁর উদ্দেশ্যে যা কিছু দান-পুণ্য ইত্যাদি কর, সেসব ইনসিওর হয়ে যায়, যার ফলে দ্বিতীয় জন্মে প্রাপ্ত হয়। এখনও যারা বাবার উদ্দেশ্যে নিজস্ব যা আছে সব ইনসিওর করে তার পুরো রিটার্ন বাবা প্রদান করেন। কারণ বাবা বলেন - আমি নিজে সুখের ভোগ করি না। আমি তোমাদের সেসব নিয়ে কি করবো।

*গীত:- দ্বারে এসেছি শপথ নিয়ে.....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা গান শুনলো। বাচ্চা তাদেরকে বলা হয় যারা বাবার আপন হয়। বাবা বুঝিয়েছেন এ হল শেষ জন্ম, মরজীবা জন্ম অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় মৃত সম। এই কথা তো বাচ্চারা জানে, শ্রীমতের গায়ন আছে। শ্রীমৎ ভগবানুবাচ। গীতায় কৃষ্ণের নাম লিখে দেওয়া হয়েছে কিন্তু হলেন শিববাবা। তাঁর পরে ব্রহ্মা তারপর কৃষ্ণ। শ্রীমৎ কৃষ্ণের বলা হবে না। শ্রেষ্ঠতম হলেন আমাদের বাবা। পতিত-পাবন কৃষ্ণ অথবা রাধে ইত্যাদিকে বলবে না। তারা হল দিব্যগুণধারী মানুষ। মানুষকে পতিত-পাবন বলা হয় না। সত্যযুগে এমন বলা হবে না পতিত-পাবন এসো। পতিতদের পাবন করেন একমাত্র বাবা, যাঁর শ্রীমৎ অনুযায়ী তোমরা চলছো। প্রজাপিতা ব্রহ্মার মত হল বিখ্যাত। শ্রীমৎও হল বিখ্যাত। কিন্তু তাতে ভুল করে দিয়েছে যে বাবার পরিবর্তে কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। সর্ব ধর্মের পিতা তো একজন ই। কৃষ্ণকে তো সবাই মানবে না। খ্রিস্টানরা খ্রিস্টকে পিতা মনে করে, কৃষ্ণকে নয়, কারণ খ্রিস্টানরা হল খ্রীষ্টের মুখবংশী। শিববাবা এসে তোমাদের আপন করেন। বলা হয় হাতে মাথা রেখে বাবার আপন হয়েছে। তাঁর নির্দেশ অনুসারে চলতে হয়। বাবাকে নিজেদের মতামত দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি নিজেই মত প্রদান করেন। এরা তো সবাই হল বাচ্চা। শিববাবা হলেন বিখ্যাত। তিনি যে মত দেবেন, যা করবেন সবই হবে সঠিক। ব্রহ্মাকেও মত দেন এমন করো। তোমাদের কানেকশন হল শিববাবার সঙ্গে। কারো অবগুণ দেখবে না, শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। শিববাবা তো হলেন নিরাকার। এই ঘর তো তাঁর নয়। তোমরা এইখানে পুরানো ঘরে থাকো পরে স্বর্গে গিয়ে নিজের ঘরে থাকবে। শিববাবা বলেন আমি তো থাকবো না। আমি তো এই সময় একটু সময়ের জন্য আসি।

তোমরা হলে প্রকৃত সত্য রুহানী স্যালভেশন আর্মি। সুপ্রীম আত্মা(শিববাবা) নির্দেশ দিচ্ছেন, হুবহু ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী কল্প পূর্বের মতন। কল্প-কল্প যা নির্দেশ দিয়েছেন তা-ই দিচ্ছেন। রাত-দিন গুহ্য কথা শোনাতে থাকেন। নতুন কেউ বুঝবে না। কেউ যদিও ৩৫-৪০ বছর থেকেছে কিন্তু অনেকে আছে যে এই গম্ভীর কথা গুলি বোঝে না। বাবা তো রোজ নতুন কথা শোনান। করাচি থেকে মুরলী বেরোয়। প্রথমে বাবা মুরলী চালাতেন না। রাত্রে ২ টোর সময় উঠে ১০-১৫ পেজ লিখতেন। বাবা লেখাতেন তার কপি প্রিন্ট হয়ে বেরোত। ভক্তি মার্গে শাস্ত্র ইত্যাদির কাগজ তো সুরক্ষিত রাখা হয়। তারপর বড় বড় বই তৈরি হয়। অনেক বায়োগ্রাফি বানানো হয়। তারা সেসব পড়ে যন্ত্র করে রাখে। তোমরা তো মুরলী পড়ে আর রাখা না, ফেলে দাও। যদিও এই লেখা গুলি সদাকালের জন্য রাখা উচিত। কিন্তু না, সবাই জানে যে এইসব বিনাশ হয়ে যাবে। চিত্র ইত্যাদি যা তোমরা বানাও সেসবই হল অল্প সময়ের জন্য। পরে এইসব মাটির তলায় চলে যাবে সেখানে শাস্ত্র, চিত্র ইত্যাদি কিছুই থাকে না এখন এইসব যা চলছে কল্প বাদেও হবে। শাস্ত্র ইত্যাদি পরে আবার দ্বাপর থেকে আরম্ভ হবে। গ্রন্থ ইত্যাদি তো সব প্রথমে হাতে লেখা খুব ছোট হত। এখন বড় বানানো হয়েছে। দিন দিন বড় মাপের বানাতে থাকবে। নাহলে শিববাবার জীবন কাহিনী কতখানি লেখা উচিত। এখন তোমরা বাচ্চারা বলো - পরমপিতা পরমাত্মার জীবন কাহিনী আমরা জানি। বাবা বসে বোঝান - আমি ভক্তিমার্গে কি করি। ভক্তি মার্গেও ইনসিওরেন্স করি। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে মানুষ দান-পুণ্য করে তাইনা। বলে অমুকে দান করেছে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে। ঈশ্বর বড় ঘরে জন্ম দিয়েছে। ভক্তিমার্গে ধর্মাত্মা অনেক থাকে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে দান পুণ্য অনেক করে। তাই বাবা বোঝান - আমি বাচ্চাদেরকে পরের জন্মে অল্পকালের ফল দিয়ে এসেছি। ভালো বা খারাপ ফল তো প্রাপ্ত হয় তাইনা। কতখানি ইনসিওরেন্স হল। যে যেরকম কর্ম করে, সেই রকম ফল পায়। মায়া উল্টো কর্ম করায়, যার দ্বারা তোমরা দুঃখ প্রাপ্ত কর। এখন আমি তোমাদের এমন কর্ম করা শেখাচ্ছি যে কখনও দুঃখ হবে না এবং মায়াও সেখানে থাকে না। বাকি রইল পদ মর্যাদা, যে

যতখানি ইনসিওরেন্স করে। শিববাবা হলেন ট্রাস্টি, তাইনা। প্রথম নম্বর ট্রাস্টি হলেন বাবা। অনেকেরই আসক্তি থাকে, কেউ কেউ ট্রাস্টি তো কেউ কেউ আবার অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়। বাবা দেখে কেমন ট্রাস্টি, বলেন এইসব হল বাচ্চাদের জন্য। তোমাদের সম্পূর্ণ কানেকশন হল শিববাবার সঙ্গে। বাবা বলেন আমি হলাম প্রকৃত সত্য ট্রাস্টি। আমি নিজে সুখ প্রাপ্ত করি না, বাচ্চাদেরকে সম্পূর্ণ রাজধানী প্রদান করি। লৌকিক পিতাও সবকিছু উইল করে দিয়ে যান। আমি তো স্বর্গে কিছু গ্রহণ করি না। তোমাদেরকেই সবকিছু প্রদান করি। অর্থাৎ তোমাদের সম্পূর্ণ কানেকশন হল শিববাবার সঙ্গে। ব্রহ্মা বাবাও বলেন আমিও সম্পূর্ণ ইনসিওরেন্স করেছি। তন-মন-ধন সবই বাবার সার্ভিসে আছে। সিন্ধি ভাষায় বলে - হাত যার এইরূপ (দাতা রূপে) প্রথমে পুরে সে পৌঁছাবে। বাবাকে সব ইনসিওরেন্স করে দিতে হবে। দুই মুঠো চাল দিয়ে মহল প্রাপ্ত করে। এখন দেখো ভবন নির্মাণ করতে কেউ এক টাকা দিয়েছে, আমাদের দিক থেকে একটি ইট যেন লাগানো হয়। বাবা লেখেন তোমরা তো সবচেয়ে ভালো মহল পাবে কারণ তোমরা হলে গরিব। আমি হলাম গরিব নিবাজ অর্থাৎ দীনর নাথ। গরিবের এক টাকা তো ধনী মানুষের ১০ হাজার টাকার সমান। দুইজনেরই একই পদ প্রাপ্ত হয়। ধনী মানুষ খুব মুশকিলে জ্ঞান ধারণ করে। কন্যারা হল একেবারে ক্রী। এক নম্বরে দেখে মাশ্শা আছে। তার কাছে তো কিছুই ছিল না। গরিবের ঘরের ছিল তবুও এক নম্বরে চলে গেছে। ব্রহ্মা বাবা সবকিছু দিয়েছেন তবুও লক্ষ্মী প্রথমে তারপরে নারায়ণ। কতখানি ওয়ান্ডারফুল এই খেলা। অতএব কখনও কোনো কথায় সংশয় প্রকাশ করা উচিত নয়। বাপদাদা কম নন। একটুও সংশয় প্রকাশ করা উচিত নয়। খুব মিষ্টি হতে হবে। প্রতি কদমে শ্রীমৎ নিতে হবে। তা নাহলে মায়া ক্ষতি করে দেবে। বাচ্চাদেরকে অনেক নির্দেশ দিতে হয়। বাবা বলেন - পুরো খবর লেখো। বাবা সব দিক থেকে রক্ষা করবেন। বাবার খেয়াল থাকে। এই বাচ্চাটি উপরে উঠুক। পড়াশোনায় সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন চাই। আমরা মোস্ট বিলাভেড গড ফাদারলি স্টুডেন্ট। ভগবানুবাচও লেখা আছে কিন্তু কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। কৃষ্ণও সব মানুষের চেয়ে উঁচুতে অবস্থিত তাইনা। কৃষ্ণ তো ফার্স্ট প্রিন্স। কৃষ্ণের নাম দেয়, নারায়ণের কেন নয়! কৃষ্ণ হল বালক। ছোট বয়সে বালক সতোপ্রধান হয়। তারপরে শৈশব থেকে যুবক, তারপরে বৃদ্ধ অবস্থা আসে। বাচ্চাদের ই মহিমা করা হয় কারণ পবিত্র তাইনা। বালক হল ব্রহ্মজ্ঞানীর সমান এমন বলা হয়। ছোট বাচ্চাদের মধ্যে কোনো পাপ থাকে না। তাই কৃষ্ণ ছোট বাচ্চা বলেই বার্থ ডে পালন করা হয়। তবুও কৃষ্ণকে দ্বাপরে দেখানো হয়েছে। এইসব কথা বাবা বসে বোঝান। তোমরা ব্রাহ্মণরা ব্যতীত দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যারা এই কথা জানে। ব্রাহ্মণ হল উত্তম। তোমরা ব্রাহ্মণ রা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। সত্যযুগে ঈশ্বরীয় সন্তান বলা হবে না। ঈশ্বরের কাছে অবশ্যই স্বর্গের প্রাপ্তি হবে। এ হল তোমাদের অতি দুর্লভ অমূল্য জীবন। সবার তো হবে না। এই ড্রামা এমন ভাবেই তৈরি আছে। কল্প পূর্বে যারা পড়েছে, তারা ই পড়েছে। ভগবান নিশ্চয়ই ভগবান-ভগবতী রচনা করেছেন। কিন্তু ভগবান-ভগবতী বলা হবে না। গড ইজ ওয়ান। নিরাকারের মহিমা আছে। সাকারের কোনো মহিমা নেই। এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে নিরাকার এমন বানিয়েছেন। এখন রাজযোগের শিক্ষা প্রাপ্ত করছে। রাজস্ব স্থাপন হয়, তখন বিনাশও হয়। বাবা নিশ্চয়ই স্বর্গের অধিকার দেবেন। এখন হল সঙ্গমের কথা। শিববাবা আসেন, তখন খেলা পূর্ণ হয়, তারপরে কৃষ্ণের জন্ম হয়। মানুষ তো বিভ্রান্ত হয়েছে, তবেই তো বাবা এসে বোঝান। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা দ্বারা সব শাস্ত্রের সার বলে দেন। এখন তোমরা মাস্টার নলেজফুল হয়েছে। বাবা বলেন - এই ভারত হল সবচেয়ে বিশাল তীর্থ স্থান। কিন্তু কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়ে পুরো মহিমা লুপ্ত করে দিয়েছে। নাহলে সবাই শিবের মন্দিরে ফুল অর্পণ করতো, সকলের সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। অর্ধকল্প তোমরা প্রালঙ্ক ভোগ করে নীচে আসো। সবাইকে তমোপ্রধান হতেই হবে। এখন বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়া স্থাপন করছি। সেখানে আমি নিজে আসি না, সব কিছু বাচ্চারা তোমাদের জন্য। ক্রিয়ার কথা। মানুষ তো নিজের জন্য করে তারপরে বলে আমি নিষ্কাম হয়ে করি। কিন্তু নিষ্কাম তো কেউ করতে পারে না। প্রতিটি জিনিসের ফল তো নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হয়। বাচ্চারা, আমি তো তোমাদের অবিনাশী জ্ঞানের রত্ন প্রদান করি। তোমাদের জন্যই বৈকুণ্ঠ এনেছি। বাচ্চাদেরকে শ্রেষ্ঠ স্বতন্ত্র রাজ্যের স্মরণিকা প্রদান করি। সুতরাং সেই রাজ্য প্রাপ্ত করার জন্য উপযুক্ত হতে হবে। স্বর্গের মালিক হতে হবে। হাতের মুঠোয় স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি অথবা সেকেন্ডে বাদশাহী। দিব্য দৃষ্টি দাতা হলেন শিববাবা। সেকেন্ডে বৈকুণ্ঠ নিয়ে যান, ব্রহ্মা বাবার হাতে কোনো চাবি নেই। বাবা বলেন বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে রাজস্ব প্রদান করি। আমি রাজ্য করিনা। পরে যখন তোমরা ভক্তি মার্গে যাবে তখন তোমাদেরকে দিব্য দৃষ্টি দ্বারা প্রভাবিত করতে হবে। কত ভালো করে বোঝান। এমন বাবা কল্প-কল্প, কল্পের সঙ্গমযুগে একবারই আসেন। পূর্ব নির্দিষ্ট যা তাই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে এখন নতুন কিছুই হচ্ছে না যা কিছু হয়, ড্রামাতে ফিক্স আছে। সেসব সাক্ষী হয়ে দেখো। বাবা খুব ভালো ভাবে বোঝান। বাচ্চারা আমি হলাম তোমাদের ইনসিওরেন্স ম্যাগনেট। তোমাদের এক পয়সাও হারায় না। কড়ি থেকে তোমাদের হীরে তুল্য বানাই। এই সব শিববাবা করেন, ব্রহ্মা দ্বারা, করনকরাবনহার হলেন শিববাবা। নিরাকার, তিনি হলেন নিরহংকারী। গড ফাদার কীভাবে বসে পড়ান। এমন বলেন না চরণ স্পর্শ করো। বাবা হলেন অবিডিউয়েন্ট সার্ভেন্ট। বাবা বলেন - যাদের মালিক করেছিলাম, তারা সুখ ভোগ করে এখন দুঃখী হয়েছে। সুখও অনেক ভোগ করে। অন্য কোনও ধর্ম এত সুখ ভোগ করে

না। এমন বলা যাবে না ভারতবাসীদের কেন, অন্যরা কি করেছে ? মানুষের সংখ্যা তো অনেক, সবাই আসতে পারে না। এইরূপ ড্রামায় নির্দিষ্ট আছে। ভারতেই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। ভগবান এসে সহজ রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। বাবা বলেন - আমি পুনরায় এসেছি। তোমরাও জানো ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করে এখন আমরা ঘরে ফিরে যাই। এই বস্ত্র টি (দেহ টি) খুব পুরানো হয়েছে সর্পের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। সন্ন্যাসীরা বলে আত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যায়। এইরূপ অবস্থায় স্থির থেকে শরীর ত্যাগ করে। কিন্তু ব্রহ্মে বিলীন তো কেউ হয় না। তাতেও অনেকে তীক্ষ্ণ হয়। শান্তিতে বসে শরীর ত্যাগ করে চলে যায় তাদের প্রভাবে বায়ুমন্ডল ২-৩ দিন পর্যন্ত নিঃশব্দ থাকে। অতএব তোমরা জানো যে এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে বাবার কাছে যেতে হবে। ব্রহ্ম তো বাবা নয়, এই কথাটি তাদের ভ্রম মাত্র। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই ড্রামার প্রতিটি সীন সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে, কারণ যা পূর্ব নির্দিষ্ট তারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। কখনও কোনো কথায় সংশয় প্রকাশ করবে না।

২) বাবা হলেন ইনসিওরেন্স ম্যাগনেট, তাই তন-মন-ধনের দ্বারা বাবার সার্ভিসে সফল করে নিজের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে হবে। বাবার সঙ্গে পুরোপুরি কানেকশন রাখতে হবে। সম্পূর্ণ খবরাখবর দিতে হবে।

বরদানঃ:- অল্প শব্দের দ্বারা জ্ঞানের সর্ব রহস্যকে স্পষ্ট করে যথার্থ এবং শক্তিশালী ভাব যে কোনও জিনিস যত বেশি শক্তিশালী হয় ততই তার কোয়ান্টিটি কম হয়। ঠিক তেমনভাবে তোমরা নিজের নির্বাণ স্থিতিতে স্থিত হয়ে যখন বাণীর প্রয়োগ করবে তখন স্বল্প শব্দ কিন্তু তা যথার্থ এবং শক্তিশালী হবে। একটি শব্দে হাজার শব্দের রহস্য নিহিত থাকবে, ফলে ব্যর্থ বাণী স্বাভাবিকভাবেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। একটি শব্দের দ্বারা জ্ঞানের সকল রহস্যগুলি স্পষ্ট করতে পারবে, বিস্তার সমাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- সত্য হৃদয় দিয়ে বাবা বলা অর্থাৎ খুশী ও শক্তির প্রাপ্তি করা।

"মিষ্টি বাচ্চারা — সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করার জন্য এক বাবার সাথেই ভালোবাসা রাখো, কোনও দেহধারীর প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকা উচিত নয়"

- *প্রশ্নঃ - — যারা দৈবী সম্প্রদায়ের হবে তাদের সামনে কোন কথাগুলি বারবার শোনাতে হবে ?
- *উত্তরঃ - — যখন তোমরা তাদের বলবে বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয় আর দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়, তখন এই কথাগুলি তাদের মনে প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে । তাদের বুদ্ধিতে আসবে যে আমাদেরও দেবতা হতে হবে, সেইজন্য আমাদের খাদ্য-পানীয় শুদ্ধ হওয়া উচিত।
- *গীতঃ- — ভোলানাথের মতো অনন্য কেউ নেই....

ওম্ শান্তি । ভোলানাথের বাচ্চারা শুনছে । কার থেকে শুনছে ? ভোলানাথের কাছ থেকে। শিবকে বলা হয় ভোলানাথ। ভোলানাথের বাচ্চা অর্থাৎ শিবের সন্তান। আত্মারা এই কান দিয়ে শুনছে। বাচ্চারা তোমরা এখন আত্ম-অভিমানী হয়েছ। বাচ্চারা টেপেরেকর্ডারে মুরলী শুনতেও মনে করে যে শিববাবা আমাদের নিজ পরিচয় দিচ্ছেন, আমি সর্ব আত্মাদের পিতা, যাঁকে তোমরা পরমপিতা পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা বলে থাকো। তাঁকে ফাদারও বলা হয়। কে বলে উনি ফাদার ? আত্মা বলে। আত্মা এখন জ্ঞান প্রাপ্ত করেছে আর কোনো মানুষ মাত্রেরই এই জ্ঞান নেই। আমরা আত্মাদের দুই পিতা। একজন সাকার, একজন নিরাকার। পরমপিতা ছাড়া এই জ্ঞান আর কেউ দিতে পারে না। বাবা ছাড়া আর কেউ জিজ্ঞাসাও করতে পারে না। বাবা'ই জিজ্ঞাসা করেন তোমরা যে পরমপিতা পরমাত্মা, গড ফাদার বোলো, কার জন্য বল ? লৌকিক পিতার জন্য বোলো না কি পারলৌকিক পিতার জন্য বোলো ? লৌকিক পিতাকে কি গডফাদার বলবে ? হিন্দিতে আছে পরমপিতা শব্দটি । তিনি একজনই নিরাকার। ঈশ্বর, প্রভু বা ভগবান বললে বাবার সাথে সম্বন্ধ বোঝায় না, গডফাদার শব্দটি সুন্দর । আত্মা বলেছে তিনি আমাদের গডফাদার। লৌকিক পিতা তো দেহধারী। তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমাদের পিতা কয়জন ? তোমরাই বলে থাকো একজন লৌকিক, দ্বিতীয় জন হলেন পারলৌকিক। দুজনের মধ্যে বড় কে ? নিশ্চয়ই বলবে পারলৌকিক পিতা। ওঁনার মহিমা — সমস্ত পতিতদের পবিত্র করে তোলেন এই পারলৌকিক পিতা। তোমরা এখন বুঝেছ সেটা, দুনিয়ার আর কেউ জানেনা। বাবা বলেছেন -- তোমাদের ভালোবাসা একমাত্র পারলৌকিক পিতার প্রতি। বাদবাকিদের বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি। এখন বিনাশের সময়। মহাভারতের লড়াই এখন শুরু হবে। এরোপ্লেন, ট্যাঙ্ক ইত্যাদি একে অপরকে সাপ্লাই করে চলেছে। পয়সার বিনিময়ে যার যেটা প্রয়োজন দিয়ে যাচ্ছে। ধার করেও নিচ্ছে। এরোপ্লেন, বারুদ ইত্যাদি সব কিনছে । এইসব জিনিস প্রচণ্ড ব্যয়বহুল। বিদেশীরা তৈরি করে, তারপর বিক্রি করে দেয়। ভারতবাসীরা এরোপ্লেন ইত্যাদি বিক্রি করে না। এইসব জিনিস বাইরে থেকে আসে। যা কিনবে সেটা তো নিশ্চয়ই কাজে লাগবে। ফেলে দেওয়ার জন্য তো কিনবে না। এরাই হলো বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি সম্পন্ন যাদব সম্প্রদায়, যারা ইউরোপের বাসিন্দা, সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। ভারত তো অবিনাশী খন্ড কেননা অবিনাশী বাবার বার্থ প্লেস। বাবা তখনই আসেন যখন পুরানো দুনিয়া শেষ হওয়ার মুখে। আর জন্ম সেখানেই নিয়ে থাকেন যা কখনোই শেষ হয়ে যাবে না। বাবা এসেছিলেন তবেই তো শিব জয়ন্তী পালন করে থাকে কিন্তু ওদের জানা নেই যে শিববাবা কখন আসেন। আসেন তখন যখন বিনাশের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়।

বাবা বলেন -- ওরা হলো ইউরোপবাসী যাদব সম্প্রদায় যারা সত্যযুগে থাকে না। আর না বৌদ্ধ, না খ্রিস্টান ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীরা সত্যযুগে থাকে। বাবা বলেন ওদের বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি, কেননা পরমাত্মা পিতাকে সর্বব্যাপী বলে থাকে। তোমাদের বিনাশ কালে প্রীত বুদ্ধি (একমাত্র বাবার প্রতি বিশ্বাস আর ভালোবাসা) । তোমরা বাবাকে জানো। তোমরা বুঝেছ আমরা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেছি । ৮৪ জন্মে পাপ আত্মা, তমোপ্রধান হয়ে গেছি। ভারতবাসীরাই ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে, সবাইকে ফিরে যেতে হবে। বাবা তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। এখন সবার জন্যই মৃত্যুর সময়। ঐ যাদবদের ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা নেই , সেইজন্যই বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি বলা হয়ে থাকে। কোনও দেহধারীর প্রতি ভালোবাসা থাকা উচিত নয়। ওরা হলো রচনা, তাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না। ভাই ,ভাইয়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার পেতে পারে না। যথার্থ রীতিতে এ'বিষয়ে তোমাদের বোঝান হয়েছে।

বাচ্চারা তোমরা এখন বুঝেছ — ওদের হলো বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি আর তোমাদের প্রীত বুদ্ধি। এর মধ্যেও যারা

তীর প্রীত বুদ্ধির, তারা বাবার প্রতি সম্পূর্ণ প্রীতি রাখে। বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছ। এই বাবাই প্রকৃত সত্য বলেন যে কারো প্রতি ভালোবাসা রাখা উচিত নয়।

নতুন বাড়ি যখন তৈরি হয় তখন সেই বাড়ির প্রতিই ভালোবাসা জন্মায়। বোঝা যায় পুরোনোটি ভেঙে ফেলতে হবে। পুরানো দুনিয়া থেকে তোমাদের মন সরিয়ে নেওয়া উচিত। বাবা বুঝিয়েছেন — দিন-দিন পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে থাকবে। তোমরা দেখতে পাবে চারদিকে কত হঙ্গামা হয়ে চলেছে, সুতরাং বুঝতে পারবে এই দুনিয়া এখন শেষের দিকে। আমাদের এখন নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে, সুতরাং নতুন দুনিয়াকেই স্মরণ করতে হবে। অসীম জগতের পিতা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে, অন্য কাউকে স্মরণ করলে কিছুই পাওয়া যাবে না। মানুষ ভক্তি মার্গে কত স্মরণ করে থাকে। মা, বাবা, বন্ধু, আত্মীয় পরিজনদের স্মরণ করার সাথে-সাথে দেবী-দেবতাদেরও স্মরণ করে থাকে। গঙ্গায় স্নান করে, যাকে পতিত-পাবনী বলে থাকে। দেখানো হয়েছে, তীর মারার সাথে-সাথে গঙ্গা নির্গত হয়েছে। মৃত্যুর সময় গঙ্গা জল মুখেও দিয়ে থাকে। মনে করা হয় সামান্য গঙ্গা জল পেলেও মুক্তি লাভ হবে। বাবা বলেন — এটাই জ্ঞান। তোমরা সামান্য জ্ঞান শুনলেও তার ফল পাবে। এই জ্ঞান শোনার বিষয়। অমৃত পান করার বস্তু নয়, এ'হল নলেজ। এমনটা ভেব না যে ভোগের দিন তোমাদের অমৃত পান করানো হয়। ওটা শুধুই মিষ্টি জল। এ'হল জ্ঞানের কথা। জ্ঞান অর্থাৎ বাবা আর সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানা। এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘোরে, কারা ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকে। যারা দেবতা ছিল তারাই ৮৪ জন্ম ভোগ করে পতিত হয়ে যায়। বাবা এসে তারপর কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করেন। মানুষ দেহ-অভিমাণে এসে ৫ বিকারে ফেঁসে যায়। এখন হলো রাবণ রাজ্য। সত্যযুগ ছিল দৈবী রাজ্য। শিববাবাই স্বর্গের রচয়িতা। সূর্যবংশীয় লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। তোমরা জান এখন আবার স্থাপনা হচ্ছে। তোমাদের বিনাশ কালে প্রীত বুদ্ধি সেইজন্যই বিজয়ী হও। সম্পূর্ণ বিশ্বের উপর তোমরা বিজয় প্রাপ্ত করে থাকো। এটাই যথার্থ রীতিতে স্মরণ রাখতে হবে। তোমরা ভারতবাসী যারা এখন কলিযুগে আছ তারাই পবিত্র হয়ে স্বর্গে যাবে। পুরানো দুনিয়াকে ত্যাগ করতে হবে। এই যে বিকারগ্রস্ত সম্বন্ধ, একেই বন্ধন বলে। তোমরা বিকারী বন্ধন থেকে বেরিয়ে নির্বিকারী সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করতে চলেছ। এর পরবর্তী জন্মে তোমরা বিকারী বন্ধনে জড়াবে না। সত্যযুগে নির্বিকার সম্পর্ক, এই সময় আসুরি বন্ধন। আত্মা বলে আমাদের শিববাবার প্রতি ভালোবাসা। তোমরা ব্রাহ্মণদের বাবার সাথে প্রীতি কেননা যথার্থ রীতিতে তাঁকে জেনেছ। বাবাকে, সৃষ্টি চক্রকে জেনে তোমরা অন্যদেরও বোঝাচ্ছ। যত অন্যদের বোঝাবে ততই অনেকের কল্যাণ করবে। যে ভালো করে বুঝেছে সে বিচক্ষণ এবং উচ্চ পদও সে প্রাপ্ত করবে। সার্ভিস কম করলে পদও কমে যাবে। সম্পূর্ণ দুনিয়া এখন পতিত। প্রত্যেককে পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার পথ বলে দিতে হবে, অন্য কোনও উপায় নেই। স্মরণ দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। যে দৈবী সম্প্রদায়ের হবে তার এই কথাগুলি অন্তর্মনে গুনগুন করবে, বুঝবে এ'তো ঠিক কথাই। আমরাই দেবী-দেবতা হই সুতরাং আমাদের ভোজনও শুদ্ধ হওয়া উচিত। দৈবীগুণ এখানেই ধারণ করতে হবে, সর্বগুণসম্পন্ন হতে হবে। তোমরা এখন হতে চলেছ। এই যে লক্ষ্মী-নারায়ণ দেবী-দেবতা, এদের যখন ভোগ দেওয়া হয় তখন কি সিগারেট ইত্যাদি ভোগে দেওয়া হয়? সিগারেট খায় যারা তারা উচ্চ পদ পেতে পারে না। সিগারেট কোনও দৈবী বস্তু নয়। সিগারেট খেলে বা রসুন, পেঁয়াজ ইত্যাদি খেলে আরও নিচে নেমে যাবে। বলে থাকে এ'সব ছাড়লে শরীর খারাপ হয়ে যায়। বাবা বলেন — শিববাবাকে স্মরণ কর। এইসব অভ্যাস ছেড়ে দিলে তোমাদের সঙ্গতি হবে। সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস অনেকের মধ্যেই আছে। বোঝানো হয়, দেবতাদের এইসব দ্রব্য কখনোই ভোগে দেওয়া হয় না। সুতরাং এদের মতো তোমাকে এখানেই হতে হবে। ছিঃ ছিঃ জিনিস খেলে তার গন্ধ বাইরে বেরিয়ে আসে। সিগারেট বা মদ্যপান করে যারা দূর থেকেই গন্ধ পাওয়া যায়। বাচ্চারা তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। এটাই তোমাদের সর্বোত্তম জন্ম। দেবতাদের থেকেও তোমরা উত্তম। তোমাদের অন্যদেরও উত্তম করে তুলতে হবে। এই হলো অসীম জগতের পিতার মিশনারি। ক্রিস্চান মানুষদের মিশনারি হয়না ! নিজেদের ক্রিস্চান ধর্মে অনেককেই কনভার্ট করে থাকে। এ'হলো ঈশ্বরীয় মিশনারি। তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণে পরিণত হয়েছে, তারপর দেব-দেবীতে পরিণত হও। তোমরা জান আমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছি। তোমরা জীবিত থেকেও মৃত (পুরানো দুনিয়া থেকে বৈরাগ্য) তারপর দেবতা হবে। তোমরা গর্ভের মাধ্যমে জন্ম গ্রহণ করবে। এখানে বাবা তোমাদের ধার্মিক করে তোলার জন্য গ্রহণ করেছেন। বাবা তোমাদের তাঁর নিজের করেছেন। বাবা তোমাদের পড়াচ্ছেন, তোমরা প্রথমে ব্রাহ্মণ হও এবং পরে দেবতা। মানুষ এত উন্নত যে তাদের মধ্যে সমস্ত ঈশ্বরীয় গুণ আছে। যখন তোমাদের আত্মা পবিত্র হবে তখন পবিত্র শরীরেরও প্রয়োজন হবে। পুরানো শরীর শেষ হলে নতুন সত্যপ্রধান শরীর প্রয়োজন হবে। সত্যযুগে ৫ তন্ত্রও সত্যপ্রধান হয়ে যাবে। বাবা বলেন — তোমরা শূদ্র বর্ণে ছিলে, এখন ব্রাহ্মণ বর্ণের হয়েছে এরপর দৈবী বর্ণে যাবে। ৮৪ জন্ম নেবে না! ব্রাহ্মণ বর্ণের গুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। এখন বাবা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ তারপর দেবতা করে তোলেন।

ব্রাহ্মণরা শীর্ষস্থানীয়। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ তারপর দেবতা এবং তারপর ঋত্রিয় এবং এরপর আবার ব্রাহ্মণ হয়ে উঠবে। বাঁদরের খেলা না ! (শুধুই ডিগবাজি খাওয়া) একেই বলে চক্র। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ বর্ণে। এই নলেজ এখনকার জন্য তারপর প্রালঙ্ক ভোগ করবে। সত্যযুগে সুখে থাকবে। ২১ জন্ম নম্বরানুসারে এই সময়ের পুরুষার্থ অনুযায়ী কেউ রাজ পরিবারে কেউ প্রজার ঘরে যাবে। রাজ ঘরানায় অগাধ সুখ তারপর ধীরে-ধীরে কলা কম হতে থাকবে। তোমরা ৮৪ জন্মের জ্ঞান পেয়েছ। স্মৃতি এসেছে। বাবা এসে বোঝান মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। কেউ-কেউ ৮৪ জন্ম, ৮০, ৫০ বা ৬০ জন্মও নিয়েছে। সবচেয়ে বেশি সুখ তোমরা ভারতবাসীরা দেখে থাকো। এই ড্রামায় তোমাদের নাম প্রসিদ্ধ। দেবতাদের থেকেও তোমরা উচ্চ। তোমরা জানো আমরাই পূজ্য হয়ে উঠি। সত্যযুগে আমরা কাউকে পূজা করিনা, না কেউ আমাদের পূজা করে। ওখানে আমরাই পূজ্য তারপর ধীরে-ধীরে কলা কম হতে থাকে। আমরাই পূজ্য থেকে পূজারি হয়ে মাথা নত করি। দ্বাপর থেকে আমরা পূজারী হতে শুরু করি। শেষে গিয়ে সবাই ব্যভিচারী হয় যাই। এই শরীর পাঁচ তন্ত্রের তৈরি তাকে যখন কেউ বসে পূজা করে বলা হয় ভূত পূজা। প্রত্যেকের মধ্যে ৫ ভূত আছে। দেহ-অভিমানের ভূত তারপর কাম-ক্রোধের ভূত। ভূত সম্প্রদায় বলা অথবা আসুরি সম্প্রদায় বলা, একই কথা। বাবা এসে তারপর দৈবী সম্প্রদায় গড়ে তোলেন। বাবা আসেন ভূত থেকে ছাড়িয়ে নিজের সাথে যোগযুক্ত করে দেবতা করে তুলতে। গুরু নানকও মহিমা করে বলেছেন পরমপিতা পরমাত্মা মানুষকে দেবতা বানিয়েছেন। তিনিই পতিতদের পবিত্র করে তোলেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য যা কিছু ছিঃ ছিঃ অভ্যাস আছে সব ত্যাগ করতে হবে। শূদ্রদের ব্রাহ্মণ ধর্মে কনভার্ট করে দেবতা করে তোলার জন্য ঈশ্বরীয় মিশনের কাজে সহযোগী হতে হবে। মদ, সিগারেট বা যা কিছু খারাপ অভ্যাস আছে তা দূর করতে হবে।

২) এই বিনাশের সময় শুধু এক বাবার প্রতিই প্রকৃত ভালোবাসা রাখতে হবে। পুরানো বাড়ি ভাঙতে চলেছে সেইজন্য এখান থেকে মনকে সরিয়ে নতুন নির্মাণের দিকে জুড়তে হবে।

বরদানঃ:- — শ্রেষ্ঠ বৃত্তির দ্বারা প্রবৃত্তির প্রগতি সাধনকারী সদা সমর্থবান ভব
প্রবৃত্তি মার্গে প্রথমে বৃত্তির দ্বারাই তোমরা পবিত্র বা অপবিত্র হয়ে থাকো। যদি বৃত্তিকে সবসময় এক বাবার সাথেই জুড়ে দাও, এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়— এমনই উচ্চ বৃত্তি থাকলে প্রবৃত্তি প্রগতির উপায় হয়ে যাবে। বৃত্তি যদি উচ্চ আর শ্রেষ্ঠ হয় তবে চঞ্চলতা আসতে পারে না। এমনই শ্রেষ্ঠ বৃত্তির দ্বারা প্রগতি করতে পারলেই গতি-সঙ্গতি সহজেই প্রাপ্ত হবে। তারপর সব কমপ্ল্যান(অভিযোগ) কমপ্লিট(সমাপ্ত) হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- — যদি পবিত্রতা স্বপ্নেও এতটুকু নাড়িয়ে দেয়, তবে এর অর্থ তোমাদের বিশ্বাসের ভিত দুর্বল।

"উদাসীনতা আসার কারণ - ছোট-খাটো অবজ্ঞা"

আজ, অসীম জগতের সর্বোত্তম বাবা, যিনি তোমাদের সর্বোচ্চ বাবান, তিনি চারিদিকে তাঁর বাচ্চাদের মধ্যে থেকে বিশেষ আঞ্জাকারী বাচ্চাদের দেখছেন। বাচ্চারা তো সবাই নিজেকে আঞ্জাকারী মনে করে, কিন্তু নম্বরক্রম আছে। কেউ সদা আঞ্জাকারী আর কেউ আঞ্জাকারী, কিন্তু সদা নয়। আঞ্জাকারীর লিস্টে সব বাচ্চারা এসে যায়, কিন্তু তারতম্য অবশ্যই আছে। বাবা, যিনি তোমাদের আঞ্জা দেন তিনি সব বাচ্চাকে একই সময় এক আঞ্জাই দেন, আলাদা আলাদা ভাবে বিভিন্ন রকমের আঞ্জাও দেন না, তবুও নম্বরক্রম কেন হয়? কারণ যে সদা প্রতিটা সঙ্কল্প এবং প্রতিটা কর্ম করার সময় বাবার আঞ্জার সহজ স্মৃতি-স্বরূপ হয়, সে আপনা থেকেই প্রতিটা সঙ্কল্প, বোল আর কর্মে আঞ্জা অনুসারে চলে এবং যে স্মৃতিস্বরূপ হয় না, তাকে বারবার স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে হয়। কখনো স্মৃতির কারণে আঞ্জাকারী হয়ে চলে আর কখনো খানিক যাওয়ার পরে বাবার আঞ্জা মনে করে, কেননা আঞ্জার স্মৃতিস্বরূপ নয়, যে শ্রেষ্ঠ কর্মের প্রত্যক্ষ ফল লাভ হয় সেই প্রত্যক্ষ ফলের অনুভূতি না হওয়ার কারণে কর্মের পরে মনে আসে যে এই রেজাল্ট কেন হলো! তারা কর্ম করার পর নিজেদের চেক করে, তখন বুঝতে পারে, যে প্রত্যক্ষ ফল তাদের অনুভব হওয়ার ছিল, বাবার আঞ্জা অনুসারে না চলার কারণে তা তাদের অনুভব হয়নি। একেই বলে, আঞ্জার স্মৃতিস্বরূপ না হওয়া, কিন্তু কর্মের ফল দেখে স্মৃতি এসেছে। সুতরাং নম্বর ওয়ান হলো - সহজ, স্বতঃ স্মৃতিস্বরূপ, আঞ্জাকারী। আর দ্বিতীয় নম্বর হলো- কখনো স্মৃতির সাথে কর্ম করে আর কখনো কর্মের পর তারা স্মৃতিতে আসে। তৃতীয় নম্বর যারা তাদের কথা তো জিজ্ঞাসাই কর না। মালা দুটো। প্রথম মালা ছোট, দ্বিতীয় মালা বড়। যারা তৃতীয় তাদের তো মালাই নেই, সেইজন্য দুইয়ের বিষয়েই বাবা বলছেন।

'আঞ্জাকারী নম্বর ওয়ান', সদা অমৃতবেলা থেকে রাত পর্যন্ত সারা দিনের দিনচর্যার সব কর্মে আঞ্জা অনুসারে চলার কারণে কোনো কর্মে পরিশ্রম অনুভব করে না, বরং আঞ্জাকারী হওয়ার বিশেষ ফল হিসেবে বাবার আশীর্বাদের অনুভূতি করে, কেননা আঞ্জাকারী বাচ্চাদের জন্য তাদের প্রতি কদমে বাপদাদার হৃদয়ের আশীর্বাদ সাথে আছে, সেইজন্য হৃদয়ের আশীর্বাদের কারণে প্রতিটা কর্ম ফলদায়ী হয়, কারণ কর্ম বীজ আর বীজ থেকে যে প্রাপ্তি হয় সেটাই ফল। সুতরাং নম্বর ওয়ান আঞ্জাকারী আত্মার সব কর্মরূপী বীজ শক্তিশালী হওয়ার কারণে সব কর্মের ফল রূপে সন্তুষ্টতা, সফলতা প্রাপ্ত হয়। সন্তুষ্টতা আপনাআপনিও হয় আর কর্মের রেজাল্ট থেকেও হয় আবার অন্য আত্মাদের সম্বন্ধ-সম্পর্ক থেকেও হয়। নম্বর ওয়ান আঞ্জাকারী আত্মাদের তিন রকমেরই সন্তুষ্টতা নিজে থেকেই সদা অনুভব হয়। অনেকবার কিছু কিছু বাচ্চা নিজের কর্মে সন্তুষ্ট হয় যে তারা বিধিসম্মত ভাবে খুব ভালো কাজ করেছে, অথচ তারা নিজেরা সফলতা রূপী ফল যতটা হওয়া উচিত মনে করে ততটা তাদের প্রতীয়মান হয় না, আবার কোথাও নিজেও সন্তুষ্ট, ফলেও সন্তুষ্ট কিন্তু সম্বন্ধ-সম্পর্কে সন্তুষ্টতা হয় না, সুতরাং এদের নম্বর ওয়ান আঞ্জাকারী বলবে না। নম্বর ওয়ান আঞ্জাকারী তিন বিষয়েই সন্তুষ্টতা অনুভব করে।

বর্তমান সময় অনুসারে কিছু শ্রেষ্ঠ আঞ্জাকারী বাচ্চাদের দ্বারা কখনো কখনো কোনো কোনো আত্মা নিজের মধ্যে অসন্তুষ্টতাও অনুভব করে। তোমরা ভাববে এমন তো কেউ নেই যার দ্বারা সবাই সন্তুষ্ট হবে। কেউ না কেউ অসন্তুষ্ট হয়েই যায়, কিন্তু তার জন্য অনেক কারণ থাকে। নিজস্ব কারণ তাদের জানা না থাকায় মিসান্ডারস্ট্যান্ড (ভুল বোঝাবুঝি) করে। দ্বিতীয়ত: - নিজেদের বুদ্ধি অনুযায়ী বড়দের থেকে তাদের অনেক বেশি প্রত্যাশা, ইচ্ছা থাকে আর সেই ইচ্ছা যখন পূর্ণ হয় না তখন অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। তৃতীয়ত:- কোনো কোনো আত্মার অতীত সংস্কার-স্বভাব এবং হিসেব-নিকেশের কারণেও যতটা সন্তুষ্ট হওয়া উচিত ততটা সন্তুষ্ট হয় না। এর কারণ নম্বর ওয়ান আঞ্জাকারী আত্মার অথবা শ্রেষ্ঠ আত্মাদের দ্বারা সন্তুষ্টতা না পাওয়ার কারণে যে হয় তা নয়, বরং নিজের কারণেই অসন্তুষ্ট থেকে যায়, সেইজন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদিও দেখা যায় যে একে অপরের প্রতি অসন্তুষ্ট, কিন্তু তার মধ্যে মেজরিটি সন্তুষ্ট হবে অন্ততঃ শতকরা ৯৫ ভাগের কাছাকাছি, দেখা যায় ৫% অসন্তুষ্ট। সুতরাং নম্বর ওয়ান আঞ্জাকারী বাচ্চাদের মেজরিটি তিন ভাবেই অন্যদের সন্তুষ্টতা অনুভব করাবে এবং সদা আঞ্জা অনুসারে শ্রেষ্ঠ কর্ম হওয়ার কারণে প্রতিটা কর্ম করার পর সন্তুষ্ট হওয়ার কারণে কর্ম দ্বারা তাদের বুদ্ধি ও মন বারবার বিচলিত হবে না এই ভেবে যে তারা ঠিক করেছে কি করেনি! যারা সেকেন্ড নম্বরের তারা কর্ম করার পর প্রায়ই তাদের মনে সঙ্কল্প চলে, জানিনা ঠিক করেছে কি করেনি! তোমাদের ভাষায় যেটাকে বলো বিবেক দংশন হয় যে ঠিক করেনি। নম্বর ওয়ান আঞ্জাকারী আত্মাদের কখনো বিবেক দংশন হবে

না, আশ্চর্য অনুসারে চলার কারণে সদা হালকা থাকে, কেননা কর্মের বন্ধনের বোঝা নেই। আগেও তোমাদের বলা হয়েছিল যে, এক হলো কর্মের সম্বন্ধে আসা, দ্বিতীয়তঃ, কর্মের বন্ধন- বশে কর্ম করা। সুতরাং নম্বর ওয়ান আত্মা সদা কর্মের সম্বন্ধে আসবে, সেইজন্য সদা হালকা হয়। নম্বর ওয়ান আত্মা সব কর্মে বাপদাদা দ্বারা বিশেষ আশীর্বাদ প্রাপ্তির কারণে, সব কর্ম করার সময় আশীর্বাদের ফলস্বরূপ সদাই আন্তরিক উইল পাওয়ার অনুভব করবে। সদা অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করবে, সদা নিজেকে পরিপূর্ণ অর্থাৎ সম্পন্ন অনুভব করবে।

কখনো কখনো কোনো কোনো বাচ্চা বাবার সামনে নিজের হৃদয়ের অবস্থা শুনিয়ে কী বলে? জানিনা, কেন 'আজ নিজেকে বড় খালি- খালি লাগছে', কোনো কিছুও ঘটেনি, কিন্তু সম্পন্নতা অথবা সুখের অনুভূতি হচ্ছে না। সাধারণতঃ, সেই সময় হয়তো তারা কোনো অন্যায় কার্য কিংবা কোনো ছোট-খাটো ভুল করে না, কিন্তু চলতে চলতে না জেনে অসাবধানতায় সময় সময়ে আশ্চর্য অনুসারে কাজ করে না। আগের সময়তে করা অবজ্ঞার বোঝা কোনও সময় নিজের দিকে টেনে নেয়। যেমন বিগত জন্মের কড়া সংস্কার, স্বভাব কখনো কখনো না চাইতেও নিজের দিকে টেনে নেয়, এইভাবে সময় সময়ে করা বিভিন্ন অবজ্ঞার বোঝা কখনো কখনো নিজের দিকে টানে। সেগুলো অতীতের হিসেব-নিকেশ, এগুলো বর্তমান জীবনের হিসেব, কেননা যে কোনও হিসেব- সেটা এই জন্মের হোক বা বিগত জন্মের, তন্ময়তার অগ্নি-স্বরূপ স্থিতি ব্যতীত তা ভস্ম হয় না। সদা অগ্নি-স্বরূপ স্থিতি অর্থাৎ শক্তিশালী স্মরণের স্থিতি, বীজরূপ, লাইট হাউস্, মাইট হাউস্ স্থিতি সদা না হওয়ার কারণে হিসেবনিকেশ ভস্ম করতে তোমরা অপারগ, সেইজন্য রয়ে যাওয়া হিসেব নিজের দিকে টানে। সেই সময় তোমরা কোনো ভুল করো না, তবুও তোমাদের মনে হয়, জানিনা কী হয়েছে! কখনো কখনো তোমাদের মন লাগবে না স্মরণে, সেবায় বা কখনো উদাসীনতার তরঙ্গ হবে। এক হয় জ্ঞান দ্বারা শান্তির অনুভব, আরেক হয় বিনা খুশিতে, বিনা আনন্দে নীরবতার শান্তি। সেই শান্তি রসবিহীন। শুধু মনে হবে, কোথাও একা চলে যেতে, নির্জনে বসে থাকতে। এই সব লক্ষণ হলো কোনো না কোনও অবজ্ঞার। কর্মের বোঝা টানে।

অবজ্ঞা এক তো হয় পাপ কর্ম করা অথবা কোনো ভুল কর্ম করা এবং দ্বিতীয় হলো ছোট ছোট অবজ্ঞা। যেমন, বাবার আশ্চর্য হলো - অমৃতবেলায় বিধিসম্মত ভাবে শক্তিশালী স্মরণে থাকো। সুতরাং অমৃতবেলা যদি এই আশ্চর্য অনুসারে না চলো তাহলে তাকে কী বলবে? আশ্চর্যকারী হওয়া নাকি অবজ্ঞা? সব কর্ম কর্মযোগী হয়ে করো, নিমিত্ত ভাব থেকে করো, নির্মাণ হয়ে করো - এটা আশ্চর্য। এইরকম তো অনেক বড় লিস্ট আছে, কিন্তু বাবা শুধু দৃষ্টান্তরূপে বলছেন। দৃষ্টি, বৃত্তি সবকিছুর জন্য বাবা নির্দেশ দিচ্ছেন। এই সব আশ্চর্য মध्ये কোনও আশ্চর্য যদি বিধিপূর্বক পালন না করা হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় ছোট-খাটো অবজ্ঞা। এই হিসেব যদি সঞ্চিত হতে থাকে তাহলে তো অবশ্যই সেটা নিজের দিকে টানবে, তাই না! সেইজন্য তোমরা বলো, যতটা হওয়া উচিত, ততটা হয় না। যখন তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়, নির্দেশিত পথে এগোচ্ছ কিনা তো সবাই বলবে - হ্যাঁ। আর যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমাদের যতটা সঞ্চয় হওয়া উচিত ততটা হয়েছে, তখন তোমরা সেটা ভাবো। এত ইশারা পাচ্ছ, নলেজফুল হচ্ছে তবুও যতটা হওয়া উচিত ততটা হয় না, কারণ? অতীত বা বর্তমান বোঝা ডবল লাইট হতে দেয় না। কখনো ডবল লাইট হয়ে যায় তো কখনো বোঝা নীচে নিয়ে আসে। সদা অতীন্দ্রিয় সুখ বা খুশি সম্পন্ন শান্তি স্থিতি অনুভব করে না। বাপদাদার আশ্চর্যকারী হওয়ার বিশেষ আশীর্বাদের লিফ্টের প্রাপ্তির অনুভূতি হয় না। সেইজন্য কোনো সময় সহজ হয়, কোনো সময় পরিশ্রম লাগে। নম্বর ওয়ান আশ্চর্যকারীর বিশেষত্ব তোমরা স্পষ্ট শুনেছ। তাহলে নম্বর টু কে? যার মধ্যে এই বিশেষত্বের অভাব রয়েছে, সে নম্বর টু আর তারা দু'নম্বর মালায় হয়ে যায়। অতএব, প্রথম মালায় তো আসতে হবে, তাই না? কঠিন কিছুই না। প্রতি কদমের আশ্চর্য স্পষ্ট, তাহলে সেই অনুসারে চলা সহজ নাকি কঠিন? অশ্চর্যই বাবার কদম। সুতরাং কদমে কদম রাখা তো সহজ হয়, তাই না! যেমনই হোক, তোমরা সবাই প্রকৃত সীতা, সখি। সুতরাং সখিরা তো কদমে কদম রাখে, তাই না? এটাই বিধি, না! তাহলে কঠিন কী হলো! বাচ্চা হওয়াইর সুবাদেও দেখ - বাচ্চা অর্থাৎ যে বাবার ফুটস্টেপে (পদাঙ্ক) চলে। বাবা যেমন বলেন তেমনই করে। বাবার আদেশ আর বাচ্চাদের করা - একে বলে নম্বর ওয়ান আশ্চর্যকারী। সুতরাং চেক করো আর চেক করো। আচ্ছা!

চতুর্দিকের সকল শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, যারা, সদা বাবা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া আশীর্বাদের অনুভূতি করে সেই বিশেষ আত্মাদের, সদা সব কর্মে সন্তুষ্টতা, সফলতা অনুভব করে সেই মহান আত্মাদের, সদা পদাঙ্কে কদম রাখে সেই আশ্চর্যকারী বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

"পার্টীদের সাথে বাপদাদার মধুর সাক্ষাৎকার:-"

১) সদা নিজেদের আধ্যাত্মিক যাত্রী মনে করো ? যাত্রা করা কালীন কী স্মরণ করবে ? যেখানে যেতে হবে সেটাই তো স্মরণ থাকবে, তাই না ! যদি আর কোনো বিষয় মনে আসে সেটা ভুলিয়ে দাও । যদি কোনো দেবীর যাত্রায় যাও তখন তোমরা 'জয় মাতা-জয় মাতা' বলতে থাক । যদি অন্য কেউ মনে আসে তো তোমরা সেটা ভালো মনে করো না । এমনকি, একে অন্যকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাক, 'জয় মাতা' স্মরণ করো, ঘর-সংসার বা বাচ্চাদের স্মরণ কর না, মাতাকে স্মরণ করো । সুতরাং অধ্যাত্ম যাত্রীদের সদা কী স্মরণে থাকে ? নিজের ঘর পরমধাম স্মরণে তো থাকে, তাই না ? সেখানেই যেতে হবে । সুতরাং নিজের ঘর আর নিজের রাজ্য স্বর্গ - দুইই স্মরণে থাকে নাকি অন্য বিষয়ও স্মরণে থাকে ? পুরানো দুনিয়া মনে পড়ে না তো ? এ' রকম হওয়া উচিত নয় যে এখানে থাকো, সেইজন্য মনে পড়ে যায় । এর মধ্যে থেকেও এর থেকে স্বতন্ত্র থাকতে হবে, কেননা যত স্বতন্ত্র থাকবে, ততই ভালোবাসার সাথে বাবাকে স্মরণ করতে পারবে । সুতরাং চেক করো পুরানো দুনিয়ায় থেকে পুরানো দুনিয়ায় আটকে যাও না তো ? কমল ফুল কাদামাটিতে থাকে কিন্তু কাদামাটি থেকে পৃথক থাকে । অতএব, সেবার জন্য থাকতে হয়, মোহের কারণে নয় । তাহলে মাতাদের মোহ নেই তো ? যদি নাতিপুতিদের সামান্য কিছু হয়ে যায়, তখন মোহ হবে ? যদি তারা সামান্য কাঁদে তো তোমাদের মনও একটু কাঁদবে কি ? কারণ যেখানে মোহ হয় সেখানে অন্যের দুঃখেও নিজের দুঃখ বোধ হয় । এ' রকম নয় যে তার জ্বর হলে তোমার মনেরও জ্বর হবে ! মোহ তো তোমাদের আকর্ষণ করে, পেপার তো আসে, তাই না ! কখনো নাতি অসুস্থ হবে, কখনো নাতিনি । কখনো ধনের সমস্যা আসবে, কখনো নিজের রোগের সমস্যা আসবে । এতো হবেই । কিন্তু তোমরা অবশ্যই সদা স্বতন্ত্র থাকো, মোহবশ যেন হয়োনা । এই রকম নির্মোহ হয়েছ তোমরা ? মাতাদের মোহ হয় সম্বন্ধের প্রতি আর পাণ্ডবদের মোহ হয় পয়সার প্রতি । পয়সা উপায় করতে গিয়ে স্মরণও ভুলে যাবে । শরীর নির্বাহ করার নিমিত্তে কাজ করা আলাদা বিষয়, কিন্তু এইভাবে ডুবে থাকায় না পঠন-পাঠন মনে আসবে, না স্মরণের অভ্যাস হবে ...

একেই বলবে মোহ । তাহলে, মোহ তো নেই, না ? যত নষ্টমোহ হবে ততই স্মৃতিস্বরূপ হবে ।

"কুমারদের সাথে:-" যারা চমৎকার করে তোমরা সেই কুমার, তাই না ? কী চমৎকার দেখাবে ? সদা বাবাকে প্রত্যক্ষ করানোর উৎসাহ-উদ্দীপনা তো থাকেই, কিন্তু তার বিধি কী ? আজকাল তো ইয়ুথ-এর দিকেই সবার নজর । অধ্যাত্ম ইয়ুথ নিজের মম্মা শক্তি দ্বারা, বোল দ্বারা, আচার-আচরণ দ্বারা শান্তির শক্তির এমন অনুভব করাও যাতে লোকে বোঝে যে তোমরা শান্তির শক্তির দ্বারা ক্রান্তি করবে । জাগতিক ইয়ুথের আচরণে এবং মুখমন্ডলে উত্তেজনা দেখা দেয়, তাই না ! দেখেই বোঝা যায় যে এরা ইয়ুথ । এইরকম তোমাদের মুখে আর আচরণে শান্তির অনুভূতি হোক - একে বলে চমৎকার করা । প্রত্যেকের বৃত্তি দ্বারা যেন ভাইব্রেশন আসে । যেমন তাদের আচরণ দ্বারা, মুখমন্ডল দ্বারা ভাইব্রেশন আসে যে তারা হিংসক বৃত্তির, তেমন তোমাদের ভাইব্রেশন দ্বারা শান্তির কিরণ অনুভব হোক । এ' রকমই চমৎকার করে দেখাও । কেউ যখন ক্রান্তির কার্য করে তো তার দিকেই সবার অ্যাটেনশন যায়, তাই না ! ঠিক সে'ভাবেই তোমাদের উপরে যেন সকলের অ্যাটেনশন যায় - এ' রকম বিশাল সেবা করো, কেননা, তোমরা জ্ঞান শোনাতে তো তাদের ভালোই লাগে, কিন্তু কারও পরিবর্তন হওয়ার অনুভব দেখে তারা অনুভাবী হয় । এ' রকম কোনো অভিনব কিছু করে দেখাও । বাণী দ্বারা তো মাতারাও সেবা করে, নিমিত্ত বোনেরাও সেবা করে, কিন্তু তোমরা নবীনত্ব করে দেখাও যাতে গভর্নমেন্টেরও অ্যাটেনশন যায় । যেমন, যখন সূর্য উদয় হয় তখন আপনা থেকেই অ্যাটেনশন যায়, যে আলো আসছে, তাই না ! ঠিক একই ভাবে তোমাদের দিকে অ্যাটেনশন যেতে দাও । বুঝেছ ?

বরদান:- ক্লান্ত এবং মর্মপীড়ায় ক্লিষ্ট আত্মাদের সফলতা দিয়ে ঈশ্বরীয় সেবক ভব
আত্মাদের বহু সময় ধরে ইচ্ছা বা আশা থাকে, নির্বাণ বা মুক্তিধামে যাওয়ার । সেই জন্যই অনেক জন্ম ধরে অনেক প্রকারের সাধনা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছে । এখন প্রত্যেকে সফলতা চায়, না শুধু সাধনা । সফলতা অর্থাৎ সদগতি - সুতরাং এ' রকম ক্লান্ত ক্লিষ্ট পিপাসার্ত আত্মাদের পিপাসা মেটানোর জন্য তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মাকে নিজেদের সাইলেন্সের শক্তি অথবা সর্বশক্তি দ্বারা এক সেকেন্ডে সফলতা এনে দিতে হবে, তবেই বলা হবে ঈশ্বরীয় সেবক ।

স্লোগান:- দুর্বল সংস্কারই মায়ার আসার চোরা-গেট, এখন এই গেট বন্ধ করো ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- অমৃতবেলার সময় সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেইজন্য সকাল-সকাল উঠে নিভুতে বসে বাবার সঙ্গে মিষ্টি-মিষ্টি বার্তালাপ করো"

*প্রশ্নঃ - কোন জ্ঞান নিরন্তর যোগী হওয়ার জন্য অত্যন্ত সহায়তা করে ?

*উত্তরঃ - ড্রামার। যা অতিবাহিত হয়ে গেছে, তা ড্রামায় নির্ধারিত। স্থিতি যেন এতটুকুও বিচলিত না হয়। যেমনই পরিস্থিতি হোক না কেন, ভূমিকম্প আসুক, ব্যবসায় লোকসান হোক কিন্তু এতটুকুও যেন সংশয় উৎপন্ন না হয় -- তাকেই বলা হবে মহাবীর। যদি ড্রামার জ্ঞান যথাযথভাবে না থাকে তবে চোখের জল ফেলতে থাকবে। নিরন্তর যোগী হওয়ায় জন্য ড্রামার জ্ঞান অত্যন্ত সহায়তা করে।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবাযঃ....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এখন ভালভাবে বুঝেছে যে এখন পতিত দুনিয়া শেষ হতে চলেছে। পবিত্র দুনিয়ার সূচনা হতে চলেছে। বাচ্চারা, এ'কথা কেবল তোমরাই জানো। আর বাচ্চারাই এই ডায়রেকশন বা শ্রীমত পায়। কে দেন ? সর্বোচ্চ ভগবান। তিনি বোঝাতে থাকেন যে পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। এই জ্ঞান কেবল তোমাদের জন্য, আর সকলেই তো পতিত। এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে। পতিত বলা হয় বিকারীকে। বাবা বোঝান যে তোমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে একে-অপরকে দুঃখ দিয়ে এসেছো, সেইজন্য তোমরা আদি-মধ্য-অন্ত পর্যন্ত দুঃখ পেয়েছো। একে-অপরকে অপবিত্র করেছো। বলেও যে, আমরা অপবিত্র, কিন্তু বুদ্ধিতে পুরোপুরি বসে না। তারা বলেও -- পতিত-পাবন এসো, কিন্তু তথাপি অপবিত্রতা ত্যাগ করে না। এখন তোমরা বুঝেছো যে সম্পূর্ণ কথাই হলো পবিত্র হওয়ার জন্য। এ'কথা বোঝানোর জন্যও তো কেউ চাই। বুঝিয়ে থাকেনও সেই একজনই। বাকি যেসকল গুরু রয়েছে, তারা কাউকে পবিত্র করতে পারে না। পবিত্র কেবল এক জন্মের জন্য নয়, জন্ম-জন্মান্তরের জন্য হতে হবে। তোমাদের মধ্যেও যারা জ্ঞানবান তারা তীক্ষ্ণ হয়। ড্রামানুসারে তা নির্ধারিত। তোমাদের মধ্যেও মহাবীরত্ব থাকা উচিত। তা আসবে কেবল বাবার স্মরণে থাকলে। বাবা অত্যন্ত ভালভাবে বসে বোঝান। যেমন বাবা বলেন, সকাল-সকাল উঠে স্মরণ করো। সেইসময়কাল স্মরণের জন্য অতি রমণীয়, যাকে প্রভাত বলা হয়। ভক্তিমার্গেও বলা হয় -- প্রভাতে আমার মন রামকে(ঈশ্বর) স্মরণ করে। বাবাও বলেন -- প্রত্যুষে উঠে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে বড়ই আনন্দ উপভোগ করবে। বাবার স্মরণে বসে এ'কথাই মনে রাখা উচিত যে কিভাবে কাকে বোঝাব ? অমৃতবেলার বায়ুমন্ডল অতি বিশুদ্ধ থাকে। দিনে তো অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনের ফল্গিকির লেগেই থাকে। রাত ১২টা পর্যন্ত বিকারী বায়ুমন্ডল থাকে। সাধু-সন্ত, ভক্তাদিরাও সকলেই ভক্তি প্রভাতেই করে। এমনিতে স্মরণ তো দিনেও করতে পারা যায়। অবশ্যই কাজ-কর্ম করে, কিন্তু যারা যে দেবতার পূজারী, বুদ্ধির যোগ তাঁর কাছেই থাকে। কিন্তু এরকম স্থিতি কারোর থাকে না। ভক্তিমার্গে কেবলমাত্র দর্শনের জন্য পরিশ্রম করে। প্রাপ্তি কিছুই নেই। তাদেরও ভক্তি করতে-করতে তমোপ্রধান হতেই হবে। ভক্তিমার্গেও শিবের কাছে বলি প্রদত্ত হয়, যাকে *কাশী কলবট* বলা হয়। শিবকে স্মরণ করতে-করতে কুঁয়োয় ঝাঁপ দেয়। শিবের কাছে বলি দেয়। সেও আবার ভক্তিমার্গের বলি। এ হলো জ্ঞানমার্গের বলি। ও'টাও মুশকিল, এ'টাও মুশকিল। ভক্তিমার্গে এর দ্বারা কোনো লাভ হয় না। এ যেন আত্মা নিজের শরীরকে আঘাত করে। এ কোনো জ্ঞান নয়। ওরাও বলে আত্মাই পরমাত্মা। আত্ম-অভিমानी তো একমাত্র বাবা-ই, যিনি বাচ্চাদের বোঝান যে পরমাত্মা তো একমাত্র আমিই। আমরা অর্থাৎ আত্মাই পরমাত্মা বলা -- এ হলো সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যা। এমন তো হতে পারে না। বাবা বলেন -- আমি আসিই পতিতদের পবিত্র করার জন্য, সেইজন্য পবিত্র করছি। এছাড়া ড্রামায় যা হওয়ার তা তো হবেই। মনে করো, ভূমিকম্প হলো, ছাদ ভেঙে পড়লো, বলবে পূর্ব-নির্ধারিত, কল্প-পূর্বে এরকমই হয়েছিল। এতে এতটুকুও বিচলিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। ড্রামার উপর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত। তাকেই মহাবীর বলা হয়। অগণিত দুর্ঘটনাদি তো হতেই থাকে। কাউকে রক্ষা করা যায় কি ? এ তো ড্রামায় পূর্ব-নির্ধারিত। ড্রামায় পাটই এরকম। যে ড্রামাকে জানে না সে দেহকে স্মরণ করে চোখের জল ফেলতে থাকে। সে কখনও শিববাবাকে স্মরণ করতে পারে না কারণ শিববাবার সঙ্গে ভালবাসা নেই। সত্যিকারের প্রেম নেই। সম্পূর্ণ প্রেম তো বাবার সঙ্গে থাকা উচিত। তোমরা প্রতি কল্পেই শিববাবার প্রতি প্রীত-বুদ্ধিসম্পন্ন হও। বাবার সঙ্গে দেবতাদের প্রীত বুদ্ধি ছিল, এরকম বলবে না। তারা এরকম ভালবাসার মাধ্যমে এই পদ প্রাপ্ত করেছে। ওখানে তো জানতেই পারবে না -- সমগ্র কল্পে তো তোমরা শিববাবাকে জানতেই পারবে না যে ভালবাসবে। বাবা এখন নিজের পরিচয় দিয়েছেন। এখন বাবা বলেন -- আর সব সঙ্গ পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার সঙ্গেই যোগসূত্র স্থাপন করো। এ তো অবশ্যই বিনাশকাল।

বাচ্চারা, এও কেবল তোমরাই জানো। মানুষ তো সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়েছে। তোমরা এখন বোঝ যে আমাদের তো বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। স্মরণ ব্যতীত সতোপ্রধান হতে পারবে না। সার্জন হয়ে নিজের রোগ-ব্যধি দেখতে(পরখ) হবে। শ্রীমতানুসারে দেখতে হবে যে আমাদের বাবার সঙ্গে কতখানি ভালবাসা রয়েছে ? অমৃতবেলাতেই বাবাকে স্মরণ করা ভাল। প্রভাতকাল অতি সুসময়। সেইসময় মায়ার ঝড়(বিদ্র) আসবে না। রাত্রি ১২টা পর্যন্ত তপস্যা করে কোনও লাভ নেই কারণ সেই সময়টাই খারাপ। বায়ুমন্ডল খারাপ থাকে। সেইজন্য ১টা পর্যন্ত ছেড়ে দেওয়া উচিত। একটার পর বায়ুমন্ডল ভাল হতে থাকে। বাবা বলেন -- আমাদের এ হলো সহজ রাজযোগ, অবশ্যই আরাম করে বসো। বাবা নিজের অনুভবও শোনান। কিভাবে বাবার সাথে বার্তালাপ করে। বাবা এই ড্রামা কত ওয়ান্ডারফুল ! তুমি কিভাবে এসে পতিতদের পবিত্র করো! সমগ্র জগতকে কিভাবে পরিবর্তন করো ! বড়ই আশ্চর্যের! যেভাবে বাবার মনে আসে তেমনভাবে বাচ্চাদেরও আসা উচিত। কিভাবে মানুষের নৌবহর পার করবো অথবা তরী পার করবো। বাবা বলেন -- তোমরা আবাহন করতে থাকো যে হে পতিত-পাবন, এসো। এখন আমি এসেছি, এখন তোমরা অপবিত্র হয়োনা। অপবিত্র হয়ে সভায় এসে বসো না। তা নাহলে বায়ুমন্ডল অশুদ্ধ করে দেবে। বাবা তো জেনে যান। দিল্লীতে, বম্বেতে এইরকম বিকারগামীরা এসে বসে পড়তো। গায়নও রয়েছে, অসুরেরা এসে বিদ্র ঘটাতে বসতো। বিকারগামীদের অসুর বলা হয়। বায়ুমন্ডল খারাপ করে দেয়। তাদের সাজা অতি কঠিন। বাবা তো সব কথাই বুঝিয়ে থাকেন, তথাপি নিজেদের লোকসান করা ব্যতীত থাকতে পারে না। মিথ্যেও বলে। তা নাহলে তৎক্ষণাৎ লিখে দেওয়া উচিত -- বাবা, আমাদের এই ভুল হয়েছে, ক্ষমা করে দাও। নিজেদের পাপ লিখে দাও। তা নাহলে বৃদ্ধি পেতেই থাকবে, আরও রসাতলে চলে যাবে। আসে কিছু নেওয়ার জন্য, কিন্তু আরোই কান কেটে ফেলে। ড্রামায় এমন ভূমিকাও রয়েছে। এরকম অসুর কল্প-পূর্বেও ছিল, এখনও রয়েছে। অমৃত ত্যাগ করে বিষ পান করে। নিজেকেও আঘাত করে আর অন্যদেরও ক্ষতি করে। বায়ুমন্ডল খারাপ করে দেয়। সমস্ত ব্রাহ্মণীরাও এক সমান নয়। মহারথী, ঘোড়-সওয়ার, পেয়াদা সবরকমই রয়েছে। বাচ্চারা, তোমাদের অগাধ খুশী হওয়া উচিত -- বাবাকে পেয়েছো বাকি আর কি চাই। হ্যাঁ, নিজেদের বাচ্চাদিদের অবশ্যই প্রতিপালন করতে হবে। এমনও নয় যে বাবা এ'সব তোমার, এখন তুমিই সামলাও। আমরা তো তোমার হয়ে গেছি। বাবা বোঝান -- গৃহস্থী জীবনে থেকেও কমল পুষ্পের মতো পবিত্র হও। কোনো অপবিত্র কার্য করো না। ব্যস, প্রথম কথা (বিষয়) হলো কাম-বিকারের। দোষদীও এই বিষয়ে আহ্বান করেছিল যে এরা আমায় নগ্ন করতে চলেছে। আহ্বানও করেছিল তখনই যখন শ্রবণকারী বাবা এসেছিলেন। বাবা আসার পূর্বে কেউই আহ্বান করে না। কাকে আহ্বান করবে ? বাবা এসেছেন তবেই তো আহ্বান করে। পতিত থেকে পবিত্র হয়ে পুনরায় কোথায় যাবে ? ফিরে যেতে হবে, এটাই তো সেই সময়। সকলের সঙ্গতিদাতা, মুক্তিদাতা তো একজনই। এখানে তো দুঃখ রয়েছে। সাধু-সন্তাদি কেউই সুখী হতে পারে না। সকলেরই কোন না কোন দুঃখ, রোগাদি হয়ই। কোনো গুরু অন্ধ, পঙ্গুও হয়। অবশ্যই এমন কোনো কর্ম করেছে তবেই তো অন্ধ, পঙ্গু ইত্যাদি হয়েছে। সত্যযুগে কেউ অন্ধ, পঙ্গু ইত্যাদি হবে নাকি, না হবে না। মানুষ কি বোঝে নাকি। বাবা-ই এসে বোঝান। বাবা-ই জ্ঞানের সাগর পতিত-পাবন। বাকি সবকিছুই হলো ভক্তি। ওই ভক্তিমাগই হলো আলাদা। ও'টা হলো অধঃপতনের সিঁড়ি পথ। অধঃপতনে যেতে, জীবনবন্ধতে আসতে ৮৪ জন্ম লাগে, আর পুনরায় এক সেকেন্ড লাগে জীবনমুক্ত হতে। যদি ওঁনার মতানুসারে চলে বাবাকে স্মরণ করে তবেই। নশ্বরের অনুক্রম তো আছেই, তাই না! বলে যে আমরা যদি অমুক টিচারকে পাই তো ভাল হয়। তাহলে অবশ্যই স্বয়ং দুর্বল তবেই তো বলে অমুককে ২-৪ মাসের জন্য পাঠিয়ে দাও। বাবা বলেন -- এও ভুল। তোমরা ব্রাহ্মণীদের কেন স্মরণ করো যখন বাবা সহজ কথা বলেন -- কেবলমাত্র বাবাকেই স্মরণ কর আর স্বদর্শন-চক্র আবর্তন কর, অন্যদেরও বোঝাও। ব্যস। এরমধ্যে ব্রাহ্মণী এসে কি করবে ? এ তো সেকেন্ডের কথা। তোমরা কাজ-কর্মে থেকে এ'কথা ভুলে যাও, তবুও ব্রাহ্মণীও এ'কথাই বলবে -- মন্মনাভব। অনেক বোধবুদ্ধিহীন লোকেরা বোঝে না কেবল বলে, ব্রাহ্মণী ভাল চাই। জ্ঞান তো তোমরা পেয়েছো, তাই না! বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। দেহ-অভিমান পরিত্যাগ করো। এ হলো আমাদের সেন্টার, ও'টা হলো ওদের সেন্টার। এই জিজ্ঞাসা ওখানে কেন যান.... এ'সব হলো দেহ-অভিমান। সবই শিববাবার সেন্টার্স, আমাদের সেন্টার নাকি। তোমাদের এরকম কেন মনে হয় যে অমুকে আমাদের সেন্টারে কেন আসে না। যেখানেই যাক। বাবা সর্বদাই বলেন, কারোর থেকে কিছু চেয়ো না। এ'কথা বুঝতে পারে যে বীজ রোপণ না করলে পাবে কি ? ভক্তিমাগেও দান-পুণ্য করে। ভক্তিমাগে তোমরা সকলেই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ইনডাইরেক্ট (দান-পুণ্য) করতে। আবার সন্ন্যাসীদেরও অনেক দান করতে। তা নাহলে দান তো দরিদ্রদের করা হয় নাকি ধনশালীদের। এরমধ্যেও আনাজপাতি দান করা সর্বাপেক্ষা ভাল। সেও বাবা বোঝান যে দান করলে পরজন্মে তার ফল প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরই সকলকে ফল প্রদান করেন। সাধু-সন্তাদি কোনো রিটার্ন (ফল) দিতে পারে না। দাতা একমাত্র বাবা-ই। যেকোনো কারোর মাধ্যমেই দিয়ে থাকেন। বাবা বোঝান যে তোমরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে দান করতে পরজন্মে তোমাদের তারও ফল প্রদান করতাম। এখন তো আমি ডাইরেক্ট এসেছি। এখন তোমরা ২১ জন্মের জন্য রিটার্ন পাবে। এখন তো মৃত্যু সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভক্তিমাগে তোমাদের এরকম বলা হতো না যে মৃত্যু সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাই

নিজের সবকিছু সফল করো। না। এখন বাবা বোঝান -- যে চাও সে-ই এই আধ্যাত্মিক হাসপাতাল খুলে দাও। কেউ বলে বাড়ী তৈরী করবো, সেখানে এই হাসপাতাল খুলবো। বাবা বলেন -- আজ বাড়ী তৈরী করলে আর কাল যদি মারা যাও তবে তো এ'সব শেষ হয়ে যাবে। শরীরের কোনো ভরসা নেই। যা আছে তারমধ্যেই একটি ঘর রেখে, ততদিন পর্যন্ত সেখানে আধ্যাত্মিক হাসপাতাল, আধ্যাত্মিক কলেজ করে দাও। অনেকের কল্যাণ করবে তবেই অনেক উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) শ্রীমতানুযায়ী নিজেই নিজেকে দেখতে হবে যে এই বিনাশকালে আমার অদ্বিতীয় পিতার সঙ্গে সত্যিকারের ভালোবাসা আছে কি? আর সব সঙ্গ পরিত্যাগ করে একজনের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছি কী? কখনো কোনো বিকর্ম করে অসুর হয়ে যাই নি তো? এভাবে পরখ করে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে।

২) এই শরীরের কোনো ভরসা নেই, সেইজন্য নিজের সবকিছু সফল করতে হবে। নিজের স্থিতি একরস, অচল করার জন্য ড্রামার রহস্যকে বুদ্ধিতে রেখে চলতে হবে।

বরদান:- নিষ্কাম সেবার দ্বারা বিশ্বের রাজ্য লাভের অধিকারী বিশ্ব-কল্যাণী, দয়াশীল ভব যারা নিষ্কাম সেবাধারী তাদের কখনও এই সঙ্কল্প আসতে পারে না যে আমি এতখানি করেছি, এর থেকে আমার মান-সম্মান বা খ্যাতি পাওয়া উচিত.... এও তো একপ্রকারের নেওয়াই হলো। দাতার সন্তান যদি নেওয়ার সঙ্কল্পও করে তবে সে দাতা নয়। এই গ্রহণ করাও, যারা দেয় অর্থাৎ দাতা তাদের শোভা পায় না। যখন এই সঙ্কল্প সমাপ্ত হয়ে যাবে তখনই বিশ্ব মহারাজনের মর্যাদা (স্ট্যাটাস) প্রাপ্ত হবে। এরকম নিষ্কাম সেবাধারী, অসীম জগতের বৈরাগীই বিশ্ব-কল্যাণী, দয়াশীল হয়।

স্লোগান:- নিজের ভুলকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া -- এও পরচিন্তন।

"মিষ্টি সেম্বিবল (সুবুদ্ধি সম্পন্ন) বাচ্চারা - সদা স্মরণে রেখো যে, আমরা অবিনাশী আত্মা, আমাদের এখন বাবার সঙ্গে প্রথম তলায় যেতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের কোন্ পরিশ্রম অবশ্যই করতেই হবে ?

*উত্তরঃ - বাবা তোমাদের এই যে এতো জ্ঞান প্রদান করেন, তা নিজের হৃদয়ে ধারণ করো । অন্তর্মনে তাকে মনন করে হজম করো, যাতে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত করবে । এই পরিশ্রম প্রত্যেকেরই অবশ্যই করা উচিত । যারা এমন গুপ্ত পরিশ্রম করে, তারা সদা আনন্দিত থাকে, তাদের নেশা থাকে যে, আমাদের কে পড়ান ! আমরা কার সামনে বসে আছি ।

ওম্ শান্তি । এ কথা কে বলছেন ? দুই বার বলেন 'ওম্ শান্তি', 'ওম্ শান্তি' । একবার শিব বাবা বলছেন, একবার ব্রহ্মা বাবা বলছেন । এই বাপদাদা একত্রিত আছেন । তাই দুইজনকেই বলতে হয় 'ওম্ শান্তি', 'ওম্ শান্তি' । এখন প্রথমে কে বলছেন ? পরে কে বলেছেন ? প্রথমে শিব বাবা বলেছেন ওম্ শান্তি । আমি শান্তির সাগর, পরে কে বলেছেন ? দাদার আত্মা বলেছেন । বাচ্চাদের স্মরণ করিয়ে দেন, ওম্ শান্তি, আমি তো সর্বদা দেহী - অভিমানী, আমি কখনোই দেহ - বোধে আসি না । একমাত্র বাবাই, যিনি সর্বদা দেহী অভিমানী থাকেন । ব্রহ্মা - বিষ্ণু, শঙ্কর এমন বলবেন না । তোমরা জানো যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করেরও সূক্ষ্ম রূপ আছে । তাই 'ওম্ শান্তি' বলেন এক শিব বাবা, যাঁর কোনো শরীর নেই । বাবা তোমাদের খুব ভালোভাবে বোঝান, আর বলেন, আমি একবারই আসি, আমি সর্বদাই দেহী - অভিমানী । আমি পুনর্জন্মে আসি না, তাই আমার মহিমাই পৃথক । আমাকে বলা হয় নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা । ভক্তিমাৰ্গেও শিবের জন্য নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাই বলা হবে । নিরাকারের পূজা করা হয় । তিনি কখনোই দেহতে আসেন না অর্থাৎ দেহ - অভিমানী হন না । চিত্র তৈরী হয়, কিন্তু তিনি হলেন নিরাকার, তিনি কখনোই সাকার হন না । পূজাও নিরাকারেরই হয় । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে । তারা ভক্তি তো করেছে । বাচ্চারা চিত্র দেখেছে, তোমরা জানো যে, সত্যযুগ আর ত্রেতাতে না চিত্রের ভক্তি হতো, আর না বিচিত্রের । তোমাদের বুদ্ধিতে আসে যে, পরমপিতা পরমাত্মা বিচিত্র । তাঁর না স্থূল চিত্র আছে, আর না সূক্ষ্ম । তাঁর মহিমা করা হয় -- দুঃখহতা, সুখকর্তা, পতিত - পাবন । তোমরা আর কারোর চিত্রকেই পতিত পাবন বলবে না । কোনো মানুষই নেই, যার বুদ্ধিতে এই কথা আছে । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর হলেন সূক্ষ্মবতনবাসী । প্রথম তলা, তারপর দ্বিতীয় তলা । উঁচুর থেকে উঁচু হলো মূল বতন, সেই তলায় থাকেন পরমপিতা পরমাত্মা । দ্বিতীয় নম্বর তলায় থাকেন সূক্ষ্ম শরীরধারীরা । তৃতীয় তলায় থাকে স্থূল শরীরধারীরা, এতে তোমরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে না । এই কথা একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই বোঝাতে পারেন না । ওপরের সৃষ্টি হলো আত্মাদের । তাকে বলা হয় নিরাকারী দুনিয়া, আমাদের, সব আত্মাদের দুনিয়া, নিরাকারীদের পৃথিবী । এরপর আমরা আত্মারা সাকারী দুনিয়াতে আসি । ওখানে সব আত্মারা থাকে, এখানে জীবাত্মারা । একথা বুদ্ধিতে থাকা চাই । বরাবর আমরা হলাম নিরাকারী বাবার বাচ্চা । আমরাও পূর্বে নিরাকারী বাবার কাছেই থাকতাম । আত্মারা নিরাকারী দুনিয়াতেই থাকে । যারা এখনো পর্যন্ত সাকারে অভিনয় করার জন্য আসতে থাকে । সে হয়ে গেলো নিরাকার বাবার বতন । আমরা হলাম আত্মা, এই নেশা থাকা চাই । অবিনাশী জিনিসের নেশা থাকা উচিত । বিনাশী জিনিসের নেশা থাকা উচিতই নয় । দেহের নেশা যাদের থাকে, তাদের দেহ - অভিমানী বলা হয় । দেহ - অভিমানী ভালো, নাকি আত্মা - অভিমানী ভালো ? বুদ্ধিমান কে ? আত্মা - অভিমানী । আত্মা হলো অবিনাশী, আর দেহ বিনাশী । আত্মা বলে, আমি ৮৪ দেহ ধারণ করি । আমরা আত্মারা পরমধামে বাবার সঙ্গে থাকি । ওখান থেকে এখানে অভিনয় করতে আসি । আত্মা বলে, ও বাবা । সাকারী সৃষ্টিতে হলো সাকারী বাবা । নিরাকারী সৃষ্টিতে হলো নিরাকারী বাবা । এ হলো সম্পূর্ণ সহজ কথা । ব্রহ্মাকে বলা হয় প্রজাপিতা ব্রহ্মা । সে তো এখানে হলো, তাই না । ওখানে আমরা সব আত্মারা এক বাবার বাচ্চা, ভাই - ভাই । বাবা শিবের সঙ্গে আমরা ওখানে থাকি । পরমাত্মার নাম হলো শিব । আত্মার নাম হলো শালগ্রাম । আত্মার ও তো রচয়িতা চাই, তাই না । মনের সঙ্গে সর্বদা কথা বলতে থাকো । যে জ্ঞান পেয়েছে, তা হৃদয়ে ধারণ করার জন্য পরিশ্রম করতে হবে । আত্মাই বিচার বা চিন্তন করে । প্রথম - প্রথম তো এই নিশ্চিত করো যে, আমরা আত্মারা বাবার সাথে থাকি । আমরা তাঁর সন্তান, তাই অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া চাই । এও তোমরা জানো যে, এই যে আত্মাদের বৃক্ষ (কল্প) আছে, তার অবশ্যই বীজ হয় । যেমন ঝাড় বানানো হয় । বড় হলো বাবা, তাঁর থেকে ২ - ৪ সন্তান, তাদের থেকে আবার উৎপন্ন হয় । এক - দুই

করে বৃদ্ধি পেতে পেতে এই বৃক্ষের ঝাড় বড় হয়ে যায়। বংশের তো তালিকা হয়, অমূকের থেকে অমুক হলো -----।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, মূল বতনে সমস্ত আত্মারা থাকে। তাদেরও চিত্র আছে। উঁচুর থেকে উঁচু হলেন বাবা। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে - বাবা এই শরীরে এসেছেন। আত্মাদের পিতা এনার মধ্যে এসে আত্মাদের পড়ান। সূক্ষ্মবতনে তো আর পড়াবেন না। সত্যযুগে তো আর এই জ্ঞান কারোর থাকে না। বাবাই এই সঙ্গম যুগে এসে এই জ্ঞান দান করেন। এই মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের জ্ঞান কারোরই নেই। কল্পের আয়ুই অনেক বড় লিখে দিয়েছে। বাবা এখন তোমাদের বোঝান - বাচ্চারা, এখন তোমাদের আবার ঘরে ফিরে যেতে হবে। সে হলো আত্মাদের ঘর। বাবা আর বাচ্চারা থাকে, সবাই ভাই - ভাই। ভাইদেরও তো অবশ্যই বাবা থাকবেন, তাই না। তিনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। সকল আত্মারাই শরীরে থাকাকালীন তাঁকে স্মরণ করে। সত্যযুগ আর ত্রেতাতে কেউই স্মরণ করে না। পতিত দুনিয়াতে সকলেই তাঁকে স্মরণ করে, কেননা সবাই এখন রাবণের জেলে আছে। সীতা ডাকতো ----হে রাম। বাবা বোঝান যে, রাম কোনো ত্রেতার রাম নয়, যাঁকে স্মরণ করা হয়। রাম, পরমপিতা পরমাত্মাকে মনে করেই স্মরণ করতে থাকে। আত্মা ডাকতে থাকে। তোমরা এখন জানো যে, অর্ধেক কল্প আমরা আর কাউকে ডাকবো না, কেননা আমরা সুখধামে থাকবো। এই সময় বাবাই সব বোঝান, দ্বিতীয় আর কেউই জানে না। ওরা তো বলে দেয়, আত্মাই পরমাত্মা, আত্মা পরমাত্মার মধ্যে লীন হয়ে যায়। বাবা বোঝান যে, আত্মা তো অবিনাশী। একটি আত্মারও বিনাশ হতে পারে না। বাবা যেমন অবিনাশী, তেমনই আত্মাও অবিনাশী। এখানে আত্মারা পতিত এবং তমোপ্রধান হয়ে যায়, বাবা আবার পবিত্র, সতোপ্রধান বানায়। সম্পূর্ণ দুনিয়াকে তমোপ্রধান হতেই হবে। তারপর আবার সতোপ্রধান হতে হবে। পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করতে বাবাকে আসতেই হয়। তাঁকে বলা হয় গড ফাদার। বাবাও অবিনাশী, আমরা আত্মারাও অবিনাশী, আর এই ড্রামাও অবিনাশী। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এই পৃথিবীর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি কিভাবে রিপোর্ট হয়। এই চার যুগে আমাদের অভিনয় চলতে থাকে। আমরাই সূর্যবংশী, তারপর চন্দ্রবংশী হই। চন্দ্রবংশীরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে এসে যায়। ১৪ কলা যাদের, তাদের সূর্যবংশী বলা যাবে না। বাস্তবে এদের দেবী - দেবতাও বলা যায় না। দেবী - দেবতা সম্পূর্ণ নির্বিকারী, ১৬ কলা সম্পন্ন যাঁরা, তাঁদের বলা হয়। রামকে ১৪ কলা সম্পন্ন বলা হবে। তোমাদেরই ৮৪ জন্মের হিসাব বোঝানো হয়। নতুন জিনিস যখন পুরানো হয়, তখন সেই আনন্দ আর থাকে না। প্রথমে সম্পূর্ণ পবিত্র থাকে, তারপর কিছু বছর পার হলে তখন অল্প পুরানো বলা হবে। বাড়ীর উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়। এইভাবে প্রতিটি জিনিসই পুরানো হয়। এই দুনিয়াও এক বড় মণ্ডপ। এই আকাশ তত্ত্ব অনেক বড়, এর কোনো অন্ত নেই। এর শেষ কোথায়, তা বের করা যায় না। চলতে থাকো, কিন্তু শেষ হয় না। ব্রহ্ম মহতত্ত্বেরও কোনো শেষ হতে পারে না। যদিও বৈজ্ঞানিকরা কতো চেষ্টা করে এর শেষ দেখার জন্য, কিন্তু যেতে পারে না, অন্ত খুঁজে পায় না। ব্রহ্ম তত্ত্ব অনেক বড়, অন্তহীন। আমরা আত্মারা খুব অল্প জায়গায় থাকি। এখানে কতো বড় বড় বাড়ী বানানো হয়। এই ধরিত্রীর স্পেসও অনেক বড়। ক্ষেত ইত্যাদিও তো চাই, তাই না। ওখানে তো কেবল আত্মারা থাকে। আত্মা শরীর ছাড়া কিভাবে থাকে? ওখানে তো সবাই অভোক্তা। ওখানে খাবার বা ভোগ করার কোনো জিনিসই নেই। বাবা বোঝান যে, এই জ্ঞান তোমরা বাচ্চারা একই বার পাও। বাচ্চারা, আবার পরের কল্পে তোমাদের দেওয়া হবে। তাই তোমাদের এই নেশা থাকা উচিত। আমরা দেবতা ধর্মের ছিলাম। তোমরা বলো - বাবা, আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে আমরা আপনার কাছে এসেছিলাম - শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হতে। এখন আমরা আবার আপনার কাছে এসেছি। উনি নিরাকার হওয়ার কারণে তোমরা বলবে, আমরা দাদার কাছে এসেছি। বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। বাবা বলেন - তোমরা যেমন অর্গ্যাঙ্ক ধারণ করে অভিনয় করো, আমিও তেমনই অর্গ্যাঙ্কের আধার নিই। তা নাহলে আমি কিভাবে অভিনয় করবো? শিব জয়ন্তীও পালন করা হয়। শিব তো হলেন নিরাকার। তাঁর তাঁর জয়ন্তী কিভাবে হলো? মানুষ তো এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি কিভাবে এসে তোমাদের রাজযোগ শেখাবো। মানুষ থেকে দেবতা বানানোর জন্য বাবা এসেই রাজযোগ শেখান। আমাকেই পতিত পাবন, জ্ঞানের বলা হয়। আমার মধ্যেই এই কল্প বৃক্ষের আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান আছে।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের সব জ্ঞান বুঝিয়ে বলেন। ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্করের পার্টকেও বোঝা চাই। বাবাকে তো বুঝতে পেরেছো যে, তিনি পতিত পাবন। প্রত্যেকের মহিমাই আলাদা - আলাদা, পবিত্রতাও আলাদা - আলাদা হয়, যেমন প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার তৈরী হয়। আত্মা বলে, এ হলো আমার শরীর। আমি প্রাইম মিনিস্টার। আত্মা শরীরের সঙ্গে না থাকলে কথা বলতে পারে না। শিব বাবাও হলেন নিরাকার। তাঁকেও কথা বলার জন্য কর্মেন্দ্রিয়ের আধার নিতে হয়, তাই দেখানো হয়, মুখ থেকে গঙ্গা নির্গত হয়েছে। এখন শিব তো হলো বিন্দু। তাঁর মুখ কোথা থেকে আসবে? তিনি এনার মধ্যে এসে অবস্থান করেন এবং এনার মুখ দিয়ে জ্ঞান গঙ্গা নির্গত

করান। বাবাকেই সবাই স্মরণ করে - হে, পতিত পাবন, এসো। আমাদের এই দুঃখ থেকে মুক্ত করো। তিনি হলেন অনেক বড় সার্জন। তাঁর মধ্যেই পতিতকে পবিত্র করার জ্ঞান আছে। সর্ব পতিতকে পবিত্র করেন এই এক সার্জন। সত্যযুগে সবাই নিরোগী থাকে। এই লক্ষ্মী - নারায়ণ হলেন সত্যযুগের মালিক। এনাদের এমন কর্ম কে শেখালেন, যাতে এঁরা এমন নিরোগী হলেন। বাবা এসেই শ্রেষ্ঠ কর্ম শেখান। এখানে তো কর্মই কাটতে থাকে। সত্যযুগে তো আর এমন বলবে না যে, কর্ম এমন। ওখানে কোনো দুঃখ বা রোগ হয় না। এখানে তো একে অপরকে দুঃখ দিতেই থাকে। সত্যযুগ আর ত্রেতাতে কোনো দুঃখের বিষয় হয় না যে বলা যাবে, এ হলো কর্মের ভোগ। কর্ম - অকর্ম আর বিকর্মের অর্থ কেউ বুঝতেই পারে না। তোমরা জানো যে, প্রত্যেক জিনিস প্রথমে সতোপ্রধান, তারপর সতো, রজো এবং তমো হয়। সত্যযুগে পাঁচ তত্ত্বও সতোপ্রধান থাকে। আমাদের শরীরও সতোপ্রধান প্রকৃতির হয়, তারপর আত্মার দুই কলা কম হয়ে যাওয়ায় শরীরও তেমন তৈরী হয়। সৃষ্টির দুই কলা কম হয়ে যায়। এই সব কথা বাবা বসেই বুঝিয়ে বলেন, দ্বিতীয় কেউই আর বোঝাতে পারে না। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ, সুমন এবং সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) এখন থেকেই বাবার শ্রীমতে এমন শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে, যাতে কখনোই কর্মের ভোগ না করতে হয়, অর্থাৎ কর্মের সাজা ভোগ করতে না হয়।

২) কোনো বিনাশী জিনিসের প্রতি নেশা রেখো না। এই দেহও হলো বিনাশী, এর প্রতিও মোহ রেখো না, তোমাদের বুদ্ধিমান হতে হবে।

বরদানঃ:- নির্দেশের পালনার দ্বারা সর্ব আকাঙ্ক্ষার অবসান ঘটিয়ে মায়া প্রফু ভব অমৃতবেলা থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত দিনচর্যাতে যে নির্দেশ পেয়েছো, সেই অনুযায়ী নিজের বৃত্তি, দৃষ্টি, সঙ্কল্প, স্মৃতি, সেবা এবং সম্বন্ধকে চেক করো। যে প্রতিটি সঙ্কল্প, প্রতি পদে নির্দেশকে পালন করে, তার সব আকাঙ্ক্ষা সমাপ্ত হয়ে যায়। অন্যদিকে যদি পুরুষার্থ বা সফলতারও আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়, তাহলে অবশ্যই কোথাও না কোথাও নির্দেশ পালিত হচ্ছে না। তাই যখনই কোনো অস্থিরতা আসবে, তখন চতুর্দিক দিয়ে চেক করো ---এতে শীঘ্রই মায়াপ্রফু হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- নিজের সূক্ষ্ম দুর্বলতার চিন্তন করে সেগুলো সমাপ্ত করে দেওয়া - এই হলো স্ব - চিন্তন।

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন সম্পূর্ণ দুনিয়া থেকে বিকারের উত্তাপকে প্রশমন করে সবাইকে শীতল করতে, জ্ঞানের বর্ষা শীতল করে দেয় ”

*প্রশ্নঃ - কোন উত্তাপ সম্পূর্ণ দুনিয়াকে দহন করছে ?

*উত্তরঃ - কাম বিকারের অগ্নি সম্পূর্ণ দুনিয়াকে দহন করছে। সবাই কাম বিকারের উত্তাপে জ্বলে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। বাবা জ্ঞানের বর্ষা করে শীতল করেন। যেমন বৃষ্টি পড়লে পৃথিবী শীতল হয়ে যায় তেমনই এই জ্ঞান বর্ষণের দ্বারা ২১ জন্মের জন্য তোমরা শীতল হয়ে যাও। কোনোরকমের তাপ থাকে না। তত্ত্ব গুলিও সত্যপ্রধান হয়ে যায়। কোথাও তাপ থাকে না।

ওম্ শান্তি। আত্মা রূপী বাচ্চারা কার স্মরণে বসে আছে ? নিশ্চয়ই নিজের আত্মিক পিতার স্মরণে বসে আছে। আত্মা নিজের পরম পিতা পরমাত্মার স্মরণে বসে আছে যে আমাদেরকে রূহানী পিতা এসে রিফ্রেশ করে শীতল করবেন, কারণ কাম চিতায় বসে ভারত পুড়ে মরেছে। গানও গায় তপ্তকে শীতল করো। তপ্ত কিসের ? কাম চিতার। তাপ বৃদ্ধি পায় তখন মানুষের মৃত্যু হয়। এই কাম বিকারের চিতায় ভারত একেবারে পুড়ে মরেছে তাই বাবাকে স্মরণ করে যে এসে শীতল করো। বৃষ্টিপাত হলে শীতল হয়ে যায়। ধরিত্রী শীতল হয়। এই বৃষ্টি হল জ্ঞানের। মাত্র একবার এসে এমন শীতল করে দেন। এত কিছু দান করে দেন যে সত্যযুগে কোনও জিনিসের উৎকর্ষ থাকে না। অর্ধকল্প উৎকর্ষ নিয়ে থেকেছো - বাবা এসে শীতল বানাও। পতিত-পাবন বাবা এসে আমাদের শীতল করেন। এই জ্ঞানের বর্ষা দ্বারা ভারত অথবা সম্পূর্ণ দুনিয়া শীতল হয়ে যায়। তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাও। যখন মানুষ মরে তখন বলা হয় স্বর্গবাসী হয়েছে। তারা তো বলে শুধু মুখ মিষ্টি করে। তোমরা জানো এখন স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে। বাবা এসেছেন, এই জ্ঞানের বর্ষা করছেন। শীতল অনুভূতির প্রভাব ২১ জন্ম থাকে। সেখানে না হয় বৃষ্টি, না থাকে কোনো জিনিসের ইচ্ছা। সর্বদা ই থাকে বসন্ত বাহার। সেখানে কোনোরকমের দুঃখ থাকে না। সূর্যও থাকে সত্যপ্রধান। কোনোরকম তীব্র তাপ থাকে না। তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। এখন তো পরাধীন হয়ে আছো। গানও গেয়ে থাকো আমি দাস, আমি দাস তোমার....বাবাকে স্মরণ করে। এখন বাবা বলেন - তোমাদের সেবায় এসে আমি তোমাদের গোলাম হয়েছি। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সেবা করি। পরের দেশে, পতিত দেশে, পতিত শরীরে আমি আসি। এই পতিত দুনিয়ায় একজনও পবিত্র হতে পারে না। সত্যযুগকে পবিত্র, কলিযুগকে পতিত বলা হয়, কারণ সবাই হল বিকারগ্রস্ত। ভারতবাসীই এই জ্ঞান বুঝবে। যারা ৮৪ জন্ম নিয়েছে তারা ই এই নলেজ শুনবে বা যারা সত্যযুগ - ত্রেতায় আসবে তারাই এসে ব্রাহ্মণ হবে, নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। বাবা বুঝিয়েছেন এখন তোমরা ব্রাহ্মণ বর্ণে আছো তারপর তারা ই দেবতা বর্ণে আসবে। ব্রাহ্মণ বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ধর্ম স্থাপন করতে বাবা আসেন। ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ ধর্ম স্থাপন করেন। এমন বলা হবে না যে পরমপিতা পরমাত্মা এসে শূদ্র দেব ব্রাহ্মণ বানান। এইরূপ তোমাদের ডিগবাজির খেলা চলতে থাকে। এই কথা তো খুবই সহজ। তোমরা তো জানো চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়? বিরাট রূপে ব্রাহ্মণের শিখা এবং শিববাবাকে ভুলে গেছে। বলে দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র....পুনরায় শূদ্র থেকে দেবতা। এবারে ব্রাহ্মণ কোথায় ? ব্রাহ্মণ রা যদিও গায় ব্রাহ্মণ দেবতায় নমঃ। তাহলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার বংশধর রা কোথায় ? প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম হল বিখ্যাত। চিত্র গুলিতে অনেক ভুল করেছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তানদের কোনো নাম চিহ্ন নেই। স্কুলে টিচার পড়ান। সেসব হল সোর্স অফ ইনকাম। মুখ্য উদ্দেশ্য তো নিশ্চয়ই চাই। তোমরা বাচ্চারা জানো ওই পড়াশোনা দ্বারা পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। পতিত দুনিয়ায় ভগবান এসে পতিতদের পড়ান। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের পড়াশোনা করিয়ে পবিত্র করি। এই পড়াশোনা দ্বারা অনেক ইনকাম হয়। অর্ধকল্পের জন্য তোমরা ভাগ্য নির্মাণ কর। ভারতে গায়ন আছে ২১ বংশ, এখন তোমরা অসীম জগতের পিতার কাছে ২১ বংশের অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। লৌকিক পিতার উত্তরাধিকার অল্পকালের ঋণিকের জন্য থাকে। এই পিতার কাছে তোমরা এমন উত্তরাধিকার প্রাপ্ত কর যে বংশ থেকে বংশে তোমাদের কোনোরকম দুঃখ থাকবে না। ভারতেই অসীম সুখ ছিল। এই জ্ঞান আর কারো বুদ্ধিতে নেই। এই জ্ঞান প্রদান করেন পিতা তিনি জানেন আর যাদেরকে প্রদান করেন তারা জানে, আর কেউ জানেনা। গ্রন্থেও তাঁর মহিমা গায়ন করা আছে। এক ওঁকার নিরাকার, নির-অহংকার। এর অর্থ এখন তোমরা বুঝেছো। তারা তো শুধু গান গায় নিরহংকারী। এমন বিরাট অথরিটি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কোনো অহংকার নেই। এখানে একটু পজিশন ধারীদেরও কতখানি নেশা থাকে। সবই হল অল্পকালের পদ মর্যাদার নেশা আমি অমুক... এখন তোমাদের আছে এই রূহানী পড়াশোনার নেশা। তোমাদের আত্মা এখন জানে - আত্ম-অভিমানী হতে হবে তবেই

বাবাকে স্মরণ করতে পারবে। বাবার সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হলেই মায়ার আঘাত লাগে, নিস্বেজ হয়ে যায়। স্মরণ করতে থাকলে খুশীর পারদ উর্ধ্বে থাকবে। কোনো বড় পরীক্ষা পাস করলে তো অনেক খুশীর অনুভব হয়। মনে হয় এর উপরে আর কোনো পরীক্ষা নেই। তোমরাও জানো আমাদের এই পড়াশোনার উপরে আর কোনো পড়া নেই। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ অতীতে নিশ্চয়ই এমন পড়া করেছিলেন। রাজ যোগের শিক্ষা প্রাপ্ত করে তবে মহারাজা-মহারানী হয়েছেন। রাজযোগ তো বিখ্যাত। পরমপিতা পরমাত্মা এসে রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করেন - স্বর্গের জন্য। বলেন অতীতে এমন কর্ম করেছে যে এই পদ প্রাপ্ত করেছে।

তোমরা জানো - এই জন্মে আমরা এমন কর্ম শিখছি যে ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য রাজস্ব করবে বা স্বর্গে বিরাজমান হবে। যথা রাজা, রানী তথা প্রজা তাইনা। এই হল রাজধানী তাইনা। বাবা এসেছেন - রাজধানী স্থাপন করতে। পরে তোমরা গিয়ে ২১ জন্ম রক্ষণাবেক্ষণ করবে। ৬৩ জন্ম তো দুঃখ ভোগ করেছে। সেসব শেষ হয়ে যাবে। ভারতকে স্বর্গ বলা হয়, এখন তো হল নরক। সৃষ্টি কতখানি বদলে গেছে। সেই রাজস্ব কোথায় চলে গেছে? রাবণের রাজ্য শুরু হয়েছে তখন তোমরা পতিত হয়েছে। বাবা বলেন তোমরা নিজের ৮৪-র চক্রের কথা জানো না। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বার বার বোঝানো হচ্ছে। তোমরা ৮৪ জন্মের চক্র পূর্ণ করেছে। এখন এই হল তোমাদের শেষ জন্ম। এখন পুনরায় নিজের স্বর্গের অধিকার নিতে হবে। তোমরা মুক্তিধামে গিয়ে বসে থাকবে না। তোমাদের অলরাউন্ড পার্ট রয়েছে। এমন অনেকে আছে যারা সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত মুক্তিধামে থাকে। এমন বলবে না যে এখানে আসার চেয়ে মুক্তিধামে থাকা ভালো। সে তো মশার সাদৃশ্য হয়ে গেল। এলো আর চলে গেল। মানুষের মহিমা তো গায়ন করা হয়। এই মন্দির গুলি কাদের? যারা শুরু থেকে পার্ট প্লে করেছে, তাদেরই স্মারক চিহ্ন নির্মাণ হয়। শেষ সময়ে যারা আসে তাদের স্মারক চিহ্ন আছে কি? কিছুই নেই। তোমাদের কত বিশাল এই স্মরণিকা। সবচেয়ে বেশী পার্ট তোমরা প্লে কর। তোমরা নিজের প্রালঙ্কার সময় পূর্ণ করে যখন ভক্তিমার্গে আসো তখন তোমাদের স্মারক চিহ্ন এবং শিববাবার মন্দির নির্মাণ আরম্ভ হয়, তখন অন্য ধর্মের আগমন হয়। তাদের ধর্ম স্থাপন হয়। তোমরা নিজের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি জানো অন্য সব ধর্মের মানুষদেরও জানো। এই হল ৮৪ জন্মের সিঁড়ি। প্রথমে আমরা স্বর্গে আসি তারপরে কীভাবে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে থাকি - সেই জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। প্রত্যেক জন্মে ভিন্ন নাম রূপ নিয়ে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি অনেককে পেয়ে থাকি। এইসব তোমাদের পার্ট ড্রামাতে পূর্ব নির্দিষ্ট আছে। এই হল অসীমের ড্রামা, যা হুবহু রিপিট হয়। তোমরা জানো আমরা ই সেই দেবী-দেবতা ছিলাম যারা ৮৪ জন্ম নিয়ে শূদ্র হয়েছে। পুনরায় আমরা ই সেই দেবী-দেবতায় পরিণত হচ্ছি। মানুষ তো বলে দেয় আত্মাই হল পরমাত্মা। বাস্তবে আমরাই সেই এই হল কথাটির অর্থ। তারা বলে দেয় আত্মাই হল পরমাত্মা, পরমাত্মা ই হল আত্মা। এ হল রাত দিনের তফাৎ। তোমরা এখন এই সব কথা গুলি জানো। তোমরা এখন পাওব হয়েছে। কৌরব - পাণ্ডব তো ভাই ভাই ছিল তাই না। এখন পিতা এসেছেন তাই তোমরা কৌরব থেকে পাণ্ডব হয়েছে। বাবা তোমাদের দুঃখ থেকে লিফ্টে করে গাইড রূপে ফিরিয়ে নিয়ে যান। নিজ ঠিকানার জ্ঞান তো কারো নেই। তারা বলে আত্মা ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাবে। সুতরাং ঘর নয়। ঘরে তো বাস করতে হয়। যাকে ইনকরপরিয়াল ওয়ার্ল্ড বলা হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো - আমরা নিরাকারী আত্মা নিরাকারী ওয়ার্ল্ডে বিন্দু সম বাস করি। সেখানেও নিরাকারী বৃক্ষ আছে। এইরূপ ড্রামা পূর্ব নির্দিষ্ট আছে। বীজ এবং বৃক্ষের কথা জানতে হবে। এরই নাম ভ্যারাইটি ধর্মের বৃক্ষ, এই হল মনুষ্য সৃষ্টি। যার বীজরূপ হলেন বাবা, কত ভ্যারাইটি আছে। প্রত্যেকটি ধর্মের মানুষের ফিচার্স হল পৃথক, এখানেও একের চেহারা অন্যের সঙ্গে মেলে না। এও ড্রামায় নির্দিষ্ট আছে। কল্প বৃক্ষের আয়ু হল ৫ হাজার বছর - এই কথা একমাত্র বাবা বোঝান। মানুষ হল অ্যাক্টর্স, এখানে পার্ট প্লে করতে আসে। এই হল মঞ্চ, আলো ইত্যাদির জন্য সূর্য, চাঁদ আছে। এই গুলি দেবতা নয়, এই হল বাতি। কিন্তু সার্ভিস করছে, তাই দেবতা বলা হয়। বাস্তবে দেবতার সার্ভিস করে না, সার্ভিস তো তোমরা বাচ্চারা কর। বাবা হলেন বিশ্বস্ত সেবক। বাচ্চারা যখন দুঃখে থাকে, বাবার তখন দয়া হয়। বাবা এসেছেন বোঝাতে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে আবার সেই দেবী-দেবতা পদ প্রাপ্ত করাতে আসি। উত্তরণ কলা, অবতরণ কলা প্রত্যেকটি জিনিসের হয়। পুরানো দুনিয়াকে তমোপ্রধান, নতুন দুনিয়াকে সতোপ্রধান বলা হয়। প্রত্যেকটি জিনিস নতুন থেকে পুরানো হয়। আত্মা বলে - এই শরীরটিও হল তমোপ্রধান পতিত। সত্যযুগে আত্মা ও শরীর দুই ই সতোপ্রধান ছিল। বুদ্ধির প্রয়োগ ছিল না। আত্মা তো এখন জ্ঞান প্রাপ্ত করেছে। স্মৃতি এসেছে, আমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছি। এই রহস্য অসীম জগতের পিতা (আত্মার পিতা) এসে বোঝান। দুঃখে সবাই বাবাকেই আহবান করে। দয়া করো হে দুঃখ হরণকারী সুখ প্রদানকারী... ভারতই সবচেয়ে সুখী ছিল তাইনা। ভারতের মতন পবিত্র খন্ড অন্যটি হতে পারে না। বাচ্চারা, এখন বাবা তোমাদের ঝুলিতে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন ভরে দিচ্ছেন। কখনও এমন পিতা দেখেছো। বাবা বলেন বাচ্চারা, আমি তোমাদের জন্য বৈকুণ্ঠের উপহার এনেছি। তোমরা স্বর্গবাসী ছিলে, এখন পতিত নরকবাসী হয়েছে। পবিত্র তাদের বলা হয় যারা বিকারগ্রস্ত হয় না। সত্যযুগে থাকে সম্পূর্ণ নির্বিকারী। এই সময় হল - সম্পূর্ণ বিকারী। বাবা বলেন তোমরাও সম্পূর্ণ

নির্বিকারী ছিলে, এখন পুনরায় সম্পূর্ণ নির্বিকারী দেবতা পদ প্রাপ্ত করতে হবে - বাবাকে স্মরণ করলে। শব্দটি কত ভালো - মন্মনাভব। আমি পিতা আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। আমি সর্বশক্তিমান, আমাকে স্মরণ করো। স্মরণকেই যোগ অগ্নি বলা হয়, যার দ্বারা তোমাদের পাপ দন্ধ হবে। তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) আধ্যাত্মিক পড়াশোনার নেশায় থাকতে হবে। বাবার মতন নিরহংকারী হতে হবে। নিজের পজিশন ইত্যাদির অহংকার রাখবে না।

২) নিজের ঝুলি জ্ঞান রত্নে পরিপূর্ণ রাখতে হবে। সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়ে দেবতা পদের অধিকারী হতে হবে। কখনও নিস্বেজ হবে না।

বরদানঃ:- সর্ব আত্মাদের পতিত সঙ্কল্প বা বৃত্তি গুলিকে ভস্ম করে মাস্টার জ্ঞান সূর্য ভব যেমন সূর্য নিজের কিরণ দ্বারা আবর্জনা, অশুদ্ধতার জীবাণু ইত্যাদি ভস্ম করে দেয়, তেমনই যখন তোমরা মাস্টার জ্ঞান সূর্য হয়ে কোনও পতিত আত্মাকে দেখবে তখন তাদের পতিত সঙ্কল্প, পতিত বৃত্তি বা দৃষ্টি ভস্ম হয়ে যাবে। পতিত-পাবনী আত্মাকে পতিত সঙ্কল্প স্পর্শ করতে পারবে না। পতিত আত্মারা পতিত-পাবনীদেবীর উপরে সমর্পিত হবে। এর জন্য মাইট হাউস অর্থাৎ মাস্টার জ্ঞান সূর্য স্থিতিতে সদা স্থিত থাকো।

স্লোগানঃ:- যোগের ধারণ স্বরূপের দ্বারা নিজের যোগী জীবনের প্রভাব বিস্তার করাই হল অনেক বড় সেবা।

“মিষ্টি বাচ্চারা - অমর বাবা এসেছেন তোমাদেরকে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদান করতে, এখন তোমরা তিন কাল আর তিন লোক-কে জেনে গেছ”

*প্রশ্নঃ - আত্মিক বাবা আত্মাদেরকে কিসের আধারে উত্তরাধিকার প্রদান করেন?

*উত্তরঃ - পড়াশোনার আধারে। যে বাচ্চারা ভালোভাবে পড়াশোনা করে, দেহ-অভিমানকে ত্যাগ করে দেহী-অভিমानी থাকার পুরুষার্থ করে, তারাই বাবার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। লৌকিক বাবা কেবল বাচ্চাদেরকে উত্তরাধিকার প্রদান করেন কিন্তু পারলৌকিক বাবার সম্বন্ধে আত্মার সাথে, এই জন্য আত্মাদেরকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন।

*গীতঃ- ভোলানাথের থেকে অনুপম আর কেউ নেই...

ওম্ শান্তি । আত্মিক বাচ্চারা আত্মিক বাবার থেকে অমর কথা শুনছে - এই মৃত্যুলোক থেকে অমর লোকে যাওয়ার জন্য। নির্বানধামকে অমর লোক বলা যায়না। অমরলোক - যেখানে তোমাদের অকালে মৃত্যু হবে না, এইজন্য তাকে অমরলোক বলা যায়। আত্মিক বাবা যাঁকে অমরনাথ বলা যায়। অবশ্যই অমরলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্যই এই মৃত্যুলোকে এসে কথা (জ্ঞান) শোনাচ্ছেন। তিনটি কথা ভারতেই প্রখ্যাত আছে। অমরকথা, সত্যনারায়ণের কথা, তীজরীর কথা (তৃতীয় নয়ন প্রাপ্তির কথা)। ভক্তি মার্গে তো তীজরীর অর্থ কেউই বুঝতেই পারেনা। জ্ঞান সাগর অমর বাবা ব্যতীত জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র কেউ দিতে পারে না। এটাও মিথ্যা গল্প শোনায। মিষ্টি মিষ্টি আত্মিক বাচ্চারা এখন জেনে গেছে যে, আমাদেরকে এখন জ্ঞানে তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে, যে তৃতীয় নেত্রের দ্বারা তিন কাল, তিন লোককে তোমরা জেনে গেছ। মূল লোক, সূক্ষ্ম লোক, স্থূল লোকের আদি-মধ্য-অন্তকেও জেনে গেছ, এইজন্য বাচ্চারা নিজেদেরকে ত্রিকালদর্শীও মনে করে। সৃষ্টিতে তোমাদের মত মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা ছাড়া অন্য কেউ ত্রিকালদর্শী হতে পারেনা। তিনকাল অর্থাৎ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানে না। মূল বতন, সূক্ষ্ম বতন, স্থূল বতনকে অনেকেই জানতে পারে, কিন্তু তিন কালের আদি-মধ্য-অন্তকে কেউ জানে না। এখন মিষ্টি মিষ্টি আত্মিক বাচ্চারা আত্মিক বাবার থেকে শুনছে। আমরা তাঁর সন্তান হয়েছি। একবারই তোমাদের অর্থাৎ আত্মিক বাচ্চাদের আত্মিক বাবার সাথে মিলন হয়। তিনি আত্মাদেরকে পড়ান আর অন্যেরা দেহ-অভিমानी হওয়ার কারণে বলে যে, আমি এটা পড়ছি। আমি এটা করছি। দেহ অভিমান এসে যায়। এখন এই সঙ্গম যুগে আত্মিক বাবা এসে আত্মিক বাচ্চাদেরকে বলছেন যে, তোমরা ভালোভাবে পড়াশোনা করো। বাবার থেকে প্রত্যেক বাচ্চার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার অধিকার আছে কেননা সবাই হলে আত্মিক বাচ্চা, তাই না! লৌকিক সম্বন্ধে কেবল বাচ্চারাই উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়। এই পারলৌকিক সম্বন্ধে সকল বাচ্চাদের অর্থাৎ আত্মাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। অমরনাথের কথা শোনায। বলে যে পার্বতীকে পাহাড়ের উপর গুহার মধ্যে গিয়ে অমরকথা শুনিয়েছিলেন। এটাতো হলো মিথ্যা, তাই না। বাচ্চারা, এখন তো তোমরা জানো যে মিথ্যা কোনটি, আর সত্য কোনটি। সত্য তো অবশ্যই সত্য বাবা-ই শোনাবেন। বাবা একবারই সত্য কথা শুনিয়ে সত্য খন্ডের মালিক বানিয়ে দেন। তোমরা জানো যে এই মিথ্যা খন্ডতে আগুন লেগে যাবে। এই যা কিছু দেখা যাচ্ছে, এসব কিছুই থাকবে না। সময় আর অল্পই অবশিষ্ট আছে। এটা হল শিব বাবার জ্ঞান যন্তু। যেরকম লৌকিক সম্বন্ধেও বাবা যন্তু রচনা করেন। কেউ রুদ্র যন্তু রচনা করে, কেউ আবার গীতা যন্তু। কেউ রামায়ণ যন্তু রচনা করে। এটা হল শিববাবা বা রুদ্র জ্ঞান যন্তু। এটাই হল অন্তিম যন্তু।

তোমরা জানো যে, আমরা এখন অমর পুরীতে যাচ্ছি। এখন আর কয়েক মিনিটের রাস্তা বাকি আছে। কোনও মানুষেরই এটা জানা নেই। তারা তো বলে দেয় যে - মৃত্যুলোক থেকে অমরলোকে যাওয়ার জন্য এখনও ৪০ হাজার বছর পড়ে আছে। অমর লোক সত্যযুগকে বলা যায়। বাচ্চারা তোমাদেরকে এখন বাবা সম্মুখে বসে অমর কথা, তীজরীর কথা, সত্যনারায়ণের কথা শোনাচ্ছেন। ভক্তি মার্গে কি কি হয়, সেসব তো দেখেছো। ভক্তি মার্গে কত বিস্তার হয়। যেরকম বৃক্ষের অনেক বিস্তার হয়, সেই রকমই ভক্তিমার্গেরও অনেক বড় কর্মকাণ্ডের বৃক্ষ বা ঝাড় আছে। যন্তু, ব্রত, নেম, জপ, তপ ইত্যাদি কতকিছু করে। এই জন্মের ভক্তরা তো অনেকেই বসে আছে। মানুষের বৃদ্ধি হতেই থাকে। যখন থেকে তোমরা ভক্তি মার্গে এসেছো তখন থেকে অন্যান্য ধর্ম স্থাপন করা শুরু হয়েছে। প্রত্যেকেরই নিজের ধর্মের সাথে যোগসূত্র আছে। প্রত্যেকেরই রীতি-রেওয়াজ আলাদা আলাদা। ভারত অমরপুরী ছিল, ভারত এখন মৃত্যু লোক হয়ে গেছে। তোমরা আদি সনাতন দেবতা ধর্মের ছিলে। কিন্তু এখন পতিত হওয়ার কারণে এখন তোমরা নিজেদেরকে দেবতা বলতে পারো

না। এটা তোমরা ভুলে গেছো যে আমরাই দেবতা ছিলাম। যেরকম বলে যে যীশুখ্রীষ্ট আমাদের ধর্ম স্থাপন করেছিলেন, তখন থেকে আমাদের খ্রিস্টান ধর্ম চলে আসছে। এরকম নয় যে, ইউরোপীয়ান ধর্মের ছিল। সেরকমই তোমরা হিন্দুস্তানীরা অথবা ভারতের অধিবাসীরা হলে দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মা। কিন্তু নিজেদেরকে দেবতা বলতে পারো না। মনে করো যে - আমরা তো হলাম পাপী, নীচ, কাঙ্গাল, বিকারী। ভক্তি মার্গে মানুষ দুঃখী হয়ে যায় তাই বাবাকে আহ্বান করে। এটা কেবল তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা জানো যে, যে বাবাকে আহ্বান করে এসেছি, তিনি এখন আমাদেরকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রদান করার জন্য অমর কথা শোনাচ্ছেন। আমরা অমরপুরীর মালিক হতে চলেছি। অমরপুরীকে স্বর্গ বলা যায়। তোমরা বলবে যে আমরা স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। কলিযুগে মানুষ মারা গেলে তখন বলা হয় যে স্বর্গবাসী হয়েছে। এখন সে স্বর্গে যাওয়ার জন্য কোনও পুরুষার্থ খোড়াই করেছে? তোমরা তো পুরুষার্থ করছো অমরপুরী বৈকুণ্ঠে যাওয়ার জন্য। কে পুরুষার্থ করাচ্ছেন? অমর বাবা, যাঁকে অমরনাথও বলা যায়। এই যজ্ঞকে পাঠশালাও বলা যায়। অন্য কোনো পাঠশালাকে যজ্ঞ বলা যায় না। যজ্ঞ আলাদাভাবে রচনা করা হয়, যেখানে ব্রাহ্মণেরা বসে মন্ত্র পাঠ করেন। বাবা বলছেন যে -এটা তোমাদের কলেজও আবার যজ্ঞও, দুটো একত্রিত আছে। তোমরা জানো যে এই জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা বিনাশ জ্বালা প্রজ্বলিত হয়েছে, এতে সমগ্র দুনিয়া স্বাহা হয়ে যাবে। পুনরায় নতুন দুনিয়া হবে, এর নামই হল মহাভারী মহাভারত লড়াই। এই রকম লড়াই আর কোথাও হয়না। বলা হয় যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে মিসাইল নিয়ে যুদ্ধ হয়েছিল। তোমাদের সাথে লড়াই তো হয়না। একে মহাভারতের লড়াই কেন বলা হয়? ভারতে তো একটাই ধর্ম হয় তাইনা! মৃত্যু তো বাইরে আছে। এখানে লড়াইয়ের তো কোনও কথাই নেই। বাবা বোঝাচ্ছেন যে - তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়া চাই তো অবশ্যই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে।

বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে বিরাট রূপেরও সমগ্র জ্ঞান আছে। এটা বুঝতে পারো যে, যারা কল্প পূর্বে এসেছিল তারাই আসবে দেবতা হওয়ার জন্য। বুদ্ধির কাজ। আমরা যতজন ব্রাহ্মণ হয়েছি, সেই আমরাই এখন পুনরায় দেবতা হতে চলেছি। প্রজাপিতা ব্রহ্মারও নাম গাওয়া হয়ে থাকে। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা মনুষ্যসৃষ্টি রচনা করেন এইজন্য ব্রহ্মাকে প্রজাপিতা বলা হয়। কিন্তু কিভাবে, কখন রচনা করেন? এটা কেউ জানে না। শুরুতে কি মানুষ ছিল না, যাদের রচনা করেন? আহ্বানও করে, হে পতিত-পাবন এসো। তো যখন মানুষ পতিত হয়ে যায়, তখন তো বাবা আসেন দুনিয়াকে পরিবর্তন করার জন্য। তোমাদেরকে বাবা নতুন দুনিয়ার উপযুক্ত তৈরি করছেন। এখন সবাই তমোপ্রধান পুরানো দুনিয়াতে আছো, পুনরায় সতোপ্রধান হতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন - প্রত্যেক মানুষ মাত্রই, প্রত্যেকটি জিনিসকে সতো-রজো-তমোতে আসতেই হয়। দুনিয়া নতুন থেকে পুরানো অবশ্যই হয়। কাপড় জামাও নতুন পরিধান করে, সেটাই আবার পুরানো হয়ে যায়। তোমাদের এখন জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছে। এখন তোমরা সত্যিকারের সত্যনারায়ন কথা শুনছো। গীতা হলো সকল শাস্ত্রের শিরোমণি। বাকি সবকিছুই হল তার বাচ্চা। যেরকম ব্রহ্মার বংশাবলী হয়, সেরকমই গীতা হল মুখ্য। উচ্চ থেকে উচ্চতর হলেন মা-বাবা, বাকি সব হলো বাচ্চা। এখন মা-বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে। এছাড়া যে যতই শাস্ত্র পড়ুক, যা কিছু করুক, উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে না। যারা শাস্ত্র পড়ে, তাদের অনেক উপার্জন হয়। সেসব তো হয়ে গেল অল্পকালের জন্য। এখানে তোমরা বাচ্চারা শুনছো, তো কতই না উপার্জন করছো - ২১ জন্মের জন্য, বিচার করো! তারা একটা কিছু শোনাবে, আর সবাই তাকে টাকা দেবে। বাচ্চারা এখানে বাবা তোমাদেরকে জ্ঞান শোনাচ্ছেন - তোমরা ২১ জন্মের জন্য অনেক ধনী হয়ে যাও। সেখানে যারা শোনায়, তাদের ব্যাগ ভর্তি থাকে। ভক্তি ইত্যাদি করা প্রবৃত্তি মার্গের কাজ। তোমরা হলে প্রবৃত্তি মার্গের। তোমরা জানো যে - স্বর্গলোকে আমরা পূজ্য ছিলাম। না হলে তো ৮৪ জন্মের হিসাব কোথা থেকে আসবে? এটাই হল আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যেটা সুপ্রিম আত্মা জ্ঞানের সাগরের থেকে প্রাপ্ত হয়। পতিত-পাবন বাবা-ই হলেন সকলের সন্নতি দাতা। আমাদেরকে অর্থাৎ তাঁর বাচ্চাদেরকে অমর কথা শোনাচ্ছেন। জন্ম-জন্মান্তর ধরে মিথ্যা কাহিনি শুনে এসেছ। এখন সত্য কথা শুনে তোমরা ষোলোকলা সম্পূর্ণ হচ্ছে। চন্দ্রমাকে ষোলো কলা সম্পূর্ণ বলা যায়। সূর্যের জন্য বলা যায়না।

তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা ভবিষ্যতে সর্বগুণসম্পন্ন, ষোলোকলা সম্পূর্ণ হব। পুনরায় অর্ধেক কল্পের পর তাদের মধ্যে খাদ পড়ে যায়। এখন তোমরা বুঝতে পারছ যে আমরা পুনরায় সর্বগুণসম্পন্ন, ষোলোকলা সম্পূর্ণ... তথা দেবতা পুনরায় তৈরী হচ্ছে। আমরা আত্মারা সর্বপ্রথম নিজের ঘরে যাব পুনরায় আমরা শরীর ধারণ করে দেবতা হব তারপর চন্দ্র বংশী পরিবারে আসবো। ৮৪ জন্মের হিসেব-নিকেশ চাই। কোন যুগে, কোন বর্ষে কত জন্ম হয়েছে, বাবা ৮৪ জন্মের পরম সত্য কথা এখন শোনাচ্ছেন। বাচ্চারা, তোমাদেরকে বাবা বলছেন - তোমরা ভারতবাসীরা ৮৪ জন্ম নিয়েছো। এক তো নিজেকে ব্রাহ্মণ মনে করতে হবে। মাম্মা-বাবা বলে ডাকো তাইনা। উত্তরাধিকার শিব বাবার থেকে নিছো, ব্রহ্মা বাবার দ্বারা। ব্রহ্মাও তাঁর হয়ে গেছে। ব্রহ্মার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হতে পারে না। ইনিও (ব্রহ্মা) সম্পর্কে ভাই হয়ে

গেলেন। ইনি হলেন শরীরধারী তাই না। তোমরা সকল বাচ্চারা তাঁর থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছ। ঐনার (ব্রহ্মার) থেকে নয়। যাঁর থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না, তাকে স্মরণ করো না। এক শিব বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। তাঁকেই উদ্দেশ্য করে বলা হয় - তুমি মাতা-পিতা আমরা বালক তোমার। তোমরা ঐনার কাছে এসেছ তাই বুদ্ধিতে থাকে আমরা শিব বাবার কাছে এসেছি। স্মরণ শিববাবাকেই করতে হবে। আত্মা হল বিন্দু, তাঁর মধ্যে ৮৪ জন্মের পাট রেকর্ড আছে। আত্মা ভ্রুকুটির মাঝে থাকে। সেকেন্ডের মধ্যে উড়ে যায়, আমি আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর গ্রহণ করি। ভ্রুকুটির মাঝে গিয়ে বিরাজমান হই। বুদ্ধিতে বোধগম্যতা আছে - আমার আত্মা হলো এইরকম। সত্যযুগে তো এইরকম কোনও জিনিস দেখার আশা থাকে না। আত্মাকে দেখা যায় দিব্যদৃষ্টির দ্বারা। এই চোখের দ্বারা দেখার কোনো কথাই নেই। ভক্তি মাগেই সাক্ষাৎকার করে। যেরকম রামকৃষ্ণের শিষ্য বিবেকানন্দ ছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে, আমি সামনে বসে ছিলাম তখন তাঁর আত্মা বেরিয়ে আমার মধ্যে প্রবেশ হয়ে গেল। এইরকম কখনও হয় না। আত্মা কিভাবে এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীরে প্রবেশ করে, এইসব কথা বাচ্চারা তোমাদেরকেই বোঝানো যায়। এখন তোমরা বুঝেছ যে আমরা অমরলোকে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি, অমরলোকে আমরা জন্ম নেব। সেখানে আমরা গর্ভ মহলে থাকব। এখানে তো গর্ভ জেলে অত্যন্ত গ্রাহি-গ্রাহি করতে থাকে। এখন অর্ধেক কল্পের জন্য বাবা তোমাদেরকে সবারকমের দুঃখ থেকে মুক্ত করছেন। তাই কত ভালোবাসা দিয়ে এইরকম বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আত্মা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজেকে আত্মা মনে করে আত্মিক বাবার কাছে পড়াশোনা করে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে হবে। সত্য খন্ডের মালিক হওয়ার জন্য সত্য কথা শুনতেও হবে এবং অন্যদেরকেও শোনাতে হবে।

২) যে বাবার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। কোনও দেহধারীকে নয়। এই পুরানো দুনিয়াতে আগুন লেগে যাবে এই জন্য একে দেখেও দেখো না।

বরদান:- মন্মনাভবের বিধির দ্বারা মনরস স্থিতির অনুভব করে আর অন্যদেরকেও করিয়ে সকল বন্ধনমুক্ত ভব যে বাচ্চারা লোহার খাঁচা আর সূক্ষ্ম সূত্রের বন্ধনকে ভেঙে বন্ধনমুক্ত স্থিতিতে থাকে, তারা কলিযুগের স্থূল বস্তুর রস আশ্বাদন বা মনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তাদের দেহ অভিমান বা দেহের পুরানো দুনিয়ার কোনও বস্তু এতটুকুও আকৃষ্ট করে না। যখন কোনও ইন্দ্রিয়ের রস অর্থাৎ বিনাশী রসের প্রতি আকর্ষণ হবে না, তখন অলৌকিক অতীন্দ্রিয় সুখ বা মনরস স্থিতির অনুভব হয়। এর জন্য নিরন্তর মন্মনাভব-র স্থিতি চাই।

স্নোগান:- সত্যিকারের সেবা হল সেটাই, যেখানে সকলের আশীর্বাদের সাথে খুশিরও অনুভূতি হয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন হলে সত্যিকারের রাজযোগী, তোমাদের রাজস্বশিও বলা হয়, রাজস্বশি মানেই পবিত্র"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমরা মানুষকে মায়া রূপী রাবণের চোরাবালি থেকে কখন বের করতে পারবে?

*উত্তরঃ - যখন তোমরা নিজেরা ঐ চোরাবালি থেকে বের হয়ে আসবে। চোরাবালি থেকে বের হয়ে আসার চিহ্ন হলো- ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা। এক বাবা ব্যাভীত আর কিছুই স্মরণে আসবে না। ভালো কাপড় পড়বো, ভালো জিনিস খাবো-- এই লালসা যেন না হয়, তোমরা সম্পূর্ণ বনবাসে আছো। এই শরীরকেও ভুলে গিয়ে, আমার কিছুই নেই, আমি হলাম আত্মা--এইরকম আত্মা অভিমানী বাচ্চারাই রাবণের চোরাবালি থেকে মানুষকে বের করতে পারবে।

*গীতঃ- তুমি হলে প্রেমের সাগর...

ওম্ শান্তি । যখন কখনো গান বাজানো হতো তখন বাচ্চাদের গানের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হতো। এখন বলা, তোমরা কবে থেকে পথ ভুলে গিয়েছো? (কেউ বলেছে দ্বাপর থেকে, কেউ বলেছে সত্যযুগ থেকে)- যারা বলেছে দ্বাপর থেকে ভুল বলেছে , তারা হলো রঙ অর্থাৎ ভুল। সত্যযুগ থেকে পথ ভুলেছে। পথ বলে দিতে পারার মতো কেউ এখন তো তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছে। সত্যযুগে পথ বলে দিতে পারেন যিনি তাঁকে জানতে না। হয়তো ভুলে গিয়েছিলে। ভুলটাও ড্রামাতে নির্ধারিত। এখন আবার পথ বলে দিতে এসেছেন। বলে না যে - প্রভু পথ বলে দাও। বাবা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন- বুদ্ধি চালনা করার জন্য। এই জ্ঞানই যে হলো একেবারেই আলাদা, জ্ঞানের সাগর হলেন একমাত্র বাবা। বাবা সম্মুখে বোঝান। জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর হলাম আমিই। তোমরাও জানো - বরাবর পতিত - পাবন হলেন একমাত্র বাবা। এইটা তো যারা ভক্তি করে তারাও মানে। পাবন দুনিয়া হলোই শান্তিধাম আর সুখধাম। সুখধাম আর দুঃখধাম এখন হলো অর্ধেক অর্ধেক। বাচ্চারা তো এটা ভালো করেই জানে। বাবা হলেন প্রেমের সাগর, তাই তো সবাই ঊঁনাকে ফাদার বলে ডাকে- কিন্তু তিনি যে কে, কি ভাবে আসেন, সেইটা ভুলে যায়। ৫ হাজার বছরের কথা, বরাবর এই দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিলো। সত্যযুগে হলো সঙ্গতি, তবে দুর্গতি কীভাবে হয়, কে বলবে? বাবা এসেই বুঝিয়ে দেন, দ্বাপর থেকে তোমাদের দুর্গতি হয়েছে, তাই তো ডাকো। তোমরা বুঝতে পারো যে এইটা কোনো নূতন ব্যাপার নয়। বাবা প্রতি কল্পে আসেন। এখন নিরাকার বাবা আত্মাদের বোঝান। কেউই নিজের আত্মাকে জানে না। এইরকম কখনোই বলবে না যে আমার আত্মার মধ্যে সমস্ত পার্ট ভরা আছে। কখনোই বলবে না যে আমি অনেক বার এইটা হয়েছে, ভূমিকা পালন করেছি। ড্রামাকে তারা জানেই না। লক্ষ-হাজার বছর বলে, তবুও তো ড্রামা তো ! ড্রামা রিপটি হয়। এ'কথা তো নিশ্চয়ই বলবে। এই জ্ঞান একমাত্র বাবা বাচ্চাদের সম্মুখে দেন। মুখ দিয়ে কথা বলছেন। তোমরা জানো যে শিববাবা আমাদের ব্রহ্মা দ্বারা নিজের করে ব্রাহ্মণ করে তুলেছেন। ইনি শিববাবার বাচ্চাও হন, স্ত্রীও হন। দেখো, কতো বাচ্চাকে সামলাচ্ছেন। একা মেল অর্থাৎ পুরুষ হওয়ার জন্য সরস্বতীকে সাহায্যকারী করেছেন যে- বাচ্চাদের সামলাও। এই কথা শান্ত্রে নেই। এইটা হলো প্র্যাকটিক্যাল। বাবা একমাত্র রাজযোগ শেখান, যাদের রাজযোগ শিখিয়েছেন, তারা রাজা হবে। ৮৪ জন্মের চক্রে আবর্তিত হবে। বাইবেল, কোরান, বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে তো অনেকেই, কিন্তু কিছুই বোঝে না। এখন তোমরা কোনো তত্ত্ব যোগী নও। তোমাদের তো বাবার সাথে যোগ অর্থাৎ বাবার স্মরণ আছে। তোমরা এখন হলে রাজযোগী, রাজস্বশি অর্থাৎ যোগীরাজ। যোগী পবিত্রকে বলা হয়। স্বর্গের রাজত্ব নেওয়ার জন্য তোমরা যোগী হয়েছে। প্রথমেই বাবা বলেন পবিত্র হও। যোগী নামই হলো ঊঁনার। তোমরা সকলে হলে রাজযোগী। এ হল তোমাদের অর্থাৎ ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণদের কথা। তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন, স্টুডেন্ট তোমরা ! স্টুডেন্টরা কি কখনো টিচারকে ভুলতে পারে? তোমরা জানো যে শিববাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। কিন্তু এরপরও মায়া ভুলিয়ে দেয়। তোমরাকে পড়ানো যে টিচার তাকেই ভুলে যাও। ভগবান পড়াচ্ছেন - এইটা মনে করলে তবে তো নেশা চড়বে ।

স্কুলে আই.সি.এস পড়ে তো কতো নেশা থাকে। বাচ্চারা, তোমরা তো একুশ জন্মের জন্য এই রাজযোগের পাঠ পড়ছো। পড়তে তো আবারও হয়। রাজবিদ্যাও পড়তে হয়, ভাষা ইত্যাদি শিখতে হয়। বাচ্চারা, তোমরা মনে করো সত্যযুগ থেকে আমরা এই পথ ভোলা শুরু করেছি। তোমরা এরপর থেকে প্রতি জন্মে এক-এক ধাপ নীচে নেমেছো। এখন তোমাদের সব মনে আছে। কীভাবে আমরা উপরে উঠে পড়ি, কীভাবে আমরা নীচে নেমে যাই। এই সিঁড়ি ভালো করে স্মরণ করো। ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন আমাদের যেতে হবে। তাই খুশী হই, এইটা হলো অসীম জগতের নাটক। আত্মা হলো কতো

ছোটো। পাট প্লে করতে করতে আত্মা ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন বলে- বাবা পথ বলে দিলে আমরা বিশ্রাম পাবো, সুখ-শান্তি পাবো। তোমরা সুখধামে থাকলে তখন তোমাদের জন্য সেখানে সুখ-শান্তিও থাকবে। সেখানে কোনো ঝামেলা নেই। আত্মার শান্তি থাকে। শান্তির স্থান দুটি - শান্তিধাম আর সুখধাম। দুঃখধামে হলো অশান্তি। এ হলো পড়াশোনা, তোমরা জানো যে বাবা আমাদের সুখধাম ভায়া শান্তিধামে নিয়ে যাচ্ছেন। তোমাদের বলার দরকার নেই। তোমরা জানো যে আমরা এখানে ভূমিকা পালন করতে এসেছি তারপর ফিরে যেতে হবে। এইটা হলো খুশীর ব্যাপার। শান্তির খুশী নেই। ভূমিকা পালন করতে আমাদের মজা লাগে, খুশী হয়। জানি যে বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। কেউ বলে আমাদের মনের শান্তি প্রাপ্ত হোক। এই শব্দও হলো রঙ(ভুল)। না, আমরা বাবাকে স্মরণ করি যেন বিকর্ম বিনাশ হয়। শান্ত তো মন থাকতে পারে না। কর্ম ব্যতীত থাকতে পারে না। এছাড়া অনুভব হয়, আমরা বাবার থেকে পবিত্রতা, সুখ-শান্তির উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি, তাই খুশী হওয়া উচিত। এইটা তো হলোই দুঃখধাম। এখানে সুখ থাকতে পারে না। মানুষ শান্তিধাম সুখধামকে ভুলে গিয়েছে। তাই যাদের অনেক পয়সা আছে, তারা মনে করে যে আমরা অনেক সুখে আছি, সন্ধ্যাসী বাড়ী-ঘর ছেড়ে জঙ্গলে যায়। কোনো ঝামেলা তো নেই। তাই তো শান্ত হয়ে যায়, কিন্তু সেইটা হলো অল্প সময়ের জন্য। আত্মার যে শান্তির ধর্ম আছে, তার জন্য তোমরা শান্তিতে থাকো। এখানে তো প্রবৃত্তিতে আসতেই হবে। ভূমিকা পালন করতেই হবে। এখানে আসেই কর্ম করতে। কর্মের মধ্যে তো আত্মাকে অবশ্যই আসতে হবে। বাচ্চারা, তোমরা বুঝতে পারো - এই বোধ অসীম জগতের বাবা দিচ্ছেন। নিরাকার ভগবানুবাচ- এখন তোমরা জানো যে আমরা হলাম আত্মা, আমাদের বাবা হলেন পরম আত্মা। পরম আত্মা মানে পরমাত্মা। ওঁনাকে এই আত্মা ডাকে। একমাত্র সেই বাবা হলেন সকলের সদ্গতি দাতা। এখন বাবা বলেন- বাচ্চারা, দেহী-অভিমানী হও। এইটাই পরিশ্রমের। অর্ধ-কল্প ধরে যে খাদ পড়েছে, সেইটা এই স্মরণের দ্বারাই নির্গত হবে।

তোমাদের খাঁটি সোনা হতে হবে। যেমন খাঁটি সোনাতে খাদ মিশিয়ে গহনা তৈরী করে। তোমরা আসলে খাঁটি সোনা ছিলে তারপর তোমাদের মধ্যে খাদ পড়েছে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, আমরা পাট বা ভূমিকা পালন করেছি। এখন আমরা যাচ্ছি স্বশ্রবণবাড়ি। যেমন বিদেশ থেকে যখন পিত্রালয়ে ফেরে তখন খুব আনন্দ হয়, তোমারাও আনন্দিত হও, তোমরা জানো যে বাবা আমাদের জন্য স্বর্গ নিয়ে এসেছেন। অসীম জগতের পিতার উপহার- অসীম জগতের বাদশাহী অর্থাৎ সদ্গতি। সন্ধ্যাসীরা মুক্তির উপহার পছন্দ করে। কেউ মারা গেলে তাও বলে স্বর্গবাসী হয়েছে। সন্ধ্যাসীরা বলবে জ্যোতি জ্যোতিতে মিলিয়ে গিয়েছে, যার মধ্যে সব মিশে যাবে। সেটা তো হলো থাকার জায়গা, যেখানে আমরা অর্থাৎ আত্মারা থাকি। এছাড়া কোনো জ্যোতি বা আগুন কি আর আছে, যেখানে সব মিশে যাবে! ব্রহ্ম মহাত্ম সেটা, যেখানে আত্মারা থাকে। বাবাও সেইখানে থাকেন। তিনিও হলেন বিন্দু। বিন্দুর কারোর সাথে সাক্ষাৎকার হলে তো বুঝতে পারবে না। বাচ্চারা অনেক বলে- বাবা স্মরণ করতে অসুবিধা হচ্ছে। বিন্দু রূপকে কীভাবে স্মরণ করবো। অর্ধ-কল্প তো বড় লিঙ্গ রূপকে স্মরণ করেছি। সেইটাও বাবা বোঝান। বিন্দুর তো পূজা হতে পারে না। এর মন্দির কি করে তৈরী করবে? বিন্দু তো চোখের দৃষ্টির মধ্যেও আসে না, এই জন্য শিবলিঙ্গ বড় তৈরী করে। এছাড়া আত্মাদের শালিগ্রাম তো খুবই ছোটো ছোটো তৈরী করে। ডিমের মতো তৈরী করে। বলবে প্রথমে কেন বলেনি যে পরমাত্মা বিন্দুর মতো? বাবা বলেন, সেই সময় এইটা বলার পাট ছিলই না। আরে! তোমরা শুরুতে কেন আই.সি.এস পড়তে না? পড়াশুনারও তো নিয়ম আছে, তাই না! কেউ এইরকম কথা জিজ্ঞাসা করলে তোমরা বলতে পারো - আচ্ছা বাবার কাছে জিজ্ঞাসা করছি বা আমাদের বড় টিচার দিদি আছে, তাকে লিখে জিজ্ঞাসা করছি। বাবার বলার হলে বলবেন অথবা বলবেন আরো পরে বুঝতে পারবে। একই টাইমে তো শোনাবেন না। এই সব হলো নূতন কথা। তোমাদের বেদ-শাস্ত্রতে যা আছে, বাবা বসে তার সার বলে দেন। এও হল ভক্তি মার্গের জন্য স্থির রয়েছে। তবুও তোমাদের পড়তেই হবে। এই ভক্তির পাট পালন করতেই হবে। পতিত হওয়ার পাটও পালন করতে হবে। বলা হয় ভক্তির চোরাবালিতে ডুবে রয়েছে। বাইরে থেকে তো অনেক আকর্ষণীয় মনে হয়। যেমন মরিচীকার মতো, মৃগতৃষ্ণার উদাহরণ দেওয়া হয়। ভক্তিও খুব আকর্ষণীয় হয়। বাবা বলেন এইটা হলো মরিচীকা। মৃগতৃষ্ণার মতো, চোরাবালিতে একেবারে ফেঁসে যায়। তারপর বেরোনোই কঠিন হয়ে যায়, একদম ফেঁসে যায়। যায় অন্যকে বের করতে আর নিজেই ফেঁসে যায়। এইরকম অনেকেই ফেঁসে পড়েছে। আশ্চর্য হয়ে শোনে, অন্যদেরকে জ্ঞান শুনিয়ে এগিয়ে নিয়ে এসে চলতে-চলতে নিজেই ফেঁসে যায়। কতো ভালো-ভালো ফার্স্টক্লাস ভাই বোনেরা ছিল। এরপর তাদের বের করা খুবই মুশকিল হয়ে যায়। বাবাকে ভুলে যায়, তাই চোরাবালি থেকে বের হওয়ার জন্য কতো পরিশ্রম করতে হয়। যতই বোঝাও বুদ্ধিতে বসে না। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে আমরা মায়া রূপী রাবণের চোরাবালি থেকে কতটা বের হয়েছি, যেমন যেমন বের হতে থাকবে, সেইরকম খুশীও হতে থাকবে। যে নিজে বেরিয়ে আসবে তার কাছে শক্তি থাকবে অপরকে বের করার। বাণ চালায় যারা তাদের মধ্যে কেউ তীক্ষ্ণ হয়, কেউ দূর্বল হয়। ভীল আর অর্জুনের উদাহরণ রয়েছে! অর্জুন সাথে থাকার ছিলো, অর্জুন একজনকে না, যারা বাবার হয়ে বাবার

সাথে থাকে, তাদের বলা হয় অর্জুন। সাথে থাকার আর বাইরে থাকার খুবই রেস করতে থাকে। ভীল অর্থাৎ বাইরে যে থাকে সে ভীল ভাবে চলে যায়। একের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। কথা তো হল অনেকের। ভীলও হলো এই জ্ঞানের। প্রত্যেকে নিজেকে বুঝতে পারে, আমি বাবাকে কতটা স্মরণ করি, আর কারোর স্মরণ আসে না তো! ভালো জিনিস খাওয়ার জন্য বা পরিধান করবার লালসা থাকে না তো! এখানে ভালো ভালো পরিধান ইত্যাদি হলে ওখানে কম হবে। আমাদের তো এখানে বনবাসে থাকতে হবে। বাবা বলেন তোমরা নিজেদের এই শরীরকেও ভুলে যাও। এটা তো পুরানো তমোপ্রধান শরীর। তোমরা স্বর্গের মালিক হবে। ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা। বাবা বলেন, তোমরা এখানে গহনা ইত্যাদিও পরো না, এইরকম কেন বলেন? এরও অনেক কারণ আছে। কারোর গয়না হারিয়ে গেলে তখন বলে ওখানে বি. কে দিয়ে এসেছে আর তারপর চুরি ছিনতাইবাজরাও রাস্তাঘাটে ছিনিয়ে নেয়। আজকাল মহিলারাও লুট করে। ফিমেলও ডাকাতি করে। দুনিয়ার অবস্থা দেখো কি? তোমরা বুঝতে পারো যে এই দুনিয়া হলো একদম বেশ্যালয়। আমরা এখানে শিবালয়ে বসে আছি, শিববাবার সাথে। তিনি হলেন সৎ, চৈতন্য, আনন্দ স্বরূপ। আত্মারই মহিমা। আত্মাই বলে আমি প্রেসিডেন্ট হয়েছি, আমি অমুক। আর তোমাদের আত্মা বলে - আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। আত্মা - অভিমানে থাকতে হবে, এতেই পরিশ্রম। এ আমার অমুক, এইটা আমার.... এই সব মনে থাকে, আমরা আত্মারা হলাম ভাই- ভাই, এইটা তোমরা ভুলে যাও। এখানে আমার-আমার ছাড়তে হয়। আমি হলাম আত্মা, এঁনার আত্মাও জানে। বাবা বোঝাচ্ছেন, আমিও শুনতে থাকি। প্রথমে আমি শুনি, হয়তো আমিও শোনাতে পারি কিন্তু বাচ্চাদের কল্যাণের জন্য বলি - তোমরা সর্বদা মনে করো যে শিববাবা বোঝাচ্ছেন। বিচার সাগর মন্ডন করা বাচ্চাদের কাজ। যেইরকম তোমরা করো, সেইরকম আমিও করি। তা না হলে প্রথম নম্বরে যাবো কি করে, কিন্তু নিজেকে গুপ্ত রাখি। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) আমার-আমার সব ছেড়ে নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে। আত্মা-অভিমানী হওয়ার পরিশ্রম করতে হবে। এখানে একদম বনবাসে থাকতে হবে। কোনো কিছু পরার, খাওয়ার ইচ্ছার থেকে ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা হতে হবে।

২) পাট পালন করার সময় কর্ম করার সময় নিজের শান্তি স্বধর্মে স্থির থাকতে হবে। শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে। এই দুঃখধামকে ভুলে যেতে হবে।

বরদানঃ:- প্রতিটি সংকল্প, সময়, শব্দ আর কর্মের দ্বারা ঈশ্বরীয় সেবা করে সম্পূর্ণ অনুগত (বিশ্বস্ত) ভব সম্পূর্ণ অনুগত তাদের বলা হয় যারা প্রতিটি বস্তুকে সম্পূর্ণ ভাবে সামলাতে পারে। কোনো জিনিসই ব্যর্থ হতে দেয় না। যে সময় থেকে জন্ম হয়েছে তখন থেকে সংকল্প, সময় আর কর্ম সব ঈশ্বরীয় সেবার জন্য। যদি ঈশ্বরীয় সেবার পরিবর্তে অন্য কোথাও সংকল্প বা সময় যায়, ব্যর্থ কথা নির্গত হয় অথবা শরীরের দ্বারা ব্যর্থ কার্য হয়, তবে তাদের সম্পূর্ণ অনুগত বলা হবে না। এমন নয় যে এক সেকেন্ড বা এক পয়সা ব্যর্থ হলো তো কি এমন বড় ব্যাপার। না। সম্পূর্ণ অনুগত অর্থাৎ সব কিছু সফল করতে সক্ষম।

স্লোগানঃ:- শ্রীমতকে যথার্থ মনে করে তার উপর কদমে কদম মিলিয়ে চলার মধ্যেই সফলতা নিহিত হয়ে আছে।

“মিষ্টি বাম্বারা - সূর্যবংশী রাজ্য পদ নেওয়ার জন্য নিজের সব কিছু বাবার কাছে সমর্পণ করো, সূর্যবংশী রাজ্য পদ অর্থাৎ এয়ারকন্ডিশন টিকিট”

*প্রশ্ন:- এই দুনিয়ায় বাম্বারা তোমাদের চেয়ে ভাগ্যবান আর কেউ নয় - কীভাবে ?

*উত্তর:- বাম্বারা তোমাদের সম্মুখে বাবা আছেন। তাঁর কাছে তোমরা অসীম জগতের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। তোমরা এই সময় অসীমের পিতা, টিচার ও সদগুরুর আপন হয়ে তাঁর কাছে অসীমের প্রাপ্তি করছো। দুনিয়ার মানুষ তো তাঁকে জানেনা তাহলে তোমাদের মতন ভাগ্যবান হবে কীভাবে হবে!

*গীত:- কতো না ভাগ্যবান.....

ওম্ শান্তি । ব্রাহ্মণ কুলভূষণ বাম্বারা জানে যে এখন আমরা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের হয়েছি পরে দৈবী সম্প্রদায়ের হবো। বাম্বাদের বাবা বসে বোঝান - যখন অসীম জগতের পিতা সম্মুখে রয়েছেন এবং তাঁর কাছে অসীমের অবিনাশী বর্ষা প্রাপ্ত হচ্ছে। বাকি আর কি চাই। ভক্তি মার্গ কবে আরম্ভ হয়েছে সে কথা কেউ জানেনা। ভক্তিমার্গের ভক্তরা ভগবানকে অথবা ব্রাইডস রা ব্রাইডগ্রমকে স্মরণ করে। কিন্তু আশ্চর্য যে তাঁকে জানেনা। এমন কখনও কেউ দেখেনি যে সজনী নিজের সজনকে জানেনা। তা নাহলে স্মরণ করে কীভাবে। ভগবান তো হলেন সকলের পিতা। বাম্বারা নিজের পিতাকে স্মরণ করে। কিন্তু পরিচয় না থাকার দরুন স্মরণ ব্যর্থ হয়ে যায় তাই স্মরণ করলে কোনো লাভ হয় না। স্মরণ করতে করতে কেউ সেই মুখ্য লক্ষ্য টি প্রাপ্ত করে না। ভগবান কে, তাঁর কাছে কি প্রাপ্ত হবে। কিছুই জানেনা। এতগুলি ধর্ম খ্রীষ্ট, বুদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম স্থাপকদের তাদের ফলোয়ার্স রা স্মরণ করে কিন্তু স্মরণ করলে কি প্রাপ্ত হবে, সে কথা জানেনা। এর চেয়ে তো জাগতিক দেহের পড়াশোনা করা ভালো। মুখ্য লক্ষ্যটি তো বুদ্ধিতে থাকে। বাবার কাছে কি প্রাপ্ত হয় ? টিচারের কাছে কি প্রাপ্ত হয় ? এবং গুরুর কাছে কি প্রাপ্ত হয় ? এইসব কথা অন্য কেউ বুঝতে পারেনা। তোমরা এখানে পিতা, টিচার ও সদগুরুর আপন হও। পিতা ও টিচারের চেয়ে গুরুর স্থান উচ্চে । বাম্বারা, এখন তোমাদের দৃঢ় নিশ্চয় হয়েছে যে আমরা বাবার আপন হয়েছি। বাবা আমাদের ৫ হাজার বছর পূর্বের মতন এসে স্বর্গের মালিক করছেন অথবা শান্তিধামের মালিক করছেন। বাবা বলেন - প্রিয় বাম্বারা, তোমরা আমার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করবে তাইনা ! সবাই বলে, হ্যাঁ বাবা নিশ্চয়ই নেবো। আচ্ছা - চন্দ্রবংশী রাম পদ প্রাপ্ত করতে রাজি আছো তোমরা ? তোমরা কি চাও ? বাবা উপহার নিয়ে এসেছেন। তোমরা সূর্যবংশী লক্ষ্মীকে বরণ করবে বা চন্দ্রবংশী সীতাকে ? তোমরা নিজের চেহারা তো দেখো। শ্রী নারায়ণকে বা শ্রী লক্ষ্মীকে বরণ করার উপযুক্ত হয়েছো ? যোগ্যতা না থাকলে বরণ করবে কীভাবে ? এখন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন - হুবহু যেমন কল্প পূর্বে বোঝানো হয়েছিল পুনরায় তেমনই বোঝাচ্ছেন । তোমরা আবার এসে বর্ষা প্রাপ্ত করছো। তোমাদের মুখ্য লক্ষ্যটি হল অসীমের পিতার কাছে অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা। প্রথম হল সূর্যবংশী পদমর্যাদা, দ্বিতীয় নম্বরে হল চন্দ্রবংশী। যেমন এয়ারকন্ডিশন, ফার্স্টক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস থাকে । অতএব এখন বাবা বলছেন - তোমরা এয়ার কন্ডিশনের সূর্যবংশী রাজ্য পদ নেবে বা চন্দ্রবংশী ফার্স্টক্লাসের রাজ্য ? তার চেয়েও কম তো সেকেন্ড ক্লাসে নম্বরের অনুসারে উত্তরাধিকারী হও তো তোমরা পরে এসে রাজ্য পদ পাবে। তা নাহলে থার্ড ক্লাস প্রজা তখন সেখানেও টিকিট রিজার্ভ থাকে। ফার্স্টক্লাস রিজার্ভ, সেকেন্ড ক্লাস রিজার্ভ, নম্বরের অনুসারে পদ মর্যাদা থাকে। যদিও সুখ সেখানে থাকেই। আলাদা কম্পার্টমেন্ট আছে । ধনী মানুষ টিকিট নেবে এয়ারকন্ডিশনের। তোমাদের মধ্যে ধনী মানুষ কে ? যারা বাবাকে সর্বস্ব সমর্পণ করে। বাবা এইসব কিছু তোমার। ভারতেই মহিমা কীর্তিত হয়। সওদাগর, রত্নাকর, জাদুকর এইসব মহিমা হল বাবার, কৃষ্ণের নয়। কৃষ্ণ তো ঈশ্বর পিতার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার নিয়েছেন, সত্যযুগের প্রালঙ্ক পেয়েছেন। এখন তোমরা বাম্বারা ভালো রীতি জানো, নিশ্চয়ই উনি পাস্টে এইরূপ প্রালঙ্ক বানিয়েছেন। নেহরুর প্রালঙ্ক ভালো ছিল। নিশ্চয়ই সুকর্ম করেছিল। মুকুট বিহীন ভারতের বাদশাহ ছিল। ভারতের মহিমা অনেক। ভারতের মতন উঁচু দেশ অন্যটি নেই। ভারত হল পরমপিতা পরমাত্মার জন্মস্থল। এই রহস্যটি কারো বুদ্ধিতে নেই। পরমাত্মাই সবাইকে সুখ-শান্তি প্রদান করেন, অর্ধকল্পের জন্য। ভারতই হল এক নম্বরের তীর্থ স্থান। কিন্তু ড্রামা অনুসারে এক পিতাকে ভুলে সৃষ্টির অবস্থা এমন হয়েছে তাই শিববাবা পুনরায় এসেছেন। নিমিত্ত তো কেউ হবেই তাইনা।

এখন বাবা বলেন - "অশরীরী ভব", নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। আমি আত্মা কার সন্তান, সে কথা কেউ জানেনা। ওয়ান্ডার তাই না। যদিও তারা বলে, ও গড ফাদার দয়া করো। শিব জয়ন্তীও পালন করে, কিন্তু তিনি কবে এসেছিলেন,

সে কথা কেউ জানেনা। আর এই হল ৫ হাজার বছরের কথা। বাবা এসে নতুন দুনিয়া সত্যযুগ স্থাপন করেন। সত্যযুগের আয়ু লক্ষ বছর তো নয়। অর্থাৎ ঘোর অন্ধকার তাইনা। গীতার উপদেশ অনেকে এসে শোনে। কিন্তু যে পড়াচ্ছে আর যে পড়ছে, দুজনেই বুঝছে না। বাবা কত সহজ করে বোঝান, শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করো। গৃহস্থ থেকে পদ্ম ফুলের মতন হও। বিষ্ণু কে সব অলঙ্কার দেওয়া হয়েছে। শঙ্খও দিয়েছে, পদ্মও দিয়েছে। বাস্তবে দেবতাদের তো দেওয়া হয় না। এই কথাটি কতখানি গুহ্য ও গম্ভীর। এই অলঙ্কার গুলি সব ব্রাহ্মণদের। কিন্তু ব্রাহ্মণদের কীভাবে দেওয়া হবে, আজ ব্রাহ্মণ কাল শূদ্র হয়ে যায়। ব্রহ্মাকুমার-ই শূদ্র কুমার হয়ে যায়। মায়া একটুও দেরি করে না। যদি কোনো গাফিলতি করবে, বাবার শ্রীমং উল্ঙ্গন করবে, মায়া ভালো রকম চড় লাগিয়ে মুখ ঘুরিয়ে দেবে। মানুষ ক্রোধের বশে বলে - এক চড়ে মুখ ঘুরিয়ে দেব। মায়াও ঠিক সেই রকমই। বাবাকে ভুলে গেলেই মায়া এক সেকেন্ডে চড় মেরে মুখ ঘুরিয়ে দেয়। এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়। মায়া সেকেন্ডে জীবনমুক্তি সমাপ্ত করে দেয়। কত ভালো বাচ্চাদের মায়া ধরে নেয়। মায়া দেখে কোথাও গাফিলতি করছে তো চড় লাগিয়ে দেয়। বাবা তো এসে পুরানো দুনিয়ার থেকে মুখ ঘুরিয়ে দেন। লৌকিক পিতা কেউ গরিব, পুরানো ঘরে থাকে যখন নতুন ঘর বানায় তখন বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকে নতুন ঘরে থাকবো। পুরানো ঘর ভেঙে দেবে। এখন শিববাবা তোমাদের জন্য হাতের মুঠোয় স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠ এনেছেন। বাবা বলেন প্রিয় বাচ্চারা, আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। এই চোখ দিয়ে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের দেখছেন। বাবা বোঝান - আমিও ড্রামার বশে বশীভূত। এমন নয় ড্রামা ব্যতীত কিছু করতে পারবো। না, বাচ্চারা রুগী হলে এমন নয় আমি সুস্থ করে দেবো। অপারেশন থেকে মুক্তি দেবো। না, কর্মভোগ তো সবাইকে ভোগ করতে হবে। তোমাদের উপরে তো অনেক ভার আছে কারণ তোমরা হলে সবচেয়ে পুরানো। সতোপ্রধান থেকে একেবারে তমোপ্রধান হয়েছে। এখন তোমরা বাচ্চারা বাবাকে পেয়েছো তো বাবার কাছে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করা উচিত। তোমরা জানো কল্প-কল্প ড্রামা অনুসারে আমরা বাবার কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। যারা সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী কুলের হবে তারা অবশ্যই আসবে। যারা দেবতা ছিল তারা শূদ্র হয়েছে তারাই আবার ব্রাহ্মণ হয়ে দৈবী সম্প্রদায় হবে। এইসব কথা বাবা ব্যতীত অন্য কেউ বোঝাতে পারে না।

তোমরা বাচ্চারা বাবার খুব প্রিয়। বাবা বলেন, তোমরা আমার সেই কল্প পূর্বের সন্তান। আমি কল্পে-কল্পে এসে তোমাদের পড়াই। কত ওয়ান্ডারফুল এই কথা। নিরাকার ভগবানুবাচ। শরীর দ্বারা তো বলবেন তাইনা। শরীর আলাদা হয়ে গেলে আত্মা আর বলতে পারে না। আত্মা ডিট্যাচ হয়ে যায়। এখন বাবা বলেন - অশরীরী ভব। এমন নয় যে প্রাণায়াম করতে হবে। না, বুঝতে হবে আমি আত্মা অবিনাশী। আমার আত্মায় ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। বাবা নিজে বলেন - আমার আত্মাও যে অ্যাক্ট প্লে করে, সেসব পার্ট ভরা আছে। ভক্তিমার্গে সেখানে পার্ট চলে তারপরে জ্ঞান মার্গে এখানে এসে জ্ঞান প্রদান করি। ভক্তিমার্গের মানুষ জ্ঞানের কথা জানেনা। কেউ মদ্য পান না করে থাকলে টেস্ট কীভাবে বলবে। জ্ঞান অর্জন করলে জানবে। জ্ঞানের দ্বারা সদগতি হয় অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞান সাগর সদগতি প্রদান করতে পারেন। বাবা বলেন আমি সর্বজনের সদগতি দাতা। সর্বদয়া লীডার তাই না। বিভিন্ন রকমের আছে। বাস্তবে সর্বের উপরে দয়া করেন একমাত্র বাবা। বাবাকে বলে - হে ভগবান দয়া করো। সুতরাং বাবা সকলের উপরে দয়া করেন, বাকিরা সবাই হল দেহের সীমিত জগতের দয়ালু মানুষ। বাবা তো সম্পূর্ণ দুনিয়াকে সতোপ্রধান করেন। যেখানে তত্ত্ব গুলিও সতোপ্রধান হয়ে যায়। এই কর্তব্য হল একমাত্র পরমাত্মার। অর্থাৎ সর্বদয়া-র অর্থ হল কতখানি বিশাল। সকলের উপরে দয়া করেন তিনি। স্বর্গের স্থাপনা হলে কেউ দুঃখী থাকে না। সেখানে এক নম্বর ফার্নিচার, বৈভব ইত্যাদি থাকে। দুঃখদায়ী পশু, মাছি ইত্যাদি থাকে না। সেখানেও ধনীদেব ঘরে স্বচ্ছতা থাকে। কখনও তোমরা মাছি দেখবে না। মশা ইত্যাদি ঢুকবে না। স্বর্গে প্রবেশ করার শক্তি থাকে না। অশুদ্ধ করার কিছুই থাকে না। ফুলে ন্যাচারাল সুগন্ধ থাকে। তোমাদেরকে বাবা সূক্ষ্ম বতনে শুবীরস বা সোমরস পান করিয়েছেন। সূক্ষ্ম বতনে তো কিছুই নেই। এই সব হল সাক্ষাৎকার। বৈকুণ্ঠে অনেক রকমের ফুল, ফুলের বাগান ইত্যাদি থাকে। সূক্ষ্ম বতনে বাগান নেই। এইসব হল সাক্ষাৎকার। এখানে বসে তোমরা সাক্ষাৎকার কর।

গানও ফার্স্টক্লাস। তোমরা জানো - আমরা বাবাকে পেয়েছি, আর কি চাই? অসীম জগতের পিতার কাছে অসীমের অবিনাশী বর্ষা (স্বর্গ) প্রাপ্ত করছি অতএব বাবাকে স্মরণ করা উচিত। বাবার শ্রীমং বিখ্যাত। শ্রীমং দ্বারা আমরা শ্রেষ্ঠতম হবো। বাকিদের সবার হল আসুরিক মত, তাই তারা জানেনা যে সত্যযুগে সর্বদা সুখ ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। শৈশবে তাঁরা রাধে-কৃষ্ণ ছিল, তাঁদের চরিত্র ইত্যাদি কিছু নেই। স্বর্গে তো সব বাচ্চারা খুব ফার্স্টক্লাস হয়। চঞ্চলতা একেবারেই থাকে না। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) যখন এই পুরানো দুনিয়ার থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছো তখন এমন কোনো গাফিলতি করবে না যে মায়া নিজের দিকে আকৃষ্ট করে নেয়। শ্রীমতের অবজ্ঞা করবে না। বাবার কাছে পুরোপুরি স্বর্গের অধিকার নিতে হবে।

২) বাবার কাছে নিজের সর্বস্ব সমর্পণ করে উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হয়ে সত্যযুগী এয়ারকন্ডিশনের টিকিট নিতে হবে। মুখ্য লক্ষ্যটিকে বুদ্ধিতে রেখে পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদানঃ:- সেকেন্ডে সর্ব দুর্বলতা থেকে মুক্তি প্রাপ্ত করে মর্যাদা পুরুষোত্তম হয়ে সদা স্নেহী ভব যেমন স্নেহী স্নেহের প্রভাবে এসে নিজের সব কিছু সমর্পণ করে দেয়। স্নেহীকে কিছু সমর্পণ করার আগে ভাবতে হয় না। অতএব যা কিছু মর্যাদা বা নিয়ম ইত্যাদি শুনেছো সেসব প্রাক্টিক্যাল প্রয়োগ করতে অথবা সর্ব দুর্বলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার সহজ যুক্তি হল - সদা এক বাবার স্নেহী হও। যাঁর স্নেহী হয়েছো, নিরন্তর তার সঙ্গে থাকলে রহানী রঙ লেগে যাবে এবং এক সেকেন্ডে মর্যাদা পুরুষোত্তম হয়ে যাবে কারণ স্নেহী বাচ্চাদের বাবার সহযোগিতা স্বতঃতই প্রাপ্ত হয়।

স্নোগানঃ:- দৃঢ় নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশন শক্ত থাকলে সম্পূর্ণ স্থিতি পর্যন্ত পৌঁছানো নিশ্চিত।

মাতেশ্বরী দেবীর অমূল্য মহাবাক্য - "মনুষ্য লোক, দেব-লোক, ভূত-প্রেতের দুনিয়ার বিস্তার"

অনেক মানুষ প্রশ্ন করে - এই যে অশুদ্ধ জীবাশ্মারা যাদের ঘোস্ট বা ভূত বলা হয়, সেই কথাটি সত্য নাকি কল্পনা? অথবা ভুল ধারণা? সেই বিষয়ে আজ স্পষ্ট ভাবে বোঝানো হচ্ছে যে মনুষ্য আত্মা যখন বিকর্ম করে তখন অনেক প্রকারের সাজা বা দণ্ড ভোগ অবশ্যই করতে হয় এবং মনুষ্য জীবনেই ভোগ করতে হয়, জন্তু বা পশু-পাখির যোনিতে নয়। মনুষ্য, মনুষ্য জন্মই নেয়। মনুষ্য আত্মা ও পশু পাখির আত্মা আলাদা, মানুষ কখনো পশু হয় না এবং পশু কখনও মানুষ হয় না। তাদের নিজস্ব দুনিয়া আছে, এই মানুষের নিজস্ব দুনিয়া আছে। দুঃখ সুখ ভোগ করার অনুভূতি মানুষের বেশী থাকে, পশুদের থাকে না। যখন আমরা শুদ্ধ কর্ম করে সুখ ভোগ করি মনুষ্য দেহে তো দুঃখ ভোগ মনুষ্য দেহেই এসে ভোগ করতে হবে। আর এই জ্ঞান শোনার বুদ্ধিও মনুষ্য দেহেই থাকে, পশু দেহে নয়, সুতরাং এই সৃষ্টির খেলায় মুখ্য পার্ট হল মানুষের। এই পশু পাখি ইত্যাদি তো হল সৃষ্টি ড্রামার শোভা, সম্পূর্ণ কল্পে সত্যযুগ আদি থেকে কলিযুগের অন্ত পর্যন্ত মনুষ্য আত্মাদের ৮৪ জন্ম হয়, বাকি এই ৮৪ লক্ষ তো পশু পাখি ইত্যাদিদের ভ্যারাইটি থাকতে পারে। এবারে এই সব রহস্য পরমাত্মা ব্যতীত কেউ বোঝাতে পারে না। আত্মাদের নিবাস স্থান হল ব্রহ্ম তত্ত্ব অর্থাৎ নিরাকারী দুনিয়া, বাকি এই পশুদের আত্মারা ব্রহ্ম তত্ত্বে যেতে পারে না, তারা এই আকাশ তত্ত্বের ভিতরেই পার্ট প্লে করে, তাদেরও মার্জ ইমার্জ, সতো, রজো, তমোতে আসার পার্ট থাকে, তাই আমরা প্রকৃতির বৃহৎ বিস্তারে না গিয়ে প্রথমে নিজের আত্মার কল্যাণ করি অর্থাৎ মন্বনাভব। এবারে আসি মনুষ্য আত্মার কথায়, তো যে আত্মারা অশুদ্ধ কর্ম করে বিকর্ম জমা করে তারা নিজের অশুদ্ধ সংস্কার অনুযায়ী জন্ম-মরণের চক্রে এসে আদি-মধ্য-অন্ত অর্থাৎ মৃত্যুর সময়ে নিজের বিকর্মের সাক্ষাৎকার করে সূক্ষ্ম দণ্ড ভোগ করে। একটু সময়ে অনেক জন্মের দুঃখ অনুভব হয় তখন শরীর ত্যাগ করে গিয়ে গর্ভ জেলে দুঃখ ভোগ করে এবং পুনরায় সংস্কার অনুসারে এমন মাতা পিতার কাছে জন্ম গ্রহণ করে সেখানেও নিজের জীবনে সুখ দুঃখ ভোগ করে, একেই বলা হয় আদি-মধ্য-অন্ত। কিন্তু কোনো আত্মা শরীর না ধারণ করে যদি আকারী রূপে এই আকাশ তত্ত্বে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাহলে সেও হল এক রকমের দণ্ড অর্থাৎ কর্ম ভোগ। ওই অশুদ্ধ জীবাশ্মারা সঙ্গে কারো কর্মের হিসেব থাকলে তার মধ্যে প্রবেশ করে তাদের দুঃখ দেয় অর্থাৎ কর্মভোগের হিসেব মিটিয়ে পরে গিয়ে নিজের শরীর ধারণ করে। কোনো জীবাশ্মা যার ভিতরে প্রবেশ করে তাকে খুব মারধর করে, খুব কষ্ট দেয় কিন্তু এইসবই হল কর্মের হিসেবের খাতায় ভোগের একটি প্রকার, যা সব মানুষ দেহেই সুখ দুঃখের অনুভব হয়। এই কথা তো তোমাদের বোঝানো হয়েছে, যে আত্মা মুক্তিধাম থেকে এই সাকারী দুনিয়ার খেলায় আসে তারা মাঝখানে মুক্তিধাম ফিরে যেতে পারে না, কিন্তু নিজের অশুদ্ধ, শুদ্ধ কর্মের অনুসারে সংস্কার নিয়ে দুঃখ সুখের চক্রে এসে যায়। সব আত্মাদের পুনর্জন্ম হয় শুধুমাত্র এক পরমাত্মার হয় না। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

'স্নেহ' আর 'শক্তি'র সামঞ্জস্য

আজ, যিনি তোমাদের স্মৃতিস্বরূপ তৈরি করেন, তিনি, সেই সর্বশক্তিমান বাবা চতুর্দিকের স্মৃতিস্বরূপ বাচ্চাদের দেখছেন। আজকের দিনে বাপদাদার স্নেহে সমাবিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে স্নেহ আর শক্তি - দুইয়ের ব্যালেন্সড স্থিতির অনুভবের দিন। স্মৃতি দিবস অর্থাৎ স্নেহ আর শক্তি - দুইয়ের সমভাব হওয়ার বরদানের দিবস, কেননা যে বাবার স্মৃতিতে স্নেহে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হও, সেই ব্রহ্মাবাবা স্নেহ আর শক্তির অভিন্নতার শ্রেষ্ঠ সিম্বল। এই মুহূর্তে অতি স্নেহী, পরমুহূর্তে শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী। স্নেহের ক্ষেত্রেও স্নেহ দ্বারা প্রত্যেক বাচ্চাকে নিরন্তর শক্তিশালী বানিয়েছেন। শুধু স্নেহে তিনি তাদের নিজের দিকে আকর্ষণ করেননি, বরং স্নেহ দ্বারা শক্তি সেনা বানিয়ে বিশ্বের সামনে সেবার্থে নিমিত্ত বানিয়েছেন। সদা 'স্নেহী ভব'র সাথে 'নষ্টমোহ কর্মাতীত ভব'র পাঠ পড়িয়েছেন। অন্ত পর্যন্ত বাচ্চাদের সদা স্বতন্ত্র আর সদা প্রিয় - নয়নের দৃষ্টি দ্বারা এই বরদানই দিয়েছেন।

আজকের দিনে চতুর্দিকের বাচ্চারা ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে, ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধে স্নেহে এবং বাবার সমান হওয়ার স্থিতির অনুভূতিতে মিলন উদযাপনের জন্য সূক্ষ্ম বতনে বাপদাদার কাছে পৌঁছেছে। কেউ বুদ্ধি দ্বারা আর কেউ দিব্য দৃষ্টি দ্বারা। বাপদাদা সব বাচ্চার স্নেহের আর সমান স্থিতির স্মরণ আর ভালোবাসা হৃদয় থেকে স্বীকার করেছেন এবং রিটার্নে সব বাচ্চাকে 'বাপদাদা সমান ভব'র বরদান দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। বাপদাদা জানেন যে বাচ্চাদের ব্রহ্মাবাবার প্রতি স্নেহ প্রবল। হয় তোমরা সাকারে প্রতিপালিত হয়েছ, অথবা এখন অব্যক্ত রূপে প্রতিপালিত হচ্ছে, কিন্তু বড় মা হওয়ার কারণে মায়ের প্রতি বাচ্চাদের ভালোবাসা স্বতঃই হয়। এই কারণে বাবা জানেন যে বাচ্চারা ব্রহ্মা মা'কে খুব মনে করে। কিন্তু স্নেহের প্রত্যক্ষ স্বরূপ সমান হওয়া। হৃদয়ে প্রকৃত ভালোবাসা যতটা আছে, সেই অনুযায়ী বাচ্চাদের মনে ততটাই ফলো ফাদার করার উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দেয়। এই অলৌকিক মায়ের অলৌকিক ভালোবাসা বিয়োগী বানায় না, সহজ যোগী রাজযোগী অর্থাৎ রাজা বানায়। বাচ্চাদের প্রতি অলৌকিক মায়ের অলৌকিক মমতা আছে - যেন প্রত্যেক বাচ্চা রাজা হয়। সবাই রাজা বাচ্চা হোক, প্রজা নয়। তোমরা প্রজা বানায়, প্রজা হও না।

আজ বতনে মাতা-পিতার অলৌকিক বার্তালাপ হচ্ছে। বাবা ব্রহ্মা মা'কে জিজ্ঞাসা করেন, বাচ্চাদের স্নেহের এই দিনে বিশেষ কি মনে আসে? তোমাদেরও তাঁকে বিশেষভাবে মনে আসে, তাই না! তোমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব স্মৃতি আসে, আর সেই স্মৃতিতে তোমরা সমাহিত হও। আজকের দিনে বিশেষ অলৌকিক স্মৃতির জগত তৈরি হয়। প্রতি কদমে বিশেষ সাকার স্বরূপের চরিত্রের স্মরণ স্বতঃই আসে। পালনের স্মরণ, প্রাপ্তির স্মরণ, বরদানের স্মরণ আপনা থেকেই আসে।

তাইতো বাবাও ব্রহ্মা মা'কে এটাই জিজ্ঞাসা করেছেন। তোমরা জানো, ব্রহ্মা কী বলতে পারেন? বাচ্চারাই তো সংসার। ব্রহ্মা বলেন, অমৃতবেলায় প্রথমে তাঁর 'সমান' বাচ্চারা স্মরণে আসে, স্নেহী বাচ্চা আর সমান বাচ্চা। স্নেহী বাচ্চাদের সমান হওয়ার ইচ্ছা বা সঙ্কল্প থাকে, কিন্তু ইচ্ছার সাথে, সঙ্কল্পের সাথে সদা শক্তিশালী থাকে না, সেইজন্য সমান হওয়ার ক্ষেত্রে সামনের নশ্বরের পরিবর্তে তারা পিছনে থেকে যায়। স্নেহ উৎসাহ-উদ্দীপনায় নিয়ে তো আসে, কিন্তু নানা সমস্যা স্নেহ আর শক্তি রূপের সমান স্থিতি তৈরিতে কখনো কখনো দুর্বল বানায়। সমস্যা সদা সমান হওয়ার স্থিতি থেকে দূরে করে দেয়। স্নেহের কারণে তোমরা বাবাকে ভুলতেও পার না, প্রকৃত অর্থে তোমরা পাকা ব্রাহ্মণ। যারা পশ্চাৎ অপসারণ করে, তোমরা এমন ব্রাহ্মণও নও, তোমরা অমরও বটে! শুধু সমস্যা দেখে অল্প সময়ের জন্য সেই সময় তোমরা ঘাবড়ে যাও, সেইজন্য নিরন্তর স্নেহ আর শক্তির সমান স্থিতির অনুভব করতে পার না।

এই সময় অনুসারে বহুকালের নলেজফুল, পাওয়ারফুল, সাকসেসফুল স্থিতির অনুভাবী হয়ে গেছ। মায়ার, প্রকৃতির এবং আত্মাদের দ্বারা সৃষ্ট নিমিত্ত সমস্যার অনেকবারের অনুভাবী আত্মা তোমরা। নতুন কোনো বিষয় নয়। তোমরা ত্রিকালদর্শী! সমস্যার আদি, মধ্য, অন্ত- এই তিনকেই জানো। অনেক কল্পের প্রশ্ন তো যেতেই দাও, কিন্তু এই কল্পের ব্রাহ্মণ জীবনেও বুদ্ধি দ্বারা বিজয়ী হওয়ায় অথবা সমস্যাকে পর করে অনুভাবী হওয়ায় তোমরা নতুন নও, পুরানো হয়ে গেছ। এমনকি যদি এক বছরেরও হও তাহলেও এই অনুভবে পুরানো। 'নাথিং নিউ' এই পাঠও তোমাদের পড়ানো হয়েছে সেইজন্য বর্তমান সময় অনুসারে এখন সমস্যায় ঘাবড়ে সময় অপচয় ক'র না। সময়ের অপচয়ে তোমাদের নশ্বর পিছনে

হয়ে যায়।

তাইতো ব্রহ্মা মা বলেছেন - এক ধরনের বাচ্চা বিশেষ স্নেহী আরেক হলো সমান হতে যাওয়া বাচ্চা, দু' ধরনের বাচ্চাদের দেখে এই সঙ্কল্পই এসেছে যে বর্তমান সময় অনুসারে মেজরিটি বাচ্চাদের এখন সমান স্থিতির কাছাকাছি দেখতে চান। অনেকেই সমান স্থিতির কিন্তু মেজরিটির সমভাবের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া উচিত - অমৃতবেলায় বাচ্চাদের দেখে বাবার সমান হওয়ার দিন মনে পড়ছিল। তোমরা 'স্মৃতি-দিন' স্মরণ করছিলে আর ব্রহ্মা মা সমান হওয়ার দিন' স্মরণ করছিলেন। এই শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প সম্পন্ন করতে হবে অর্থাৎ স্মৃতি দিবসকে শক্তিশালী দিবসে পরিণত করতে হবে। স্নেহের এই প্রত্যক্ষ ফল মা-বাবা দেখতে চান। লালনপালনের বা বাবার বরদানের এটাই শ্রেষ্ঠ ফল। তোমরা সেই শ্রেষ্ঠ বাচ্চা, যারা মাতা-পিতাকে প্রত্যক্ষ ফল দেখাও। আগেও তোমাদের শোনানো হয়েছিল - অতি স্নেহের লক্ষণ এটাই, যে স্নেহী সে যাকে স্নেহ করে তার মধ্যে কোনরকম দুর্বলতা সহ্য করতে পারে না, সেইজন্য এখন তীব্রগতিতে সমান স্থিতির সদৃশলক্ষণযুক্ত হও। এটাই মায়ের স্নেহ। প্রতি কদমে ফলো ফাদার করে এগিয়ে চলো। ব্রহ্মাই একমাত্র বিশেষ আত্মা যাঁর মাতা-পিতা উভয় পার্ট সাকার রূপে স্থিরীকৃত হয়ে আছে। সেইজন্য তোমরা সব বাচ্চার বিচিত্র পার্টধারী মহান আত্মার ডবল স্বরূপ অবশ্যই স্মরণে আসে। যতই হোক, যিনি ব্রহ্মা, 'মাতা-পিতা', তাঁর হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ আশা যে সবাই সমান হোক, এটাও তোমাদের স্মরণে রাখতে হবে। বুঝেছ? আজ, স্মৃতি দিবসের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প "সমান হতেই হবে"। হয় সঙ্কল্পে, অথবা বোলে, অথবা সম্বন্ধ-সম্পর্কে সমান অর্থাৎ শক্তিশালী হতে হবে। যত বড় সমস্যাই হোক, কিন্তু 'নাথিং নিউ' - এই স্মৃতি দ্বারা শক্তিশালী হয়ে যাবে, এতে অমনোযোগী হয়োনা, অমনোযোগিতায়ও নাথিং নিউ শব্দ ইউজ করো। যতই যা হোক, অনেকবারের বিজয়ী হওয়া কিন্তু নাথিং নিউ। এই বিধিতে সদা সফলতা প্রাপ্ত করতে থাকো। আচ্ছা!

সবাই অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে স্মৃতি দিবস উদযাপন করতে এসেছে। এমনকি যারা তিন পদ ভূমি দিয়েছে, তারাও এসেছে। তিন পদ দিলে আর তিন লোকের মালিক হয়ে গেলে, তাহলে তোমাদের দেওয়া কী হলো! তবুও সেবার পুণ্য সঞ্চয় করায় তোমরা বিচক্ষণ হয়েছ, সেই বিচক্ষণতার জন্য তোমাদের অভিনন্দন। এক দিয়ে লক্ষ পাওয়ার বিধি আপন করায় তোমরা মনোবল বজায় রেখেছ, সেইজন্য স্মৃতি দিবসে এমন বিশেষ শক্তিশালী আত্মাদের ডাকা হয়েছে। বাবা মনোমুগ্ধকর চিটচ্যাট করছিলেন। যারা জায়গা দিয়েছে তারা বিশেষভাবে আমন্ত্রিত। বাবাও তাঁর স্থান দিয়েছেন, তাই না? লিস্টে বাবারও নাম আছে, আছে না! কোন স্থান দিয়েছেন? এই রকম স্থান কেউ দিতে পারে না। বাবা 'হৃদয়-সিংহাসন' দিয়েছেন, কতো বড় স্থান! এই সব স্থান তার মধ্যে এসে যাবে তো, না? দেশ-বিদেশের সব স্থান যদি একত্রিত করো, তা'ও বড় স্থান কোনটা হবে? পুরানো দুনিয়ায় থাকার কারণে তোমরা তো ইন্টার ভেনন দিয়েছ, আর বাবা সিংহাসন দিয়েছেন - যেখানে তোমরা সদাই নিশ্চিন্ত বাদশাহ হয়ে বসে যাও। তবুও দেখ, যে কোনো ধরনের সেবার মহত্ব আপনা থেকেই হয়- তা' স্থান দ্বারা সেবা হোক, অথবা তোমাদের স্থিতি দ্বারা সেবা। সুতরাং স্থানের সেবারও অনেক মহত্ব। কাউকে 'হাঁ জী' বলা, কাউকে 'প্রথমে ভূমি' এটা বলার মাধ্যমে সেবা করারও মহত্ব আছে। শুধু ভাষণ করা সেবা নয়, বরং যে কোনও সেবার বিধি দ্বারা মন্সা, বাচ্চা, কর্ম, এমনকি বাসন মাজার সেবাতেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভাষণ করে কারও যতটা পদপ্রাপ্তি হয়, যোগযুক্ত, যুক্তিযুক্ত স্থিতিতে স্থিত থেকে যে বাসন মাজে তারও ততটা শ্রেষ্ঠ পদপ্রাপ্তি হতে পারে। একজন, সে মুখ দ্বারা করে, আরেকজন, সে স্থিতি দ্বারা করে। সুতরাং সদা সবসময় সেবার বিধির মহত্ব জেনে মহান হও। যে কোনও সেবা আর তার ফল প্রাপ্ত হবে না, এ' হতে পারে না। যতই হোক, প্রকৃত হৃদয়ের প্রতিই প্রভু খুশি হন। যখন দাতা, বরদাতা খুশি হয়ে যান, তখন কোনো কিছুতে আর অভাব কী থাকবে! বরদাতা বা ভাগ্যবিধাতা জ্ঞানদাতা ভোলাবাবাকে খুশি করা খুব সহজ। ভগবান খুশি তো কাজী তথা বিচারক ধর্মরাজের থেকেও তোমরা রক্ষা পাবে, মায়ার থেকেও বেঁচে যাবে। আচ্ছা!

চারিদিকে যারা সকল স্নেহ আর শক্তির সমান স্থিতিতে স্থিত থাকে, যারা, সদা মাতাপিতার শ্রেষ্ঠ আশা পূরণ করে সেই শ্রেষ্ঠ আশার সব দীপককে, সদা সব বিধি দ্বারা সেবার মহত্বকে জানে, সদা প্রতি কদমে ফলো ফাদার করে মাতাপিতাকে সবসময় স্নেহ আর শক্তি দ্বারা সমান হওয়ার ফল দেখায়, এই রকম স্মৃতিস্বরূপ সকল শক্তিশালী বাচ্চাদের সর্বশক্তিমান বাবার শক্তিশালী দিবসে স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

"সেবাকেন্দ্রের জন্য যারা তিন পদ ভূমি দিয়েছে সেই নিমিত্ত ভাই-বোনেদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার:-"

বিশেষ সেবার প্রত্যক্ষ ফলের প্রাপ্তি দেখে তোমাদের খুশি হচ্ছে, তাই না? ভবিষ্যৎ তো সঞ্চিত আছেই, কিন্তু বর্তমানও শ্রেষ্ঠ হয়ে গেছে। বর্তমান সময়ের প্রাপ্তি ভবিষ্যৎ থেকেও শ্রেষ্ঠ! কারণ অপ্রাপ্তি আর প্রাপ্তির অনুভবের জ্ঞান এই সময়ে।

ওখানে তোমরা জানবেই না যে অপ্রাপ্তি কী ! সুতরাং প্রভেদ জানা নেই আর এখানে প্রভেদের অনুভব আছে, সেইজন্য এই সময়ের প্রাপ্তির অনুভবের মহত্ব আছে । যারাই সেবার নিমিত্ত হয়, তাদের জন্য গায়ন হয় 'তাৎক্ষণিক দান মহাপুণ্য' । যদি কোনো বিষয়ে কেউ নিমিত্ত হয় অর্থাৎ তাৎক্ষণিক দান করে, তাহলে তার রিটার্ণে মহাপুণ্যের অনুভূতি হয় । সেটা কী হয় ? যে কোনো সেবার পুণ্য এক্সট্রা 'খুশি', শক্তির অনুভূতি হয় । যখনই কোনো সফলতা-স্বরূপ হয়ে সেবা করো তো সেই সময় বিশেষ খুশির অনুভূতি করো, তাই না ! বর্ণন করো যে আজ খুব ভালো অনুভব হয়েছে ! কেন হলো ? বাবার পরিচয় দিয়ে সফলতার অনুভব করেছে । কেউ পরিচয় শুনে জেগে ওঠে কিংবা পরিচয় পেয়ে পরিবর্তন হয়ে যায়, সুতরাং তাদের প্রাপ্তির প্রভাব তোমাদের উপরেও পড়ে । তোমাদের হৃদয়ে খুশির গীত বাজতে শুরু করে - এটা প্রত্যক্ষ ফলের প্রাপ্তি । সুতরাং যে সেবা করে মানেই সে সদা প্রাপ্তির মেওয়া খায় । তাহলে যারা মেওয়া খায় তারা কী হয় ? তারা সুস্থ হয়, তাই না ! যদি ডাক্তাররাও কাউকে দুর্বল দেখে তাহলে কী বলে ? ফল খাও কেননা আজকাল তোমরা যখন অন্যান্য পুষ্টিকর জিনিস খাও, যেমন মাখন খাও, ঘী খাও - সে' সব তো হজম করতে পারো না । আজকাল শুধু শক্তির জন্য তারা ফল দেয় । তাহলে সেবারও প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায় । এমনকি যদি কর্মও করো, কর্মেরও খুশি হয় । মনে করো, পরিষ্কার করছ, পরিষ্কার করায় যখন স্থান ঝকঝক করে তো সত্যিকার হৃদয় দিয়ে করার কারণ জায়গা ঝকঝক করছে দেখে খুশি তো হয়, তাই না !

কোনও সেবার পুণ্যের ফল আপনা থেকেই প্রাপ্ত হয় । পুণ্যের ফল জমাও হয় আর এখনও লাভ হয় । মনে করো, তুমি যদি কোনো কাজ করো, সেবা করো তাহলে অন্য যে কেউ তোমাকে বলবে - খুব ভালো সেবা করেছে, অস্থিপঞ্জর (হাড়পাঁজরা) এক করে অক্লান্তভাবে করেছে । তাহলে এ' রকম শুনে খুশি তো হও, তাই না ! সুতরাং ফল তো লাভ করলে, করলে তো ? তোমরা মুখে সেবা করো বা হাতে করো, কিন্তু সেবা মানেই মেওয়া । তাহলে এই সেবারও নিমিত্ত হয়েছে, না ! সেবায় গুরুত্ব দিয়ে তোমরা গৌরবান্বিত হও । অতএব, পরেও সেবার গুরুত্ব জেনে এইভাবে সদা কোনো না কোনও সেবায় বিজি থাকো । যখন তোমাদের কোনো জিজ্ঞাসু না থাকে, এমন ভেবো না যে কী সেবা করি ? যদি কোনো প্রদর্শনী না হয়, কোনো ভাষণ না হয়, তাহলে ব'লো না কি সেবা করতে পারি ? না ! সেবার ফিল্ড অনেক বড় ! যদি কেউ বলে-আমার সেবার সুযোগ মেলে না - তো সেটা কেউ বলতে পারে না । বায়ুমন্ডল তৈরি করার কতো সেবা রয়েছে । তোমরাই তো সেই, যারা প্রকৃতিকেও পরিবর্তন করবে । তাহলে প্রকৃতি কীভাবে পরিবর্তন হবে ? ভাষণ করবে কি ! বৃষ্টি দ্বারা বায়ুমন্ডল তৈরি হবে । বায়ুমন্ডল তৈরি হওয়া অর্থাৎ প্রকৃতির পরিবর্তন হওয়া । সুতরাং এই তো কতো সেবা আছে ! এখনও কি হয়েছে ? এখন তো প্রকৃতি পেপার নিচ্ছে । সুতরাং প্রতিটা সেকেন্ড সেবার জন্য, অনেক বড় ফিল্ড থাকছে । কেউ বলতে পারে না যে আমি সেবার চান্স পাই না । এমনকি যদি অসুস্থ হও, তাহলেও সেবার চান্স আছে । যে কেউই হোক, তা' সে নিরক্ষর হোক, বা লেখাপড়া জানা, যে কোনও প্রকারের আত্মা, সেবার জন্য সেবার উপায় অনেক বড় । সুতরাং সেবার চান্স কখন পাওয়া যাবে - এটা নয়, পেয়েই আছে ।

অলরাউন্ড সেবাধারী হতে হবে । কর্মণা সেবার জন্যও ১০০ মার্কস আছে । যদি বাচা আর মন্সা ঠিক আছে কিন্তু কর্মণার প্রতি উৎসাহ নেই তো ১০০ মার্কস খুইয়ে ফেললে ! অলরাউন্ড সেবাধারী অর্থাৎ সব রকমের সেবা দ্বারা যারা ফুল মার্কস নেয় । একে বলা হবে অলরাউন্ড সেবাধারী । তাহলে তোমরা কি এইরকম হয়েছে ? দেখ, শুরুতে যখন বাচ্চাদের ভাঙি বানানো হয়েছিল তখন কর্মণার পাঠ তাদেরকে কতো পাকাপোক্ত ভাবে করানো হয়েছিল ! তাদের মালি যেমন বানানো হয়েছে, তেমন মুচিও বানানো হয়েছে । যারা বাসনপত্র মাজবে তাদেরও যেমন তৈরি করা হয়েছে, সেইসঙ্গে যারা ভাষণ করবে তাদেরও তৈরি করা হয়েছে, কারণ এর জন্য মার্কসও বাদ দেওয়া যায় না । ওখানেও লৌকিক পঠন-পাঠনে, মনে করো কোনো সহজ-সাধারণ সাবজেক্টে ফেল হয়ে যাও, সেটা তোমার বিশেষ সাবজেক্ট নয়, বরং থার্ড বা ফোর্থ নম্বর সাবজেক্ট, কিন্তু সেটাতেও যদি ফেল হও তো পাস উইথ অনার হতে পারবে না । টোটালে তো মার্কস কম হয়ে গেল, তাই না ! এইভাবে সব সাবজেক্টে চেক করো, সব সাবজেক্টে মার্কস নিয়েছ কিনা । যেমন তোমরা (তিন পদ ভূমি দেওয়ার) নিমিত্ত হয়েছে, সেই সেবা করেছে, সেই পুণ্য সঞ্চয় করেছে এবং তার জন্য মার্কস প্রাপ্ত হবে । কিন্তু ফুল মার্কস নিয়েছ নাকি না - এটা চেক করো । যে কোনো কর্মণা সেবা, সেটাও প্রয়োজন, কারণ কর্মণাতেও ১০০ মার্কস আছে, কম নয়, এখানে সব সাবজেক্টে ১০০ মার্কস । ওখানে তো ভুইয়ে কম মার্কস হবে, হিসাবে (গণিতে) বেশি হবে । এখানে সব সাবজেক্ট গুরুত্বপূর্ণ । সুতরাং এমন না হয় যে মন্সা, বাচায় মার্কস সঞ্চয় করলে আর কর্মণায় পিছনে রয়ে গেলে আর মনে ভেবে নিলে - আমি বিশাল মহাবীর । সবকিছুতে মার্কস নিতে হবে । একেই বলে সেবাধারী । তাহলে, এটা কোন গ্রুপ ? অলরাউন্ড সেবাধারী নাকি স্থান দেওয়ার সেবাধারী ? ভালো করেছে যে একে সময়োপযোগী বানিয়েছ । যতটা তোমরা উপযুক্তভাবে এটা সফল করো, সেই অনুযায়ী তোমরা মালিক হও । সময়ের পূর্বে সময়োপযোগী করে তোলা - এটা

বিচক্ষণ হওয়ার লক্ষণ । সুতরাং তোমরা বিচক্ষণতার কাজ করেছ । বাপদাদাও খুশি হন যে তোমরা সেই বাচ্চা যারা সাহস বজায় রাখো । আচ্ছা !

বরদান:-

স্নেহী হওয়ার গুহ্য রহস্যকে বুঝে সবাইকে সন্তুষ্ট করে রাজযুক্ত, যোগযুক্ত ভব
যে বাচ্চারা এক সর্বশক্তিমান বাবার স্নেহী হয়ে থাকে, তারা আপনা থেকেই সকল আত্মার স্নেহী হয়ে যায় ।
এই গুহ্য রহস্য যে বুঝতে পারে সে রাজযুক্ত, যোগযুক্ত বা দিব্যগুণে যুক্তিযুক্ত হয়ে যায় । এই রকম রাজযুক্ত
আত্মা সব আত্মাকে সহজেই খুশি করে নেয় । যারা এই রহস্য জানতে পারে না তারা কখনো অন্যকে
অসন্তুষ্ট করে আর কখনো স্বয়ং অসন্তুষ্ট থাকে, সেইজন্য সদা স্নেহী হওয়ার রহস্য জেনে রাজযুক্ত হও ।

স্লোগান:-

যারা নিমিত্ত তারা তাদের দায়িত্ব পালনেও সদা হালকা হয় ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার সঙ্গে-সঙ্গে তখনই চলতে পারবে যখন এই পুরোনো জগৎ থেকে অসীম জগতের বৈরাগ্য আসবে"

*প্রশ্ন:- ঈশ্বর সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও ঔঁনার রচিত যজ্ঞে বিঘ্ন কেন ঘটে ?

*উত্তর:- কারণ রাবণ ঈশ্বর অপেক্ষা তীক্ষ্ণ(উগ্র)। তার রাজ্য যখন ছিনিয়ে নেওয়া হবে অবশ্যই তখন সে বিঘ্ন সৃষ্টি করবেই। ড্রামানুসারে শুরু থেকে এই যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটেই এসেছে, আর ঘটবেও। আমরা অপবিত্র দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়ায় ট্রান্সফার হতে চলেছি তাহলে অপবিত্র মানুষেরা অবশ্যই বিঘ্ন সৃষ্টি করবে।

*গীত:- ও দূরের পথিক.....

ওম শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা গানের লাইন শুনেছে। যেমন বেদ-শাস্ত্রাদি ভক্তিমার্গের পথ বলে দেয় তেমনই গানও সামান্যতম পথের দিশা দেখায়। ওরা তো কিছুই বোঝে না। শাস্ত্রের কথা ইত্যাদি শোনা, তা যেন হলো কানরস (শ্রুতিমধুর)। এখন বাচ্চারা জানে -- দূরদেশের পথিক (মুসাফির) কাকে বলা হয়। আত্মা জানে -- আমরাও দূরদেশের মুসাফির, আমাদের ঘর শান্তিধাম। এ'সমস্ত কথাই যদি মানুষ না বোঝে তবে তো তারা কিছুই বোঝে না। বাবাকে না জানার কারণে সৃষ্টি-চক্রকেও কেউ জানে না। এই(ব্রহ্মা) আত্মা বোঝে যে, শিববাবা বলেন -- আমি অস্থায়ীভাবে (টেম্পোরারিলী) জীবাত্মা হই, তুমি হলে স্থায়ী জীবাত্মা। আমি কেবল সঙ্গমেই অস্থায়ী জীবাত্মা হই। সেও তোমাদের মতন নই। আমি এই জীবের(শরীর) মধ্যে প্রবেশ করি, নিজের পরিচয় দেওয়ার জন্য। তা নাহলে তোমরা পরিচয় কিভাবে পাবে ? বাবা বুঝিয়েছেন -- আধ্যাত্মিক পিতা একজনই, যাঁকে শিববাবা অথবা ভগবান বলা হয়। অন্য কেউ জানে না। এরমধ্যেই পবিত্রতার বন্ধনও রয়েছে। সর্বাপেক্ষা বড় বন্ধন হলো নিজেকে আত্মা মনে করা। যে দূরের মুসাফির, পতিত-পাবনকে ভক্তিমার্গে স্মরণ করে। সে-ই আধ্যাত্মিক পিতা বোঝান যে, আমি সকলকে নিয়ে যাবো। কাউকে ফেলে যাব না, সকলকেই তো ফিরে যেতে হবে। প্রলয়ও হবে না। ভারত ভূখন্ড তো থাকবেই। ভারত ভূখন্ডের বিনাশ কখনই হয় না। সত্যযুগ ইত্যাদিতে কেবল ভারত ভূখন্ডই থাকে। কল্পের সঙ্গমে যখন বাবা আসেন তখন তাঁকে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করতে হয়। বাকি সমস্ত ধর্ম বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। তোমরাও আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করতে সহায়তা প্রদান করছো। তাহলে গানও শুনেছে -- বলা হয় যে আমাদেরও সঙ্গে করে নিয়ে চলো। বাবা বলেন -- এইভাবে সাথে কেউ যেতে পারে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের পুরোনো দুনিয়ার থেকে বৈরাগ্য আসে। নতুন বাড়ী যখন নির্মিত হয় তখন পুরোনোর থেকে মন(হৃদয়) সরে যায়। তোমরাও জানো যে এই পুরোনো দুনিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হবে। এখন নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সত্বোপপ্রধান হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সত্বোপপ্রধান দেবী-দেবতা হতে পারবে না সেইজন্য বাবা বারংবার বুঝিয়ে থাকেন -- নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। সঙ্গতি প্রদাতা, দূরের মুসাফির হলেন একজনই, যিনি এসেছেন। ঔঁনাকে দুনিয়া জানে না। সর্বব্যাপী বলে দেওয়া হয়েছে। বাচ্চারা, এখন তোমরা পুরুষার্থের নশ্বরের অনুক্রমে জেনেছো যে আমরা শিববাবার সন্তান। এসেই বুঝতে পারে যে আমরা বাপদাদার কাছে যাই, তাহলে এ হলো একটি পরিবার। এ হলো ঈশ্বরীয় পরিবার। কারোর যদি অধিক সন্তান হয় তবে হয়ে যায় বড় পল্টন (ফৌজ)। শিববাবার সন্তান, অর্থাৎ এত যে বি.কে. ভাই-বোন রয়েছে, এও তো হয়ে গেল বড় পল্টন। ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা সব জানে -- আমরা অসীম জগতের পিতার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। শাস্ত্রতে দেখানো হয়েছে -- পান্ডবরা এবং কৌরবরা খেলা খেলেছে। রাজস্ব বাজী রেখেছিল। এখন রাজস্ব না কৌরবদের, না পান্ডবদের। মুকুটাদি কিছুই নেই। দেখানো হয়েছে, তাদের শহর(রাজ্য) থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। অস্ত্র-শস্ত্রাদি গিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল। এ'সবই হলো লোক-কথা। না পান্ডব-রাজ্য রয়েছে, না কৌরব-রাজ্য রয়েছে। না তাদের পরস্পরের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া হয়েছে। যুদ্ধ তো রাজাদের মধ্যে হয়ে থাকে। এ'রা হলো ডাই-ভাই। লড়াই হয়েছিল কৌরব আর যবনদের মধ্যে। তাছাড়া ভাই-ভাই একে-অপরকে কিভাবে মারতে পারে। দেখানো হয়েছে যে পান্ডব, কৌরবে যুদ্ধ হয়েছে। বাকি ৫ জন পান্ডব বেঁচে যায় আর একটি কুকুর। তারাও সকলে পাহাড়ে গিয়ে গলে মারা যায়। খেলাই শেষ। রাজযোগের কোন অর্থই বেরিয়ে আসে না। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, বাবা প্রতি কল্পে এসে এক ধর্মের স্থাপনা করেন। আহ্বানও করা হয় -- হে পতিত-পাবন বাবা এসো, এসে পতিত থেকে পবিত্র করো। সত্যযুগে সূর্যবংশীয় রাজধানীই হয়। ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরী স্থাপিত হচ্ছে। এখন বাবা এসেছেন, ঔঁনার ডায়রেকশন অনুসারেই চলতে হবে। কমলপুষ্পের মতো পবিত্র হয়ে থাকতে হবে। কন্যাদের তো বলা হবে না যে গৃহস্থী জীবনে থেকেও কমলপুষ্প-সম হয়ে থাকো। তারা তো পবিত্রই। এ'কথা গৃহস্থীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়ে থাকে। কুমার-কুমারীদের তো বিবাহ করাই উচিত নয়। তা নাহলে তারাও গৃহস্থী হয়ে যাবে।

কিছু গন্ধর্ব্ব বিবাহের নামও রয়েছে। কন্যাদের মারধোর করা হয় সেজন্য বাধ্য হয়েই গন্ধর্ব্ব বিবাহ করানো হয়। বাস্তবে মারধোরও সহ্য করা উচিত, কিন্তু অধরকুমারী হওয়া উচিত নয়। বাল-ব্রহ্মচারীর নাম অধিক চর্চিত হয়ে থাকে। বিবাহ করলে তখন অর্ধাঙ্গিনী(হাফ পার্টনার) হয়ে যায়। কুমারদের বলা হয় -- তোমরা তো পবিত্র থাকো। গৃহস্থীদের বলা হয় -- গৃহস্থী জীবনে থেকেও কমলপুষ্প-সম হও। পরিশ্রম তাদেরই হয়। বিবাহ না করলে বন্ধনও থাকবে না। কন্যাদের তো পড়তে হবে এবং জ্ঞানে অত্যন্ত শক্তিশালী অর্থাৎ পারদর্শী হতে হবে। ছোট্ট কুমারীরা যারা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক, তাদের আমরা নিতে পারি না। তারা নিজেদের ঘরে থেকেই পড়তে পারে। মাতা-পিতা যদি জ্ঞানে আসে তবেই অল্পবয়স্কদের নেওয়া যেতে পারে। এ হলো স্কুলেরও স্কুল, ঘরেরও ঘর, সংস্পর্শেরও সংসঙ্গ। সং অর্থাৎ এক পিতা, যাঁর উদ্দেশ্যেই বলা হয়ে থাকে -- ও সুদূরের পথিক। আত্মা গৌরবর্ণ হয়ে যায়। বাবা বলেন -- আমি মুসাফির, সর্বদাই সুন্দর(গৌরবর্ণের)। পবিত্র থাকি। আমি এসে সমস্ত আত্মাদের পবিত্র, সুন্দর বানাই, আর তো এরকম কোনো মুসাফির নেই। বাবা বোঝান -- আমি এসেছি রাবণ-রাজ্যে। এই শরীরও অপরের। তোমাদের আত্মা বলবে -- এ হলো আমাদের শরীর। বাবা বলবেন -- এ আমার শরীর নয়। এ হলো এঁনার(ব্রহ্মা) শরীর। এই অপবিত্র শরীর আমার নয়। তিনি আসেনও এঁনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে। যিনি পবিত্রতায় প্রথম স্থানাধিকারী ছিলেন, তিনিই নশ্বরের ক্রমানুসারে শেষে অর্থাৎ অন্তে এসে বিকারী হন। প্রথম স্থানাধিকারী ১৬ কলা-সম্পূর্ণ ছিলেন। এখন কোনও কলাই অবশিষ্ট নেই। সকলেই তো অপবিত্র। তাহলে বাবা হলেন দূরদেশের মুসাফির, তাই না! তোমরা আত্মারাও মুসাফির। এখানে এসে নিজের ভূমিকা পালন করে। এই সৃষ্টি-চক্রকে কেউই জানে না। অবশ্যই কেউ কতই না শাস্ত্রাদি পড়া থাকুক, কিন্তু কেউ এই জ্ঞানদান করতে পারবে না। বাবা বোঝান -- আমি এই শরীরে প্রবেশ করে এইসকল আত্মাদের জ্ঞান প্রদান করে থাকি। ওরা তো মানুষ, মানুষকে শাস্ত্রের জ্ঞান প্রদান করে। ওরা হলো ভক্ত। সন্নতিদাতা তো একজনই। তিনিই জ্ঞানের সাগর। ওঁনাকে না জানার কারণেই দেহ-অভিমান চলে আসে। তারা কেউ এ'কথা বোঝে না যে নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে। আত্মা পড়ে। এ'কথা কেউ বোঝে না কারণ দেহ-অভিমান রয়েছে। এখন সুদূরের মুসাফির তো শিববাবাকেই বলা হবে। তোমরা জানো যে আমরা ৮৪ জন্মের চক্র পরিক্রমা করেছি। বাবা বলেন -- ৫ হাজার বছর পূর্বেও বুঝিয়েছিলাম যে তোমরা নিজেদের জন্মকে জানো না। আমি জানি -- গীতায় যাকিছু রয়েছে তা আটায় নুন-সম। সেই গীতার এপিসোড, সেই মহাভারতের লড়াই, সেই মন্মনাভব-মধ্যাজীভবর জ্ঞানই রয়েছে। মামেকম্ অর্থাৎ একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো। লড়াইও অবশ্যই হয়েছিল। পান্ডবদের বিজয় হয়েছিল। বিষ্ণুর বিজয়মালার গায়ন রয়েছে। শাস্ত্রে তো দেখানো হয়েছে যে পান্ডবরা গলে মারা গেছে। তবে পুনরায় মালা কিভাবে তৈরী হলো। তোমরা এখন বোঝো যে আমরা এখানে এসেছি বিষ্ণুর মালা হতে। উপরে হলেন পতিত-পাবন বাবা। ওঁনার স্মরণ-চিহ্নও তো চাই, তাই না! ভক্তিমার্গে স্মরণ-চিহ্নের গায়ন রয়েছে। কেউ ৮-এর মালা, কেউ ১০৮-র মালা, কেউ ১৬ হাজার ১০৮ এর তৈরী করেছে। গায়নও রয়েছে -- তোমাদের উত্তরণ-কলার বাহানায় সকলের মঙ্গল হবে। এখন তোমরা জেনেছো -- আমাদের এখন উত্তরণ-কলা। আমরা চলে যাব নিজেদের সুখধামে পুনরায় সেখান থেকে আমরা কিভাবে অধঃপতনে যাই, ৮৪ জন্ম কিভাবে নিই, সেই সারা জ্ঞান বুদ্ধিতে রয়েছে। এই জ্ঞান ভুলে যাওয়া উচিত নয়। আমাদের সকল দুঃখ দূর করতে, শাপমোচন করে সুখের উত্তরাধিকার প্রদান করতে বাবা এসেছেন। রাবণের অভিশাপের কারণে সকলে দুঃখ পায়। সেইজন্য এখন বাবাকে এবং তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা জানো যে আমরা সূর্যবংশীয়রা ভারতে রাজ্য করেছি। ভারতেই শিববাবা আসেন। ভারতই স্বর্গ ছিল, এ'কথা প্রতিমূহূর্তে স্মরণ করে বুদ্ধিতে রাখতে হবে। যে ৮৪-র চক্রকে পরিক্রমা করেনি, সে না তো ধারণ করবে, না করাবে, তার জন্য মনে করা হবে যে, এ ৮৪ জন্ম নেয়নি। সে দেরীতে এসেছে। স্বর্গে আসে না। প্রথম-প্রথমে যাওয়া তো ভাল, তাই না! নতুন বাড়ীতে প্রথমে স্বয়ং থাকে, পরে ভাড়া দেয়। তাহলে সে তো সেকেন্ড-হ্যান্ড হয়ে গেল, তাই না! সত্যযুগ হলো নতুন দুনিয়া। ত্রৈতাকে সেকেন্ড-হ্যান্ড বলা হয়। তাহলে এখন বুদ্ধিতে এসেছে যে আমরা স্বর্গ অর্থাৎ নতুন দুনিয়ায় যাব। পুরুষার্থ করতে হবে, প্রজা তৈরী হতে থাকবে। তোমরা জানতে থাকবে যে মালায় কে-কে যুক্ত(গাঁথা) হতে পারে। যদি কাউকে সরাসরি বলা হয় যে তুমি আসতে পারবে না তবে হার্টফেল করে যাবে সেইজন্য বলা হয় যে পুরুষার্থ করো, নিজেকে যাচাই করো যে আমাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে বিচরণ করে না তো! শিববাবার সঙ্গে তোমাদের প্রেম হয়ে যায়। তারা বলেও যে আমরা বাপদাদার কাছে যাই। শিববাবার থেকে দাদার মাধ্যমে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে যাই। এমন বাবার কাছে তো অনেকবার যাব। কিন্তু গৃহস্থেরও দেখভাল করতে হবে। যদিও অতি ধনবান কিন্তু এত অবসর সময় নেই। সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা নেই। তা নাহলে ১-২ মাস পরে এসে রিফ্রেশ হতে পারে। তাদের প্রতিমূহূর্তে আকর্ষণ থাকবে। সুইতে যদি মরচে পড়ে থাকে তবে চুশ্বক ততখানি আকর্ষণ করে না। যাদের যোগ পূর্ণমাত্রায় থাকবে তারা তৎক্ষণাৎ আকর্ষণ করে নেবে, দৌড়ে আসবে। যতই খাদ নিষ্কাশিত হতে থাকবে ততই আকর্ষণ হবে। আমরা চুশ্বকের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। গানও রয়েছে -- চাইলে মারো, চাইলে যাকিছু করো..... আমরা তোমার দরজা থেকে কখনোই যাব না। কিন্তু সেই অবস্থা তো পরে হবে। খাদ নিষ্কাশিত হয়ে গেলে তখন সেই অবস্থা হবে। বাবা বলেন -- হে আত্মারা, অবশ্যই নিজস্ব গৃহস্থী

জীবনে থেকেও মন্মনাভব। এমনও নয় যে পালিয়ে এখানে এসে বসে পড়তে হবে। সাগরের কাছে মেঘকে আসতে হবে -- রিফ্রেশ হওয়ার জন্য। পুনরায় সার্ভিস করতে যেতে হবে। বন্ধন যখন সমাপ্ত হয়ে যাবে তখনই সেবা করতে যেতে পারবে। মাতা-পিতাকে নিজেদের বাচ্চাদের প্রতিপালন করতে হবে। বাবার স্মরণে থাকতে হবে। পবিত্র হতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন -- জ্ঞান-যজ্ঞে অনেকপ্রকারের বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। বলে যে -- ঈশ্বর তো সামর্থ্যবান তবে বিঘ্ন ঘটে কেন? মানুষের জানাই নেই, রাবণ ভগবানের থেকেও তীক্ষ্ণ অর্থাৎ পারদর্শী। তার রাজত্ব দখল করে নেওয়া হয় সেইজন্য অনেকধরনের বিঘ্ন ঘটতে থাকে। শুরু থেকেই পতিতদের দ্বারা বিঘ্ন সৃষ্টি হয়ে থাকে। শাস্ত্রেও লেখা রয়েছে -- কৃষ্ণের ১৬ হাজার ১০৮ জন পাটরানী ছিল। সর্প দংশন করেছিল। রামের সীতাকে হরণ করা হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হল রাবণ স্বর্গে কোথা থেকে আসবে? অনেক মিথ্যা রয়েছে। বলে -- বিকার ব্যতীত শিশুর জন্ম হবে কিভাবে? তাদের জানাই নেই -- যাদের উত্তরাধিকার নেওয়ার হবে তারাই এসে বুঝবে। সেইজন্য এই জ্ঞান-যজ্ঞে অসুরদের দ্বারা বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। অপবিত্রদের অসুর বলা হয়। তারা হলোই রাবণ সম্প্রদায়ের। এখন তোমরা সঙ্গমে রয়েছে। রাবণ-রাজ্য থেকে সরে এসেছো তবুও এখনও তার কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। বুদ্ধিতে এই জ্ঞান রয়েছে যে আমরা এখন চলে যাচ্ছি। বসে তো রয়েছে এখানেই। বুদ্ধিতে জ্ঞান রয়েছে। বসে রয়েছে এখানে কিন্তু এর সঙ্গে যেন তোমাদের বৈরাগ্য রয়েছে। এই খারাপ (ছিঃছিঃ) দুনিয়া কবরখানায় পরিণত হবে। বিভিন্ন ধরনের পয়েন্টসের দ্বারা বোঝানো হয়। বাস্তবে পয়েন্ট তো একটাই 'মন্মনাভব'। কতজনের চিঠি আসে -- বাবা, আমরা বন্ধনে আবদ্ধ (বাঁধেঁলী)। দৌপদী তো একজন নয়, হাজার-হাজার হয়ে যাবে। এখন তোমরা অপবিত্র দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়ায় ট্রান্সফার হয়ে যেতে চলেছো। যারা কল্প-পূর্বে ফুলে পরিনত হয়েছিল তারাই প্রস্ফুটিত হবে। এখানে আল্লাহ-র বাগিচা স্থাপিত হবে। কেউ-কেউ তো এমন ভাল-ভাল ফুলে পরিনত হয় যে দেখলেই আনন্দ লাগে। নামই হলো কিং অফ ক্লাওয়ারস্। ৫ দিন ধরে রেখে দিলেও প্রস্ফুটিতই থাকবে। সুগন্ধ ছড়িয়ে দিতে থাকবে। এখানেও যারা বাবাকে স্মরণ করে এবং স্মরণ করায়, তাদের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। সর্বদা খুশীতে থাকে। এমন মিষ্টি-মধুর বাচ্চাদের দেখে বাবা প্রফুল্লিত হন। তাদের সম্মুখে বাবার জ্ঞান-ডাক্স অত্যন্ত ভাল হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আধ্যাত্মিক পিতা তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) জ্ঞান এবং যোগের দ্বারা শক্তিশালী হতে হবে। যদি কোনো বন্ধন না থাকে তবে জেনে-বুঝে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। বাল-ব্রহ্মচারী হয়ে থাকতে হবে।

২) এখন আমাদের আরোহণ-কলা, বাবা আমাদের সমস্ত দুঃখ দূর করতে, শাপমোচন করে উত্তরাধিকার প্রদান করতে এসেছেন। বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করে অপার খুশীতে থাকতে হবে। পরীক্ষা করতে হবে যে আমাদের বুদ্ধি কোথাও বিভ্রান্ত হয়ে যায় না তো।

বরদানঃ:- স্বমানে স্থির হয়ে দেহ-অভিমান সমাপ্তকারী সফলতা-মূর্তি ভব
যে বাচ্চারা স্বমানে স্থির থাকে তারাই বাবার প্রতিটি আশ্রয় সহজেই পালন করতে পারে। স্বমান বিভিন্নপ্রকারের দেহ-অভিমানকে সমাপ্ত করে দেয়। কিন্তু যখন, স্বমান থেকে স্ব-শব্দটি ভুলে যায় আর মান-খ্যাতির মধ্যে চলে আসে তখন একটি শব্দের ভুলের জন্য অনেক ভুল হতে থাকে সে'জন্য পরিশ্রম হয় অধিক আর প্রত্যক্ষফলের প্রাপ্তি হয় কম। কিন্তু সর্বদা স্বমানে স্থির থাকলে তবেই পুরুষার্থ অথবা সেবায় সফলতা-মূর্তি হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- তপস্যা যদি করতে হয় তবে সময়কে সাশ্রয় করো, বয়ে যেতে দিও না।

"মিষ্টি বাচ্চারা - অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করার জন্য সদা এই স্মৃতিতে থাকো যে, আমরা কার সন্তান, বাবাকে যদি ভুলে যাও, তাহলে সুখ হারিয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - বাবার সঙ্গে মিলনের স্থায়ী খুশী কোন বাচ্চাদের থাকে ?

*উত্তরঃ - যে বাচ্চারা একের সঙ্গে নিজের সর্ব সম্বন্ধ জুড়েছে, যারা এক বাবার স্মরণে থাকারই পরিশ্রম করে, কোনো দেহধারীকে স্মরণ করে না, তাদেরই স্থায়ী খুশী থাকে । দেহধারীর যদি স্মরণ আসে, তাহলে খুব কাঁদতে হবে । বিশ্বের মালিক যারা হয়, তারা কখনো কাঁদে না ।

*গীতঃ- শৈশবের দিন ভুলে যেও না...

ওম্ শান্তি । বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, আমরা অসীম জগতের পিতার সন্তান, একথা ভুলে যেও না । একথা ভুলে গেলে তখন কাঁদতে হবে । ছিঃ ছিঃ দুনিয়াতে বুদ্ধি চলে যাবে । বাবার স্মরণ থাকলে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব হতে থাকে । সেই সুখ, বাবাকে ভুলে গেলে হারিয়ে যাবে । সর্বদা স্মরণে রাখা উচিত যে, আমরা বাবার সন্তান, না হলে নিজেদের কাঁদতে হবে । সবাই ভগবানের সন্তান, সবাই বলে - হে বাবা, হে পরমপিতা পরমাত্মা, রক্ষা করো, কিন্তু বাবা কখন রক্ষা করেন - এ কেউই জানে না । সাধু - সন্ত আদি কেউই জানে না যে, বাবার থেকে আমরা কখন মুক্তি - জীবনমুক্তি পাই, কেননা মানুষ ভগবানকে কণায় - কণায় বিরাজিত বলে দিয়েছে । তোমরা বাচ্চারা এখন অসীম জগতের বাবাকে জেনে গেছো । বাবা হলেন অতি প্রিয়, তাঁর থেকে প্রিয় বস্তু আর কিছুই হয় না । এমন বাবাকে না জানা অনেক বড় ভুল । শিব জয়ন্তী কেন পালন করা হয়, তিনি কে ? এও কেউই জানে না । বাবা বলেন যে, তোমরা কতো অবুঝ হয়ে গেছো । মায়া রাবণ তোমাদের কি বানিয়ে দিয়েছে ! বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো, এ হলো আমার জন্মভূমি । আমি প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর এখানে আসি । ওরা আবার বলে দেয়, ৪০ হাজার বছর পরে যখন এই কলিযুগ সম্পূর্ণ হবে, তখন আসবেন । ত্রিমূর্তির চিত্রও দেখানো হয় । ত্রিমূর্তি মার্গ নামও রেখেছে, কিন্তু তিন মূর্তি ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্করকে কেউই জানে না । ব্রহ্মা কি করে গেছেন ? বিষ্ণু আর শঙ্কর কি করেন, কোথায় থাকেন, কিছুই জানে না । মানুষ সম্পূর্ণভাবে ঘোর অন্ধকারে আছে । বাবা হলেন রচয়িতা । এ ওনার কতো বড় রচনা । এ কতো বড় অসীম জগতের নাটক । এখানে অসীম জগতের মানুষ থাকে । আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে যখন সত্যযুগ ছিলো, ভারতে যখন লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো, তখন অন্য কোনো রাজ্য ছিলো না । ভগবতী শ্রী লক্ষ্মীকে আর ভগবান শ্রী নারায়ণকে বলা হয় রাম - সীতাকেও ভগবান রাম, ভগবতী সীতা বলে । এখন এই ভগবান নারায়ণ, ভগবতী লক্ষ্মী কোথা থেকে এলেন ? তাঁরা রাজত্ব করে গেছেন, কিন্তু তাঁদের জীবন কাহিনী তো একজনও জানে না । তারা কেবল গাইতে থাকে - হে ভগবান, তুমি দুঃখহর্তা, সুখকর্তা, কিন্তু একথা কারোর বুদ্ধিতে আসে না যে তিনি দুঃখহর্তা - সুখকর্তা কিভাবে । সবাইকে কোন সুখ প্রদান করেছেন ? আর কবে সকলের দুঃখ ছিলো ? মানুষ কিছুই জানে না ।

বাচ্চারা, তোমরা এখন এখানে রাজযোগ শিখছো -- ভগবতী লক্ষ্মী, ভগবান নারায়ণ হওয়ার জন্য । জানে যে, ভগবতী সীতা, ভগবান রামও হতে হবে । সত্যযুগের আট জন্ম সম্পূর্ণ করে রাম - সীতার রাজ্যে আসবে ॥ তোমরা এখানে ২১ জন্মের জন্য অসীম জগতের রাজত্ব স্থাপন করছো । তোমরা ভগবতী - ভগবান স্বর্গের মালিক হচ্ছেো । স্বর্গ কোনো আকাশে নেই। এও কেউ জানে না । মানুষ সম্পূর্ণ তুচ্ছ বুদ্ধির । তারা বলে - অমুকে স্বর্গে গেছে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না । আচ্ছা, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এরা কি স্বর্গে যাবে ? তারা পরে এসে নিজেদের ধর্ম স্থাপন করে । তাহলে তারা কিভাবে স্বর্গে আসতে পারে ? স্বর্গ কাকে বলা হয়, এও তারা জানে না । সন্ন্যাসীরা বলেন, জ্যোতি, জ্যোতিতে মিলিয়ে গেছে । কেউ আবার বলে নির্বাণধামে চলে গেছে । নির্বাণও তো লোক, তাই না । সে তো হলো নিবাস স্থান । জ্যোতি জ্যোতিতে মিলিয়ে যাওয়ার কোনো কথাই নেই। জ্যোতিতে মিলিয়ে গেলে তখন তো আত্মা শেষই হয়ে যাবে । তখন এই খেলাই শেষ হয়ে যাবে । এই ড্রামা থেকে কোনো আত্মাই মুক্ত হতে পারে না । কেউই মোক্ষ লাভ করতে পারে না । গীতের অর্থও কেউই বুঝতে পারে না । না জীবনমুক্তির অর্থ বোঝে, আর না আত্মা - পরমাত্মার অর্থ বোঝে । বাবা বলেন - তোমাদের মুখ তো মানুষের মতো, যা এই দেবতাদেরও ছিলো । আদি সত্যযুগে দেবতারা ছিলেন । তাঁদের রাজত্ব ২৫০০ বছর ধরে চলেছিলো । বাকি যে ২৫০০ বছর থাকে, তাতে অন্য সব ধর্মরা আসে । পাঁচ হাজার বছরের পরিবর্তে মানুষ বলে দেয় কল্পবৃক্ষের আয়ু লাখ বছরের, কিন্তু তারা তোমাদের কথা বুঝতেও আসবে না । হ্যাঁ, তারাই আসবে, যারা পূর্ব কল্পে এসে বুঝেছিলো ।

প্রথমে তো বোঝাতে হবে - এক হলো জাগতিক সন্ধ্যাস, যেখানে সন্ধ্যাসীরা ঘরবাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে থাকে, প্রথম - প্রথম তারা সতাপ্রধান ছিলো। এখন তারাও তমোপ্রধান হয়ে গেছে তাই জঙ্গল ছেড়ে চলে এসে বড় বড় মহল তৈরী করেছে। এই সন্ধ্যাসীরাও পবিত্রতার আধারে অবশ্যই ভারতকে থামিয়েছিলো। ভারতের সেবা করেছিলো। এই সন্ধ্যাস ধর্ম না থাকলে ভারত একদম বিকারে জ্বল মরতো, আরো পতিত হয়ে যেতো। এই ড্রামাও বানানো আছে। তাদের মধ্যে প্রথমে পবিত্রতার শক্তি ছিলো, যার জোরে ভারতকে থামিয়েছিলো। এই দেবতাদের যখন রাজ্য ছিলো, ভারত তখন কতো বিত্তবান ছিলো। এঁদের অনেক বড় - বড় হীরে - জহরতের মহল ছিলো। সে সব কোথায় গেলো? সব মাটির নীচে চলে গেছে। লক্ষা আর দ্বারকার জন্য বলা হয় - সমুদ্রের নীচে চলে গেছে। এখন তো আর সে সব নেই। সোনার মহল ইত্যাদি সবই তো ছিলো, তাই না। যখন মন্দির ইত্যাদিতে হীরে - জহরত লাগাতে পারে, তখন ওখানে কি না থাকবে! বাচ্চারা, তোমাদের কতো খুশী হওয়া চাই। বাবা আবার এসেছেন। বলা হয়, বাবাকে স্মরণ করো। স্মরণ একজনকেই করতে হবে, যাতে বিকর্ম বিনাশ হয়, কিন্তু সেকথা ভুলে যায় আর দেহধারীদের কথা স্মরণে এসে যায়। দেহধারীদের স্মরণ করলে তো কোনো লাভ নেই। বাবা বলেন - মামেকম (আমাকে) স্মরণ করো। কোনো দেহধারীকে স্মরণ ক'রো না। মা মারা গেলেও হালুয়া খাও.... এক বাবার স্মরণেই উপার্জন। আমরা শিববাবার বাচ্চা, তাঁর থেকেই উত্তরাধিকার নিতে হবে। এই সময় বাবাকে স্মরণ না করলে খুব অনুতাপ করতে হবে, তখন কাঁদতে হবে। বিশ্বের মালিক যারা হবে, তাদের কাল্লার কি প্রয়োজন! তোমরা বাবাকে ভুলে যাও, তখনই মায়া থাপ্পড় লাগিয়ে দেয়, তাই বাবা বার - বার বোঝান যে, বাবাকে আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। অমরনাথ তো অমরপুরীতে বসে একা পার্বতীকে অমরকথা শোনান নি। অবশ্যই অনেকেই শুনবে। যে সকল মানুষ মাত্র আছে, বাবা সবাইকে বোঝান -- তোমরা এখন পতিত হয়ে না, এই অস্তিম জন্মে পবিত্র হও। ওখানে স্বর্গতে কোনো বিকার থাকে না। ওখানেও যদি বিকার থাকতো, তাহলে স্বর্গ আর নরকের মধ্যে তফাৎ কি হলো? দেবী - দেবতাদের মহিমা করা হয় -- সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ...। ভগবান এসে ভগবান - ভগবতীই বানাবেন, ভগবান ছাড়া কেউই এমন তৈরী করতে পারবেন না, ভগবান তো একজনই। এমন মহিমাও আছে যে - ভগবান - ভগবতীর রাজধানী। যথা রাজা - রানী তথা প্রজা ওখানেই থাকবে, কিন্তু ভগবান - ভগবতী বলা যায় না, তাই বলা হয় আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম। একথা কেউই জানে না। এই ব্রহ্মার আত্মাকেও বাবাই বুঝিয়ে বলেন। এক হলো বাবার, আর এক হলো দাদার... এই দুই আত্মা হলো, তাই না। এক আত্মা ৮৪ জন্মগ্রহণ করে, আর এক আত্মা পুনর্জন্ম রহিত বাবা কখনোই পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না। তিনি একই বার এসে বিশ্বকে পবিত্র করার জন্য আমাদের রাজযোগ শেখান। বাবা তোমাদের বোঝান - আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করেছি। ইনি ৮৪ জন্ম ভোগ করে এসেছেন। এখন এ হলো এনার অনেক জন্মের অস্তিম জন্ম। এখন আমি তো নিরাকার, তাহলে কিভাবে এসে বাচ্চাদের রাজযোগ শেখাবো? প্রেরণা দিয়ে তো কিছুই করা সম্ভব নয়। কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ তো আর হতে পারে না। তিনি কিভাবে আসতে পারেন? তিনি তো হলেন সত্যযুগের প্রিন্স, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, এরপর ত্রেতাতে হয় ১৪ কলা সম্পূর্ণ, তাহলে দ্বাপরে কৃষ্ণকে কেন নিয়ে যাওয়া হলো? তাঁকে তো আগে আসা উচিত। বাবা বোঝান - প্রথমে বাবাকে স্মরণ করো। না হলে মায়া একদম থাপ্পড় মেরে দেবে। লজ্জাবতী বলে একটা লতাগাছ আছে। হাত দিলেই ঝিমিয়ে যায়। তোমাদেরও এমনই হাল হয়, বাবাকে স্মরণ না করলেই শেষ হয়ে যাবে। গীতেও তোমরা শুনেছো -- ছেলেবেলার দিন ভুলে যেও না। বাবাকে ভুললে কোথাও না কোথাও আঘাত লাগবে। বাবা বলেন - তোমরা আমার বাচ্চা, তাই না এই শরীর তো বিশ্বের দ্বারা জন্ম হয়েছে। তারা হলো লৌকিক মা - বাবা। ইনি তো হলেন পারলৌকিক বাবা, আর এনাকে বলা হয় অলৌকিক বাবা। ইনি জাগতিক ছিলেন, তারপর অসীম জগতের হয়ে গেলেন। এখন দেখো, এই লৌকিক মেয়ে (নির্মলশান্তা দাদী) বসে আছে। এ যেমন লৌকিকও, তেমনই অলৌকিক এবং পারলৌকিকও। বাকি শিববাবার তো আর ভাই - বোন নেই। না লৌকিক, না অলৌকিক বা পারলৌকিক। কতো তফাৎ। এক বাবার হওয়া মাসির বাড়ি যাওয়ার মতো এত সহজ নয়। এমন বাবার সঙ্গে সম্বন্ধ জোড়া, সময় লাগে। শিববাবার স্মরণে থাকা খুবই পরিশ্রমের। এমনও আছে যে, ৫০ বছর ধরে এখানে আছে অথচ সারাদিনে শিববাবাকে স্মরণ করে না। আর সবাইকে ভুলে এক বাবাকে স্মরণ করা, এ অনেক পরিশ্রমের। কেউই এক পার্সেন্ট স্মরণ করে, কেউ দুই পার্সেন্ট, কেউ আবার নিতান্তই ১ - ২ পার্সেন্ট স্মরণ করে। এ খুব বড় ভারী লক্ষ্য। তাই বাবা বোঝান - ছেলেবেলাকে ভুলে যেও না। বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। তোমরা জানো যে, আমরা জীবন্মৃত হয়ে তবে বাবার হয়েছি -- নতুন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য। তাই তোমাদের স্থায়ী খুশী থাকা উচিত। আহা! আমরা ডবল মুকুটধারী হবো। মানুষ তো জানেই না যে, সত্যযুগে এই দেবতাদের ১৬ কলা সম্পূর্ণ, আর ১৪ কলা সম্পূর্ণ কেন বলা হয়? কিছুই জানে না। এই ভক্তিমার্গে শাস্ত্র আদি আবারও তৈরী হবে। এই হঠযোগ, তীর্থযাত্রা ইত্যাদি আবারও হবে, কিন্তু এতে কি হবে? এতে কি স্বর্গে যেতে পারবে? তা নয়, অনেকেই ঋদ্ধি - সিদ্ধি নিয়ে কাজ করে। ঋদ্ধি - সিদ্ধি যারা করেন, এমন অনেকেই আছে। বহু মানুষ তাদের পিছনে পড়ে থাকে। ঋদ্ধি - সিদ্ধির দ্বারা ঘড়ি ইত্যাদি অনেক জিনিস বের করে দেওয়া হয়। এ তো বুঝতেই পারে না যে, এসব অল্পকালের জন্য এতে অনেক

পরিশ্রম করতে হয়। এই ঋদ্ধি-সিদ্ধি শেখার জন্যও বই আছে। কতো লাখ - লাখ মানুষ এর পিছনে পড়ে থাকে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমরা বাবার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার পাই এই চোখ দিয়ে যা কিছুই দেখছো, সে সব কিছুই থাকবে না। বাবা বোঝান যে - তোমরা অশরীরী এসেছিলে, তারপর শরীর ধারণ করে অভিনয় করেছো। যদি ৮৪ জন্মের হিসেব - নিকেশ করা হয় তাহলে ১২ মাস লেগে যাবে। এ হতেই পারে না। ৮৪ জন্মের হিসেব - নিকেশ বলা খুবই সহজ। তোমরাই ৮৪ র চক্র ঘুরতে থাকো। সূর্যবংশী থাকলে চন্দ্রবংশী থাকবে না। সূর্যবংশী ঘরানা সম্পূর্ণ হলে তারপর চন্দ্রবংশী হবে।

তোমরা এখন জানো, আমরা হলাম ব্রাহ্মণ বংশী, এরপর আমাদের দেবতা বংশী হতে হবে, এর জন্যই আমরা এই পড়া পড়ছি। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে বৈশ্য, শূদ্রবংশী হয়ে যাবো। এখন আমাদের ৮৪ জন্মের স্মৃতি এসেছে। এই চক্রও আমাদের স্মরণ করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে এভার হেলদি, এভার ওয়েলদি হতে পারবে। তোমাদের পাপ কেটে যাবে। চক্রকে জানলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে, এই পুরানো দুনিয়া কবরস্থান হয়ে যাবে। কিছুই থাকবে না। সব শেষ হয়ে যাবে। রাম গেলো... রাবণ গেলো..... সত্যযুগে রামের কতো ছোটো পরিবার হবে। এখন রাবণের কতো বড় পরিবার। বাচ্চারা জানে যে, এই রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে। প্রতিটি বিষয়ে পুরুষার্থ এক নম্বর। বাবা পুরুষার্থ করান -- বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো। যেই বাবার থেকে তোমরা অগাধ স্বর্গের বাদশাহী পাও, তাঁকে কি তোমরা স্মরণ করবে না? বাবা মনে করিয়ে দেন যে, তোমরাই স্বর্গের মালিক ছিলে এখন আবার পুরুষার্থ করে স্বর্গের মালিক হও। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কখনোই কোনো বিষয়ে লজ্জাবর্তী লতা হয়ো না। ঈশ্বরীয় শৈশবকে ভুলে ঝিমিয়ে যেও না। এই চোখে যা কিছুই দেখা যায়, তা দেখেও দেখবে না।

২) এক বাবার স্মরণেই উপার্জন, তাই দেহধারীদের স্মরণ করে কাল্লাকাটি ক'রো না। বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করে বিশ্বের বাদশাহী নিতে হবে।

বরদান:- নলেজের লাইট - মাইটের দ্বারা দুর্বল সংস্কারকে সমাপ্ত করে শক্তি সম্পন্ন ভব জ্ঞানের দ্বারা নিজের দুর্বল সংস্কারকে তো জানা যায়, আর যখন এই বিষয়ের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তখন কিছু সময়ের জন্যে সেই সংস্কার ভিতরে চাপা পড়ে যায়, কিন্তু দুর্বল সংস্কার সমাপ্ত করার জন্যে লাইট আর মাইটের অতিরিক্ত ফোর্সের প্রয়োজন। এরজন্যে মাস্টার সর্বশক্তিমান, মাস্টার নলেজফুলের সঙ্গে চেকিং মাস্টার হও। জ্ঞানের দ্বারা নিজেকে শক্তিতে ভরপুর করে মনন শক্তিকে বৃদ্ধি করো, তাহলেই শক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে।

স্লোগান:- যেখানে সর্ব শক্তি থাকে, সেখানেই প্রসন্নতা।

"মিষ্টি বাচ্চারা — তোমাদের কাছে জ্ঞান রত্নের অফুরন্ত সম্পদ আছে, তোমরা তা দান কর, তোমাদের দরজা থেকে কারো ফিরে যাওয়া উচিত নয়"

*প্রশ্নঃ - — সর্ব সস্বন্ধের স্যাকারিন (মিষ্টি) বাবা তাঁর বাচ্চাদের কোন্ শ্রীমত দিয়ে থাকেন ?

*উত্তরঃ - — মিষ্টি বাচ্চারা — নিজের বুদ্ধিযোগ সবদিক থেকে সরিয়ে এনে এক আমাকেই স্মরণ কর। দুনিয়ার কোনো বস্তু, মিত্র, সম্পর্ক কেউ-ই যেন স্মরণে না আসে, কেননা এই সময় সবাই দুঃখ দেবে। বিশ্বের মালিক হতে গেলে অবশ্যই ৬৩ জন্মের হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে ফেলার জন্য পরিশ্রম (পুরুষার্থ) করতে হবে। সবকিছু ভুলে অশরীরী হও তবেই হিসেব-নিকেশ মিটবে, আমিই হলাম সর্ব সস্বন্ধের স্যাকারিন।

ওম্ শান্তি । বাপদাদা বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন কার স্মরণে বসেছ ? (শিববাবার) বলিষ্ঠ আওয়াজের সাথে বলা উচিত — শিববাবার স্মরণে বসেছি। তোমরা বাচ্চারা অর্থাৎ আত্মাদের সাথে শিববাবার কানেকশন আছে। তোমরা শিববাবার হও ব্রহ্মার দ্বারা, এনার মাধ্যমেই তোমরা শিববাবার সাথে মিলিত হও। এনাকে মাঝখানে দালালও বলা যেতে পারে। দালালের সাথে তোমাদের কোনো কানেকশন নেই। ইনি শুধুমাত্র একজন মাধ্যম। সবারই লেন-দেন সব শিব বাবার সাথে, এনার সাথে নয়। এনার লেন-দেনও বাবার সাথে। ইনিও বাবাকে বলেন - বাবা আমার যা কিছু সব তোমার। তোমাদের তো এখন দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে আমরা আত্মা আর দ্বিতীয় বিশ্বাস এটাই যে আমরা আত্মারা পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। মনসা-বাচা-কর্মণা, তন-মন-ধন সর্ব কিছু দিয়ে আমরা শিববাবার সহযোগী হয়েছি। সবকিছুই শিববাবার কাছে অর্পণ করেছি। শিববাবা তারপর ডিরেকশন দেন— এইভাবে-এইভাবে কর। একেই বলে শ্রীমত। বাবা স্বয়ং বলেন এই পুরানো শরীরে আমি প্রবেশ করি। এ'ও পতিত থেকে পাবন হচ্ছে। কে বলছেন এই কথা ? শিববাবা বলছেন। এ'ও পবিত্র হচ্ছে। এর সাথেও আমার হিসেব-নিকেশ আছে। আর কারো সাথে এর (ব্রহ্মা) হিসেব -নিকেশ নেই। তোমরা চিঠিও লিখে থাকো — শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা । কিন্তু মায়া এমনই যে নিরন্তর স্মরণে থাকতে দেয় না। প্রতি মূহুর্তে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে দেয়। এর উপরেই যদি তীর পুরুষার্থ কর তবে অন্য সবকিছুই ভুলে যাবে। শরীর ও ভুলে যাবে। এই শরীর তো থাকবে কিন্তু আত্মার এই শরীরের প্রতি ঘৃণা জন্মাবে। এমন অবস্থা প্রাপ্ত করার জন্য অভ্যাস করতে হবে। যাতে শেষে গিয়ে শরীরও স্মরণে না আসে। বাবা বলেন — নিজেকে অশরীরী মনে করে বাবাকে স্মরণ কর। আমি সবসময়ের জন্য অশরীরী, তোমরাও অশরীরী ছিলে, তারপর তোমরা শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করে আসছ। এখন আবারও তোমাদের ভূমিকা পালন করতে হবে, এটাই পুরুষার্থ। বিশ্বের মালিক হওয়া কিন্তু যেমন তেমন বিষয় নয়। মানুষই পারে বিশ্বের মালিক হতে। এই দেবতারাও মানুষ কিন্তু তারা দৈবীগুণ সম্পন্ন এইজন্যই তাদের দেবতা বলা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিলেন, তাদের নিজেদের সন্তান, তারাই ওদের মা-বাবা বলে মানে। কিন্তু আজকাল মানুষ অন্ধশ্রদ্ধায় এই লক্ষ্মী-নারায়ণকেই তুমিই মাতা, তুমিই পিতা..... বলে থাকে। বাস্তবে এই মহিমা শুধুমাত্র শিববাবার। দেবতাদের জন্য মহিমা করে বলা হয় সর্বগুণসম্পন্ন.... কিন্তু তাদের পূজা কেন করে, কারো জানা নেই। তোমরা এখন এমন মহিমা করে বলবে না যে, তুমিই মাতা, তুমিই পিতা..... তোমরা জান শিববাবা নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। তাঁর কাছ থেকেই অতীব সুখ পাওয়া যায়। বাদবাকি যা কিছু সম্পর্ক ইত্যাদি আছে সেখান থেকে দুঃখই পাওয়া যায়। ইনিই একমাত্র স্যাকারিন, যার কাছ থেকে সর্ব সস্বন্ধের অনুভব হয়ে থাকে। সেইজন্যই বাবা বলেন মামা, কাকা ইত্যাদি সম্পর্ক থেকে বুদ্ধিকে সরিয়ে নিয়ে মামেকম স্মরণ করো। তোমরা গেয়েও থাকো দুখ হর্তা, সুখ কর্তা সবার সন্নতি দাতা একজনই। তিনিই আমাদের সবকিছু। লৌকিক পিতার কাছ থেকেও দুঃখ পেতে হয়। একজনই টিচার যিনি কাউকেই দুঃখ দেন না। টিচারের কাছে তোমরা পঠন-পাঠন করে শরীরের জন্য জীবিকা নির্বাহ করে থাকো। এছাড়াও কিছু আছেন যারা নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষ করে তোলেন। কিন্তু সবই অল্প সময়ের জন্য। ভক্তিতেও এক রাম অথবা পরমপিতার মহিমা করে থাকে, তাঁকেই স্মরণ করে। বাস্তবেও ভক্তি একজনকেই করা উচিত। তিনি একজনই যিনি তোমাদের পূজ্য করে তোলেন। তোমরা সর্বপ্রথম এক শিববাবাকেই পূজা করে থাকো। তাকে সতোপ্রধান ভক্তি বলা হয়। তারপর আত্মা সতোপ্রধান থেকে সতো, রজো, তমোতে পরিণত হয়। তোমরা জেনেছ আমরাই পূজারী হই। তোমরা প্রথমে শিববাবাকেই পূজা কর তারপর কলা হ্রাস পেতে শুরু করে। ভক্তিও সতোপ্রধান থেকে সতো, রজো, তমো হয়ে যায়। সম্পূর্ণ ড্রামা তোমাদের কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে। নিজেরাই পূজ্য নিজেরাই পূজারী, যারা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে তাদের কাহিনী। তাদেরই বাবা বসে বোঝান — তোমরা ৮৪ জন্ম কিভাবে গ্রহণ করেছ। হিসেবও তাদের জন্যই, যারা

প্রথমে পূজ্য দেবী-দেবতা থেকে পূজারী হয়ে ওঠে। বাবা বলেন — আমি কল্পে-কল্পে এসে তোমাদের ঈশ্বরীয় জ্ঞান প্রদান করে দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি, রাজযোগ শিখিয়ে থাকি।

গীতায় ভুল করে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ লেখা হয়েছে। ভগবান একজনই হন। ভক্তি মার্গে ওরা বলে প্রতিটি নুড়ি পাথরে উনি আছেন কিংবা প্রতিটি কণায় আছেন, কিন্তু এমনটা তো হতে পারে না। ভগবানের মহিমা অপরিমেয়। ওরা বলে — হে পিতা তোমার মত অনন্য এর অর্থ হলো তোমরা তাঁর কাছ থেকে যে শ্রীমত পেয়ে থাকো তা সবকিছু থেকেই ভিন্ন। বাবাকে বলাই হয় গতি - সঙ্গতি দাতা পরমপিতা পরমাত্মা, সুতরাং বুদ্ধি উপরেই যায়। দুঃখের সময় তাঁর কথাই স্মরণে আসে। যদি রাম-সীতা বুদ্ধিতে থাকে তবে তো সম্পূর্ণ রামায়ণ বুদ্ধিতে এসে যাবে। তোমরা ডাক ঐ এক বাবাকে। এক বাবা ছাড়া কোনও দেহধারী মানুষ বা আকারী দেবতার প্রতি বুদ্ধি যুক্ত করা উচিত নয়। বাবাই হলেন পতিত-পাবন। যে কোনো সত্সঙ্গে গাওয়া হয় পতিত-পাবন সীতারাম, অর্থ কিছুই জানা নেই। এ'সবই হলো ভক্তি মার্গের গায়ন। সবাই এখন রাবণের জেলে। ভক্তি মার্গে অসংখ্য মানুষ ঘুরে বেড়ায়। এখানে ঘোরাঘুরির কোনও প্রশ্নই আসে না। বাবা বোঝান, পয়েন্টস গুলো বাচ্চাদের যথার্থ রীতিতে ধারণ করা উচিত। নিয়মিত ভাবে ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করা উচিত। যদি কোনো কারণে সকালে সেন্টারে আসতে না পার তবে দুপুরে আসা উচিত। কাউকে বিরক্ত করা উচিত নয়। যে কোনও একটা সময় এসে পড়াশোনা করতে হবে। এই বাচ্চারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সার্ভিস করে। সারাদিন সার্ভিস স্টেশন খোলা থাকে। যে কেউ আসুক না কেন, তাকে পথ বলে দিতে হবে। প্রথমেই বলতে হবে — তোমাদের দুই পিতা। দুঃখের সময় পারলৌকিক পিতাকেই স্মরণ করে তাইনা। শিববাবা বলেন, মামেকম স্মরণ করো। মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এখনই সেই মহাভারতের লড়াই। যদি লক্ষপতি, কোটিপতিরা বড়ো-বড়ো বাড়ি ইত্যাদি তৈরি করে থাকে, সে'সব কিছুই থাকবে না। সব ধ্বংস হয়ে যাবে। ওরা মনে করে কলিযুগের আয়ু লক্ষ বছরের। একেই বলে ঘোর অন্ধকার। কারো কাছে টাকা থাকলে বাবাকে জিজ্ঞাসা করে বাড়ি তৈরি করব ! বাবা বলেন তোমার কাছে পয়সা আছে তো বানাও, টাকা পয়সাও তো মাটিতে মিশে যাবে। এ'সবই অস্থায়ী। টাকা পয়সা ও চলে যাবে, কিছুই থাকবে না, সুতরাং বাড়ি তৈরি করে গীতা পাঠশালার ব্যবস্থা করতে পার। তোমার দরজায় যে কেউ-ই আসুক না কেন তাকে এমনই ভিক্ষা দিয়ে বিশ্বের মালিক করে তোল। তোমাদের কাছে অগাধ জ্ঞানের ধন আছে, যা কারো কাছেই নেই। তোমাদের মধ্যেও বিত্তবান সেই যার বুদ্ধি জ্ঞানের রত্নে পরিপূর্ণ। তোমাদের কাছে যারা আসবে তাদের ঝুলি পরিপূর্ণ করে দাও। তোমাদের কাছে অগাধ ধন আছে। শুধু একটা বোর্ড লাগিয়ে তার মধ্যে লেখ ভিতরে এসো আমরা তোমাদের স্বর্গের স্থায়ী সুখের উত্তরাধিকার দাবি করার পথ বলে দেব। তবে বাচ্চাদের এই ঈশ্বরীয় নেশা নেই। এখানে এলে নেশা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বাইরে যাওয়ার সাথে-সাথে ভুলে যায়। আগ্রহ থাকা উচিত। কেউ এলেই তাকে পথ বলে দাও যাতে বেড়া (কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া) পার হয়ে যায়। কোনো ভিখারি আসুক বা লক্ষপতি আসুক তাদেরও তোমরা রত্ন দ্বারা ভরপুর করে দিতে পার। বাবা তোমাদের ঈশ্বরীয় নেশা বৃদ্ধি করেন তারপর আবার সোড়া-ওয়াটার হয়ে যায়। বাবা অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দ্বারা তোমাদের ঝুলি ভর্তি করে দেন। কিন্তু নম্বরানুসারে। কারো ভাগ্যে থাকলে সম্পূর্ণ রীতিতে ধারণ করে থাকে। বাবা বলেন — নিরন্তর স্মরণে থাকতে চেষ্টা কর। এমন নয় যে সেন্টারে গিয়ে এক জায়গায় বসে থাকতে হবে। তা নয়, চলতে-ফিরতে যখনই সময় পাওয়া যায় বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এক হাতে কর্ম করতে হবে আর মন অর্থাৎ বুদ্ধি যেন বাবার সাথে জুড়ে থাকে। বাবার স্মরণে থাকলে তোমাদের প্রভূত কল্যাণ হবে। ২১ জন্মের জন্য সাহকার হয়ে যাবে। অসীম জগতের পিতা অসীম উত্তরাধিকার প্রদান করেন। ভারত স্বর্গ ছিল, এখন নরক হয়ে গেছে।

বাবা বলেন — আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের আত্মা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করলে ঈশ্বরীয় নেশা বৃদ্ধি পাবে। তোমাদের মতো ধনবান সৃষ্টিতে কেউ নেই। বাবাকে স্মরণ না করলে ধন কোথা থেকে আসবে। স্বর্গে বাচ্চারা তোমরা অপার সুখে থাকো। শাস্ত্রে কত গল্পকথা লিখেছে। গাওয়াও হয়ে থাকে রাম রাজা, রাম প্রজা...ধর্মের উপকার হয় এতে। তারপর আবার বলে রামের সীতাকে হরণ করা হয়েছে, বানর সেনা নেওয়া হয়েছে....আগে এই কাহিনী নিজেরাও পড়তে কিন্তু বুঝতে না। এখন কত বিচক্ষণতার সাথে বুঝতে পেরেছ। কত চমকপ্রদ বিষয়। বাবা বলেন — আমাকে প্রকৃতির আধার নিতে হয়। ত্রিমূর্তিতেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে দেখানো হয়। কিন্তু জানে না কে এই বিষ্ণু, কোথায় তাঁর নিবাস। বিষ্ণু মন্দিরকে নর-নারায়ণের মন্দির বলে থাকে। অর্থ কিছুই জানে না। বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ, যারা সত্যযুগে রাজত্ব করত। এখন তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছ। কেউ আসলে তাদের বল এরা ব্রহ্মাকুমার-কুমার-কুমারী। সুতরাং প্রজাপিতা ব্রহ্মা সবার পিতা। অসংখ্য প্রজা তাঁর। নাম তো শুনেছ না ! ভগবান ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করেন। বাবা নিশ্চয়ই তাঁর বাচ্চাদের উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন তাইনা। বাচ্চারা তিনি তোমাদের বিশ্বের মালিক করে তোলেন। তোমরা শিববাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ কর। এক হলেন লৌকিক পিতা, দ্বিতীয়

জন পারলৌকিক পিতা। এখন তোমরা অলৌকিক পিতাকে পেয়েছ।

ইনি (ব্রহ্মা বাবা) তো জহরী ছিলেন, কিছুই জানতেন না। এনার জন্য বলা হয় অনেক জন্মের পর অন্তিম জন্মেরও শেষে এনার মধ্যে প্রবেশ করি। বাণপ্রস্থে যাওয়ার রীতিও ভারতে আছে। ৬০ বছরের পর গুরুর কাছে চলে যায়। বাবাও এনার মধ্যে প্রবেশ করে বলেন এবার তোমাকে ঘরে ফিরতে হবে। মুক্তি সবাই চায় কিন্তু মুক্তি কি কেউ-ই জানে না। ব্রহ্মতে লীন কেউ হতে পারে না। এই সৃষ্টি চক্র ঘুরতেই থাকে, সবাইকেই ভূমিকা পালন করতে হবে। বলাও হয়ে থাকে ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী রিপট হবে। এই অনাদি ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত। ৮৪ জন্মের ভূমিকা তোমাদের পালন করতেই হবে। এ'হলো জ্ঞানের নৃত্য। ভক্তি মার্গে ডমরু দেখিয়েছে। সূক্ষ্মবতন বাসী শঙ্কর ডমরু কিভাবে বাজাবে।

বাবা বুঝিয়েছেন — তোমরা বানরের মতোই ছিলে। সুতরাং তিনি তোমাদের বানর সেনাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাবা তোমাদের সামনে জ্ঞানের ডমরু বাজিয়ে চলেছেন। তোমাদের জ্ঞান প্রদান করছেন। এখন তোমাদের চেহারা আর আচরণ দুই-ই পরিবর্তন হচ্ছে। কাম চিতায় বসে তোমরা কালো হয়ে গেছ। বাবা তোমাদের জ্ঞান চিতায় বসিয়ে চেহারা আর আচরণ দুইয়েরই পরিবর্তন ঘটিয়ে শ্যাম থেকে সুন্দর করে তুলছেন। বাবা কতভাবে ঈশ্বরীয় নেশা বৃদ্ধি করিয়ে থাকেন তারপরও নেশা কেন হারিয়ে যায়! আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবা যে অফুরন্ত জ্ঞানের ধন তোমাদের প্রদান করেছেন, তাকে ধারণ করে নিজেকে বিত্তবান করে তুলতে হবে এবং সবাইকে দানও করতে হবে। যেই আসুক না কেন তারই ঝুলি পরিপূর্ণ করে দিতে হবে।

২) বাবার স্মরণেই কল্যাণ হবে, সেইজন্য চলতে -ফিরতে যতটুকু সম্ভব বাবার স্মরণে থাকতে হবে। সর্ব সম্বন্ধের অনুভব এক বাবার কাছ থেকেই নিতে হবে।

বরদানঃ-

সম্পূর্ণ বৃক্ষের নলেজকে স্মৃতিতে রেখে তপস্যারত হয়ে প্রকৃত সত্য তপস্বী বা সেবাধারী ভব ভক্তি মার্গে দেখানো হয় বৃক্ষের নীচে বসে তপস্বী তপস্যা করছে। এর মধ্যেও রহস্য আছে। বাচ্চারা তোমাদের নিবাস এই সৃষ্টি রূপী কল্প বৃক্ষের শিকড়ে। বৃক্ষের নীচে বসলে সম্পূর্ণ বৃক্ষের নলেজ বুদ্ধিতে স্বাভাবিক ভাবেই থেকে যায়। সুতরাং সম্পূর্ণ বৃক্ষের নলেজ স্মৃতিতে রেখে সাক্ষী হয়ে এই বৃক্ষকে দেখো। তবেই এই নেশা, খুশি দেবে আর এর মাধ্যমে আত্মা রূপী ব্যাটারিও চার্জ হয়ে যাবে। তারপর সেবা করতে -করতেও তপস্যা সাথে-সাথে থাকবে।

স্নোগানঃ-

শরীরের অসুস্থতা তেমন কিছু বড় নয় কিন্তু মন যেন কখনও অসুস্থ না হয়।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা পারলৌকিক পিতাকে যথার্থ রূপে জানো, সেইজন্য তোমাদেরকেই সত্যিকারের প্রীত বুদ্ধি বা আস্তিক বলা হবে”

*প্রশ্নঃ - বাবার কোন্ কর্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনি হলেন ভক্তদের রক্ষক?

উত্তরঃ - সব ভক্তদের রাবণের জেল থেকে ছাড়ানো, ইনসলভেন্ট (ভিকারী) থেকে সলভেন্ট (সমৃদ্ধশালী) করে তোলা, এইটা হলো একমাত্র বাবার কর্তব্য। যারা পুরানো ভক্ত, তাদের ব্রাহ্মণ তৈরী করে দেবতায় পরিণত করা-- এইটাই হলো ঔনার রক্ষা করা। ভক্তের রক্ষক এসেছেন-- নিজের সকল ভক্তদের মুক্তি-জীবনমুক্তি প্রদান করতে।

*গীতঃ- ভোলানাথের থেকে অনুপম আর কেউ নেই....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এইটা কার মহিমা শুনলো? বলা হয়ে থাকে উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ ভগবান, আর ভগবানকেই বাবা বলা হয়। তিনিই হলেন এই সমগ্র রচনার রচয়িতা। যেমন লৌকিক বাবাও হলেন রচয়িতা- নিজের রচনার। প্রথমে কুমারীকে নিজের স্ত্রী করে আর তারপর তাকে দিয়ে নিজের রচনাকে রচিত করে। ৫ - ৭টি বাচ্চার জন্ম দেয়। তাদেরকে বলা হবে রচনা। বাবা হয়ে দাঁড়ালেন রচয়িতা। তিনি হলেন পার্থিব জগতের রচয়িতা। বাচ্চারা এইটাও জানে যে রচনার রচয়িতা বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। মানুষের তো দুইজন বাবা হয়ই। এক লৌকিক, দুই পারলৌকিক। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে জ্ঞান আর ভক্তি হলো পৃথক, এরপর বৈরাগ্য। এই সময় তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা সঙ্গমে বসে আছো আর বাকি সবাই কলিযুগে বসে আছেন। সবাই তো হলো বাচ্চা কিন্তু তোমরা অসীম জগতের বাবাকে জেনেছো, যিনি হলেন সমগ্র রচনার রচয়িতা। লৌকিক বাবা থাকা সত্ত্বেও সেই পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করে। সত্যযুগে লৌকিক বাবা থাকলেও পারলৌকিক বাবাকে কেউ স্মরণ করে না কারণ হলোই সুখধাম। সেই পারলৌকিক বাবাকে দুঃখে স্মরণ করে। এখানে অধ্যয়ন করানো হয়, মানুষের বোধ জাগৃত করা হয়। ভক্তি মার্গে মানুষ বাবাকেও জানে না। বলেও যে পরমপিতা পরমাত্মা, হে গড ফাদার, হে দুঃখ হরণকারী, সুখ দাতা। তবুও বলে দেয় সর্বব্যাপী। পাথরে, কণায়-কণায়, কুকুর, বিড়াল সবার মধ্যে আছে। পরমাত্মা বাবাকে গালি দিতে লেগে যায়। তোমরা বাবার হয়েছো, তাই তোমরা হয়ে গিয়েছো আস্তিক। বাবার সাথে তোমাদের হল প্রীত বুদ্ধি। এছাড়া বাবার সাথে সবার হলো বিপরীত বুদ্ধি। এখন তোমরা জানো যে মহাভারী লড়াইও সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। পুরানো দুনিয়ার বিনাশের জন্য প্রতি ৫ হাজার বছর পরে কলিযুগী পতিত দুনিয়া সম্পূর্ণ হয়ে আবার সত্যযুগী পবিত্র দুনিয়া স্থাপন হয়, বাবার দ্বারা। যাকেই স্মরণ করতে হয়-- হে পতিত পাবন এসো। হে মাঝি (অর্থাৎ পারাপার করাতে সক্ষম যিনি) আমাদের এই বিষয় সাগর থেকে বের করে ক্ষীরসাগরে নিয়ে যাও। গান্ধীজীও গাইতেন-- পতিত- পাবন সীতারাম-- হে রাম সব সীতাদেরকে পবিত্র করে তোলো। তোমরা সবাই হলে এক-একজন সীতা, ভক্ত গণ। তিনি হলেন ভগবান, সকলে ঔনাকে ডাকে। তিনি তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র করে তুলছেন। তোমাদের কোথাওই ধাক্কা খাওয়ান না। এইরকম বলেন না যে তীর্থে যাও, কুম্ভ-মেলাতে যাও। না, এই সব নদী কোনো পতিত-পাবনী না। পতিত- পাবন হলেন এক জ্ঞানের সাগর। সাগর বা নদীকে কেউ স্মরণ করে না। ডাকে বাবাকে, হে পতিত-পাবন বাবা আমাদের পবিত্র করো। এছাড়া জলের নদী গুলি তো সমগ্র দুনিয়াতে আছে, সেই সব কি আর পতিত-পাবনী! পতিত-পাবন একমাত্র বাবাকেই বলা হয়। তিনি যখন আসবেন তখন এসে পবিত্র করবেন। ভারতের মহিমা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারত হলো সব ধর্মের তীর্থ স্থান। শিব-জয়ন্তীও এখানে পালিত হয়ে থাকে। সত্যযুগ তো হলো পবিত্র দুনিয়া, সেখানে দেবী-দেবতারা থাকেন। দেবতাদের মহিমার সুখ্যাতি করা হয়, সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ-- চন্দ্রবংশীদের ১৪ কলা বলা হবে। তারপর সিঁড়ি নীচে নামতে থাকে। বাবা এসে সেকেন্ডে সিঁড়িতে উঠিয়ে শান্তিধাম-সুখধামে নিয়ে যান। তারপর ৮৪ জন্মের চক্রে আবর্তিত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামে। ৮৪ জন্ম কেউ তো নিয়ে থাকবে। মুখ্য হলো সর্বশাস্ত্রময়ী শিরোমণি গীতা, শ্রীমত ভাগবত মানে ভগবানের গাওয়া। কিন্তু ভগবান কাকে বলা হয়- এইটা পতিত মানুষ জানে না। পতিত-পাবন সকলের সন্নতি দাতা হলেন এক নিরাকার শিবই, কিন্তু তিনি কখন আসেন, এইটা কেউ জানে না। বাবা নিজেই এসে নিজের পরিচয় দেন। এখন দেখো এই বালক- বালিকা দুইজন বাবা বলে। গাওয়াও হয় তুমি মাতা-পিতা-- তোমাদের এই রাজযোগ শেখার ফলে গহন সুখ প্রাপ্ত হয়। তোমরা এখানে এসেই থাকো অসীম জগতের পিতার থেকে স্বর্গের ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য। এখন শিব জয়ন্তীও ভারতেই পালন করা হয়। রাবণও ভারতেই দেখানো হয়। কিন্তু অর্থ কিছুই জানে না। শিব হলেন আমাদের অসীম জগতের পিতা, এইটা

একজনও জানে না, শুধুমাত্র শিবের পূজা করতে থাকে। যখন সমগ্র বৃক্ষ (সৃষ্টির) তমোপ্রধান হয়ে যায় তখন বাবা আসেন। নূতন দুনিয়াতে ভারত স্বর্গ ছিলো। ভারতেই সত্যযুগ ছিলো। ভারতেই এখন হলো কলিযুগ।

বাবা বোঝান সর্বপ্রথম তোমরা স্বর্গের মালিক ছিলে। এখন তোমরা ৮৪ জন্ম ভোগ করে নরকবাসী হয়েছ। এখন আমি তোমাদের রাজযোগের শিক্ষা দিয়ে মানুষ থেকে দেবতা, পতিত থেকে পবিত্র তৈরী করছি। ভক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মার রাত। জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মার দিন। তোমরা অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা দিনে যাও। এই পুরানো দুনিয়াতে এখন আগুন লাগবে, সেই মতো মহাভারত লড়াই এর পরেই ভারত স্বর্গে রূপান্তরিত হয়ে যায়। অনেক ধর্ম বিনাশ হয়ে এক ধর্মের স্থাপন হয়। বাম্ভারা, তোমরা বাবার সহযোগী হয়ে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছো। তোমরা স্বর্গের মালিক হওয়ার যোগ্য হয়ে গেলে তখন আবার বিনাশ শুরু হয়ে যাবে। এই হলো শিববাবার জ্ঞান যন্তু আবার শিব বলো বা রুদ্র বলো। কৃষ্ণ জ্ঞান যন্তু কখনো বলা হয় না। সত্যযুগ ত্রেতাতে যন্তু হয় না। যন্তু তখন রচনা করা হয় যখন উপদ্রব হয়। চাল-ডাল না হলে বা লড়াই শুরু হলে তো যন্তু রচনা হবে শান্তির জন্য। বাম্ভারা তোমরা জানো যে-- বিনাশ না হলে তো ভারত স্বর্গ হতে পারবে না। ভারত মাতা শিব শক্তি সেনা গাওয়া হয়েছে। বন্দনা পবিত্রতারই করা হয়। তোমাদের অর্থাৎ মাতাদের বন্দেমাতরম্ বলা হয়, কারণ তোমরা শ্রীমত অনুযায়ী ভারতকে স্বর্গ তৈরী করেছো। এখন বাবা বলেন মৃত্যু তো সকলের মাথার উপর দন্ডায়মান, সেইজন্য এক জন্ম পবিত্র হও আর বাবাকে স্মরণ করো- তবে তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এখন তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে আবার দেবতা হবে, এইটা কোনো নূতন ব্যাপার নয়। কল্প-কল্প প্রতি ৫ হাজার বছর পরে এই চক্র আবর্তিত হতে থাকে। নরক থেকে স্বর্গ তৈরী হয়। পতিত দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু কর্ম করে সেইটা বিকর্মই হয়ে যায়। বাবা বলেন - ৫ হাজার বছর পূর্বেও তোমাদের কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি বুঝিয়েছিলাম। এখন আবার তোমাদের বোঝাচ্ছি। আমি হলাম পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার, তোমাদের বাবা। এই শরীর, যার আধার আমি নিয়েছি, ইনি কোনো ভগবান না। মানুষকে দেবতাও বলা যায় না। বাবা বোঝান তোমরা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করতে-করতে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে থেকেছো, উপরে কেউ যেতে পারে না। সবাই পতিত হওয়ার রাস্তাই বলে দেয়, নিজেরাও পতিত হতে থাকে। তাই বাবা বলেন তাদেরও উদ্ধার করতে আমাকে আসতে হয়। এই হলো রাবণ রাজ্য। তোমরা এখন রাবণ রাজ্য থেকে বেরিয়ে এসেছো। ধীরে ধীরে সকলে জানতে পারবে। ব্রাহ্মণ না হলে শিববাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে পারবে না। বাবা হলোই দুইজন। এক নিরাকারী বাবা, এক সাকার বাবা। উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় এক সাকার বাবার থেকে সাকার বাম্ভাদের আর তারপর নিরাকার অসীম জগতের পিতার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় নিরাকারী আত্মাদের। এখন তোমরা অর্থাৎ বাম্ভারা জানো যে-- মিষ্টি-মিষ্টি শিববাবার থেকে আমরা ২১ জন্মের জন্য সুখধামের উত্তরাধিকার নিতে এসেছি। বিশ্বের মালিক হচ্ছি যোগবলের দ্বারা। কোনো হাতিয়ার ইত্যাদি নেই। তাই বাবার সাথে যোগ যুক্ত হয়ে বিকর্ম বিনাশ করে বিষ্ণুপুরীর মালিক হই। এখন অমরলোকে যাওয়ার জন্য অমর কথা শুনছি। দুঃখের নামটুকুও নেই। বাম্ভারা, তোমরা এসেছো শ্রীমত অনুযায়ী চলে অসীম জগতের বাবার থেকে শ্রেষ্ঠতম দেবী-দেবতা হতে। এইটা কোনো শাস্ত্রের জ্ঞান না। দেখানো হয় বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা বের হয়েছেন। তার হাতে আবার শাস্ত্র দিয়ে দেয়। বাবা বলেন- ব্রহ্মা দ্বারা আমি তোমাদের সমগ্র রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শোনাচ্ছি। আমিই হলাম জ্ঞানের সাগর। গাওয়াও হয় - জ্ঞান সূর্য প্রকাশিত হল, অজ্ঞান তিমির বিনাশ। সত্যযুগে অজ্ঞান হয় না।

সেই সত্যভূমি যখন ছিলো তখন ভারত হীরে তুল্য ছিলো, হীরে-জহরতের মহল তৈরী হতো। এখন তো মানুষের সম্পূর্ণ থাওয়ার জন্যও নেই। ইনসলবেন্ট বিশ্বকে আবার সলবেন্ট কে করবে! এইটা বাবারই কাজ। বাবার তো চিন্তা হয়। বলে যে তোমাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছি। নর কে নারায়ণ, নারীকে লক্ষ্মী করে তুলি। ভক্তের রক্ষক হলেন একমাত্র বাবা। তোমাদের রাবণের জেল থেকে মুক্ত করে সুখধামে নিয়ে যাই। সমগ্র দুনিয়াতে যারা ব্রাহ্মণ হবে তারাই দেবতা হবে। ব্রহ্মার নামও সুখ্যাত-- প্রজাপিতা ব্রহ্মা। তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা হলে সবচেয়ে উচ্চতম, তোমরা ভারতের সত্যিকারের আত্মিক সেবা করতে থাকো। বাবার স্মরণেই বিকর্ম বিনাশ হবে। স্বর্গকারেরা জানে যে-- সত্যিকারের সোনা, নকল সোনা কি করে তৈরী হয়। ওর মধ্যে রূপা-তামা-লোহা চলে। তোমরাও প্রথমে সতোপ্রধান ছিলে-- এরপর তোমাদের মধ্যে খাদ পরে, তমোপ্রধান হয়ে রয়েছে। এখন আবার সতোপ্রধান হতে হবে, তাহলে সত্যযুগে যেতে পারবে। বাবা বলেন-- কোনো দেহধারীকেই স্মরণ করো না। গার্হস্থ্য জীবনে থেকে এক বাবা ব্যতীত আর কাউকে স্মরণ না করলে তোমরা স্বর্গপুরীর মালিক হয়ে যাবে। স্বর্গ অথবা বিষ্ণুপুরী ছিলো, এখন হলো রাবণপুরী। আবার অবশ্যই বিষ্ণুপুরী হবে। সাধু-সন্ত ইত্যাদি সকলের উদ্ধার করতে এসেছি, তাই তো বলা হয় - যদা যদা হি ধর্মস্য... এইটা ভারতেরই কথা। সকলের সদ্গতি দাতা হলাম একমাত্র আমি এক বাবা, শিব। শিব, রুদ্র সব ওঁনারই নাম, অনেক নাম রেখে দিয়েছে। বাবা বলেন- আমার আসল নাম তো হলো একই শিব। আমি হলাম শিব, তোমরা হলে শালিগ্রাম বাম্ভারা। তোমরা অর্ধ-কল্প দেহ- অভিমানী

থেকেছো। এখন দেহী- অভিমানী হও। এক বাবাকে জানলে বাবার দ্বারা তোমরা সব কিছু জেনে যাও। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর দেবতা হতে হবে। সমগ্র বিশ্বের জন্য সত্যিকারের আত্মিক সেবা করতে হবে। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনাতে সম্পূর্ণরূপে বাবার সহায়ক হতে হবে।

২) আত্মাকে সত্যিকারের সোনা বানানোর জন্য এক বাবাকে ছাড়া কোনও দেহধারীকে স্মরণ করবে না। পারলৌকিক বাবার সাথে সত্যিকারের প্রীতি রাখতে হবে।

বরদানঃ:- অন্তর্মুখী হয়ে নিজের সময় আর সংকল্পকে বাঁচিয়ে বিদ্বজীৎ ভব যখন কোনও নতুন শক্তিশালী কিছু আবিষ্কার করে তখন আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে যায়। তোমরাও যত অন্তর্মুখী অর্থাৎ আন্ডারগ্রাউন্ড থাকবে, ততই বায়ুমন্ডল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে, মননশক্তি বৃদ্ধি হবে আর মায়ার বিদ্ব থেকেও নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারবে। বাহিরমুখী হওয়ার সময়েও অন্তর্মুখী, হর্ষিতমুখ, আকর্ষণমূর্তি থাকো। কর্ম করার সময়েও এইরকম অভ্যাস করো তাহলে সময়ও অনেক বেচে যাবে আর সফলতাও অধিক অনুভব করবে।

স্লোগানঃ:- অসুখ-বিসুখ হলে ঘাবড়ে যেওনা, তাকে ঔষধ রূপী ফুট খাইয়ে বিদায় দাও।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য - “মানুষ সাক্ষাৎকারে কীভাবে যায় ?”

এই যে সাক্ষাৎকারে যায়, তো এর ফিলোসোফিও অত্যন্ত সূক্ষ্ম। অন্তঃবাহক শরীরের দ্বারা সেখান থেকে ঘুরে আসে। যেরকম কেউ বাহিরে ঘুরতে যায়, সেইরকম। এমন ভাবে তো ঘুরতে বেড়াতে যাবে না যে মরে গেল (আর যেন ফিরবে না), ফিরে তো আসবে, তাই না ! তো এক্ষেত্রেও আত্মা এই শরীর থেকে বেরিয়ে অন্তঃবাহক শরীরের দ্বারা ঘুরতে যায়, অল্প সময়ের জন্য এনার আত্মা উড়ন্ত বিহঙ্গ হয়, এটাও হল পরমাত্মার কাজ, যিনি সেই আত্মাকে নিয়ে গিয়ে দিব্য দৃষ্টির দ্বারা তাকে সাক্ষাৎকার করান। যেরকম রাতে আমরা যখন শরীর থেকে পৃথক আত্মা হয়ে সুখ-পথ অথবা স্বপ্নের অবস্থায় চলে যাই, তখন সেইসময় শরীর শান্ত থাকে, তখন দেহ আর দেহের ধর্মকে ভুলে যাই কিন্তু এইরকম নয় যে কোনও শরীর মারা গেল ! পুনরায় যখন জাগরিত অবস্থায় আসে, তখন সেই রাতের স্বপ্নের অবস্থা বর্ণনা করে শোনায়ে! সেইরকম পরমাত্মার সাথে যোগ লাগানোর ফলে পরমাত্মা পুনরায় দিব্য দৃষ্টির দ্বারা আত্মাকে বেড়াতে নিয়ে যান। তারপর যখন ধ্যান থেকে ওঠে, তখন সে যে সাক্ষাৎকার করে আসে, সেটাই পুনরায় বর্ণনা করে শোনায়ে যে আমি এটা দেখে এসেছি। তো সেই স্বপ্ন রজোগুণ বা তমোগুণও হয়ে থাকে, আর এই ধ্যান হল সতোগুণী অবস্থা। তাই ধ্যান করার সময় শরীর মারা যায় না, শরীরের বোধ লুপ্ত হয়ে যায়। যেরকম ক্লোরোফর্ম দেওয়ার পর শরীরের বোধ ভুলে যায়, দেখো, ডাক্তার যখন কোনও অঙ্গকে ডেড (অবশ) করে দেয় তখন ইনজেকশন লাগিয়ে ডেড করে দেয় কিন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয় তো সচল থাকে, তো ধ্যানও এইরকম যে আত্মা উড়ে গিয়ে কোনও জায়গা পরিদর্শন করে আসে, কিন্তু শরীর মারা যায় না, এখন এই দড়ি টানার স্মৃতিও পরমাত্মার মধ্যেই আছে, কোনও মনুষ্য আত্মাতে নেই। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সেবা করতে, তোমরাও বাবার সমান হয়ে সকলের সেবা করো"

*প্রশ্নঃ - ব্রহ্মা বাবার এমন কোন চিন্তন চলে, যার জন্য শিববাবা বলেন ওয়েট অ্যান্ড সী, চিন্তা ক'রো না ?

*উত্তরঃ - বাবার চিন্তন চলে, সময় খুবই কমে যেতে থাকছে, বাচ্চাদের অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন নিতে বাবার কাছে আসতেই হবে, এতো সংখ্যক বাচ্চা কোথায় এসে থাকবে? কতো বাড়ী তৈরী করতে হবে। শিববাবা বলেন ওয়েট অ্যান্ড সী। পূর্ব কল্পে যেমন এসে থাকতো সেইরকমই থাকবে। তুমি চিন্তা ক'রো না, তুমি পড়াশুনা করতে থাকো, মন্বনাভব। তোমাকে কর্মরত হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে।

*গীতঃ- তোমায় পেয়ে পেয়েছি যে সারা জগৎ, জগতই বা বলি কেন করতলে যে আকাশও....

"তুমিহে পাকে হামনে জঁহা পা লিয়া---

ওম্ শান্তি । বাবাও বলেন বাচ্চারা ওম্ শান্তি । আর কি বলবেন! বাচ্চাদের বলেন--ওম্ শান্তি, তত্বম্। হে বাচ্চারা তোমরাও হলে শান্ত স্বরূপ। তোমরাও হলে মাস্টার পতিত-পাবন। এইরকম আর কেউ বলতে পারবে না। বলা হয় - যেমন কাক তার তেমন বাচ্চা। বাচ্চারা, তোমরাও জানো যে যেমন বাবা তেমনই আমরা। বাবা বলেন আমি হলাম জ্ঞানের সাগর। বাচ্চারা, তোমরাও মনে করো আমরা হলাম মাস্টার জ্ঞান সাগর, যদি নদীও হয়। সাগরের বাচ্চা-কাচ্চাও তো হয় ! বড়-বড় অনেক নদীও আছে। বড়-বড় পুকুর সরোবরও আছে। সেই সব হল জড়, তোমরা হলে চৈতন্য। সাগর থেকেই নির্গত হও। কোনো কোনো বাচ্চা আবার এ'কথাটাও বোঝে না, কারণ অনেক কন্যা তো লেখাপড়াও জানে না। বাবা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন-- চিনি কিসের থেকে তৈরী হয়? গুড় কিসের থেকে তৈরী হয়? তখন বলেছিলো লাল আখ থেকে গুড় হয়, সাদা আখ থেকে চিনি তৈরী হয়। বেচারী তো পড়াশুনা করা না। এখন তোমাদের কতো বড় ব্যাপার বোঝানো হয়। জলের সাগর থেকে জলেরই নদী বের হয়। মানুষের জনসংখ্যা তো ক্রমশ বাড়তেই থাকছে, তাই জলও অনেক চাই। কতো ক্যানেলস্ (খাল) ইত্যাদি তৈরী করতে থাকে। তাই বাচ্চারা, তোমাদের উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে এই ভাবনা রাখতে হবে যে আমরা এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানাই। গানেও বলা হয় বাবা আমরা আপনার থেকে বিশ্বের বাদশাহীর উত্তরাধিকার গ্রহণ করি। এ আমাদের থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। ২১ জন্ম এই রাজত্ব স্থির থাকবে। অসীম জগতের পিতা এসে অসীম জগতের রাজ্য-ভাগ্য প্রদান করেন। রাজ্য-ভাগ্য চালানোর যোগ্য করে তোলেন, পবিত্র করেন। ডাকেও হে পতিত-পাবন এসো। এইরকম কোনো কৃষ্ণকে ডাকে না। নিরাকার ভগবানকে ডাকে। যখন বলে, হে পতিত-পাবন, তখন কৃষ্ণ বুদ্ধিতে স্মরণ হয় না, পরমাত্মাকে স্মরণ হয়। বাবা এসে প্রতিটি কথা বোঝান। বাচ্চারা, তোমরা এখন সম্মুখে বসে আছো। ইনি কোনো সাধু-সন্ত নন। তোমরা জানো নিরাকার শিববাবা এই ব্রহ্মা তনে প্রবেশ করে আমাদের পড়ান। গায়নও আছে- পরমপিতা পরমাত্মা, ব্রহ্মা তনের দ্বারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন। বিনাশ, স্থাপনার পরেই হয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে পুরানো দুনিয়াতে তিনি আসেন।

ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা নূতন দুনিয়ার, শঙ্করের দ্বারা অনেক ধর্মের বিনাশ করান। সত্যযুগে এক ধর্ম ছিলো, এখন তো অনেক ধর্ম আছে। এক ধর্মের দেবী-দেবতাদের নিদর্শন হলো চক্র ইত্যাদি। এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে বলা হয় বিশ্বের মালিক। স্বর্গের মালিক যে সে-ই হয়ে যায় বিশ্বের মালিক । বাচ্চারা, এই কথা এখন তোমাদের বুদ্ধিতে বসেছে। বাবা বলেন- বাচ্চারা, মন্বনাভব। এই বাচ্চাদের ক্ষণে-ক্ষণে সতর্কতা প্রাপ্ত হয়। বাবাকে আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। এইটা ভুলো না। অন্য পয়েন্টস ভুলে গেলেও, এইটা কিন্তু মুখ্য । একমাত্র বাবা হলেন পতিত-পাবন। এই যুক্তি বলেন পবিত্র হওয়ার। বাবা বলেন, তোমরা সতাপ্রধান ছিলে। এখন তমোপ্রধান পতিত হয়ে গিয়েছে। ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করেছে। এখন তোমাদের আবার সতাপ্রধান হতে হবে। সতাপ্রধান হলে তবেই তোমরা পবিত্র দুনিয়াতে যেতে পারবে। নিরাকারী দুনিয়াও হলো পবিত্র, সাকারী দুনিয়াও হলো পবিত্র। অপবিত্র পতিত দুনিয়া হলো এইটা। আত্মাও তমোপ্রধান তো শরীরও হলো তমোপ্রধান। এ তো হলো সৃষ্টি রূপী নাটক, এর মধ্যে ব্রহ্মান্ড আর সৃষ্টির নাটকও এসে যায়। সৃষ্টি চক্র এখানে আবর্তিত হয়। সত্যযুগ - ত্রেতা হলো এইখানে। এইটা কোনো সূক্ষ্মবতন বা মূলবতনে হয় না। এইটা এইখানেই। একে মনুষ্য সৃষ্টি বলা হয় । সেটা হলো আত্মাদের নিরাকারী দুনিয়া। সেটা হল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের আকারী দুনিয়া। এই

সাকারী সৃষ্টি হলো কতো বড়। সত্যযুগে সৃষ্টি কতো ছোটো হয়। সেখানে হলোই এক ধর্ম। এছাড়া মানুষ যে বলে ওখানেও দৈন্য ইত্যাদি ছিলো, এই সব হলো মিথ্যা।

তোমরা বুঝতে পারো যে নূতন দুনিয়ার স্থাপনা, পুরানো দুনিয়ার বিনাশ গাওয়া হয়েছে। সকলের বিনাশ হবে আর সত্যযুগ হেভেনের স্থাপনা হবে। তোমরাও বাবার সাথে সেবা করছো। বাবাও এসে থাকেন বাচ্চাদের সেবা করতে। ইনি হলেন অসীম জগতের বাবা। দেখেন যে আমার বাচ্চারা খুবই দুঃখী, তখন অবশ্যই করুণা হয়। তিনি হলেনই করুণাময় পিতা। এখন তো সমগ্র দুনিয়াতে হলো অশান্তি। এক বাবা ব্যাভীত আর কেউ শান্তি দিতে পারবে না। হঠাৎযোগীও অসংখ্য আছে। আত্মার বিষয়ে বলে দেয় আত্মা হল নির্লিপ্ত। মানুষকে উল্টো কথা শুনিয়ে থাকে। বাস্তবে আত্মার শুদ্ধিকরণ দরকার। আত্মাতেই খাদ পড়েছে এটা কারোরই জানা নেই। এদিকে বলেও এ হলো পাপ আত্মা। অনেক পাপ করে। ইনি হলেন মহাত্মা, পুণ্যাত্মা। সন্ত্যাসীদের জন্য বলবে পবিত্র আত্মা- কারণ সন্ত্যাস করেছে। এখন বাবা বোঝান- আত্মাকে পবিত্র করতে পারেন একমাত্র পরমাত্মা পিতা, তিনি ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। এখন চারাগাছ লাগছে। ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি হতে থাকবে। এখানে তো ছোটো- ছোটো মঠ, পথ, ধর্ম সম্প্রদায় ইত্যাদি শাখা-প্রশাখা আছে। এতে কি আর কোনো পরিশ্রম লাগে? সেখানে অনেক ধরনের মন্ত্র দেয়। তোমাদের এটাও হলো বশীকরণ মন্ত্র, যার দ্বারা তোমরা ৫ বিকারের উপর বিজয় প্রাপ্ত করো। রাম-রাম মন্ত্র জপ করে, এতে তো লাভ কিছু নেই। এখানে তো বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের পাপা বিনাশ হয়ে যাবে। তোমরা পবিত্র আত্মা হয়ে যাবে। স্মরণকেই যোগ বলা হয়। ভারতের প্রাচীন যোগ খুবই সুখ্যাত। এই যোগের দ্বারাই তোমরা বিশ্বের উপর বিজয় প্রাপ্ত করো। ভারতের রাজযোগের খুবই নাম। কিন্তু সেই রাজযোগ বাবা ব্যাভীত আর কেউ শেখাতে পারে না। তোমরা হলে ব্রহ্মা কুমার-কুমারীর। বি.কে তো এখানেই হবে, তাইনা! প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চারা তো অবশ্যই ব্রহ্মার সাথে থাকবে। ব্রাহ্মণ কুলও অবশ্যই দরকার। একে বলা হয়-- সর্বোত্তম, উচ্চ থেকেও উচ্চতম ব্রাহ্মণ কুল। এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, এরপর পরিবর্তিত হবে। ডিগবাজি খায় যে না। শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছে, এরপর দেবতা, ঋত্বিয়-- তাই এখন বাবা বোঝান হে মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা-- খুবই কম কথা, বাবার স্মরণে থাকো। এইটাও তো বুদ্ধিতে আছে -- বাবা আমাদের ৮৪ জন্মের রহস্য বলছেন। ৮৪ লক্ষ অথবা ৮৪ জন্মের হিসাব তো চাই যে না। কারোর তো জানা নেই। ৮৪ লক্ষের তো হিসাব কেউ বলতে পারে না। মানুষ ৮৪ জন্মের চক্র আবর্তন করে। আত্মারা উপর থেকে আসে ভূমিকা পালন করতে। সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত আসতেই থাকে। প্রত্যেকে নিজের নিজের ভূমিকা পালন করতে থাকে। এই কথা মানুষ মাত্রই জানে না। একমাত্র বাবা জানতে পারেন। মানুষকে কখনো পরমপিতা, গড ফাদার বলা যায় না। গড ফাদার বললে আবার নিরাকার শিবের দিকে বুদ্ধি যায়। জীব আত্মার বাবা তো থাকবে, তাই না! আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় শরীর গ্রহণ করে। নিরাকার বাবার নাম হলো শিব। তোমাদেরও হলো একটাই নাম, আত্মা। আবার শরীরের আলাদা-আলাদা নাম হয়। পরমপিতা পরমাত্মাও শরীরে এসে জ্ঞান শোনায়। শরীর ব্যাভীত কি আর শোনাবে! তাই বাবা বোঝান যে এঁনার তো নিজের নাম আছে, আমার শরীরের কোনো নাম নেই, আমি পুনর্জন্মে আসি না। আমি এঁনার মধ্যে প্রবেশ করি, ইনিও জানতে পারেন না। কোনো তিথি তারিখ নেই। হ্যাঁ আমি কল্পের শেষে অর্থাৎ রাত্রে আসি। এখন রাত হলো না! এইটা হলোই পতিতাদের দুনিয়া। আমি আসি পবিত্র দুনিয়া অর্থাৎ দিন তৈরী করতে। এইটাও জানে না যে বাবা কখন প্রবেশ করলো। হ্যাঁ বিনাশ সাক্ষাৎকার হয়েছিলো। অনেক ধ্যানে যেতেন, সেইটার কোনো তিথি তারিখ বেলা বের করা যাবে না। কৃষ্ণকেও পূজা করতেন, তার রাত্রিকে জন্ম দেখানো হয়। কোন সময়, কতো মিনিট ইত্যাদি সমস্ত বের হয়েছে। বাবা বলেন- আমি তো হলামই নিরাকার। যেমন আর মানুষ জন্ম নেয় সেইরকম আমার কি আর জন্ম হয়! আমার তো হলো দিব্য অলৌকিক জন্ম। আমি এঁনার মধ্যে প্রবেশ করি আবার চলে যাই। সারাদিন কি আর ষাঁড়ের উপর আরোহী হই! আমাকে যখনই বাচ্চারা স্মরণ করে, আমি হাজির হই। বাবা এসে বাচ্চাদের সাথে মিলিত হন, গুডমর্নিং করেন। মানুষ যেমন একে অপরের সাথে মিলিত হয়, রাম-রাম বা নমস্তু বলে। এইটা তো রুহানী অসীম জগতের বাবা বোঝান। আমি তোমাদের অর্থাৎ সমস্ত বাচ্চাদের বাবা আমি। তাই শিববাবার সন্তান তোমরা, তোমরা সমস্ত আত্মারা হলে ভাই-ভাই। এই কথায় খুশীর পারা উপরে ওঠা উচিত। অসীম জগতের বাবা এসেছেন, আমাদের অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রদান করছেন। বাচ্চাদের দেখে বাবাও খুশী হন, প্রচুর বাচ্চা আছে। বাচ্চারা জানে যে আমাদের বাবা স্বর্গের মালিক করছেন, রাজত্ব দেন। প্রজাও বলবে আমাদের রাজ্য। ভারতবাসী যেমন বলে এইটা হলো আমাদের ভারত দেশ। রাজা প্রজা দুইই বলে আমাদের দেশ। বাচ্চারা, তোমরা হলে নরকবাসী- আবার স্বর্গবাসী হবে। বাবাকে আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে আর কোনো কষ্ট বাবা দেন না। থাকতেও হবে গার্হস্থ্য জীবনে। এখানে এসে কি আর থাকতে হবে! সবাই এখানে পালিয়ে এলে এতো সবাইকে বাবা কোথায় রাখতে পারবেন। এতো প্রচুর সংখ্যক বাচ্চা একই বার কি করে এক সাথে হতে পারে। সব সেন্টারের বাচ্চারা এক বারেই কি করে একসাথে মিলিত হতে পারে। কোথায় এসে দাঁড়াবে ! বেশ কঠিন। দিনে-দিনে

ক্রমাগত বাচ্চারা বৃদ্ধি পেতে থাকছে, এরও কিছু যুক্তি রচনা করতে হবে। এই সব আশে-পাশে লোকেদের বাড়ী নিতে হবে। বাড়ীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করবে, কতো চাইছেন? সময় হলে তো নিতে হবে, তাই না! টাকা পয়সার বিষয়ে তো কোনো অসুবিধা নেই। সময় খুবই ক্ষীণ হয়ে আসছে। বাবা আর বাচ্চা দুইজনেই হলে অবিনাশী। অবিনাশী ধন-ভান্ডার বাচ্চাদের তিনি প্রদান করেন। অনেক সংখ্যক বাচ্চাদের আসতে হবে। ব্রহ্মা বাবার চিন্তন চলে, এতো সংখ্যক বাচ্চারা কোথায় এসে থাকবে। শিববাবা বলেন, তুমি চিন্তা কেনো করো- "ওয়েট এন্ড সী" তুমি পড়াশুনা করতে থাকো, মন্মনাভব। বাচ্চারা, তোমাদের এই ভাবনা রাখতে হবে যে এখন আমাদের কর্মজীবিত অবস্থাতে যেতে হবে, সতোপ্রধান হতে হবে। স্মরণের দ্বারাই পবিত্র হবে। বাবা কথা তো খুব সহজ বলেন। খুবই সহজ, শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। দেখো গরুর বাচ্চুরদের যখন মা এর কথা মনে আসে তখন চিৎকার করে আওয়াজ করে, তাই না! সে তো হলো জানোয়ার। বাচ্চারা তোমরাও তো ঘ্যান-ঘ্যান করো। ক্রমশ অনেক অনেক চিৎকার বাড়বে, অনেক স্মরণ করবে। বাচ্চারা তোমরা তো এখন জানো যে না- বাবা এসেছেন, বিনাশ তো হবেই। ন্যাচারাল ক্যালামিটিস আসে। সব নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করতে থাকে। কতো খরচা করে বোমা তৈরী করে, অনেক পয়সা চলে যায়। খরচা তো হয়, তাই না। এতো খরচ কোথা থেকে যোগাবে। ভয়ও পায়-- মৃত্যুকে। তবুও বোমা তৈরী করা তো বন্ধ করে না। বোমার লড়াই চলবে। এখন তৈরীই করে এইরকম-- যেন বোম পড়ে আর মানুষ মরে যায়। জিনিস তৈরী করতে সময় লেগে যায়- তারপর তো মিনিটমোটার (নিমেষে কাজ)। তাড়াতাড়ি তৈরী করে। বোমাও কখনো অল্প তৈরী হয় কি? বাচ্চারা, তোমরা জানো এই পুরানো সৃষ্টির বিনাশ হতে হবে। এখন অসীম জগতের পিতার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে হবে।

গীতা হলো তোমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের, দেবী-দেবতা ধর্মের শাস্ত্র। এছাড়া তো হলো ছোটো- ছোটো, ওসবের কোনো গায়ন বা প্রচার নেই। ব্রাহ্মণ ধর্ম হলো সবচেয়ে উঁচু। ব্রাহ্মণ ধর্মের কাজ হলো কথা শোনানো। তোমরা বলতে পারো আমরা ব্রহ্মা কুমার-কুমারীরা হলাম ব্রহ্মার সন্তান, আমাদের পিতামহের থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ডামার সব রহস্যকে জেনেও কোনো ব্যাপারে চিন্তা করতে নেই। পড়াশুনা করে যেতে হবে। মন্মনাভব হয়ে (নিজের মন বাবার প্রতি মনোনিবেশ করে) কর্মজীবিত হওয়ার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। নিজেকে সতোপ্রধান করে তুলতে হবে।

২) আমরা আত্মারা হলাম শিববাবার সন্তান নিজেদের মধ্যে ভাই-ভাই। শিববাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। এই খুশীতে থাকতে হবে।

বরদানঃ:- প্রতিটি শিক্ষাকে স্বরূপে এনে প্রমাণ দিতে সক্ষম সুপুত্র বা সাক্ষাৎকার মূর্তি ভব
যে বাচ্চারা শিক্ষাকে শুধুমাত্র শিক্ষার নিয়মের দ্বারা বুদ্ধিতে রাখে না, বরং তাকে স্বরূপে আনে - তারা জ্ঞান স্বরূপ, প্রেম স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ স্থিতিতে স্থিত থাকে। যারা প্রত্যেকটি পয়েন্টকে স্বরূপে আনবে তারাই পয়েন্ট রূপে স্থিত হতে পারবে। পয়েন্টের মনন অথবা বর্ণন করা সহজ কিন্তু স্বরূপ হয়ে অন্য আত্মাদেরও স্বরূপের অনুভব করানো-- এটাই হলো প্রমাণ দেওয়া অর্থাৎ সুযোগ্য সন্তান বা সাক্ষাৎকার মূর্তি হওয়া।

স্লোগানঃ:- একাগ্রতার শক্তিকে বাড়ানো, তাহলে মন বুদ্ধির উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরাঘুরি বন্ধ হয়ে যাবে।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে মহান সৌভাগ্যশালী, কারণ তোমাদেরকে ভগবান সেই পড়া পড়াচ্ছেন যা এখনও পর্যন্ত কোনো ঋষি-মুনিরাও পড়ে নি”

*প্রশ্নঃ - ডামার কোন্ ভবিতব্যটিকে তোমরা বাচ্চারা জানো, দুনিয়ার মানুষ জানে না ?

*উত্তরঃ - তোমরা জানো এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা বিনাশ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। এখন সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়া এতে স্বাহা হয়ে যাবে। এই ভবিতব্যটিকে কেউ বদলাতে পারবে না। এই অশ্বমেধ অবিনাশী যজ্ঞটি এমনই যাতে সম্পূর্ণ সামগ্রী স্বাহা হবে, তখন আমরা আর এই পতিত দুনিয়ায় আসবো না। একে ঈশ্বরের ভবিতব্য নয়, ডামার ভবিতব্য বলা হবে।

*গীতঃ- চেহারা দেখে নে রে প্রাণী, মন রূপী দর্পণে....

ওম্ শান্তি । তোমরা বাচ্চারাও হলে মানুষ। এ হল মানুষ সৃষ্টি। এই সময় তোমরা ব্রাহ্মণ ধর্মের মানুষ হয়েছে। বাবা শিক্ষা প্রদান করেন আমাদের। আমরা এখন নিজের স্ব-ধর্মের কথা জেনেছি যে আমরা আমাদের এই শরীরকে পরিচালনা করি। এই শরীর হল আমাদের রথ। যেমন বাবা এই রথে এসে বিরাজিত হয়েছেন, তোমাদের আমরাও এই সময়ে শরীর রূপী রথে বিরাজিত আছি। শুধুমাত্র আমরা স্বরূপের এই জ্ঞান বিস্মৃত হয়েছি যে আমরা আমাদের হলাম শান্ত স্বরূপ। আমাদের নিবাস হল মূলবতনে। এই শরীর আমরা এখানে প্রাপ্ত করি। নিজের সঙ্গে এমন কথা বলতে হবে। বাবা বলেন তোমরা আমাদের হলে শান্ত স্বরূপ। যদি তোমরা চাও আমরা শান্তিতে বসি তো নিজেকে আমরা নিশ্চয় করে শান্তিধামবাসী রূপে স্থিত হও। একটু সময় শান্তিতে বসতে পারো। মানুষ শান্তিই চায়। মন শান্তি চায় - এই কথাটি আমরা বলে, কিন্তু মানুষের এই জ্ঞান নেই যে আমি হলাম আমরা। সে কথা ভুলে গেছে। একটি গল্প আছে না - রানীর গলায় হার ছিল আর সে খুঁজছিল বাইরে। অতএব বাবাও বোঝাচ্ছেন শান্তি তো হল তোমাদের স্বধর্ম। বাচ্চারা বুঝেছে আমরা আমাদের হলাম শান্ত স্বরূপ। আমরা এখানে আসি পার্ট প্লে করতে। এই অর্গান থেকে ডিট্যাচ হয়ে গেলেই আমরা শান্ত হয়। আমরা নিজ স্বধর্ম শান্তিতে যতক্ষণ ইচ্ছে বসতে পারি। যদি চাও আমরা এই শরীরের দ্বারা কোনো কাজ করবো না, তো শান্ত হয়ে বসে যাও। এ হল প্রকৃত সত্য শান্তি, এর খোঁজ তোমরা করো না। কিন্তু তোমাদের স্বধর্ম হল শান্ত। এখন এখানে পার্ট প্লে করছো। বাবার কাছে জেনেছো, আমরা ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করেছি। এই ৮৪ জন্মের চক্রের কথা কেউ জানে না। শুধুমাত্র তোমরা বাচ্চারা ই জানো। প্রথমে আমরা সূর্য বংশী রাজা বা প্রজা ছিলাম পরে চন্দ্রবংশী, বৈশ্যবংশী, শূদ্রবংশী হয়েছি। এখন পুনরায় আমাদের সূর্যবংশী হতে হবে।

তোমরা বাচ্চারা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের কথা জেনেছো, তোমরা হলে অনেক সৌভাগ্যশালী। বাবা তো যথার্থ কথা বোঝান। এ হল সদগতির মার্গ। এই কথা বোঝাতে হবে যে সর্বের সদগতি দাতা হলেন এক । এখন জেনেছো আমাদেরকে বাবা এসে ২১ জন্মের জন্য সদগতি প্রাপ্ত করছেন। বাইরের মানুষ তো এই কথা জানেনা। তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা জানো। কেউ জিজ্ঞাসা করে - তোমরা বি.কে.রা কি জানো ? পরীক্ষা তো হওয়া উচিত যে ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণী কিনা । যদি তোমরা ব্রহ্মার সন্তান হও তবে তো তোমরা সৃষ্টি চক্রের কথা নিশ্চয়ই জানবে। পিতা রচয়িতাকে জানো ? ঋষি-মুনি ইত্যাদি তো রচয়িতা ও রচনার কথা জানে না। অর্থাৎ ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। তোমরাও অবিশ্বাসী ছিলে। তোমরাও রচয়িতা পিতা ও রচনার কথা জানতে না। স্কুলে প্রথমে অশিক্ষিতরাই আসে। তারপরে বলে স্কুলে এই সব পড়লাম। এখন তোমরা করছো ঈশ্বরীয় পড়াশোনা । পরমপিতা পরমাত্মা তোমাদের পড়াচ্ছেন। এই কথা বুদ্ধিতে থাকা উচিত। রচয়িতা তো হলেন কেবল একমাত্র শিববাবা। জ্ঞান যজ্ঞের রচনা করেন রুদ্র, এই কথা শাস্ত্রেও লেখা আছে। রুদ্র এবং শিব পরমাত্মায় কোনো তফাৎ নেই। এই কথাও আছে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা বিনাশ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। শুধু রুদ্র শিবের পরিবর্তে কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। আছে সেই গীতা। বলে এই জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা বিনাশ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। অর্থাৎ স্ব রাজ্যের জন্য এই জ্ঞান যজ্ঞ । এতে পুরানো দুনিয়া স্বাহা হবে। যজ্ঞে সমস্ত আহুতি বা সামগ্রী অর্পণ করা হয়। সব কিছু স্বাহা করা হয়। সুতরাং এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়া স্বাহা হয়ে যাবে। তোমরা এখন রাজযোগ শিখছো। এই পতিত দুনিয়ায় আর ফিরে আসবে না। এই দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। তোমরা জানো, ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ ইত্যাদি সব হবে। এই সম্পূর্ণ নলেজ তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত। শিববাবা বলেন - আমার বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। বাবা হলেন সত্য, চৈতন্য, জ্ঞানের সাগর। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের কথা জানেন। ঋষি - মুনিরা তো বলে আমরা রচয়িতা ও রচনার বিষয়ে

জানিনা। তোমাদেরকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তোমরা কি পেয়েছো ? বলা - যে জ্ঞান বড় বড় ঋষি মুনিরা বলেছে যে আমরা রচয়িতা ও রচনার আদি-মধ্য-অন্তের কথা জানিনা সেই জ্ঞানের কথা আমরা জানি। রচয়িতা পিতা ব্যতীত রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য কেউ বোঝাতে পারে না। একমাত্র রচয়িতা বোঝাতে পারেন। তোমরা জানো, মাছিদেরও রানী মক্ষীকা থাকে। রানীর সঙ্গে সব মাছির উড়ে যায়। রানী অর্থাৎ মা, তার সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ থাকে। অসীম জগতের পিতা এসে সব আত্মা রূপী বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে যান। তোমরা জানো - বাবা এসেছেন, আমরা আত্মা, আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন - শান্তিধামে। পুনরায় আমাদের সত্যযুগের পার্ট আরম্ভ হবে। যে পার্ট প্লে করার জন্য তোমরা দেবী-দেবতা পদ প্রাপ্ত করছো। এখানে তোমরা আসো - মানুষ থেকে দেবতা পদের অধিকারী হতে। সব গুণ এখানেই ধারণ করতে হবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন হতে হবে। দিব্য দৃষ্টি ব্যতীত তাদের দেখা যায় না। এখন তোমরা জানো আমরা সূর্যবংশী দেবতা হবো। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে স্বর্গের রাজধানী কীভাবে স্থাপন হয়। সত্যযুগে ছিল দেবতাদের রাজ্য কিন্তু দেবতাদের রাজ্যে রাক্ষস ইত্যাদিও দেখানো হয়েছে। এই কথা কেউ জানেনা। ভারত অনেক পবিত্র ছিল, মহিমা গানও করে সর্বগুণ সম্পন্ন...। তাদের সম্মুখে মাথা নত করে। মন্দিরও অনেক আছে। কিন্তু এই কথা জানেনা যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম সত্যযুগের কবে এবং কীভাবে স্থাপন হয়েছে ? ভারত যে এমন উঁচু ছিল, এত নীচে এলো কীভাবে ? সেই কথা কেউ জানেনা। তারা বলে এমনই ভবিতব্য আছে। কার ভবিতব্য ? সেই কথাও বুঝতে পারে না। ড্রামার ভবিতব্য বুঝলেও তো হতো। ড্রামার রচয়িতা, ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর কে ? শুধু বলে ঈশ্বরের ভবিতব্য। ড্রামা বললে তো ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের কথা জানা উচিত। শুধু বই পড়লে তো ড্রামার জ্ঞান হবে না। যতক্ষণ না গিয়ে ড্রামা দেখছে। যেমন একবার খবরের কাগজেও বেরিয়েছিল - কৃষ্ণের চরিত্রকে নিয়ে একটা ড্রামা রচনা হয়েছে। কিন্তু না দেখা পর্যন্ত তো সেটা জানা বা বোঝা যাবে না। দেখলে বুঝতে পারবে ড্রামাতে এইসব হবে। তোমরা বাচ্চারাও ড্রামাকে এখন বুঝেছো। মানুষ বলে - বিশ্বের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফির এই চক্রটি আবর্তিত হতেই থাকে। কিন্তু কীভাবে, তা কেউ জানে না। নামও লেখা আছে - সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ তারপরে সঙ্গমযুগ। কিন্তু মানুষ তো ভেবে নিয়েছে যুগে-যুগে আসেন। সত্যযুগ ত্রেতারও সঙ্গম হয়। কিন্তু সেই সঙ্গমের কোনো গুরুত্ব নেই। সেখানে তো কিছুই হয় না। এই কথা তোমরা জানো - সত্যযুগী সূর্যবংশীরা পরে চন্দ্রবংশীদের রাজ্য দিলো কীভাবে ? এমন তো নয় চন্দ্রবংশীরা সূর্যবংশীদের পরাজিত করেছে। না, যে চন্দ্রবংশী রাজা থাকে তাকে সূর্যবংশী রাজা-রানী রাজ্য ভাগ্যের তিলক দিয়ে সিংহাসনে বসায়। রাজা রাম, রানী সীতার টাইটেল প্রাপ্ত হয়। কে দেয় ? বলবে সূর্যবংশীরা ট্রান্সফার করেছে, এখন তোমরা রাজত্ব করো। যে সীন তোমরা বাচ্চারা সাক্ষাৎকার করেছে। কোনো যুদ্ধ ইত্যাদি হয় না। যেমন করে কাউকে রাজত্ব প্রদান করা হয়, তেমন করেই হয়। তাদের পা ইত্যাদি ধুইয়ে রাজতিলক দেওয়া হয়। সেখানে কোনো গুরু গোঁসাই তো থাকে না। বাচ্চারা এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে আমরা দৈবী স্বভাবের হয়েছি। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজ্যে আমরা অনেক সুখে থাকবো। বাবা আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করে সুখের জগতে নিয়ে যান অন্য কেউ সুখী করতে পারে না। সাধুরা নিজেরাও চায় - আমরা যেন শান্তিধাম যাই। বাবা বলেন - আমি এই সাধু সন্ত সকলের উদ্ধার করে সবাইকে শান্তিধামে নিয়ে যাই। সন্ন্যাসীরা তো আসে দ্বাপরে। স্বর্গে আমরা দেবতারা বাস করি। সেখানেও আলাদা সেকশন আছে। সূর্যবংশীদের আলাদা, চন্দ্রবংশীদের আলাদা, পরে ইসলাম, বৌদ্ধ, সন্ন্যাসী ইত্যাদি যারা আসে, সবার সেকশন আলাদা আছে। যখন আমরা রাজত্ব করতাম তখন দ্বিতীয় কেউ ছিল না। মূলবতনেও এমন মালা নম্বর অনুসারে বানানো আছে। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের হল প্রথম বংশ। তারপরে অন্য বংশের আগমন হয়েছে। এই বংশই হল বিশালতম, অন্য ধর্ম স্থাপক যারা এসেছে - সবাই এই বংশ থেকেই এসেছে। তোমরা বলবে ইসলাম হল দ্বিতীয় নম্বরের বংশ। বৌদ্ধ হল তৃতীয় নম্বরের বংশ। আমরা হলাম ফার্স্ট বাকি সীমিত জগতের তো অনেক ছোট ছোট লক্ষ বংশ হবে। এখানে মুখ্য হল চারটি বংশ। সর্ব প্রথমে আসি আমরা, তারপরে ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ইত্যাদি আসে। এখন আমাদের পতন হয়েছে। আমাদের ৮৪ জন্ম নিয়ে পার্ট প্লে করতে হয়। যারা এখন লাস্টে আছে, তারাই ফার্স্টে থাকবে। দেবী-দেবতারা এখন পতিত হওয়ার দরুন নিজেকে দেবী-দেবতা বলতে পারে না। দেবতাদের পূজা করা হয় - এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আমরা দেবতা বংশের। শিখ ধর্মের মানুষ গুরু নানককে বিশ্বাস করে, তারা নানকের বংশের। সত্যযুগে প্রথম নম্বরে আমাদের বংশ। এর চেয়ে উঁচু বংশ হয় না। আমরা হলাম উঁচু থেকে উঁচু বংশের। আমরা সবচেয়ে বেশি সুখ ভোগ করি, পরে পতিত কাঙাল হই। সবচেয়ে বেশি দুঃখী হয়েছি আমরা। ঋণ নিয়েছি। অনেক ধনী ছিলাম, এখন গরিব হয়েছি। সব কিছু হারিয়েছি। এই হল দুঃখ ধাম। এখন বাবা পুনরায় তোমাদেরকে সুখধামের মালিক করছেন। বাকিরা সবাই চলে যাবে শান্তিধাম। অর্ধকল্প তোমরা সুখ ভোগ কর, বাকিরা সবাই শান্তিতে থাকে। তারা চায় - মুক্তিতে যাই। সুখকে কাক বিষ্ঠা সম ভাবে। তাদের তো সুখধামের অনুভব নেই। তোমাদের তো অনুভব আছে। তোমরা মহিমা কীর্তনও করো কিন্তু পতিত হওয়ার দরুন ভুলে গেছ। এখন বাবা স্মরণ করিয়ে দেন - হে ভারতবাসী, তোমরা হলে দেবী-দেবতা ধর্মের। দ্বাপর যুগ থেকে নাম পরিবর্তন করেছে। দেবতা ধর্মের মানুষই পতিত হয়েছে। গানও গাইতে থাকে - হে পতিত-পাবন

এসো। বাবা বলেছেন - তোমরা কত জন্ম পবিত্র দুনিয়ায় ছিলে। কত জন্ম পতিত দুনিয়ায় আছো। এখন পুনরায় পবিত্র দুনিয়ায় যেতে হবে। এই হল সব পাঠশালার মধ্যে অন্যতম পাঠশালা, সব যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়া এই যজ্ঞেই স্বাহা হয়ে যাবে। হোলিকা দহন করা হয়, এই সব উৎসব গুলি হল এখনকার। আত্মা চলে যাবে, কিন্তু শরীর শেষ হয়ে যাবে। এই নলেজ কোনো সন্ন্যাসী ইত্যাদি দিতে পারে না। গীতায় কিছু লেখা আছে কিন্তু সে হল আটায় লবণ সম জ্ঞান লুপ্ত প্রায় হয়ে যায়। শিববাবা বলেন - আমরা এই যজ্ঞ রচনা করেছি, এতেই তোমরা তন-মন-ধন সব স্বাহা করো, জীবিত থেকে মৃত সম হও। এই জ্ঞান তোমরা এখন প্রাপ্ত করছো। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সুখ ধামে যাওয়ার জন্য নিজের স্বভাব দিব্য বানাতে হবে। ড্রামার আদি- মধ্য- অন্তের রহস্যকে বুদ্ধিতে রেখে খুশীতে থাকতে হবে। সবাইকে এই রহস্য বুঝিয়ে দিতে হবে।

২) স্বরাজ্য নেওয়ার জন্য এই বেহদের যজ্ঞে জীবিত থেকে নিজের তন-মন-ধন অর্পণ করতে হবে। সব কিছু নতুন দুনিয়ায় ট্রান্সফার করে নিতে হবে।

বরদানঃ:- সর্ব আত্মাদের উপরে স্নেহের রাজত্বকারী বিশ্ব রাজ্য অধিকারী ভব
যে বাচ্চারা বর্তমান সময়ে সর্ব আত্মাদের হৃদয়ে স্নেহের রাজত্ব করে তারাই ভবিষ্যতে বিশ্বের রাজ্য অধিকার প্রাপ্ত করে। এখন কাউকে অর্ডার দিয়ে কাজ করাবে না। এখন থেকেই বিশ্ব মহারাজন হতে হবে না, এখন বিশ্ব সেবাধারী হতে হবে, স্নেহের দান করতে হবে। দেখতে হবে নিজের ভবিষ্যতের খাতায় কতখানি স্নেহ জমা করেছে। বিশ্ব মহারাজন হওয়ার জন্য শুধু জ্ঞান দাতা নয় এর জন্য সবাইকে স্নেহ অর্থাৎ সহযোগ দাও।

স্লোগানঃ:- যখন ক্লান্তির অনুভব হবে তখন খুশীতে ডান্স করো, মুড চেঞ্জ হয়ে যাবে।

"সাহসের প্রথম পদক্ষেপ - সমর্পণ ভাব" (ব্রহ্মা বাবার জীবন কাহিনী)

আজ স্নেহের সাগর বাপদাদা তাঁর স্নেহী বাচ্চাদেরকে দেখে উৎফুল্ল হচ্ছেন। প্রত্যেক স্নেহী আত্মাদের একটি দিকেই একাগ্রতা, শ্রেষ্ঠ সংকল্প যে, আমরা সবাই বাবা সম হই আর তাঁর স্নেহে সমায়ািত হয়ে যাই। স্নেহে সমায়ািত হয়ে যাওয়া অর্থাৎ বাবা সম হওয়া। সকলের হৃদয়ে এই দৃঢ় সংকল্প রয়েছে যে, বাপদাদার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া স্নেহ, শক্তিশালী লালন পালন আর অগাধ অবিনাশী সম্পদ, আমাদেরকে রিটার্ন অবশ্যই করতে হবে। রিটার্নে কী দেবে? হৃদয়ের স্নেহ ছাড়া তোমাদের কাছে আর আছেই বা কি? যা কিছু আছে সে সব বাবারই তো দেওয়া, সে সব আর কী দেবে? বাবা সম হওয়া - এটাই হল রিটার্ন আর এই সবই তোমরা করতে পারো।

বাপদাদা দেখছিলেন যে, আজকাল সকলের হৃদয়ে বিশেষ ভাবে ব্রহ্মা বাবার স্মৃতি অধিক ইমার্জ রয়েছে। স্মৃতি শরীরের নয়, তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব গুলির স্মৃতি রয়েছে। কেননা অলৌকিক ব্রাহ্মণ জীবন হল জ্ঞান স্বরূপ জীবন, জ্ঞান স্বরূপ হওয়ার কারণে দেহের স্মৃতিও দুঃখের ঢেউ আচ্ছড়ে ফেলবে না। অজ্ঞানী জীবনে কাউকে স্মরণ করলে দেহই আগে সামনে এসে উপস্থিত হবে, দেহের সম্বন্ধের কারণে দুঃখ অনুভব হবে। কিন্তু যদি তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের বাবার স্মৃতি আসে, তবে শক্তি (সমর্থী) এসে যায় যে, আমাকেও "বাবা সম" হতেই হবে। অলৌকিক বাবার স্মৃতি সমর্থী অর্থাৎ শক্তি প্রদান করে। যে কোনো বাচ্চাই, সে যেমনই হোক না কেন, যদি হৃদয়ের স্নেহ নয়নের মুক্তধারার দ্বারাও ব্যক্ত করে, সেটা দুঃখের অশ্রু নয়, বিয়োগের অশ্রু নয়, তা হল স্নেহের মুক্তো ধারা। অন্তরের মিলনের স্নেহ। বিয়োগী নয়, বরং রাজযোগী সে। কেননা অন্তরের সত্যিকারের স্নেহ শক্তি প্রদান করে যে, যত দ্রুত সম্ভব যেন আগে আমি বাবার স্নেহের রিটার্ন দিতে পারি। রিটার্ন দেওয়া অর্থাৎ সমান হওয়া। এই বিধির দ্বারাই তোমরা তোমাদের স্নেহের বাপদাদার সাথে সুইট হোমে রিটার্ন যেতে পারবে অর্থাৎ বাবার সাথে ফিরে যাবে। রিটার্ন করতেও হবে আবার বাবার সাথে রিটার্ন যেতেও হবে। সেইজন্য তোমাদের স্নেহ বা স্মরণ হল জগতের থেকে একেবারে আলাদা আর বাবার প্রিয় হয়ে ওঠার।

অতএব বাপদাদা বাচ্চাদেরকে সমর্থ হওয়ার সংকল্প, সমান হওয়ার উৎসাহকে দেখছিলেন। ব্রহ্মা বাবার বিশেষত্ব গুলিকে দেখছিলেন। যদি ব্রহ্মা বাবার বিশেষত্ব গুলিকে বর্ণনা করা হয়, তবে তা কত পরিমাণে হবে? প্রতিটি কদমে বিশেষত্ব ছিল। সংকল্পেও সকলকে বিশেষ বানানোর উৎসাহ সব সময় থাকত। নিজের বৃত্তির দ্বারা কোনো আত্মাকে উৎসাহ উদ্দীপনাতে নিয়ে আসা - এই বিশেষত্ব সর্বদাই তোমরা প্রত্যক্ষ রূপে দেখেছো। বাণীর দ্বারা সাহস প্রদান করা, হতাশাগ্রস্তকে আশার আলো দেখানো, নির্বল আত্মাকে উদ্ভৃতি কলার বিধির দ্বারা উদ্ভৃতি শেখানো, সেবার যোগ্য বানানো, উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ অমূল্য, মধুর ও যুক্তিযুক্ত ছিল। তেমনি কর্মের ক্ষেত্রে বাচ্চাদের সাথে সকল কাজের সাথী হয়ে তাকে কর্মযোগী বানিয়েছেন। কেবল সাক্ষী হয়ে দেখা নয়, বরং স্থূল কাজের গুরুত্বকে অনুভব করানোর জন্য কর্মের ক্ষেত্রেও সাথী হতেন। যে কর্ম আমি করব আমাকে দেখে বাচ্চারা স্বতঃতই করবে - এই পাঠকে সদা নিজে কর্ম করে পড়িয়েছেন। সম্বন্ধ - সম্পর্কের ক্ষেত্রে ছোট ছোট বাচ্চাদের সাথেও নিজে বাচ্চা হয়ে তাদেরকে খুশী করতেন। বয়স্কদেরকেও (বাণপ্রস্থকে) বাণপ্রস্থের রূপে অনুভাবী হয়ে সেইরূপ সম্বন্ধ - সম্পর্কের সাহায্যে তাদেরকে উৎসাহ উদ্দীপনাতে নিয়ে আসতেন। বাচ্চাদের সাথে বাচ্চাদের মতো, যুবাদের সাথে যুবাদের মতো আর বয়স্কের সাথে বয়স্ক হয়ে তাদেরকে সর্বদা এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সদা সম্বন্ধ - সম্পর্কের দ্বারা প্রত্যেককে আপন অনুভব করিয়েছেন। একটি ছোট বাচ্চাও বলবে, "বাবা আমাকে যতখানি ভালোবাসে, এতটা কাউকেই বাসেন না!" তো প্রত্যেককে তিনি এতটাই ভালোবাসা দিয়েছেন যে, যাতে সকলেরই মনে হবে আমার বাবা। এটাই হল সম্বন্ধ - সম্পর্কের বিশেষত্ব। যখন দেখছেন তো সকল আত্মার বিশেষত্ব বা গুণকে দেখছেন। ভাবার ক্ষেত্রে দেখো, সব সময় জানেন যে এই আত্মা হল লাস্ট নম্বর দানা, কিন্তু এই রকম আত্মার প্রতিও সে যাতে এগিয়ে যেতে পারে - এমন প্রত্যেক আত্মার প্রতি শুভ চিন্তক ছিলেন। এমন সব বিশেষত্ব বাচ্চারা তোমরা অনুভব করেছিলে। এই সব বিষয়ে সমান হওয়া অর্থাৎ ফলো ফাদার করতে হবে। এই ফলো করা কোনো কঠিন কিছু কি? একেই তো স্নেহ, একেই তো রিটার্ন দেওয়া বলা হয়ে থাকে।

তাই বাপদাদা দেখছিলেন যে, প্রতিটি বাচ্চা এখনও পর্যন্ত কতটা রিটার্ন করেছে? লক্ষ্য তো সকলে রয়েছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ জীবনেই নম্বর রয়েছে। সকলে নম্বর ওয়ান হতে চায়। দুই তিন নম্বর হতে কেউই চায় না। এই রকম শক্তিশালী লক্ষ্য

অত্যন্ত প্রশংসনীয় কিন্তু লক্ষ্য আর লক্ষণ সমান হওয়া - এটাই হল সমান হওয়া। এর জন্য ব্রহ্মা বাবা সাহসের কোন্ প্রথম কদমটিকে গ্রহণ করেছিলেন, যে পদক্ষেপের দ্বারা নিজেকে পদ্মাপদম ভাগ্যবান আদিকাল থেকেই অনুভব করেছিলেন ? প্রথম কদম সাহসের হল - সকল বিষয়ে সমর্পণ ভাব। তিনি সবকিছু সমর্পণ করেছিলেন। কোনো কিছুই ভাবেননি যে - কী হবে, কীভাবে হবে। এক সেকেন্ডে বাবার শ্রেষ্ঠ মত অনুসারে বাবা যেমন ইশারা করলেন, সেইরূপ বাবার ইশারা আর ব্রহ্মার কর্ম বা কদম ! একে বলা হয় সাহসের প্রথম কদম। তাকেও সমর্পণ করে দিয়েছেন। মনকেও সদা মন্মনাভব'র বিধির দ্বারা সিদ্ধি স্বরূপ বানিয়ে দিয়েছে। সেইজন্য মন অর্থাৎ প্রতিটি সংকল্পে সিদ্ধি অর্থাৎ সফলতা স্বরূপ হয়েছিলেন। ধনকে ভবিষ্যতে কি হবে তার কোনো রূপ চিন্তা না করেই নিশ্চিত মনে ধনকে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। কারণ এই নিশ্চয় ছিল যে, এটা দেওয়া নয়, বরং পদমণ্ডল নেওয়া। এইভাবে সম্বন্ধকেও সমর্পিত করে দিয়েছিলেন অর্থাৎ লৌকিককে অলৌকিক সম্বন্ধে পরিবর্তন করেছিলেন। ছেড়ে দেননি, কল্যাণ করেছেন, পরিবর্তন করেছেন। আমিষ ভাব এর বুদ্ধিকে, অহমিকার বুদ্ধিকে সমর্পিত করেছিলেন। সেইজন্য সদা তন, মন, বুদ্ধির দ্বারা নির্মল, শীতল, সুখ প্রদায়ী হয়ে উঠেছিল। লৌকিক পরিবারের থেকেই হোক বা জগতের অঙ্গুণী আত্মাদের কাছ থেকেই হোক কিম্বা যেমন পরিস্থিতিই আসুক না কেন সংকল্পেও বা স্বপ্নেও কখনোই সংশয়ের সূক্ষ্ম স্বরূপ "সংকল্প মাত্রও" মনকে বিচলিত করতে পারেনি।

ব্রহ্মার এই বিশেষ বিষয়ে বিস্মিত করার মতো বিষয় হল তিনি তোমাদের সকলের সামনে সাকার রূপে উদাহরণ রূপে ছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মার সামনে কোনও সাকার একজাম্পল ছিল না। শুধুমাত্র অটল নিশ্চয় আর বাবার শ্রীমতের আধার ছিল। তোমাদের কাছে তো খুবই সহজ। আর যে যত পরে এসেছে, তার জন্য তো আরও সহজ হয়েছে। কেননা অনেক অনেক আত্মাদের পরিবর্তীত শ্রেষ্ঠ জীবন তোমাদের সামনে একজাম্পল রূপে রয়েছে। এইরূপ করতে হবে, হতে হবে - বিষয়টি ক্লিয়ার। সেইজন্য তোমাদের মনে 'কেন বা কী'র প্রশ্ন উঠতেই পারে না। সব কিছু দেখছো তোমরা। ব্রহ্মার কাছে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক ছিল। কী করতে হবে, এরপর কী হবে, ঠিক করছি নাকি ভুল করছি - এই সংকল্প ওঠা সম্ভব ছিল, কিন্তু তিনি সেই সম্ভাবনাকে নস্যাত করে দিয়েছিলেন। এক বল এক ভরসা এর আধারেই নিশ্চয়বুদ্ধি নম্বর ওয়ান বিজয়ী হয়ে গেলেন। এইরূপ সমর্পণ ভাবের কারণে বুদ্ধি সদা হাল্কা ছিল, বুদ্ধির ওপরে কোনো বোঝা ছিল না। মন নিশ্চিত ছিল। চেহারাতে সর্বদাই চিত্তাহীন সম্রাট (বেফিকর বাদশাহ) এর চিহ্ন স্পষ্ট ছিল। ৩৫০ জন ব্রহ্মা বৎস, এদিকে আটা শেষ অথচ টাইম মতো বাচ্চাদেরকে খাবার দিতে হবে। তাহলে ভাবো, এমতাবস্থায় কেউ চিন্তা মুক্ত কীভাবে থাকতে পারে ! একটার সময় খাওয়ার বেল পড়বে অথচ ১১ টা বেজে গেল, আটা নেই, কারো পক্ষে কি চিন্তা মুক্ত থাকা সম্ভব ? এই রকম অবস্থাতেও প্রফুল্ল, অচল ছিলেন। এটা বাবার দায়িত্ব, আমার নয়, আমি বাবার তো বাচ্চারাও তাহলে বাবার, আমি নিমিত্ত - এই রকম নিশ্চয় আর নিশ্চিত কার পক্ষে থাকা সম্ভব ? মন বুদ্ধির দ্বারা সমর্পিত আত্মা। কিন্তু যদি নিজের বুদ্ধিকে চালাতেন যে, কী জানি কী হবে, সবাইকে না খেয়ে থাকতে হবে না তো ? এই রকম হবে না তো, ওই রকম হবে না তো ? এই রকম ব্যর্থ সংকল্প বা সংশয়ের মার্জিন থাকা সত্ত্বেও সমর্থ সংকল্প চলত যে, সদা বাবা হলেন রক্ষক, কল্যাণকারী ! এই বিশেষত্ব হল সমর্পণের। অতএব যেমন ব্রহ্মা বাবা সমর্পিত হওয়ার প্রথম কদম "সাহস" এর উঠিয়েছিলেন, এই রকম ফলো ফাদার করো। নিশ্চয়ের বিজয় অবশ্যই হয়ে থাকে। তাই টাইমে আটাও এসে গেল, বেলও বেজে গেল আর পাশ হয়ে গেলেন। একেই বলা হয় কোশ্চেন মার্ক অর্থাৎ বাঁকা পথে না চলে সদা কল্যাণের বিন্দু লাগাও। ফুলস্টপ। এই বিধির দ্বারাই সহজেও হবে আর সিদ্ধিও প্রাপ্ত হবে। তো এও হল ব্রহ্মা বাবার মধ্যে বিস্মিত করবার মতো ব্যাপার। আজকে প্রথম একটি কদমের বিষয়ে বললাম তোমাদের। চিন্তার বোঝার থেকেও বোঝাহীন হয়ে যাও। একেই বলা হয় স্নেহের রিটার্ন। আচ্ছা !

সদা প্রতিটি কদমে বাবাকে ফলো করা, প্রতিটি কদমে স্নেহের রিটার্ন দেওয়া, সদা নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে নিশ্চিত চিত্তাহীন সম্রাট হয়ে থাকা, মন - বাণী - কর্ম - সম্বন্ধে বাবা সম হয়ে ওঠা, সদা শুভ চিন্তক, সদা প্রত্যেকের বিশেষত্বকে দেখতে থাকা, সকল আত্মাকে সদা এগিয়ে যেতে সাহায্য করা, এইরূপ বাবা সম বাচ্চাদেরকে স্নেহী বাবার স্নেহ সম্পন্ন স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

পার্টীদের সাথে সাক্ষাৎ :-

১) নিজেকে উচ্চ থেকেও উচ্চ বাবার উচ্চ থেকেও উচ্চ ব্রাহ্মণ আত্মা মনে করো ? ব্রাহ্মণের স্থান হল সর্বোচ্চ - এই রূপ বলা হয়। উচ্চ যে তার চিহ্ন স্বরূপ সব সময় ব্রাহ্মণদের শিখাকে বোঝানো হয়। জগতের লোক নামধারী ব্রাহ্মণদেরকে চিহ্ন স্বরূপ দেখিয়ে দিয়েছে। তো শিখা (টিকি) রাখা ব্রাহ্মণ নয়, শিখা অর্থাৎ উচ্চ স্থিতিতে থাকা ব্রাহ্মণ। তারা তো শূল চিহ্ন দেখিয়ে দিয়েছে। বাস্তবে হল উচ্চ স্থিতিতে থাকা। ব্রাহ্মণদেরকেই পুরুষোত্তম বলা হয়। পুরুষোত্তম অর্থাৎ পুরুষদের

থেকে উত্তম, সাধারণ মনুষ্য আত্মাদের থেকেও উত্তম। এমন আত্মা তো তোমরা, তাই না ! পুরুষ আত্মাকেও বলা হয়, শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়ে ওঠা অর্থাৎ পুরুষদের মধ্যে উত্তম পুরুষ যারা হয়ে উঠবে। দেবতাদেরকেও পুরুষোত্তম বলা হয়, কারণ তারা হলেন দেবাত্মা। তোমরা দেবী - দেবতাদের থেকেও উচ্চ ব্রাহ্মণ - এই নেশা যেন সদা থাকে। অন্য সব নেশার ক্ষেত্রে বলা হয় - কমাও, কিন্তু রুহানী নেশার ক্ষেত্রে বাবা বলেন - বাড়িয়ে যাও। কারণ এই নেশা ক্ষতিকারক নয়। অন্য সব নেশাই হল ক্ষতিকর। তা ওপরে ওঠায় না, নীচে নামিয়ে দেয়। রুহানী নেশা যদি চলে যায়, তবে পুরানো দুনিয়ার স্মৃতি চলে আসবে। রুহানী নেশা চড়ে থাকলে নতুন দুনিয়ার স্মৃতি থাকবে। এই ব্রাহ্মণ সংসারও হল নতুন সংসার। সত্যযুগের থেকেও এই সংসার হল অতি শ্রেষ্ঠ। তাই সদা এই স্মৃতির সাথে এগিয়ে যেতে থাকো।

২) সর্বদা নিজেকে বিশ্ব রচয়িতা বাবার শ্রেষ্ঠ রচনা বলে অনুভূত করো ? ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ বিশ্ব - রচয়িতার শ্রেষ্ঠ রচনা। আমরা হলাম ডাইরেক্ট বাবার রচনা - এই নেশা রয়েছে ? জগতের মানুষ তো না জেনেই বলে যে, ভগবান আমাদেরকে রচনা করেছেন। তোমরা সবাইও আগে না জেনেই বলতে, কিন্তু এখন তোমরা জানো যে, আমরা হলাম শিব বংশী ব্রহ্মাকুমার - কুমারী। তাই এখন জ্ঞানের আধারে বোধ আসার কারণে বলো যে, ভগবান আমাদের রচনা করেছেন। আমরা হলাম মুখ বংশাবলী। ডাইরেক্ট বাবা ব্রহ্মার দ্বারা রচনা রচিত করেছেন। তাই তোমরা হলে বাপদাদা বা মাতা পিতার রচনা। ডাইরেক্ট ভগবানের রচনা - এটা এখন অনুভবের আধারে তোমরা বলতে পার। তাহলে ভগবানের রচনা কতখানি শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকবে ! যেমন রচয়িতা তেমনই তো রচনা হবে, তাই না ! এই নেশা আর খুশী সর্বদা থাকে ? নিজেকে সাধারণ মনে করো না তো ? এই রহস্য যখন বুদ্ধিতে এসে যায়, তখন সদাই রুহানী নেশা আর খুশী চেহারাতে কিস্তি আচরণে স্বতঃতই রয়ে যায়। তোমাদের চেহারা দেখে সকলেরই অনুভব হবে যে, সত্যিই ইনি শ্রেষ্ঠ রচয়িতার শ্রেষ্ঠ রচনা। কোনো রাজার রাজকুমারীর আচার ব্যবহার দেখেই যেমন বোঝা যাবে যে, ইনি রম্যাল পরিবারের। ইনি বর্ধিশু পরিবারের অথবা সাধারণ ঘরের। ঠিক তেমনই তোমাদের আচরণ থেকে এবং চেহারার দ্বারা যেন অনুভব হয় যে, ইনি উচ্চ রচনা, উচ্চ পিতার সন্তান !

কুমারীদের প্রতি : - কন্যারা ১০০ ব্রাহ্মণদের থেকেও উত্তম - এই রূপ মহিমা প্রচলিত রয়েছে। কেন এইরূপ মহিমা রয়েছে ? কারণ তোমরা যত বেশী নিজে শ্রেষ্ঠ হবে, ততই অন্যদেরকেও শ্রেষ্ঠ বানাতে সক্ষম হবে। অতএব আমরা শ্রেষ্ঠ আত্মা - এই খুশী থাকে ? তাই কুমারীরা সেবানারী হয়ে সেবাতে এগিয়ে যেতে থাকো। কেননা এই সঙ্গমযুগ হলই অল্প সময়ের যুগ। এতে যতখানি যে করতে চাও ততই করতে পার। তো এইরকম লক্ষ্য এবং লক্ষণ সম্পন্ন তো তোমরা ? যেখানে লক্ষ্য আর লক্ষণ শ্রেষ্ঠ, সেখানে প্রাপ্তিও শ্রেষ্ঠ অনুভূত হয়। তাই সদা এই ঈশ্বরীয় জীবনের ফল "খুশী" এবং "শক্তি" দুটোই অনুভব করো ? জগতে খুশীতে থাকার জন্য কতই না খরচ করে, তবুও প্রাপ্তির ভাড়ার শূন্যই থেকে যায়। আর যদি হয়ও, তবুও তা স্বল্পকালীন এবং খুশীর সাথে সাথে দুঃখও থাকে। কিন্তু তোমাদের জীবন সদাই খুশীর হয়ে গেছে। জগতের মানুষ খুশীর জন্য ছটফট করে আর তোমরা খুশী তো প্রত্যক্ষ ফলের রূপেই পেয়ে যাচ্ছ। খুশীই হল তোমাদের জীবনের বিশেষত্ব। যদি খুশী নেই তবে জীবনও নেই। তাই সদা নিজের উন্নতি করার সাথে সাথে এগিয়েও যাচ্ছ, তাই তো ? বাপদাদা খুশী হচ্ছেন যে, কুমারীরা সময় মতো বেঁচে গেছে। নাহলে উল্টো সিঁড়ি চড়ে তারপর আবার নামতে হত। সিঁড়ি চড়ে আর নামো - পরিশ্রমের, তাই না ! দেখো, যে কোনো প্রবৃত্তিরই হোক, ব্রহ্মাকুমার - কুমারী তো বলতেই হয়। ব্রহ্মা অধরকুমার তো বলা হবে না। তবুও কুমার - কুমারী তো হয়েছ ! তারা সিঁড়ি নেমেছে, কিন্তু তোমাদেরকে নামার প্রয়োজন পড়েনি। অত্যন্ত ভাগ্যবান তোমরা। সময় মতো বাবাকে পেয়ে গেছ। কুমারীকেই পূজা করা হয়। কুমারী যখন গৃহস্থী হয়ে যায়, তখন ছাগের মতো সকলের সামনে মাথা নত করতে হয়। তার থেকে তো বেঁচে গেছ, তাই না ! অতএব সদা নিজেকে এইরূপ ভাগ্যবান মনে করে এগিয়ে যেতে থাকো। আচ্ছা !

মাতাদের প্রতি : - তোমরা সকলে শক্তিশালী মাতা, তাই না ! দুর্বল নও তো ? বাপদাদা মাতাদের কাছে থেকে কী চান ? এক একজন মাতা "জগৎমাতা" হয়ে বিশ্বের কল্যাণ করবে। কিন্তু মাতারা চতুরতা দেখায়। যখন লৌকিক কাজ থাকে তখন কাউকে না কাউকে নিমিত্ত বানিয়ে বেরিয়ে যায় আর যখন ঈশ্বরীয় কার্য থাকে, তখন বলবে - বাচ্চারা রয়েছে, তাদেরকে কে সামলাবে ? পান্ডবদেরকে তো বাপদাদা বলবেন - সামলাতে তো হবেই, কেননা তোমরা হলে রচয়িতা। পান্ডবরা ! তোমরা শক্তিদেবকে ফ্রি করো। ড্রামানুসারে বর্তমান সময়ে মাতাদের কাছে সুযোগ এসেছে, সেইজন্য মাতাদেরকে সামনে রাখতে হবে। এখন অনেক সেবা করার রয়েছে। সমগ্র বিশ্বকে পরিবর্তন করতে হবে, তাহলে এই সেবা কখন তারা শেষ করবে ? তীব্র গতি চাই। অতএব পান্ডব, শক্তিদেবকে ফ্রি করো, যাতে তারা সেবা কেন্দ্র খুলতে পারে আর জোরদার আওয়াজ ছড়িয়ে যেতে পারে। আচ্ছা !

বরদান:-

সকল রূপের দ্বারা, সকল সম্বন্ধের দ্বারা নিজের সব কিছু বাবার সামনে অর্পণকারী সত্যিকারের স্নেহী ভব যার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ থাকে, সেই স্নেহের জন্য সকলকে সরিয়ে সব কিছু তার সামনে অর্পণ করে দেয়। যেমন বাচ্চাদের প্রতি বাবার স্নেহ রয়েছে, সেইজন্য সদাকালের সুখের প্রাপ্তি স্নেহের বাচ্চাদেরকে করিয়ে থাকেন, বাকি সবাইকে মুক্তিধামে বসিয়ে রাখেন। তেমনি বাবার প্রতি বাচ্চাদের স্নেহের প্রমাণ হল সর্ব রূপের দ্বারা, সর্ব সম্বন্ধের দ্বারা নিজের সবকিছু বাবার সামনে অর্পণ করা। যেখানে স্নেহ আছে, সেখানে যোগ রয়েছে আর যোগ আছে তো সহযোগ রয়েছে। একটি সম্পদকে তোমরা মনমতের দ্বারা ব্যর্থ নষ্ট করতে পার না।

স্লোগান:-

সাকার কর্মে ব্রহ্মা বাবাকে আর অশরীরী হওয়ার জন্য নিরাকার বাবাকে ফলো করো।

সূচনাঃ - আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস, বাবার সকল বাচ্চারা সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে ৭.৩০ মিনিট পর্যন্ত বিশেষতঃ নিজের ইস্ট দেব, ইস্ট দেবী (পূজ্য স্বরূপ) স্বরূপে স্থিত হয়ে ভক্ত আত্মাদের আহ্বান শুনুন, তাদের উপকার করুন। দয়াবান দাতা স্বরূপে স্থিত হয়ে তাদেরকে সুখ শান্তির অঞ্জলি দেওয়ার সেবা করুন।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- পবিত্র হওয়ার একমাত্র উপায় হলো -- বাবাকে স্মরণ করা, অস্তিম সময়ে স্মরণই কাজে আসবে"

*প্রশ্নঃ - সঙ্গমে কোন্ তিলক লাগালে তবেই স্বর্গের রাজত্বের তিলক প্রাপ্ত হবে ?

*উত্তরঃ - সঙ্গমে এই তিলক পড়ো যে আমরা বিন্দু, আমরা শরীর নই। অন্তরে এই মননই করতে থাকো যে আমরা আত্মা, আমাদের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। বাবাও বিন্দু, আমরাও বিন্দু। এই তিলকের দ্বারা স্বর্গের রাজত্বের তিলক প্রাপ্ত হবে। বাবা বলেন, আমি গ্যারান্টি করছি -- তোমরা স্মরণ করো তবেই অর্ধেককল্পের জন্য ক্রন্দন মুক্ত হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি । এই চিন্তা থাকা উচিত যে আত্মা-রূপী আমায় অবশ্যই বাবাকে স্মরণ করতে হবে তবেই পবিত্র হতে পারব। যা কিছু পরিশ্রম তা হলো এই, যে পরিশ্রম বাচ্চাদের কাছ থেকে পৌঁছয় না। মায়া অত্যন্ত বিরক্ত করে। অদ্বিতীয় পিতার স্মরণ ভুলিয়ে দেয়, অন্যান্যদের স্মৃতি চলে আসে। বাবা অথবা প্রিয়তমকে স্মরণ করে না। এমন প্রিয়তমের জন্য তো কমপক্ষে ৮ ঘন্টা সার্ভিস দিতে হবে অর্থাৎ প্রিয়তমকে সহায়তা প্রদান করতে হবে -- স্মরণ করার। অথবা বাচ্চাদের বাবাকে স্মরণ করা উচিত -- এ হলো অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম। গীতাতেও রয়েছে মন্মনাভব । বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো আর কিছু নয়। ভবিষ্যতে এই স্মরণই কাজে আসবে। নিজেকে অশরীরী আত্মা মনে করো, এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। এই পরিশ্রম অধিকমাত্রায় করতে হবে। সকালে স্নানাদি সেয়ে নিভুতে উপরে ছাদে বসে বা হলঘরে এসে বসে পড়ো। যত একান্ত হবে ততই ভাল। সর্বদা এই চিন্তনই করো যে আমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। এই পরিশ্রম প্রতি ৫ হাজার বছর পর তোমাদের করতে হয়। সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ -- কোথাও তোমাদের এই পরিশ্রম করতে হবে না। এই সঙ্গমেই বাবা তোমাদের বলেন যে আমায় স্মরণ করো, ব্যস্। এটাই সময় যখন বাবা বলেন -- আমায় স্মরণ করো। বাবা আসেনও সঙ্গমে আর কখনও বাবা আসেনই না। তোমরাও পুরুষার্থের নশ্বরের অনুক্ৰমে জানতে পারো। অনেক বাচ্চারা বাবাকে ভুলে যায় সেজন্য অনেক প্রতারণিত হয়ে থাকে, রাবণ অতি প্রবঞ্চক। এই(রাবণ) হলো অর্ধেককল্পের শুরু সেজন্য বাবা বলেন, প্রত্যহ সকালে উঠে এইভাবে বিচারসাগর মন্থন করো আর এই চার্টই রাখো -- কতটা সময় পর্যন্ত আমরা বাবাকে স্মরণ করেছি ! কতখানি মরচে নিষ্কাশিত হয়েছে ! স্মরণই হলো সবকিছুর আধার। সম্পূর্ণমাত্রায় বাচ্চাদের প্রচেষ্টা করতে হবে, নিজেদের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য। নর থেকে নারায়ণ হতে হবে। এ হলো সত্যিকারের সত্যনারায়ণের কথা। ভক্তরা পূর্ণিমার দিন সত্যনারায়ণের কথা পাঠ করে। এখন তোমরা জানো যে ১৬ কলা-সম্পূর্ণ হতে হবে। তা হবে সত্য-স্বরূপ বাবাকে স্মরণ করলে। বাবা হলেন শ্রীমত প্রদানকারী। বাবা বলেন, গৃহস্থী জীবনে থাকো, কাজ-কর্মাদি যাকিছু করো, বাবাকে স্মরণ অবশ্যই করতে হবে আর পবিত্র হতে হবে। ব্যস। স্মরণ না করলে কোথাও না কোথাও রাবণের থেকে প্রতারণিত হতে হবে, সেইজন্য বোঝান হয় স্মরণই হলো মুখ্য কথা (বিষয়)। শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। দেহ-সহ দেহের যেসকল সম্বন্ধ রয়েছে তা ভুলে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে। বাবা বারংবার বোঝান -- নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তা নাহলে অস্তিমে আবার অধিকমাত্রায় পশ্চাতাপ করতে হবে। ভীষণভাবে প্রতারণিত হবে। সজোরে এমন কোনো থাপ্পড় লাগবে যে মায়া সম্পূর্ণরূপে মুখ কালো করে দেবে। বাবা এসেছেন মুখ সুন্দর (ফর্সা) করে দিতে। এইসময় সকলেই একে-অপরের মুখ কালো করে দিতে থাকে। ফর্সা অর্থাৎ সুন্দর করে দেন একমাত্র বাবা, যাঁকে স্মরণের মাধ্যমে তোমরা সুন্দর, স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। এ হলোই অপবিত্র দুনিয়া। বাবা আসেনই পতিতদের পবিত্র করতে। এছাড়া তোমাদের কাজ-কর্মাদির (ধান্ধা-ধরি, বৈষয়িক কাজকর্ম) সঙ্গে বাবার কোনো সম্বন্ধ নেই। শরীর নির্বাহের জন্য যা করতে হবে তা করো। বাবা কেবল বলেন -- মনমনাভব। তোমরা বলেও থাকো যে আমরা কিভাবে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবো। বাবা বলেন -- কেবল আমায় স্মরণ করো। পবিত্র হওয়ার আর কোনো উপায় নেই। যতই দান-পুণ্যাদি করো, যতই পরিশ্রম করো। চাইলে আগুনের উপর দিয়ে হাটতে পারো, কোনো কিছুই কাজে আসবে না -- অদ্বিতীয় পিতার স্মরণ ব্যতীত। অত্যন্ত সহজ কথা, একে বলা হয় সহজযোগ। নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে আমরা সারাদিনে আমাদের মিষ্টি-মিষ্টি বাবাকে কতখানি সময় স্মরণ করি ! নিদ্রাকালে কোনো পাপ হয় না। অশরীরী হয়ে যায়। বাকি দিনে অনেক পাপ হতে থাকে আর পুরোনো পাপও অনেক রয়েছে। স্মরণের জন্য পরিশ্রম করতে হবে। এখানে এলে এই পরিশ্রম করতে হবে। বাইরের বার্থ সঙ্কল্পকে উড়িয়ে দাও। তা নাহলে বায়ুমন্ডল অত্যন্ত খারাপ করে দেয়। ঘরের, কৃষিকার্যের চিন্তা চলতে থাকে। কখনো বাচ্চারা স্মরণে আসবে,

কখনো গুরু স্মরণে আসবে। সঞ্চল চলতে থাকলে তখন বায়ুমন্ডলকে খরাপ করে দেবে। যারা পরিশ্রম করে না তারা বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এ অতি সূক্ষ্ম কথা। তোমরাও এখন জেনেছো -- পুনরায় কখনো জানতে পারবে না। বাবা এখনই উত্তরাধিকার প্রদান করেন তারপর অর্ধেক কল্পের জন্য নিশ্চিত হয়ে যান। লৌকিক বাবার চিন্তা আর অসীম জগতের বাবার চিন্তনের মধ্যে কত অন্তর। বাবা বলেন যে ভক্তিমার্গে আমার কত চিন্তা থাকে। ভক্তরা প্রতিমুহূর্তে কত স্মরণ করে। সত্যযুগে কেউই স্মরণ করে না। বাবা বলেন -- তোমাদের এত সুখ প্রদান করি যে ওখানে আমায় স্মরণ করার প্রয়োজনই পড়বে না। আমি জানি, আমার বাচ্চারা সুখধাম, শান্তিধামে বসে রয়েছে। অন্য কোনো মানুষ এ'কথা বুঝতে পারে না। এরকম বাবার প্রতি নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার সময় মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বাবা বলেন, কেবল আমায় স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের মধ্যে যে অ্যালয় (খাদ) পড়ে গেছে, রূপো, তামা, লোহার..... তা নিষ্কাশিত হয়ে যাবে। গোল্ডেন এজ থেকে সিলভার এজে আসতেও দুইকলা কম হয়ে যায়। এইকথা তোমরা শোনো এবং বোঝ। যারা সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হবে তাদের বুদ্ধিতে সঠিকভাবে বসবে, তা নাহলে বসবে না। স্মরণে থাকতে পারবে না। বাবার স্মরণই সর্বকিছুর आधार। বার-বার বলেন, বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করো। এই বাবাও বলবেন যে শিববাবাকে স্মরণ করো। স্বয়ং শিববাবাও বলেন, আমায় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। আত্মাদের বলেন -- হে বাচ্চারা। সেই নিরাকার পরমাত্মাই আত্মাদের বলবে। মূলকথাই হলো এই। কেউ এলে তখন তাকে সর্বপ্রথমে বলো যে অল্ফকে স্মরণ করো আর অন্য কোনো কিছুতে যাওয়ার প্রয়োজনই নেই। কেবল বলো -- নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। অন্তরে এই মনন-চিন্তনই করতে হবে। আমরা আত্মা, গানও তো করা হয়, তাই না ! তুলসীদাস চন্দন ঘষে, তিলক দেয় রঘুবীর..... তিলক কোনো স্থূল(বস্তু) নাকি, না তা নয়। তোমরা বোঝ যে, তিলক বাস্তুবে এইসময়ের স্মৃতি-চিহ্ন। তোমরা স্মরণ করতে থাকো অর্থাৎ রাজ্যাভিষেকের তিলক পড়ো। তোমরা রাজত্বের তিলক পাবে, দ্বিমুকুটধারী হবে। রাজত্বের তিলক প্রাপ্ত করবে অর্থাৎ স্বর্গের মহারাজা-মহারানী হবে। কত সহজ কথা বলেন। ব্যস, শুধু এ'কথা স্মরণ করো -- আমরা আত্মা, শরীর নই। আমাদের বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা হলাম বিন্দু-সদৃশ, বাবাও বিন্দু। বাবা জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। তিনি আমাদের বরদান প্রদান করেন। ঐনার পাশে এসে বসেন। গুরু নিজের শিষ্যকে পাশে বসিয়ে শেখান। ইনিও পাশে বসে রয়েছেন। কেবল বাচ্চাদের বলেন -- নিজেকে আত্মা মনে করো, মামেকম স্মরণ করো। সত্যযুগেও তোমরা নিজেদের আত্মা মনে করো, কিন্তু বাবাকে চেনো না। আমরা আত্মারা শরীর পরিত্যাগ করি, পুনরায় অন্য নিতে হবে। ড্রামানুসারে তোমাদের ভূমিকাই এরকম, সেইজন্য তোমাদের আয়ু ওখানে দীর্ঘ হয়, পবিত্র থাকে। সত্যযুগে আয়ু দীর্ঘ হয়, কলিযুগে আয়ু ছোট হয়ে যায়। ওখানে যোগী, এখানে ভোগী। যোগী পবিত্র হয়। ওখানে রাবণ রাজ্যই নেই। আয়ু সুদীর্ঘ হয়। এখানে আয়ু কত স্বল্প হয়ে যায়, একেই কর্মভোগ বলা হয়। ওখানে কখনও অকালমৃত্যু হয় না। সে'জন্য বাবা বলেন, বাবাকে যদি চিনে থাকো তবে শ্রীমতানুসারে চলো। অদ্বিতীয় পিতাকেই স্মরণ করো। নিজেকে আত্মা মনে করো। এখন আমাদের যেতে হবে, এই শরীর ত্যাগ করতে হবে। বাকি সময় সেবায় নিয়োজিত করতে হবে। বাচ্চারা, তোমরা অতি দরিদ্র সেইজন্য বাবার করুণা হয়। তোমাদের অর্থাৎ বৃদ্ধা, কুন্ডা প্রভৃতিদের কোনো কষ্ট দিই না। বৃদ্ধাদের(নুয়ে পড়া) কুন্ডা বলা হয়। বৃদ্ধাদের বোঝান হয় -- বাবাকে স্মরণ করো। তোমাদের কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে কোথায় যাও ? বলো, গীতা পার্শ্বশালায় যাই। এখানে সেই কৃষ্ণের আত্মা ৮৪ জন্ম নিয়ে এখন বাবার থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত করছে। বাচ্চারা প্রদর্শনী ইত্যাদিতে কত খরচ করে, লেখেও অমুকে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হয়েছে। কিন্তু বাবা বলেন, একজনও এরকম লেখে না যে অবশ্যই এইসময় অসীম জগতের পিতা এই ব্রহ্মার শরীরে এসেছেন, ঐনার কাছ থেকেই স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। বাবা বুঝতে পেরে যান যে একজনেরও নিশ্চয় হয় নি। শুধুই প্রভাবান্বিত হয়, এই জ্ঞান অতি ভাল। সিড়ি (চিত্র) সঠিকভাবেই দেখানো হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং যোগে থেকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হবো, তা কিন্তু করে না। কেবল বলে যে -- অত্যন্ত ভালভাবে বোঝানো(জ্ঞান দেওয়া) হয়, পরমাত্মার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার। কিন্তু স্বয়ংও পাই, তা নয়। কিছুই পুরুষার্থ করে না, অসংখ্য প্রজা তৈরী হবে। এছাড়া রাজা হবে, তারজন্য পরিশ্রম করতে হবে। প্রত্যেকেই নিজের অন্তর্মনকে প্রশ্ন করো যে আমরা কতখানি সময় বাবাকে স্মরণ করে প্রফুল্লিত হয়ে থাকি ? আমরাই পুনরায় দেবতা হই। এমন-এমনভাবে নিজের সঙ্গে নিভৃতে বসে কথা বলো, প্রচেষ্টা করে দেখো। বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তবেই বাবা গ্যারান্টি দেন -- তোমরা অর্ধেককল্প পর্যন্ত কখনও ক্রন্দনরত হবে না। এখন তোমরা বলো যে বাবা এসে আমাদের রাবণ মায়ার উপর বিজয়লাভ করান। যে যতখানি পরিশ্রম করে, নিজের জন্যই করে। পুনরায় তোমরা নতুন দুনিয়ায় আসবে। পুরোনো দুনিয়ার হিসেব-নিকেশও চূত করতে হবে, যেহেতু তোমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। পবিত্র হওয়ার যুক্তিও বলে দেন। এ হলো বিনাশের সময়, সকলেই বিনাশপ্রাপ্ত হবে। নতুন দুনিয়া স্থাপিত হবে। তোমরা জানো, আমরা মৃত্যুলোকে এই শরীর পরিত্যাগ করে তারপর নতুন দুনিয়া অমরলোকে যাব। আমরা নতুন দুনিয়ার জন্যই পড়াশোনা করি আর এরকম কোনো পার্শ্বশালা নেই, যেখানে ভবিষ্যতের(জন্ম) জন্য পড়াশোনা করানো হয়। হ্যাঁ, যারা প্রচুর দান-পুণ্যাदि করে তখন

তারা রাজার কাছে জন্ম নেয়। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে (গোল্ডেন স্পুন ইন মাউথ) বলা হয়। সত্যযুগে তোমরা লাভ কর। কলিযুগেও যারা রাজার কাছে জন্ম নেয় তারাও পায় তবুও এখানে তো অনেকপ্রকারের দুঃখ থাকে। ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য তোমাদের কোন দুঃখ থাকবে না। কখনো রোগ হবে না, গোল্ডেন স্পুন ইন স্বর্গ। এখানে হলো অল্পসময়ের রাজত্ব। তোমাদের হলো ২১ জন্মের জন্য। বুদ্ধির দ্বারা ভালভাবে কার্য সম্পন্ন করিয়ে নিতে হবে, পরে বোঝাতে হবে। এমনও নয় যে ভক্তিমার্গে রাজা হতে পারবে না। কেউ কলেজ অথবা হাসপিটাল নির্মাণ করলে তারাও ফল প্রাপ্ত করে। হাসপিটাল নির্মাণ করলে পরজন্মে স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। বলেও তো, তাই না যে -- এর সারা জীবনে স্বর পর্যন্ত আসে নি। আয়ু সুদীর্ঘ হয়। অনেক দানাদি করেছে, হাসপিটাল ইত্যাদি নির্মাণ করেছে সেইজন্য আয়ু বৃদ্ধি পায়। এখানে যোগের দ্বারা তোমরা এভার-হেল্দি-ওয়েল্দি হয়ে যাও। যোগের মাধ্যমে ২১ জন্মের জন্য সুস্বাস্থ্য লাভ কর। এ হলো অতি বৃহৎ হাসপিটাল, বড় কলেজ। বাবা প্রতিটি কথা অত্যন্ত ভালভাবে বোঝান। বাবা বলেন -- যে যেখানে আনন্দ পাবে, যেখানে হৃদয় আকর্ষিত হবে, সেখানে গিয়ে অধ্যয়ন করতে পারে। এমন নয় যে আমাদের সেন্টারেই আসুক, ওদের কাছে কেন যায়। না, যার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাক। কথা তো একই। মুরলী তো পড়ে শোনায়। সেই মুরলী এখান থেকে যায় তারপর কেউ বিস্তারিতভাবে ভাল করে বোঝায়, কেউ কেবল পড়ে শোনায়। যারা ভাষণ দেয় তারা ভাল চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারে। কোথাও ভাষণ হলে -- সর্বপ্রথমে বলো যে শিববাবা বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করে আমায় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ কর তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে এবং পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। কত সহজভাবে বোঝান। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বহির্জগতের বার্থ চিন্তন পরিত্যাগ করে নিভূতে বসে স্মরণের শ্রম করতে হবে। প্রত্যুক্ষে উঠে বিচার-সাগর মন্ডন করতে হবে এবং নিজের চার্ট রাখতে হবে।

২) যেমন ভক্তিতে দান-পুণ্যের মাহাত্ম্য রয়েছে, তেমনই জ্ঞানমার্গে স্মরণের মাহাত্ম্য রয়েছে। স্মরণের মাধ্যমে আত্মাকে এভার-হেল্দি এবং ওয়েল্দি করতে হবে। অশরীরী হয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে।

বরদানঃ-

বাণীর মাধ্যমে জ্ঞান-রত্ন প্রদানকারী মাস্টার নলেজফুল ভব
যারা বাণীর মাধ্যমে জ্ঞান-রত্ন প্রদান করে তাদের মাস্টার নলেজফুলের বরদান প্রাপ্ত হয়। তাদের এক-একটি শব্দের মূল্য অত্যধিক। তাদের এক-একটি কথা শোনার জন্য অনেক আত্মারা পিপাসার্ত হয়ে থাকে। তাদের প্রতিটি শব্দ সারতত্ত্ব-সম্পন্ন হয়। তারা বিশেষ খুশী প্রাপ্ত করে। তাদের ভান্ডার (খাজানা) ভরপুর থাকে, সেইজন্য তারা সদা সন্তুষ্ট এবং প্রফুল্লিত থাকে। তাদের কথা প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বাণীর দান করলে বাণী অত্যন্ত গুণসম্পন্ন হয়ে যায়।

স্নোগানঃ-

স্বরাজ্যের অধিকারী (মালিক) হও তবেই সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারের স্বত্ব প্রাপ্ত হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই দুনিয়াতে নিষ্কাম সেবা কেবলমাত্র বাবাই করেন, বাকি তোমরা যে কর্মই করো, তার ফল অবশ্যই পাও"

- *প্রশ্নঃ - ড্রামা অনুসারে কোন্ বিষয়টি একশো শতাংশ নিশ্চিত ? বাচ্চারা, যার খুশী তোমাদের আছে ?
- *উত্তরঃ - ড্রামা অনুসারে এ'কথা নিশ্চিত যে, নতুন রাজধানী স্থাপন হতেই হবে । বাচ্চারা, তোমাদের এই খুশী আছে যে, শ্রীমতে চলে আমরা আমাদের রাজধানী স্থাপন করছি । এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ তো হতেই হবে । বাচ্চারা, তোমরা যতো পুরুষার্থ করবে, তত উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে ।
- *গীতঃ- তোমাকে পেয়ে আমরা এই অসীম জগৎকে পেয়ে গেছি.....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা যা বলে, বাবাও তাই বলেন । বাচ্চারা বলে - বাবা, তোমাকে পেয়ে আমরা স্বর্গের মালিক হই । বাবাও বলেন - বাচ্চারা, 'মন্মনাভব' । কথা তো একই হয়ে গেলো । সমস্ত মানুষ জিপ্তেস করবে যে, ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারীরা এই সংসঙ্গে গিয়ে কি পায় ? তখন ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা বলবে - বাপদাদার কাছে গিয়ে আমরা এই বিশ্বের মালিক হই । আর কেউই এই বিশ্বের মালিক হতে পারে না । এই লক্ষ্মী - নারায়ণই এই বিশ্বের মালিক, শিববাবা তো আর এই বিশ্বের মালিক হতে পারেন না । বাচ্চারা, তোমরা এই বিশ্বের মালিক হও । তোমাদের বাবা এই বিশ্বের মালিক হন না । এমন নিষ্কাম সেবা আর কেউই করতে পারেন না । প্রত্যেকেই তাদের সেবার ফল অবশ্যই পায় । ভক্তিমার্গে বা অন্য কোনো প্রকারে যে কেউই যা কিছু করে.... সমাজ সেবকদেরও তাদের সেবার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয় । গভর্নমেন্টের থেকেও তারা অর্থ সাহায্য পায় । বাবা বলেন -- আমিই একমাত্র নিষ্কাম সেবা করি যে, আমি বাচ্চাদের এই বিশ্বের মালিক বাবাই, অথচ আমি নিজে মালিক হই না । বাচ্চাদের সুখী করে, সুখধামের মালিক করে, ২১ জন্মের জন্য সুখদান করে, আমি আমার নির্বাণধামে গিয়ে বানপ্রস্থ অবস্থায় বসে যাই বানপ্রস্থ তো মূল বতনকেই বলা হবে মানুষ বাণপ্রস্থে যায় । বাচ্চাদের সবকিছু দিয়ে তারপর সংসঙ্গ ইত্যাদি করতে থাকে । গুরু করে, যাতে তাঁরা মুক্তির পথ বলে দেয় বাচ্চারা, এখন তোমরা জেনে গেছো যে, এই মুক্তি - জীবনমুক্তির রাস্তা কোনো মনুষ্যমাত্রই কাউকে বলে দিতে পারে না । তারা কাউকেই সঙ্গতি দান করতে পারে না । তারা নিজেদেরও সঙ্গতি করতে পারে না । নিজের সঙ্গতি করতে পারলে তো অন্যদেরও করতে পারবে । বাবা আসেনই পরমধাম থেকে । তিনি ওখানকার বাসিন্দা । বাচ্চারা, তোমরাও ওখানকার বাসিন্দা । তোমাদের এই কর্মক্ষেত্রে অভিনয় করতে হয় । বাচ্চারা, বাবাকেও একবার তোমাদের জন্য এখানে আসতে হয়, যেহেতু স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে তাই অবশ্যই নরকের বিনাশ হতেই হবে ।

তোমরা এখন জেনে গেছো যে - শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন । তোমরা জানো যে, আমরা আবার মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছি । বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর আমরা আবার এসে ব্রহ্মা বাবার দ্বারা শিব বাবার বাচ্চা হই, এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য । তাঁকেই পতিত পাবন বলা হয় । তিনি নলেজফুল, জ্ঞানের সাগরও । তিনি যোগ অর্থাৎ স্মরণ করা শেখান কিন্তু নিরাকার কিভাবে বোঝাবে, তাই তিনি বলেন - আমি ব্রহ্মার দ্বারা মনুষ্য থেকে দেবতা বানাই অর্থাৎ আমি দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি । এখন তো সেই ধর্ম আর নেই, আবার তা স্থাপন করতে হবে । এখন আবার আমি আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা করে, বাকি সবাইকে মুক্তিধামে নিয়ে যাই । ভারত হলো প্রাচীন খণ্ড, তাই ভারতের আদমসুমারী বাস্তবে সবথেকে বেশী হওয়া উচিত । এমন কথা আর কারোর বুদ্ধিতে আসে না । আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম সবথেকে বড় হওয়া উচিত । পাঁচ হাজার বছর ধরে এই ধর্মের বৃদ্ধি হতে থাকে । বাকি আর সবাই তো আসে ২৫০০ বছর পরে । ইসলামীদের আদমসুমারী কম হওয়া উচিত, এরপর অল্প কিছুদিন পরে বৌদ্ধ ধর্মের যারা, তারা আসে, তাই এদের মধ্যে কিছু তফাৎ হওয়া উচিত । ইসলামী, বৌদ্ধ ইত্যাদিরা প্রথমে সতাপ্রধান থাকে, তারপর ধীরে ধীরে তমোপ্রধান হয় । এও এক হিসাব । যে বাচ্চারা অনন্য বুঝদার, তাদের খেয়াল রাখতে হবে । আজকাল লেখে যে, চাইনিজ সবথেকে বেশী কিন্তু তাদের তো সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান নেই । এই সব রহস্য বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । যারা লেখাপড়া জানে, তাদের ডিটেলে বোঝাতে হয় । দেবী - দেবতা ধর্মের পাঁচ হাজার বছর সম্পূর্ণ হয়েছে । তাই এই সময় তাদের সংখ্যা অনেক হওয়া চাই, কিন্তু দেবী - দেবতা ধর্মের যারা, তারা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে । প্রথম দিকে অনেকে মুসলমান হয়ে গেছে, তারপর অনেকে বৌদ্ধও হয়ে গেছে । এখানেও বৌদ্ধ অনেকেই আছে, খ্রীস্টান তো অগুপ্তি । দেবী দেবতা ধর্মের তো কোনো নামই নেই ।

আমরা যদি ব্রাহ্মণ ধর্ম বলি, তাহলেও হিন্দুদের সারিতে ফেলে দেবে। তোমরা এখন জানো, আমাদের মতো ব্রাহ্মণদের দ্বারা শ্রীমৎ অনুসারে আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম স্থাপন হচ্ছে। এই কথাও বোঝা দরকার। ধর্মের গায়ন তো থাকে, তাই না। এখানকার মানুষরা নিজেদের হিন্দুর লাইনে নিয়ে আসে। তারা বলবে, হিন্দু আর্য ধর্মের, সবথেকে পুরানো। ভারতবাসী প্রথমে আর্য ছিলো, অনেক ধনবান ছিলো, এখন অনার্য হয়ে গেছে। কোনো বুদ্ধি নেই, যার যা মনে আসে, সে ধর্মের সেই নাম রেখে দেয়। বৃষ্ণের পরে ছোটো ছোটো পাতা, ডালপালা বের হয়। নতুনদের কিছু সম্মান থাকে।

বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, আমরা বাবার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। তাই এমন উত্তরাধিকার প্রদানকারী বাবাকে কতটা স্মরণ করা উচিত। তোমরা যতো বেশী স্মরণ করবে, এক তো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে, দ্বিতীয় তোমরা পবিত্র হবে। লৌকিক বাবার কাছ থেকে তো ধনের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এর সাথে সাথে পতিত হওয়ারও অধিকারী হতে হয়। সে হলো পারলৌকিক বাবা, আর ইনি মাঝে হলেন অলৌকিক বাবা। এনাকে মাঝখানে দু'দিক দিয়েই জুড়ে দেওয়া হয়েছে। শিব বাবার তো কোনো অসুবিধা হয় না, এনাকে কতো গালি খেতে হয়। বাস্তবে কৃষ্ণকে গালি দেওয়া হয় না। মাঝে ইনি আটকে গেছেন। কথায় আছে না - রাস্তায় চলতে গিয়ে ব্রাহ্মণ ফেসে গেছে। গালি খাওয়ার জন্য ইনি ফেসে গেছেন। অলৌকিক বাবাকেই সব সহ্য করতে হয়। একথা কেউ জানেই না যে, শিব বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করে এসেছেন পতিতকে পবিত্র বানাতে। পবিত্র হওয়ার জন্যই মার খায়। বাবা বলেন -- আমি এসেছি সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তোমরা জানো যে, মৃত্যু সামনে উপস্থিত। বিনাশ তো অবশ্যই হওয়া প্রয়োজন। বিনাশ ছাড়া সুখ - শান্তি কিভাবে হবে। যখন কোনো লড়াই ইত্যাদি লাগে, তখন মানুষ যন্ত্র করে থাকে, যাতে লড়াই বন্ধ হয়ে যায়। তোমরা ব্রাহ্মণ কুলভূষণরা জানো যে, বিনাশ তো অবশ্যই হবে। না হলে স্বর্গের গেট কিভাবে খুলবে। সবাই তো আর স্বর্গে আসবে না। যে পুরুষার্থ করবে সেই যাবে, বাকি সবাই মুক্তিধামে যাবে। এ কথা কেউ না জানার কারণে কতো ভয় পায়। শান্তির জন্য কতো ধাক্কা খেতে থাকে। কনফারেন্স করতে থাকে। কেবল তোমরা ব্রাহ্মণরাই জানো যে, কিভাবে সুখধাম আর শান্তিধামের স্থাপনা হচ্ছে। বিনাশ ছাড়া স্থাপনা হতে পারবে না। তোমরা এখন ত্রিকালদর্শী হয়েছো। তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছো। ওরা তো বলে, শান্তি কিভাবে আসবে? অর্থাৎ কেউ যেন লড়াই - ঝগড়া না করে। সবাই বলে যে, একতা যেন আসে। এক বাবার মত যদি নেয় যে, আমরা এক বাবার সন্তান ভাই - ভাই, তাহলে একতা এসে যাবে। এক বাবার সন্তান হলে নিজেদের মধ্যে লড়াই করা উচিত নয়। এও তো সত্যযুগেই ছিলো। ওখানে কেউই নিজেদের মধ্যে লড়াই করে না। সে তো সত্যযুগের কথা হয়ে গেলো, এখানে তো হলো কলিযুগ। বরাবর সত্যযুগে দেবতারা ছিলো, বাকি সব আত্মারা কোথায় ছিলো, জানা যায় না। তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, এক রাজ্য কেবল সত্যযুগেই ছিলো। ওখানে সুখ - শান্তি সবই ছিলো। পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে এইসব কথা তোমাদের বুদ্ধিতেই আছে। বুঝতে পারে যে, বরাবর আমরা সত্যযুগে রাজত্ব করতাম, সেখানে অগাধ সুখ ছিলো। অদ্বৈত ধর্ম ছিলো। এই জ্ঞান কারোরই নেই। এই সময় তোমরা নলেজফুল হও। বাবা তোমাদের নিজের সমান বানান। যা বাবার মহিমা, তোমাদেরও তেমনই হতে হবে। দিব্য দৃষ্টির চাবি একমাত্র বাবার কাছেই আছে। বাবা বলেছেন যে - ভক্তিমার্গে আমাকে কাজ করতে হয়, যে যার পূজা করে, আমি তাদের মনোকামনা পূরণ করি। এখানেও দিব্য দৃষ্টির পাট চলে। এমন বলা হয় তো - অর্জুন বিনাশের সাক্ষাৎকার করেছিলো। বিনাশ তো অবশ্যই হতে হবে। বিষ্ণুপুরীও অবশ্যই স্থাপন হতে হবে। বাবা পূর্ব কল্পে যেমন বসে বুমিয়েছিলেন, এখনো তেমনই বসে বোঝান। বাবা আমাদের মনুষ্য থেকে দেবতা তৈরী করেন। দেবতা যখন তৈরী হয়, তখন অবশ্যই এই আসুরী সৃষ্টির বিনাশ হবে। চতুর্দিকে হাহাকার হবে। বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে পারা যায় যে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসবে। মুশলধারে বৃষ্টিও হবে। এই সবকিছুর বিনাশ হয়ে গেলে তবে সত্যযুগ স্থাপন হবে। পাঁচ ত্বকের খাদও মিশে যাবে। এই ধরিত্রীতে দেখো কতো খাদ মিশেছে। বাবা বলেন যে - এই রুদ্র জ্ঞান যন্তো সবকিছুই স্বাধা হয়ে যাবে। ভক্তিমার্গে দেখো, রুদ্র যন্তো কিভাবে রচনা করে। শিব বাবার লিঙ্গ, আর ছোটো ছোটো শালগ্রাম অনেক বানিয়ে পূজা করে, তারপরে ভেঙ্গে ফেলে, আবার রোজ বানায়। পূজা করে আবার ভেঙ্গে ফেলে। শিব বাবার সঙ্গে যারা এই সেবা করেছিলো, তাদের এই হাল করে। রাবণকে দেখো, প্রতি বছর তার কুশপুতলিকা তৈরী করে জ্বালিয়ে দেয়। শত্রুকে তো এক বা দুই বার কুশপুতলিকা বানিয়ে জ্বালিয়ে দেয়, এমন নয় যে, বছর বছর জ্বালানোর নিয়ম রাখে। একবারেই রাগ নির্গত করে দেবে। রাবণকে তো প্রতি বছর জ্বালায়। এর অর্থ কেউ বুঝতেই পারে না। আবার বলে দেয়, রাবণ সীতাকে হরণ করেছিলো.... কিছুই অর্থ বুঝতে পারে না। বিদেশীরা কি বুঝবে, কিছুই না। দিন দিন রাবণকে বড় করে বানাতে থাকে, কেননা রাবণ অনেক দুঃখ দানকারী। এখন তোমরা একে জয় করছো। সত্যযুগে এসব থাকবেই না। এই যে কর্মের ভোগ, রোগ ইত্যাদি হয়, এ হলো রাবণের কারণে। রাবণ প্রবিস্ট হওয়ার কারণে মনুষ্য যে কর্মই করে, তা বিকর্ম হয়ে যায়। এই সুখ দুঃখের খেলা বানানো আছে। এই হিস্টি - জিওগ্রাফির কথা কেউই জানে না। লক্ষ্মী - নারায়ণ এই রাজ্য কিভাবে পেয়েছিলেন? কেউই জানে না। তোমরা ছোটো - ছোটো বাচ্চারা বোঝাও - এই লক্ষ্মী

- নারায়ণ সত্যযুগে রাজ্য করতেন । সপ্তম যুগে তারা এই রাজযোগ শিখে এই পদ পেয়েছিলেন । বিশেষ মানুষদের এই ছোটো - ছোটো বাচ্চারা গিয়ে বোঝাবে যে - এই রাজ্য কিভাবে পেয়েছে ? এখন তো হলো কলিযুগ, একে সত্যযুগ বলা হয় না । এখন তো আর রাজত্ব নেই । রাজাদের মুকুটই চলে গেছে । ধর্ম শাস্ত্র কেবল চারটি । গীতা ধর্ম শাস্ত্র, যার থেকে তিন ধর্ম সত্যযুগে নয়, এখন স্থাপন হচ্ছে । এমন নয় যে, লক্ষ্মী - নারায়ণ বা রাম কোনো ধর্ম স্থাপন করেছিলেন । এই ধর্ম এখন স্থাপন হচ্ছে, এরপর আবার ইসলামী, বৌদ্ধ আর খ্রিস্টান । খ্রিস্টানদের একটাই ধর্মশাস্ত্র, বাইবেল, ব্যাস । এর পরের দিকে বৃদ্ধি পায় । আদি সনাতন হলো দেবী - দেবতা ধর্ম, এখন আবার দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপন করা হচ্ছে । তোমরা এই ড্রামার রহস্যকে খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো । তোমাদের খুশীও হয় । যেহেতু তোমরা বাচ্চারা একশো প্রতিশত নিশ্চিত যে, আমরা আবার নিজের রাজ্য - ভাগ্য স্থাপন করছি । এতে লড়াই - ঝগড়ার কোনো কথা নেই । রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, এ হলো নিশ্চিত । এ হলো মৃত্যুর মতোই নিশ্চিত । তোমরা জানো যে, আমরা আবার রাজ্য - ভাগ্য নিশ্চি । কল্প - কল্প আমরা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি । তোমরা যতো পুরুষার্থ করবে, তত উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার যা মহিমা, স্বয়ং সেই মহিমার অধিকারী হতে হবে । বাবার সমান মহিমা যোগ্য হতে হবে । পারলৌকিক বাবার থেকে পবিত্রতার উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে হবে । পবিত্র হলেই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে ।

২) শ্রীমতে চলে নিজের তন - মন - ধনের দ্বারা এক আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা করতে হবে ।

বরদানঃ:- ত্রিকালদর্শী হয়ে ব্যর্থ সঙ্কল্প এবং সংস্কারের পরিবর্তন করে বিশ্ব কল্যাণকারী ভব যখন মাস্টার ত্রিকালদর্শী হয়ে সঙ্কল্পকে কর্মে আনবে, তখন কোনো কর্মই ব্যর্থ হবে না । এই ব্যর্থকে পরিবর্তন করে সমর্থ সঙ্কল্প আর সমর্থ কার্য করো -- একেই বলা হয় সম্পূর্ণ স্টেজ । কেবল নিজের ব্যর্থ সঙ্কল্প বা বিকর্মই ভস্ম করলে হবে না, এর সঙ্গে শক্তি স্বরূপ হয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বের বিকর্মের বোঝা হালকা করার এবং অনেক আত্মার ব্যর্থ সঙ্কল্পকে দূর করার মেশিনারীকে তীব্রতর করো, তখনই বলা হবে বিশ্ব কল্যাণকারী ।

স্লোগানঃ:- নষ্টমোহ হতে হলে সেবার প্রতি স্নেহ রাখো, স্বার্থ নয় ।

"মিষ্টি বাচ্চারা — স্মরণের দ্বারা আত্মার মধ্যে জমে থাকা ময়লা দূর করতে থাকো, আত্মা যখন সম্পূর্ণ পবিত্র হবে তখনই ঘরে ফিরতে পারবে"

*প্রশ্নঃ - – এই অন্তিম জন্মে বাবার কোন্ ডাইরেকশন পালন করলে বাচ্চাদের কল্যাণ হবে ?

*উত্তরঃ - – বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা – এই অন্তিম জন্মে বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করো। বুদ্ধিকে বাইরে ঘোরাঘুরি করিও না, বিষ ছেড়ে অমৃত পান করো। এই অন্তিম জন্মেই তোমাদের ৬৩ জন্মের অভ্যাসকে দূর করতে হবে, সেইজন্যই রাত-দিন পরিশ্রম (পুরুষার্থ) করে দেহী-অভিমানী হও ।

ওম্ শান্তি । শান্তিধাম হলো বিশ্রামপুরি । এই দুনিয়াতে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে । সবাই চায় নিজের সুখধামে যেতে। এই দুনিয়া আর ভালো লাগে না। স্বর্গকে দেখলে এই নরকের প্রতি ঘৃণা জন্মায়। বাচ্চারা বলে বাবা তাড়াতাড়ি কর , এই দুখধাম থেকে নিয়ে চল। বাবাও বোঝান — এটা তো ছিঃ ছিঃ দুনিয়া, এর নামই হলো ডেভিল (শয়তান) দুনিয়া, নরক । এটা কি একটা ভালো শব্দ? কোথায় দৈবী রাজ্য আর কোথায় ডেভিল বিশ্ব, এই ডেভিল দুনিয়ার প্রতি সবারই বিরক্তি এসে গেছে। কিন্তু ফিরে যেতে তো কেউ পারবেনা। তমোপ্রধানতার খাদ জমা হয়ে গেছে। এই খাদ আত্মা থেকে বের করার জন্য পুরুষার্থ করছ তোমরা। যে ভালো পুরুষার্থী, তার অবস্থা শেষে গিয়ে সুন্দর হয়ে উঠবে। এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। অল্প সময় বাকী আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত বাবা এসে না নিয়ে যাবেন ততক্ষণ কেউ-ই ফিরে যেতে পারবে না। এই দুনিয়া দুঃখে ভরা। ঘরেও কোনো না কোনো দুঃখ লেগেই থাকে। বাচ্চারা তোমাদের অন্তরে আছে বাবা আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করতে এসেছেন। যার মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস আছে সে কখনোই বাবাকে স্মরণের কথা ভুলে যায় না। ওঁনাকে বলাই হয় সবার দুঃখ হরণকারী। বাচ্চারাই বাবাকে চিনেছে। যদি সবাই চিনে ফেলে তবে এতো অসংখ্য মানুষ কোথায় বসবে, এটা তো হতে পারে না। সেইজন্য ড্রামাও সেভাবেই রচনা হয়েছে। যে শ্রীমত অনুসারে চলে সেই উচ্চ পদ পেতে পারে, এটাও ঠিক যে সাজা খেয়েও শান্তিধাম অথবা পবিত্র দুনিয়াতে যাবে। কিন্তু উচ্চ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে না ! পবিত্রতা ছাড়া পবিত্র দুনিয়াতে কেউ যেতে পারবে না। এই যে বলে থাকে অমুকে জ্যোতিতে লীন হয়ে গেছে, ফিরে গেছে – এ'তো হতে পারে না। যারা সর্বপ্রথম সৃষ্টিতে এসেছে লক্ষ্মী-নারায়ণ, তারাই ফিরে যেতে পারে না, সূত্রাং আর কেউ কিভাবে ফিরে যেতে পারে? লক্ষ্মী-নারায়ণ এদেরও ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন ফিরে যাওয়ার জন্য তপস্যা করছে। সবাই এক বাবাকেই আহ্বান করে থাকে । ও গডফাদার, ও মুক্তিদাতা, গডফাদার হলেন দুঃখ হরণকারী এবং সুখ প্রদানকারী। কৃষ্ণ ইত্যাদি আরও যারা আছে তাদের তো আহ্বান করে না। খ্রীস্টান হোক, মুসলমান হোক সবাই ও গডফাদার বলে ডাকে। আত্মা আহ্বান করে — নিজের ফাদারকে। ফাদার বলে যখন জানে যে আমরা আত্মা। আত্মাও একটা বস্তু, যা বড় নয়, নক্ষত্রের মতো অতি সূক্ষ্ম। যেমন বাবার স্বরূপ তেমনই আত্মা। তোমরা এখন বাবার মহিমা করে বলে থাকো — তিনিই সত্য-চিত্ত, জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর । তোমাদের আত্মাও তাঁর মতো গুণবান হয়ে উঠছে। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান আছে, আর কোনো মানুষেরই এই জ্ঞান নেই। সম্পূর্ণ ভারত, সম্পূর্ণ বিদেশ খুঁজে এসো, কারো জানা নেই। আত্মা ৮৪ জন্মের ভূমিকা পালন করে থাকে। ৮৪ লক্ষ জন্মের তো কেউ বর্ণনাও করতে পারবে না। বাবা বলেন তোমরা নিজের জন্মকেই জানতে না, আমিই এসে শোনাই। এইসব শোনার পরেও পাথরবুদ্ধি সম্পন্নরা বোঝেনা যে ৮৪ লক্ষ জন্ম হলে কিভাবে শোনাবে ।

এখন তোমরা জানো আমরা ব্রাহ্মণ, ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে থাকি। ব্রহ্মাও ৮৪ জন্ম নিয়েছে, বিষ্ণুও ৮৪ জন্ম নিয়েছে। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু, বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা। লক্ষ্মী-নারায়ণই ৮৪ জন্ম নিয়ে তারপর ব্রহ্মা-সরস্বতী হয়। এটাও বোঝার বিষয়, তাইনা। বাবা বলেন প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আমি এসে বোঝাই। ৫ হাজার বছরের এই চক্র। এখন তোমরা বর্ণের রহস্যও বুঝেছ । হম সো -এর অর্থও বুঝেছ, আমরা আত্মারাই দেবতা হই, তারপর আমরা ক্ষত্রিয়, তারপর বৈশ্য এবং অবশেষে শূদ্র হয়ে যাই। এতো-এতো জন্ম নেবার পর আমরাই আবার ব্রাহ্মণ হই। ব্রাহ্মণদের এই একটাই জন্ম, সূত্রাং এই জন্ম তোমাদের হীরে তুল্য ।

বাবা বলেন – তোমাদের শরীর এখন উত্তম, এই শরীরে তোমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার পেতে পার সেইজন্যই এখন আর বিভ্রান্তিতে ছুটে বেড়িয়ে না। জ্ঞান অমৃত পান কর। বুঝেছ যে প্রকৃতপক্ষে আমরাই ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি। তোমরা প্রথমে

সত্যযুগে সত্যোপ্রধান ছিলে । তারপর সত্যঃ-তে পরিণত হয়ে পড়ো ।

এরপর রূপোর মিশ্রণে পরিণত হয়ে পড়ো। সম্পূর্ণ গণনা বোঝানো হয়েছে। গভর্নমেন্টও এখন সোনার সাথে খাদ মিশ্রণের কথা বলে । ১৪ ক্যারেট সোনা পড় এখন তোমরা। ভারতের মানুষ সোনার সাথে মিশ্রণ অশুভ মনে করে, যখন কোনো বিবাহ হয় তখন তারা আসল সোনা পড়ে। সোনার প্রতি ভারতবাসীদের অগাধ ভালোবাসা। কিন্তু কেন ? ভারতের কথা জিজ্ঞাসা কর'না । সত্যযুগে সোনার মহল ছিল, সোনার ইট ছিল। তোমাদের যেমন ইটের স্তুপ রয়েছে ঠিক তেমনই সোনা ও রূপার স্তুপ থাকবে। ওরা মায়া সম্পর্কে নাটক দেখায়। কোনো ব্যক্তি সোনার ইট দেখে ভেবেছিল, সেগুলো সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। যখন সেগুলো নিতে নেমেছিল দেখল কিছুই নেই। এর মধ্যে তাৎপর্য অবশ্যই কিছু আছে। কন্যারা বুঝতে পারে তারা আবার স্বর্গে যাচ্ছে। যদি তাদের স্বামী কষ্ট দেয় তবে তারা ভিতরে-ভিতরে কাঁদে। ভাবে কখন সুখধামে যেতে পারব। বলে থাকে বাবা তাড়াতাড়ি কর । বাবা বলেন – বাচ্চারা তাড়াতাড়ি কিভাবে করব , প্রথমে তোমরা যোগবল দ্বারা নিজের ময়লা তো বের কর । যোগের যাত্রায় থাকো। বাবা তোমাদের ধৈর্য ধরতে শেখান। সবাই আহ্বান করে বাবাকে – হে পতিত-পাবন এসো। মহিমা করে বলে – সবার সঙ্গতি দাতা একজনই। অকাসুর, বকাসুর এ'সব কথা এই সঙ্গম যুগের। এটা হলো আসুরি দুনিয়া। সুতরাং বাবা বসে বোঝান, আমি কল্পে-কল্পে সঙ্গম যুগে আসি ,যখন সম্পূর্ণ কল্প বৃক্ষ জরাজীর্ণ অবস্থায় পরিণত হয়।

তোমরা জান সত্যযুগে প্রতিটি জিনিস সত্যোপ্রধান হয়। এখানে এতো যে পশু-পাখি ইত্যাদি রয়েছে, এতো সব সত্যযুগে থাকবে না। বড় বড় মানুষদের চারপাশ অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তাদের বাসস্থানের পরিবেশ, আসবাবপত্র সবই খুব সুন্দর হয়। তোমরাও উচ্চ দেবতায় পরিণত হও। ওখানে কোনো ছিঃ ছিঃ বস্তু থাকতে পারে না। এখানে কত রকমের অসুখ, কত নোংরা চারদিকে হয়েই চলেছে। গ্রামে এতো নোংরা থাকে না। বড় বড় শহরে ভীষণ নোংরা কেননা অসংখ্য মানুষের বসবাস। থাকার জায়গা নেই। তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হয়ে ওঠো। মানুষ মহিমা করে থাকে ব্রহ্মা মহাবিশ্বে বিদ্যমান, বিষ্ণুও মহাবিশ্বে বিদ্যমান এবং নয় লক্ষ নক্ষত্রও মহাবিশ্বে বিদ্যমান। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু। বিষ্ণুর সাথে তারাও রয়েছে; যারা স্বর্ণযুগে দেব-দেবীতে পরিণত হয় এবং অল্প সংখ্যকই হয়। কল্প বৃক্ষ প্রথমে ছোট থাকে তারপর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সত্যযুগে অল্প সংখ্যক দেবী-দেবতা তারা মিষ্টি নদীর পাড়ে বাস করবে। এখানে নদী থেকে অনেক খাল তৈরি হয়েছে। ওখানে কোনো খাল থাকবে না। সেখানে হাতে গোনা কিছু মানুষ থাকবে। গঙ্গা এবং যমুনা এই অল্প সংখ্যক মানুষের জন্য যথেষ্ট। তারা সবাই এই নদীর ধারে কাছেই বসবাস করবে। ৫ তন্ত্রও সেখানে দেবতাদের দাস হয়ে যায়। কখনোই অকাল বৃষ্টিপাত হয় না। নদীও কখনও উপচে পড়ে না। তার নামই যে স্বর্গ। মানুষ বলে থাকে স্বর্গের আয়ু লক্ষ বছরের। ঠিক আছে, তবে বল সেখানে কারা রাজত্ব করত ! কত গালগল্প ওরা বলে থাকে।

তোমরা জানো আমরা পূর্ব কল্পের মতোই ভূমিকা পালন করছি। এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে অনেক রকম অসুর বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, মানুষ মনে করে অসুররা উপর থেকে আবর্জনা এবং গোবর ইত্যাদি নিক্ষেপ করে। তা কিন্তু নয়। তোমরাও দেখছ কত বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। অবলাদের উপর কত অত্যাচার হয় তবেই তো পাপের ঘড়া পরিপূর্ণ হবে। বাবা বলেন – কিছু তো সহ্য করতে হবে। তোমরা বাবাকে আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে থাকো। মার খাওয়ার সময়ও বুদ্ধিতে স্মরণ কর শিববাবা। তোমাদের বুদ্ধিতে তো জ্ঞান আছে, কাউকে ফাঁসি কাঠে চড়াবার সময়ও পাড়ি বলে থাকে গডফাদারকে স্মরণ কর। এমনটা বলবে না যে ক্রাইস্টকে স্মরণ কর। ইশারা গডের প্রতিই থাকে। তিনি এতো মিষ্টি যে সবাই তাঁকেই স্মরণ করে। আত্মাই আহ্বান করে। দেহী-অভিমানী হওয়ার মধ্যেই পরিশ্রম আছে। এত জন্ম তোমরা দেহ-অভিমাণে ছিলে। এখন এই এক জন্মে ঐ অর্ধকল্পের অভ্যাস মিটিয়ে ফেলতে হবে। তোমরা জানো, দেহী-অভিমানী হতে পারলে আমরা স্বর্গের মালিক হতে পারব। কত উচ্চ প্রাপ্তি। সুতরাং দিন-রাত এই চেষ্টাতেই থাকা উচিত। মানুষ ব্যবসা ইত্যাদি কাজকারবারে কত পরিশ্রম করে। যখন তারা উপার্জন করে হুড়োহুড়ি করে না বা উদাস হয়না। কেননা ওতে অর্থ উপার্জনের সুখ আছে। ক্লাস্ত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বাবাও (ব্রহ্মা) অভিজ্ঞ তাইনা। রাতে স্টীমার এলে মানুষ পণ্য কিনত। দোকানদার গ্রাহকদের পকেট খালি না হওয়া পর্যন্ত ছাড়ত না। বাবা (শিববাবা)এমনই একজন অভিজ্ঞ রথ নিয়েছেন। এর সবকিছুর অভিজ্ঞতা আছে। তিনি ছিলেন (ব্রহ্মা বাবার কথা বলা হয়েছে, যখন তিনি ব্রহ্মা হয়ে ওঠেননি) গ্রামের ছেলে। তিনি ১০ আনাতে ১ মণ শস্য বিক্রি করতেন। এখন দেখো তিনি বিশ্বের মালিক হতে চলেছেন। একদম গ্রাম্য ছিলেন। তারপর যখন অবস্থা ফিরল, সম্পূর্ণ জুয়েলারি ব্যবসায় ডুবে গেলেন। তখন কেবল জুয়েলারীরই কথা । বাবা ভাইসরয় ইত্যাদি মহলে এমনভাবে যেতেন যেন সেটা নিজের বাড়ি। এ'হল রাজকীয় ব্যবসা। আর একে বলে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন। এই জ্ঞান যত বুদ্ধিতে ধারণ করবে ততই পদ্মপতি হয়ে উঠবে। শিববাবাকে বলা হয় সওদাগর, রত্নাকর । তাঁর মহিমা করা হয় তারপর

বলে যে তিনি সর্বব্যাপী। মহিমা করার পর এতো গ্লানি করা হয়। ভক্তি মার্গে কী দূরবস্থা হয়ে গেছে। বাবা বলেন – যখন ভক্তি সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তখন ভক্তদের রক্ষা করতে বাবা আসেন। অতি ভক্তি কারা করে, এটাও প্রমাণ হয়ে যায়। সবচেয়ে বেশি ভক্তি তোমরা করে থাকো এবং তারাই এখানে এসে সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণ হয়। তারপর বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করে থাকো পুনরায় পূজ্য হওয়ার জন্য। রাবণ পূজারী বানিয়েছে, বাবা পূজ্য করে তোলেন। এটাই ভগবানুবাচ। ভগবান একজনই। ২-৩ জন ভগবান হয়না। গীতা ভগবানের বলে মহিমা করা হয়েছে। শিব ভগবানুবাচের পরিবর্তে কৃষ্ণের নাম রাখা হয়েছে, সুতরাং কত পার্থক্য হয়ে গেছে। ড্রামা অনুসারে আবারও গীতায় নাম এভাবেই পরিবর্তিত হবে। তারপরেই আহ্বান করে বলবে হে পতিত-পাবন এসো। বাবা পবিত্র করে তোলেন, রাবণ পতিত করে। সুতরাং বোঝার জন্য কতটা বুদ্ধি থাকা চাই। শ্রীমত, শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ মত এক বাবাই দিয়ে থাকেন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক বাবার শ্রীমতের আধারেই হয়েছে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই একটা জন্মে ৬৩ জন্মের পুরানো দেহ-অভিমানের অভ্যাস মিটিয়ে ফেলার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। দেহী-অভিমानी হয়ে স্বর্গের মালিক হতে হবে।

২) এই হীরে তুল্য উত্তম জন্মে বুদ্ধিকে এদিক-ওদিক বিচরণ করতে দেওয়া উচিত নয়। সতোপ্রধান হতে হবে। অত্যাচারকে সহন করে বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে।

বরদানঃ:- – ভাব, বলা আর করা - এই তিনের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষাকারী সর্বাধিক সর্বোত্তম পুরুষার্থী ভব সমস্ত শিক্ষার সার হল – প্রতিটি কর্ম যেমন ওঠা, বসা, চলাফেরা বা ঘুমানো সব কিছুকেই ফরিস্তা স্বরূপে দেখা। প্রতিটি কর্মের মধ্যে যেন অলৌকিকতা থাকে। কর্ম বা সংস্কারের মধ্যে যেন কোনো লৌকিকতা না থাকে। ভাবা, বলা আর করার মধ্য যেন সামঞ্জস্য থাকে। এমন নয় যে ভেবেছিলাম করব না কিন্তু করে ফেলেছি। যখন এই তিনটিই সমান এবং বাবার তুল্য হবে তখনই বলা হবে শ্রেষ্ঠ বা সর্বোত্তম পুরুষার্থী।

স্নোগানঃ:- – দায়িত্ব নেওয়া অর্থাৎ অধিক শুভেচ্ছার অধিকারী হওয়া।

(মাতেশ্বরী জীর পূণ্য স্মৃতি দিবসে ক্লাসে শোনানোর জন্য জগদম্বা সরস্বতী জীর মধুর মহাবাক্য)

*গীতঃ- জগতের থেকে সম্পর্ক ত্যাগ করো....

যদি আমরা জগতের থেকে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করে দিই তাহলে জগৎ কিসের জন্য? যদি সম্পর্ক ভেঙে দেওয়ারই কথা হয় তাহলে এই সম্পর্ক তৈরি হয়েছে কেন? পতি-পত্নী, বাবা-ছেলে, রাজা-প্রজা ইত্যাদি অনেক রকমের যে সম্বন্ধ আছে, এই সকল সম্বন্ধ ভগবান রচনা করেছেন, এই রকম বলে থাকে তাই না! তো যখন ভগবান রচনা করেছেন তাহলে কেনই বা তিনি বলেন যে, ত্যাগ করো! নাকি এই গানটিই হল ভুল।

ভগবান কি রকম জগৎ রচনা করেছিলেন? জগৎ বলো বা দুনিয়া বলো, ভগবান যে জগৎ রচনা করেছিলেন সেই দুনিয়া খোড়াই এইরকম রচনা করেছিলেন, যেটা ত্যাগ করতে হবে। এখনকার যেরকম সম্বন্ধ, তা তিনি রচনা করেননি। এখন এই জগতে দেখো, তোমাদের সম্বন্ধ কিরকম হয়ে গেছে! কর্মের কারণে তোমোপ্রধান হতে হতে আজ কি হয়ে গেছে! কর্মের বন্ধন একে অপরকে দুঃখ দিতে থাকে। সকল সম্পর্ক এই কর্মের হিসাবের কারণে তোমোপ্রধান হয়ে পরস্পরকে দুঃখ দিতে থাকে। ভগবান নিজে বলেন, আমি তো তোমাদের এই দুঃখের সম্বন্ধ রচনা করিনি। আমি তোমাদের যে সম্বন্ধ জুড়ে দিয়েছিলাম, সেটা বন্ধন ছিলো না। আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ জুড়ে দিয়েছিলাম, সেই সম্বন্ধের কারণে তোমরা সর্বদা সুখী ছিলে। তোমাদের সকল সম্বন্ধ খুবই স্বচ্ছ ছিল, এইজন্য স্মরণ করো তাই না যে, রাম রাজস্ব প্রজারও বিত্তশালী তথা সকল নাগরিকের মধ্যেই দাতার সংস্কার থাকার কারণে ধর্মের উপকার হয়। তাই তো বলা হয় গার্হস্থ আশ্রম। সেইজন্য ধর্ম-পতি, ধর্ম-পত্নী ধর্মের নামের কারণেই হয়ে থাকে, তাই না! কিন্তু এখন তো সেই ধর্মের সম্বন্ধ আর নেই। বাস্তবে সেই জীবন-যাপন এখন আর নেই, এইজন্য বাবা বলেন, এই যে তোমরা নিজেদের স্বার্থে এই জগৎ বানিয়ে, সেই জগতে যা কিছু সম্বন্ধ আছে, সেই সব নষ্ট হয়ে গেছে। আমি যে জগৎ তৈরি করেছিলাম সেখানে তোমাদের সম্বন্ধ কতই না সুন্দর ছিল, কতইনা প্রিয় ছিল, কতইনা এক অপরকে সুখ প্রদান করতে! সম্বন্ধ তো অবশ্যই ছিল, এমন নয় যে ভগবান সম্বন্ধ রচনা করেননি। সম্পর্ক তো ছিল কিন্তু সেই সম্পর্ক কর্ম বন্ধন-রহিত ছিল, এই জন্য তাদেরকে বলা যেত জীবনমুক্ত। জীবনে থেকেও এই কর্মের বন্ধন (দুঃখ) থেকে মুক্ত ছিলে, এইজন্য তাকে বলা হতো জীবনমুক্ত। এখন তোমাদের সম্পর্ক জীবন-বন্ধের মতো হয়ে গেছে, এইজন্য বলে যে এখন এর থেকে মুক্ত কিভাবে হব! বাবা বলেন যে, তাদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে এক আমার সাথে যুক্ত করো। শেষের এই একটা জীবন তোমরা আমাকে দিয়ে দাও। আমাকে দিয়ে দেওয়ার অর্থ, যেরকম স্ত্রী তার পতিকে সবকিছু দিয়ে দেয়, পতিও তার নিজের সবকিছু তার স্ত্রীকে দিয়ে দেয়। বাবা বৃদ্ধ বয়সে তার নিজের সবকিছু ছেলেকে দিয়ে দেয়, ছেলে তার সবকিছু বাবাকে দিয়ে দেয়.... এই অভ্যাস তো খুব ভালোভাবে আছে তাইনা! আমি তোমাদেরকে কোনো নতুন কথা শোনাচ্ছি না। কিভাবে করব, কি করব -তোমরা এইসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারো না। তোমরা নিজেদের জীবন এক পরস্পরের প্রতি দিয়ে এসেছো, তোমরা কি তোমাদের বাচ্চার প্রতি নিজের জীবন উৎসর্গ না করেই বসে আছো? নিজের শরীর, মন, ধন যা কিছু আছে, তোমরা তাদের প্রতি তো সব কিছু উৎসর্গ করেই বসে আছো তাই না! নিজের-নিজের তো বলেই থাকো, তাইনা! সারাটা জীবন তাদের জন্য ব্যয়িত করো। তাহলে আমি তোমাদেরকে কোনো নতুন কথা খোড়াই বলি যে, এই সব কিছু আমাকে উৎসর্গ করো। যেরকম এখনো পর্যন্ত তোমরা এক পরস্পরের প্রতি করে এসেছ, সেই রকমই এখন বলছি, তোমরা আমার হও। তারপর আমার হয়ে সেগুলিকে নিমিত্ত হয়ে দেখাশোনা করো। তোমরা ভক্তি মার্গেও বলে এসেছো, ভগবান এই সবকিছু তোমার, আমিও তোমার.... কিন্তু তাকে সবকিছু সমর্পন করে দাও নি। শুধু এই রকমই বলেছ যে, সবকিছু তোমার...। তোমারও যা কিছু আছে, সেসব আমার, আমারও সবকিছু আমার... এই রকমই সবাই বাস্তবে করেছিলে। কিন্তু এখন সেই ঠকবাজি তো আর চলবে না, তাই না! তোমারও যা কিছু আছে সব আমার, তো আমারও সবকিছু আমার। না। এরকম চলবে না। এখন এই তোমার-আমার সমাপ্ত করতে হবে। এখন আমি তোমার, তো সেখানে সবকিছুই এসে গেছে। ব্যস্, আমি তোমার। তাছাড়া এইরকম খোড়াই হয় যে, তার সবকিছু আমার, নিজেরও সবকিছু আমার... এইরকম ঠকবাজি করে কি লাভ! কেননা এরদ্বারা আমরা নিজেদেরকেই ঠকাচ্ছি, সেই পরমাত্মাকে তো কেউ ঠকাতে পারে না। প্রথমে নানারকমভাবে ঠকবাজি করতে থাকে, কিন্তু ঠকাতে ঠকাতে নিজেই দুঃখী অশান্ত হয়ে যায়, কেননা তোমরাই তো ধোঁকা খাও, এই জন্য এখন বাবা বলেন যে সেই সবকিছু ত্যাগ করো। দেহের সাথে সব সম্বন্ধের থেকে বুদ্ধি সরিয়ে এখন আমার সাথে যুক্ত

করো। তারপর আমারই আর থাকবে না।

এতদিন পর্যন্ত আমার-আমার বলে দুঃখী হতে থেকেছো। পুনরায় বুদ্ধি ওইদিকে যায় তো বলে, কি করব, কীভাবে করব... যদি তোমরা কারোর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ো তাহলে তোমাদের কিরকম দশা হবে! এটাই হল মোহ, এর কারণেই তোমরা দুঃখী হয়ে যাও এইজন্য বাবা বলছেন যে তোমরা এই জগতের থেকে সম্পর্ক ভেঙে এখন আমার হও। তো এই যে তোমাদের নিজেদের দেহের বন্ধন, জীবনের বন্ধন বানিয়েছ, তার থেকেও বেরিয়ে এখন আমার হয়ে যাও। পুনরায় আমি তোমাদের সাথে জন্ম-জন্মান্তর ধরে খোড়াই চলতে থাকবো! না। এখন আমার তোমাদের সাথে কাজ আছে, ব্যাস। তারপর তো তোমরা আত্মারা নিজেদের মধ্যে সর্বদা সুখে থাকবে। তাই তোমাদের দুঃখের বন্ধন ভেঙে ফেলে, সুখের সম্বন্ধ তৈরি করে দিই, তারপর তোমরাই নিজেরা সুখ ভোগ করবে। এখন দেখো তোমরা কতইনা বিপথে চলে গেছ এজন্য দুঃখী হয়ে পড়েছ। তারপর আমি তোমাদেরকে বিপথে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে সঠিক পথ দেখাই, তারপর তোমরাই সুখে থাকবে। আমি খোড়াই জন্ম-জন্মান্তর তোমাদের সাথে চলতে থাকব! আমি তো কেবল তোমাদের বিপথে যাওয়া থেকে শোধরানোর জন্য বলি যে, এখন আমার হও। সেটাও কেন বলি? কেননা আমার নির্দেশে চললে তোমাদের জন্য সবকিছু সহজ হয়ে যাবে। আমি তোমাদেরকে এই সহজ যুক্তি প্রদান করি। তোমরা বাস্তবে আমার হয়ে চলো, তাহলে এই যুক্তি কাজে আসবে। যেরকম কারোর কোলের বাচ্চা থাকলে, তারই নাম প্রাকটিক্যালি চলতে থাকে, তাই না। এই রকম তোমরাও প্রাকটিক্যালি আমার হয়ে চললে তোমাদেরই ভাগ্য তৈরি হবে। বাবা তো বড় সোজা, সহজ একদম সাধারণ কথা বলছেন, তাতেও দেখো কোটির মধ্যে কয়েকজন ধারণ করার জন্য বেরিয়ে আসে।

বাবা বলছেন, এই ছোট সঙ্গম যুগে তোমাদের দেশে, এই সাকার দুনিয়াতে তোমাদের জন্যই এসেছি, তো ন্যূনতম যতটা সময় আছে, ততটা সময়ে তো আমার চিন্তা করো! বাবার হয়েছো তো ন্যূনতম এতটা সময় তো শুদ্ধ থাকো। তারপর তোমাদের এইরকম প্রলব্ধ হয়ে যাবে যে তোমাদেরকে সেই দুনিয়াতে পরিশ্রম করতেই হবে না। এখন অল্প একটু পরিশ্রমের কথা আছে, এখন তোমরা যে করেই হোক, এমনকি যদি মরতেও হয় তবুও পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করো। নিজের মধ্যে দৃঢ়তা রাখো, নিজের ধারণাতে থাকার সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা করো। বাবা তোমাদেরকে পরিশ্রম করে বলে দিচ্ছেন যে, তোমরা কেবল এতটা সময়ের জন্য পরিশ্রম করো। আমি তোমাদেরকে আর কোনও পরিশ্রম করাই না, তোমাদের যা কিছু প্রাপ্ত হচ্ছে তার পরিবর্তে সেরকম পরিশ্রম তোমাদের করতেই হয় না।

এখন ঘিয়ের ঘড়া তৈরি ক'রো না... এটা করব, ওটা করব, দুনিয়া কি বলবে, তারা কি বলবে, আরে দুনিয়া কি বলবে... ছেড়ে দাও এসব কথা। এখন এই দুনিয়াই বিনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু সেই বেচারাদের এটা খোড়াই জানা আছে, এইজন্য বাবা বলেন, এসব চিন্তা ক'রো না। এখন তো মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তোমরা এত লম্বা-চওড়া যা কিছু বানিয়ে বসে আছো, এই সবকিছু ব্যর্থ ব্যয় করছো। এখন বাবা বলছেন যে, সেই ব্যর্থকে সমর্থ করো। এই শরীর নির্বাহের জন্য যতটা চাই ততটা করো, যতটা তোমাদের রচনার সাথে হিসাব-নিকাশ আছে, ততটাই করো, আমি কিভাবে তাদেরকে দেখাশুনা করব? এদেরকে তোমাকেই দেখাশোনা করতে হবে। যা কিছু আবশ্যক আছে, সেসব তোমাদেরকে ফ্রি করে দিচ্ছি কিন্তু এখন এই যে এক্সট্রা রচনা রচিত করছো, তার জন্য মানা করছি। কেননা এখন তো সেই সব কিছুই ভেঙে পড়বে, কেন নিজেদের ফালতু সময় নষ্ট করছো। এই ফালতু ঝঞ্জাটের কারণেই তোমরা দুঃখী হয়ে গেছো, এই ঝঞ্জাট থেকে তোমরা কিভাবে মুক্ত হবে, সেটাই তো তোমাদেরকে বলতে এসেছি। তবুও বসে বসে অনেক অজুহাত দেখানো, এটা কোথাকার রীতি? তথাপি বাবা বলছেন যে, দেখে নিও, এখন যদি আমাকে সোজা আগুল না দাও, তোমার হাত আমাকে সমর্পণ না করো, তাহলে আমি এমনভাবে নাকটা চেপে ধরে নিয়ে যাবো। নাক চেপে ধরলে তো দম বন্ধ হয়ে যাবে, তখন দুঃখ হবে, শাস্তি পেতে হবে, তাইনা! এইজন্য বাবা বলছেন, এখন হাতে হাত দিয়ে সহজভাবে চলার সময় এসে গেছে। যদি সোজাসুজিভাবে না চলতে পারো তাহলে আমার হাতে তোমার নাকও তো এসে যায়, তারপর দেখে নিও। তখন সেই সময় আর কিছুই হবে না। না কিছু করতে পারবে, এইজন্য বাবা বলছেন, বাচ্চারা এখন তোমরা আমার হয়ে, আমার কাছে এসে, আমার কথাগুলিকে শুনে, যদি পুনরায় কিছু না করো তাহলে তার জন্য অনেক কড়া শাস্তি ভোগ করতে হবে, এইজন্য যাদের এই বিষয়ে জানা নেই তাদের কথা তো আলাদা। এরা ছাড়া যাদের জানা আছে, যারা বসে, শুনে পুনরায় এইসব কথা গুলিতেই ভুল করে তাহলে তাদের জন্য তো আর কিছুই করার থাকবে না। যেরকম দশগুণ লাভ, সেইরকম দশগুণ ক্ষতি হয়ে যায়। তখন বলা যায় যে, নিজের ক্ষতিকে, অপচয়কে.... ভালো করে বোঝো। ভালোভাবে কিছু তো নিজের বুদ্ধি খাটাও। এখন বাবার সাথে বুদ্ধির যোগ লাগাবে তো শক্তি প্রাপ্ত হবে। তাই এই সকল কথা গুলিকে বোঝো, ভুলে যেও না।

এখন এই যে সময় চলছে, একে চেনো, একটু চোখ খোলো, বুদ্ধি খোলো আর সময়ের সম্পূর্ণ লাভ নাও। নিজের সম্পূর্ণ ভাগ্য জাগ্রত করো। বলেও যে, যেসকল সঙ্গ, সেই সকল রঙ হয়ে থাকে, এই জন্য যার মধ্যে এখন এই ধারণা সম্পূর্ণ থাকবে না, তখন মায়ার সঙ্গের রঙ লেগে যাবে। তখন তো বলবে যে খারাপ কিছু শোনো না, খারাপ কিছু দেখো না, খারাপ কিছু ব'লো না... এমনও কিছু খারাপ আছে যেটা এখানকারও অনেককেই ছাড়ে না, তারপর এক পরস্পরের সঙ্গদোষে এসে যায়। তখন বলে যে এইসকল সঙ্গদোষ থেকে নিজেকে রক্ষা করো। এরকম মনে করো না যে, সঙ্গদোষ বাইরে আছে, এখানে নেই। না, এখানেও সে ঘুরতে থাকে, কেননা তারই তো রাজ্য তাইনা। এইজন্য বাবা বলছেন যে ভালোভাবে কবচ পড়ে থাকো। কবচ থাকলে তো তাতে গুলি লাগবে না। যোগেরই কবচ আছে, জ্ঞান তো হলো তলোয়ার। এইসব অস্ত্রশস্ত্রকে নিজের কাছে ভালো ভাবে সুরক্ষিত রেখো।

বলা হয়ে থাকে, যে যা' করে সেটাই পায়, এতো ভবিষ্যৎ প্রালঙ্ক বানানোর বিষয়। তোমরা তো এখানে প্রালঙ্ক ভোগ করতে যাচ্ছ না, এখানে তো নিশ্চয়ই কোনো গুরু হয়ে বসার ব্যাপার নেই। এতে কেউ যেন মিসআন্ডারস্ট্যান্ড না করে, সেইজন্য এই সবই তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং এই সব বিষয়ে অ্যাটেনশন দিয়ে নিজেকে সেফ রাখতে হবে। এখানে কোনো রকম খরচাপাতির আলোচনা হবে না। এই সব খরচা এখন অন্যদের কল্যাণার্থেই ইউজ করতে হবে। প্রতিটি পাই পয়সা সব এই কার্যে ব্যবহার করতে হবে। আচ্ছা !

দ্বিতীয় মুরলী:-

"উত্তরণের কলায় যেতে হলে নিজের জীবনের সমস্ত উত্তরদায়িত্ব তাঁর হাতে সমর্পণ করে দাও"

অনেক মানুষ এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এত জ্ঞান শুনেও আমাদের অবস্থার কেন উন্নতি হয় না ? এগিয়ে যাওয়ায় কেন বাধার সৃষ্টি হয় ? এখন তাদেরকে এই ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে, তোমরা এই মার্গে চলার জন্য কদম রেখেছ, কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত মন-বাণী-কর্ম সহ নিজের জীবন সারেন্ডার করে এঁনার না হও, ততক্ষণ সেই অতীন্দ্রিয় সুখ অনুভব হতে পারে না। এ' এক ঈশ্বরীয় ল', যখন তাঁর সহায়তা নিয়েছ তখন হৃদয় থেকে তাঁর কাছে জীবন অর্পণ করে দিতে হবে অর্থাৎ সম্পূর্ণ অধিকারী হয়ে উত্তরাধিকার নিতে হবে। সুতরাং এই নেশায় থাকলে তোমাদের সেই অবস্থা প্রসন্নতায় ভরে যায় আর তারপরে জ্ঞানের ধারণা হওয়ায় অন্যদের নিজস্ব বানানোর মনঃশক্তি আসে। তাছাড়া, মনে এমন ভেবো না যে আমি তো সমর্পণ হয়ে গেছি, না ! এ তো নিজেকে ঠকানো। যখন বাবা এখানে প্র্যাকটিক্যালি এসেছেন তখন তোমাদেরও প্র্যাকটিক্যালি তাঁর বাচ্চা হতে হবে, তারপরে বাবা বাচ্চার জন্মপত্রিকা জেনে যেভাবেই হোক ডিরেকশন দিয়ে চালাবেন। প্রথমে ঝিমুনি আসবে, কিন্তু অল্পে বোধগম্য হবে এতেই তাদের উত্তরণের কলা। সুতরাং নিজের জীবনের সমস্ত উত্তরদায়িত্ব তাঁর হাতে সমর্পণ করতে হবে। তাছাড়া, গুরুর পর গুরু হয়ে কেউ তাঁর আসনে বসবে না। এখন এই সব বিষয়কে যদি বুদ্ধিতে রাখো তবেই উত্তরণের অবস্থায় যেতে পারো। যদি উঁচুতে না ওঠো তবে অবশ্যই তোমাদের নিজেরই হৃদয় অথবা ধারণায় কোনও কালিমা আছে। বুঝেছ ? আচ্ছা ! মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের স্মরণ-স্নেহ, গুড মর্নিং।

বরদান:- নিজের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ আর শ্রেষ্ঠ নেশায় স্থিত থেকে অলৌকিকতার অনুভব করিয়ে অন্তর্মুখী ভব যেভাবে নক্ষত্রদের সংগঠনে বিশেষ নক্ষত্রদের ঝলকানি দূর থেকেই স্বতন্ত্র অথচ প্রিয় লাগে, সেইভাবে তোমরা নক্ষত্রের সাধারণ আত্মাদের মাঝে এক বিশেষ আত্মারূপে প্রতীয়মান হও, সাধারণ রূপে থেকে অসাধারণ ও অলৌকিক স্থিতি হলে তাহলে সংগঠনের মাঝে আল্লার লোক হিসেবে দেখা দেবে। সেইজন্য অন্তর্মুখী হয়ে তারপরে বহির্মুখিতায় আসার অভ্যাস হোক। সদাই নিজের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ বা নেশায় স্থিত হয়ে নলেজফুলের সাথে পাওয়ারফুল হয়ে নলেজ দাও, তখন অনেক আত্মাকে অনুভাবী বানাতে পারবে।

স্লোগান:- রাবণের ধন-সম্পদ যদি সাথে রাখ তো হৃদয়ে দিলারাম থাকতে পারেন না।

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই সময় তোমরা বাবার কাছে সমর্পিত হও তাহলে ২১ জন্মের জন্য তোমরা সদা সুখী হয়ে যাবে”

*প্রশ্ন:- জ্ঞানী বাচ্চাদের নিজের অবস্থা ঠিক রাখার জন্য কোন্ অভ্যেসটিকে পাকা করা উচিত ?

*উত্তর:- সকালে ওঠার । সকালে উঠে বাবার স্মরণে বসা - এই হল খুব ভালো ধারণা। যে বাচ্চারা রাতে শীঘ্র ঘুমায় এবং সকালে শীঘ্র ওঠে তাদের অবস্থা সারা দিন ঠিক থাকে। অজ্ঞানী মানুষের চেয়ে জ্ঞানী বাচ্চাদের ঘুম অধিক হওয়া উচিত। ১০ টায় শুয়ে পড়ো এবং ২ টোর সময় উঠে বসো।

*গীত:- আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন যিনি, এই হৃদয় জানায় তাকে ধন্যবাদ.....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা সবাই সম্মুখে বসে আছে তাই জানে যে আমরা হলাম জীব আত্মা। এখানে তো জীব আত্মারাই থাকবে, তাইনা। যখন আত্মার শরীর থাকে না তখন সে বস্তুহীন, তাকে অশরীরী বলা হয়। তোমরা শরীর সহ বসে আছে। আত্মা বা পরমাত্মা যতক্ষণ শরীরে না প্রবেশ হয় ততক্ষণ কথা বলে না। তোমরা জীব আত্মারা জানো, এখন বাবার সম্মুখে বসে আছি। হুবহু যেমন ৫ হাজার বছর পূর্বে সম্মুখে বসে ছিলাম। সন্তান নিশ্চয়ই পিতার কাছে উত্তরাধিকার নেবে। বাচ্চারা জানে আমরা নিজের পরমপিতা পরমাত্মা অসীম জগতের পিতার সম্মুখে বসে আছি। কেন বসে আছি ? বাবার কাছে অসীম জগতের বর্সা (স্বর্গের অধিকার) নিতে। যেমন স্কুলে বাচ্চারা বোঝে আমরা টিচারের দ্বারা ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যারিস্টারি ইত্যাদির শিক্ষা প্রাপ্ত করি। মুখ্য লক্ষ্যটি সম্মুখে থাকে। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দেহে বসে রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করছেন। ভগবানুবাচ - এই কথা তো বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে ভগবান নিরাকারকে বলা হয়। জীব আত্মারা পুনর্জন্ম অবশ্যই নেয়। কোনও সন্ধ্যাসীকে তোমরা জিজ্ঞাসা করো - মানুষ পুনর্জন্ম নেয় ? তারাও বলবে না যে নেয় না। নাহলে ৮৪ লক্ষ জন্ম বলেছে কীভাবে ? জিজ্ঞাসা করো - তোমরা পুনর্জন্মকে বিশ্বাস কর ? এই কথা তো সঠিক, আত্মা সংস্কার অনুযায়ী এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করে। এইভাবেই কোনো কোনো মানুষ ৮৪ জন্ম নেয়। ৮৪ লক্ষ জন্মের কথা নয়। প্রথম জন্ম নিশ্চয়ই খুব ভালো সতোপ্রধান হবে। লাস্ট জন্ম তমোপ্রধান হবে। ১৬ কলা থেকে ১৪ কল, ১২ কলা হতে থাকবে, পুনর্জন্ম নিশ্চয়ই নেয়। জিজ্ঞাসা করা উচিত আত্মা পরম পিতা পরমাত্মা পুনর্জন্ম নেন বা তিনি কী পুনর্জন্ম রহিত ? দেখো এই পয়েন্টটি খুব সূক্ষ্ম। যদি বলে জন্ম-মৃত্যু রহিত, তাহলে শিব জয়ন্তী কথাটি প্রমাণ হবে না। বলবে শিব জয়ন্তী তো পালন করা হয়। বোঝানো হয় হ্যাঁ শিব জয়ন্তী হয় কিন্তু জন্মের সাথে যে মৃত্যু আছে সেইটি হয় না। যদি মৃত্যু হয় তবে পুনর্জন্ম হবে। বাবা তো কখনও পুনর্জন্ম নেন না। তিনি এই দেহে কেবল একবারই আসেন, আর পুনর্জন্মেও আসেন না। পরম পিতা পরমাত্মা হলেন পুনর্জন্ম রহিত, তিনি কখনও সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হন না। আত্মারা সবাই জন্ম-মৃত্যু চক্রে এসে পতিত হয় তখন বাবা আসেন পবিত্র বানাতে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আত্মাই পতিত হয়, আত্মা নিজের ঘর অর্থাৎ পরমধাম থেকে পবিত্র স্বরূপে আসে পরে মায়া পতিত বানিয়ে দেয়। বাবা তো কখনও পতিত বানাবেন না। বাবা কখনও বাচ্চাদেরকে পতিত মতামত দেবেন না। এই সময় মানুষ পতিত মতামত দেয়। এখন পবিত্র বাবা বলেন, পতিত হবে না অর্থাৎ বিকার গ্রস্ত হবে না। রাবণের মত অনুসারে দুঃখধাম সৃষ্টি হয়েছে। মায়াই দুঃখ দেয়। সেই মায়াকে জয় করে তোমরা জগৎজিত হও। মানুষ মায়ার অর্থ বোঝে না। তারা ধনকে মায়া বলে। বলে অমুকের মায়ার নেশা আছে অনেক। কিন্তু মায়ার নেশা হয় না। সেখানে রাবণের কুশপুতলিকা দহন করা হয় না। কুশপুতলিকা শত্রুদের বানানো হয়। রাবণরাজ্য আরম্ভ হয় অর্ধকল্প থেকে। মানুষ দেহের অহংকারের বশে বিকার গ্রস্ত হয়। শাস্ত্রে লেখা আছে দেবতার বাম মার্গে যায় অর্থাৎ বিকার গ্রস্ত হয়। মায়ার বশে বশীভূত হয়ে যায়। পরমত অর্থাৎ অন্যের মতানুসারে চলে। এখন তোমরা চলো শ্রীমৎ অনুসারে। পরমত অর্থাৎ মায়ার মতামত। শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মতামত হল এক বাবার। ওই হল রাবণের মত, পরমত তাই বাবা বলেন আসুরিক সম্প্রদায় সব রাবণের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দুঃখে আছে।

মানুষ ভাবে সত্যযুগের আয়ু লক্ষ বছর । তোমরা তো হিসেব করে বলো - ৫ হাজার বছর কীভাবে হয়। খ্রীষ্ট এসেছেন ২ হাজার বছর হয়েছে, বুদ্ধের ২২৫০ বছর, ইসলামের ২৫০০ বছর হয়েছে। সবটা মিলিয়ে অর্ধকল্প হল। তার পূর্বে তো দেবতাদের রাজ্য ছিল তাহলে দেবতাদের লক্ষ বছর কীভাবে বলবে। এতজন মানুষ থাকলে তো মানুষের সংখ্যা অনেক হতো। এত মানুষ তো নেই। ৫ হাজার বছরের কোটি কোটি মানুষ হয়ে যায়। বলাও হয় খ্রীষ্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে ভারতে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। ৫ হাজার বছর পূর্ণ হয়েছে। নাটক পুরো তো হয়, তাইনা। এই কথা গুলি

কেউ জানে না। আমার কি রূপ, আমি কেমন, এই সৃষ্টি চক্র আবর্তিত হচ্ছে, সেই কথা কেউ জানতে পারে না। একমাত্র বাবা এসে বোঝান - এ হল গীতার এপিসোড। বাবা এসে সহজ রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। বাবা বৃদ্ধা মাতাদের বোঝান এই কথাটি খুবই সহজ। শুধু বাবা এবং স্বর্গকে স্মরণ করতে হবে। সন্তানের জন্ম অর্থাৎ উত্তরাধিকারের জন্ম হওয়া। তোমরা বুঝেছো আমরা হলাম বাবার উত্তরাধিকারী সন্তান। ৫ হাজার বছর পরে পুনরায় মিলিত হতে এসেছেন। এ হল খুবই গুপ্ত কথা। বাবা জিজ্ঞাসা করেন পূর্বে কখনও দেখা হয়েছিল ? বলে হ্যাঁ বাবা। আস্তা এই মুখ দ্বারা বলে - আমরা ৫ হাজার বছর পূর্বে বাবা তোমার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। বাবা, তুমি এই দেহের আধার নিয়ে শিক্ষা প্রদান করতে এসেছিলে। যারা দূঢ় পাক্ষা সন্তান তারা বুঝেছে আমরা বাবার কাছে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্তির জন্য বসে আছি। আমরা অসীম পিতার আপন হই, ব্রহ্মার দ্বারা। বাবা বলেন - আমাকে চিনতে পেরেছো, আমি তোমাদের পিতা। তোমরা বলবে হ্যাঁ বাবা, আমরা আস্তা, তুমি পরমপিতা পরমাস্তা হলে আমাদের পিতা। বাবাও বলেন - তোমাদের আমি স্বর্গে পাঠিয়েছিলাম, স্বর্গের অধিকার দিয়েছিলাম, যা মায়া কেড়ে নিয়েছে এখন আবার আমি তোমাদের দিচ্ছি। মায়া স্বর্গের অধিকার কেড়ে নেয়, বাবা প্রদান করেন। এই খেলা অনেক বার খেলা হয়েছে, হতেই থাকবে। কোনও অন্ত নেই। বাবার সন্তান হয় কেউ আপন, কেউ সৎ। কেউ সৎ হয়, কেউ আপন সন্তান হয়। কাঁচা - পাকা তো হয় তাইনা। পাকা বাচ্চাদেরও মায়া কখনও পরাজিত করে। বাচ্চার বলে বাবা আমরা যত দিন বাঁচবো, তোমার কাছে বর্সা নেবো। বিকর্মের ভার মাথায় তো আছে। অতএব তোমরা যত স্মরণে থাকবে ততই যোগের অগ্নির দ্বারা তোমরা পাপ-আস্তা থেকে পুণ্য-আস্তায় পরিণত হতে থাকবে। অগ্নি যে কোনো বস্তুকে পবিত্র করে দেয়। তোমাদের হল যোগ-অগ্নি। এ হল অসীমের যজ্ঞ। অসীম জগতের শ্রেষ্ঠ অসীমের যজ্ঞ রচনা করেছেন। এত বছর কোনো যজ্ঞ চলে না। ৭ - ৮ দিন বা এক মাসের জন্য যজ্ঞ রচনা করা হয়। তোমাদের এই যজ্ঞ তো বহু বছর ধরে চলছে। বাবা তো শোনাতে থাকেন। বলেন ভুলে যেও না, শুধু আমাকে স্মরণ করো তাহলে জন্ম-জন্মান্তরের বিকর্মের বোঝা বিনষ্ট হবে। ভগবানুবাচ - আমি পিতা আমাকে স্মরণ করো। নিশ্চয়ই এসেছেন তবে তো বলেন, তাইনা।

বাবা বলেন - এবারে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তোমাদের আস্তা এই সময় পতিত হয়েছে। এখন তোমরা জানো যোগের দ্বারা আমরা পবিত্র হবো। তোমরা তো প্রতিজ্ঞা করেছিলে বাবা তুমি যখন আসবে তখন আমরা অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করে তোমার সঙ্গে যুক্ত থাকবো। তোমার কাছে সমর্পিত হবো। স্ত্রী, পুরুষের কাছে এবং পুরুষ, স্ত্রীর কাছে সমর্পিত হয়। এখানে বাবার কাছে সমর্পিত হতে হয়। বিবাহের বন্ধনে একে অপরের প্রতি সমর্পিত হয়, তাইনা। এখন বাবা বলেন - তোমাদেরকে কোনো মানুষের কাছে সমর্পিত হতে হবে না। তোমাদের প্রতিজ্ঞা হল - বাবা তোমার কাছে সমর্পিত হবো। বাবা বলেন তোমরা আমার কাছে সমর্পণ করো তাহলে তোমাদের ২১ জন্মের জন্য সদা সুখী বানিয়ে দেবো। কত বিশাল এই বর্সা (স্বর্গের অধিকার)। শ্রীমতের দ্বারা তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে, এই কথাটি ভুলবে না। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র ঘরে রেখে দাও। আমরা বাবার কাছে এই বর্সা প্রাপ্ত করছি। বাবা পরমধাম থেকে এসেছেন। কিন্তু মায়া ঢিল পাখি কম নয়। সবার কথা নয় কিন্তু নশ্বর অনুসারে আছে। কেউ তো একেবারে ভুলে যায় যে আমরা বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করি। এখানে বসে থাকলে নেশা থাকে। এখান থেকে বাইরে গেলেই ভুলে যায় আবার সকালে রিফ্রেশ হয় আর সারা দিনে ভুলে যায়। ৪-৫ বছর থেকে ভালো সার্ভিস যারা করেছে তারা আজ আর নেই। কিছু অমান্য করেছে তো মায়ার একখানা চড় লাগতেই চলে গেছে। বাবা বলে দেন - উপরে উঠলে প্রেমরসের স্বাদ পাবে, নীচে পড়ে গেলে ভেঙে চুরমার হবে। তোমরা তো দেখেছো কেমন ভাবে চুরমার হয়। বৈকুণ্ঠে তো নিশ্চয়ই যাবে। কিন্তু পদমর্যাদা তো নশ্বর অনুযায়ী থাকবে। যদিও সেখানে সবাই সুখী থাকে তবুও পদমর্যাদা তো আছে, তাইনা। স্কুলে পদ প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থ করে। এমন বলবে না যে প্রজা হলেও ঠিক, যা ভাগ্যে আছে। না, একেই বলা হয় তমোপ্রধান পুরুষার্থ। সত্যে প্রধান তাদের বলা হবে যারা বাবার কাছে স্বর্গের সম্পূর্ণ অধিকার নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে। এ হল অশ্বদের রেস। সবাই এক নশ্বরে তো যাবে না। এ হল হিউম্যান রেস। তোমরা চাও আমরা যাতে অতি শীঘ্র শিববাবার গলার মালায় স্থান অর্জন করি তার জন্য তাঁকে স্মরণ করতে হবে। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে স্মরণের উপরে। মায়া এমন বিঘের সৃষ্টি করে যে রেস থেকে বাইরে বের করে দেয়। তোমাদের হল হিউম্যান রেস। আস্তা বলে আমরা অনেক দুঃখে আছি। শরীর ধারণ করতে করতে ক্লান্ত হয়েছি। আস্তা বলে এবারে যেতে চাই বাবার কাছে। বাবা যুক্তি তো বলে দিয়েছেন। আস্তা বলে বাবা আমরা তোমার স্মরণে থাকবো। যতখানি সময় বের করতে পারো তত ভালো। গভর্নমেন্টের চাকরিতেও ৮ ঘন্টা সার্ভিস করে, তেমনই স্মরণেও ৮ ঘন্টা থাকো। সৃষ্টিকে স্বর্গে পরিণত করা হল বিরাত সার্ভিস। শুধু বাবাকে স্মরণ করো আর সুখধামকে স্মরণ করো। এইভাবে ৮ ঘন্টা সার্ভিস করলে তোমরা সম্পূর্ণ বর্সা প্রাপ্ত করবে। এমন ভাবে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। ৮ ঘন্টা এই সার্ভিসে দাও বাকি ১৬ ঘন্টা তোমরা হলে ফ্রী। যতখানি সম্ভব ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করো। স্মরণ তো যেখানে ইচ্ছে সেখানে বসে করতে পারো। সবচেয়ে ভালো সময় তোমরা সকালে পাবে। সিন্ধি ভাষায় বলে তাড়াতাড়ি ঘুমায়, আর

তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠে.... সেই মানুষই হল প্রকৃত গুণবান। এ হল এখনকার গায়ন। বাবা বলেন রাতে শীঘ্র শুয়ে পড়ো এবং সকাল সকাল উঠে পড়ো। অষ্টাদশী মানুষ ৮ ঘন্টা ঘুমায়, তোমাদের ঘুম অর্ধেক হওয়া উচিত। ৪-৫ ঘন্টা ঘুমানো উচিত। তোমরা তো হলে কর্মযোগী, তাইনা। রাতে ১০ টায় শুয়ে পড়ো ২ টোর সময় ওঠো। শিববাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের উপার্জন জমা হয় অনেক পরিমাণে। তোমরা হেলথ ওয়েলথ দুইই প্রাপ্ত করো। যদি ২ টোর সময়ে না উঠতে পারো তবে ৩ টোর সময় ওঠো, ৪ টোর সময় ওঠো। এটা হল ফাস্টক্লাস সময়। শান্তি থাকে, সবাই অশরীরী হয়ে থাকে। সেই সময় ঘন নিশ্চক্ৰতা থাকে। অমৃতবেলার স্মরণ খুব ভালো প্রভাব ফেলে। বাবা বিশেষ করে রাতেই জেগে থাকতেন। সূক্ষ্ম সার্ভিসে ক্লান্তি বোধ হয় না। জমা হলে তো খুশী অনুভব হবেই। তোমরা বাচ্চারা সকালে উঠে নিজের অবিনাশী উপার্জন করতে থাকো। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ২১ জন্ম সদা সুখী হওয়ার জন্য এক বাবার কাছে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পিত হতে হবে। শ্রীমতের দ্বারা শ্রেষ্ঠ হতে হবে। মনমত বা পরমত ত্যাগ করতে হবে। কোনো রকম অমান্য করবে না।

২) সকালে উঠে স্মরণে বসে উপার্জন জমা করতে হবে। সৃষ্টিকে স্বর্গে পরিণত করার সার্ভিস মিনিমাম ৮ ঘন্টা অবশ্যই করতে হবে।

বরদানঃ:- দেহের অনুভূতিকে অর্পণ করে সমর্পণ হয়ে যোগযুক্ত, বন্ধনমুক্ত ভব যারা দেহ-অভিমান অর্পণ করে দেয় তাদের প্রতিটি কর্ম দর্পণ হয়ে যায়। যেমন কোনো বস্তু অর্পণ করে দিলে আর সেই বস্তুটি নিজের থাকে না, সেইরকম দেহের অনুভূতিও অর্পণ করে দিলে যখন আমার ভাব দূর হয় তখন আসক্তিও মিটে যায়। তাকেই সম্পূর্ণ সমর্পণ বলা হয়। এমন ভাবে যে সমর্পণ করতে পারে তারা সর্বদা যোগযুক্ত ও বন্ধনমুক্ত হয়। তাদের প্রতিটি সঙ্কল্প, প্রতিটি কর্ম যুক্তিযুক্ত হয়।

স্নোগানঃ:- সর্ব শক্তিমানকে সঙ্গী করে নাও তাহলে সাফল্য তোমার চরণে এসে পড়বে।

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার শ্রীমং হল, এই পুরানো দুনিয়ার থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নাও, জীবনমুক্তির জন্য তোমরা দৈবী ম্যানার্স (সহবত) ধারণ করো”

*প্রশ্ন:- কোন্ ম্যানার্স বাবা ব্যতীত আর কেউই শেখাতে পারে না ?

*উত্তর:- পবিত্র হওয়া আর পবিত্র বানানো - এটাই হল সব থেকে বড় দৈবী ম্যানার্স। তোমরা ঘর গৃহস্থীতে থেকে পবিত্র থাকো, এই শিক্ষা একমাত্র বাবাই দেন, অন্য কেউই দিতে পারে না। বাচ্চারা তোমাদের হল বেহদের (অসীমিত) সল্যাস। তোমরা এই পুরানো দুনিয়াকেই বুদ্ধি দ্বারাই ভুলে থাকো। তোমরা জানো যে, পবিত্রতার ধারণার দ্বারাই বাকি সব ম্যানার্স স্বতঃতই এসে যায়।

*গীত:- আজ অন্ধকারে রয়েছে মানুষ....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গানের একটা লাইন শুনল। এক দিকে সমগ্র জগৎ - ভক্তি মার্গের লোকজন আর অন্যদিকে হল তোমরা জ্ঞান মার্গের বাচ্চারা। তারা ভক্তির সিঁড়ি চড়তে থাকে আর তোমরা বাচ্চারা জ্ঞানের সিঁড়ি চড়ে। ভক্তির সিঁড়ি নামোও তোমরা। বাচ্চারা জানে - অর্ধ কল্প ধরে ভক্তির সিঁড়ি চড়তে হয়। ভক্তিও প্রথমে অব্যভিচারী থাকে, পরে ব্যভিচারী হয়ে যায়। একেবারে অন্ধশ্রদ্ধাতে গিয়ে পড়ে। মানুষ কিছুই বোঝে না। গেয়েও থাকে - আমরা রয়েছে তিমিরে...। সঙ্গুরের অভাবে ঘোর অন্ধকারে তারা। গুরু তো এখানে অনেক রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত গুরু কে ? সাধু সন্তরা, মহাত্মারা, ভক্তরা সবাই সাধনা করে কিস্বা স্মরণ করে। শাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি পড়ার পরেও তারা বলে - ভগবান যখন আসবেন তখনই এসে আমাদের সঙ্গতি করবেন। সঙ্গতি দাতাকেই পতিত পাবন বলা হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা আর গভীর অন্ধকারে নেই। তোমরা এখন জ্ঞানের আলোকে এসেছ। পতিত পাবন বাবাকে তোমরা এখন জানো এবং তাঁকে স্মরণ করো। যে বাচ্চা যত স্মরণ করে আর জ্ঞানে ধারণা করে, ততই তার মধ্যকার অন্ধকার নাশ হয়ে যায়। এখন সেই আলোতে নিয়ে যেতে পারেন একমাত্র বাবাই। জ্ঞান অঙ্গন সঙ্গুর দিয়েছেন... কোনো সুরমা টুরমা দেননি। এ হল জ্ঞানের কথা। জ্ঞানের সাথে যোগও থাকে। অবশ্যই যে মানুষ ভক্তি শেখায়, তার সাথেই যোগ থাকে। এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিযোগ যুক্ত হয়ে থাকে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার সাথে। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুসারে রয়েছে। আর কোনো মানুষেরই পরমাত্মা সর্বশক্তিমানের সাথে যোগই নেই, কেবল তোমাদের ছাড়া। তোমাদেরকে বাবার সাথে আর মুক্তি, জীবনমুক্তির সাথে যোগ লাগাতে হয়। জীবনমুক্তির জন্য দৈবী ম্যানার্সও খুব ভালো থাকতে হবে। এই সময় তো সকলের ম্যানার্স হল আসুরি। পরমপিতা পরমাত্মার গুণও তো কীর্তন করা হয়, তাই না ! মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ তিনি, সৎ তিনি, চৈতন্য তিনি, আনন্দের সাগর, জ্ঞানের সাগর তিনি। পবিত্রতার সাগর হলেন ফর এভার। ওঁনার এই পদ হল অবিনাশী, কোনো মানুষেরই এইরকম অবিনাশী পদ হতে পারে না। যদিও এখন তোমরা জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর হয়ে উঠছে, কিন্তু তাও লিমিটেড হয়ে থাকে। বাবা বলেন - আমি হলাম আনলিমিটেড। তোমাদেরকে আনলিমিটেড বানাতে পারি না। নইলে সৃষ্টির খেলা কীভাবে চলবে ? ৮৪ জন্ম কীভাবে ভোগ করবে ? তোমরা ফর এভার হতে পার না। তোমাদেরকে লিমিটেড বানাই, ২১ জন্মের জন্য তোমরা আনলিমিটেড হতে পার। ২১ কুলের কথা (শাস্ত্রে) লেখা আছে। তোমরা ফর এভার হবে ড্রামাতে এর মঞ্জুরী নেই। আমি তো হলামই এভার পিওর। আমি থাকি পরমধামে। আমার কাছে জ্ঞান, পবিত্রতা ইত্যাদিই রয়েছে। তোমরা ভুলে যাও, তাই এই সময় বাবা এসে বাচ্চাদেরকে ঘোর অন্ধকার থেকে বের করে জ্ঞান আর যোগের দ্বারা পবিত্র বানান। আর কেউই এ'কথা বলতে পারে না যে, আমি পরমধাম থেকে এসেছি, এখন আমাকে স্মরণ করো। আমার এই মহাবাক্য যাকে কেউই কপি করতে পারে না। আমি আসিই বাচ্চারা তোমাদেরকে ২১ জন্মের জন্য রাজাদের রাজা বানাতে। তাহলে হওয়া উচিত তাই না ! হবে তারাই যারা কল্প পূর্বে হয়েছিল।

তোমরা জানো - কতো কতো বাচ্চা পবিত্রও হয় আবার কতো কতো বাচ্চা অজামিলের মতো পাপীও হয়ে যায়। কতখানি অশুদ্ধ অপরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। বাবাকে এসে অপরিষ্কার বস্ত্রকে সাফ করতে হয়। আত্মাই ময়লা হয়। বাবা আত্মাকে বোঝান, তোমাকে মায়া কতখানি ময়লা বানিয়ে দিয়েছে, এ কেবল এক জন্মের ব্যাপার নয়। এ হল জন্ম জন্মান্তরের ব্যাপার। এই আত্মাকে পরিষ্কার করার জন্য আমি তোমাদেরকে লক্ষ্য (এইম) সাবান দিই। আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের আত্মা যা এতদিন নিষ্প্রভ হয়ে ছিল, তা যোগের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে - যত যত আমাকে, তোমাদের

প্রকৃত পিতাকে স্মরণ করবে। স্মৃতি জাগিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, তোমাদেরকে আমি স্বর্গে পাঠিয়েছিলাম, এরপর মায়া আবার তোমাদেরকে ময়লা বানিয়ে দিয়েছে। এখন আবার আমি তোমাদেরকে স্বর্গের বানাতে এসেছি। আমি এই ব্রহ্মা তনের দ্বারা শিক্ষা দিচ্ছি তোমাদেরকে। আত্মাদের সাথে আমি কথা বলি, হে বাচ্চারা তোমরা তোমাদের লৌকিক পিতাকে বিস্মৃত করো। দেহ সহ দেহের সকল সম্বন্ধকে ভুলে আমাকে তোমাদের নিজের পিতাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের আত্মা সারু হতে থাকবে। তারপর ভবিষ্যতে তোমরা পবিত্র শরীর পাবে। তখন তত্ত্ব ইত্যাদি সব নতুন সত্যপ্রধান হয়ে যায়। বাবা বলেন - এখন এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলতে থাকো। আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমরা আমার কাছে এসে তারপর স্বর্গে যাবে। এটা হল পুরানো দুনিয়া। এখানে কোনো জিনিস বানাতে তার নতুন নাম রেখে থাকে। যেমন নয়া দিল্লি, পুরানো দিল্লি বলা হয়। কিন্তু দুনিয়া তো পুরোনোই, তাই না ! এখন বাচ্চারা তোমাদের এই পুরানো দুনিয়ার থেকে বুদ্ধিযোগ একেবারেই সরে যাওয়া উচিত। আমরা আত্মাদের সুইট হোম বা নির্বাণধামে রয়েছে, সেখানে আমাদেরকে যেতে হবে। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে। বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করলে অন্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। মানুষ তো অনেককে স্মরণ করে থাকে, কেউ কোনো গুরুকে, কেউ কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ ইত্যাদিরা কোথায় গেল ? সে'কথা কেউই জানে না। এটা বোঝে না - পুনর্জন্মে সবাইকেই আসতে হবে। এই রীতি রেওয়াজ সৃষ্টির আদি থেকে চলে আসছে। সত্যযুগ ইত্যাদিতে হল দেবী দেবতারা, নিশ্চয়ই পুনর্জন্মে সেখানে থেকেই শুরু হয়ে থাকবে। সবার প্রথমে হল শ্রীকৃষ্ণ ফার্স্ট পবিত্র মানব। তারই মহিমা বেশী, লক্ষ্মী-নারায়ণেরও এত নয়। কারণ ছোট বাচ্চা পবিত্র সত্যপ্রধান হয়ে থাকে বলেই বাচ্চাদের মহিমা গাওয়া হয়। কৃষ্ণের মহিমা অনেক। কিন্তু মানুষ এ'কথা জানে না যে কৃষ্ণপুরী কোথায়। বৈকুণ্ঠ বলে থাকে সত্যযুগকে, কিন্তু তারপরেও কেন জানি না কৃষ্ণ দ্বাপরে ছিলেন বলে দিয়েছে। একই জিনিস অন্য কোনো নাম, রূপ, দেশে আসতে পারে না, সেই নাম, রূপ অন্য কোনো জন্মে হতে পারে না। কৃষ্ণ তো সত্যযুগে ছিল। তোমরা জানো যে, এই জগৎ অম্বা, জগৎ পিতা গিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ হন। সত্যযুগকে কৃষ্ণপুরী বলা হয়। এখন হল কংস পুরী। এ'সব হল আসুরি নাম। সেখানে ছিল দৈবী সম্প্রদায়, এখানে হল আসুরিক সম্প্রদায়। বাবা বসে বাচ্চাদেরকে সঙ্গমে এসে বোঝান, এই বাবা হলেন রচয়িতা। তাঁকে বলা হয় মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, যিনি নিশ্চয়ই নতুন মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করবেন ! তোমরা গেয়েও থাকো - বাবা তুমি হলে পতিত পাবন। এই পতিত সৃষ্টিকে এসে পবিত্র বানাও। পবিত্র সৃষ্টি রচনা করে পতিত সৃষ্টির বিনাশ ঘটান। বরাবর ব্রহ্মার দ্বারা পবিত্র সৃষ্টি রচনা শংকরের দ্বারা পতিত সৃষ্টির বিনাশ করান। এই সব কথা আর কেউই জানে না। এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার সাথে যোগ যুক্ত হও। তোমরা দেখো যে, বাবা অপরিষ্কার কাপড় চোপড়কে মুগুর মেরে পরিষ্কার করতেন। কোনো কোনো কাপড় ফেঁসে যেত, কোনোটা একেবারেই ফেটে যেত। (তেমনই) কেউ কেউ তো খুব ময়লা, অজামিলের মতো পাপী, যার একেবারেই ধারণা হয় না। বাবা কত ভালো ভালো কথা বোঝান। মিষ্টি আদরের বাচ্চারা - আমাকে তোমাদের মোস্ট বিলাভড বাবাকে স্মরণ করো। মোস্ট বিলাভড সুখধামকে স্মরণ করো। এও তোমরা এখন জানো। দুনিয়ার কারোরই তা জানা নেই। এটা তো হল অতি দুঃখধাম। মানুষ গ্রাহি গ্রাহি করতে থাকে, একে অপরকে মারতে থাকে। তারপর বলতে থাকে - হে ভগবান রক্ষা করো, এ'কথাও অবশ্যই মুখ থেকে বেরোবে। বাবা তো হলেন লিবারেটর।

তোমরা জানো যে - বাবা এসেছেন আমাদেরকে, বাচ্চাদেরকে ইন্ পার্টিকুলার আর সবাইকে ইন্ জেনারেল সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যেও নম্বর অনুসারে রয়েছে, যাদের মধ্যে এই নেশা আছে। এই ঐশ্বরীয় পার্ট কোনো কম ব্যাপার নয়। তিনি পড়ানও কাদেরকে দেখো ! অজামিলের মতো পাপ আত্মাদেরকে পড়িয়ে স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন। তমোপ্রধান তো সবাই, তাদেরকে সত্যপ্রধান দুনিয়ায় নিয়ে যেতে হয়। বাচ্চাদেরকে বাবা বারেবারে বোঝান যে, এখানে দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। এখানে এইম অক্সেস্ট তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। এই পবিত্রতার ম্যানার্স আর কেউই শেখায় না। সল্যাসীরা তো ঘর পরিবার ছাড়িয়ে থাকে। এখানে বাবা বলেন - তোমাদেরকে ঘর পরিবারকে ছাড়তে হবে না। তোমাদের তো এই পুরানো দুনিয়াকে ত্যাগ করতে হবে। ওটা হল সীমিত বিষয়ের সল্যাস আর এ হল অসীম বিষয়ের সল্যাস। সেই সব সল্যাসীদেরও কতো সম্মান করা হয় ! সাধু সমাজ গভর্নমেন্টকেও অভিমত প্রদান করে থাকে। এরপর এমন সময় আসবে যখন এই সল্যাসীরাও তোমাদের, অর্থাৎ মাতাদের চরণে এসে পড়বে। মাতারা ছাড়া তাদের উদ্ধার হওয়া সম্ভব নয়, কারণ তোমরা নলেজ প্রদান করে থাকো। এ কোনো স্থূল অর্থে চরণে পড়ার কোনো ব্যাপার নেই। হ্যাঁ, কেউ কেউ নমস্কার বা রাম - রাম বলে থাকে, তখন রেসপন্স তো করতে হয়। বাবাও বলে থাকেন, বাচ্চারা নমস্কার। আমি বাচ্চারা তোমাদেরকে নিজের থেকেও উচ্চ বানিয়ে থাকি। তোমাদেরকে ব্রহ্মান্ড এবং সৃষ্টি দুয়েরই মালিক বানাই আর আমি বাণপ্রস্থে চলে যাই। কিন্তু অবশ্যই শ্রীমতের উপরেও চলতে হবে। এই পুরানো দুনিয়ার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে। রাম, রাবণ আর সীতার খেলনা আছে না ! সীতা রাবণের দিকে পিঠ হয়ে যায়, রামের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কৃষ্ণেরও একটা চিত্র রয়েছে - নরককে লাখি মারছে আর স্বর্গের গোলক তার হাতে। বাবা খুবই ভালো করে

বুঝিয়ে থাকেন, কিন্তু বিরলই এমন ব্যাপারী আছে, যে এমন ব্যাপার (ব্যবসা) করবে। বাবাকে নিজের পুরনো তন - মন - ধন দিয়ে নতুন নাও। এ হল অনেক বড় ফার্স্ট ক্লাস ইন্সিওরেন্স। বাবা বলেন - তোমরা নিজের আত্মাকে বানাতে তখন শরীরও পবিত্র পাবে। তারপর তোমরা স্বর্গের রাজত্ব করবে, সেইজন্য ঔনাকে সওদাগর, জাদুকর বলা হয়। পতিতকে পবিত্র করা - এটাকে ঈশ্বরীয় জাদুকরীই তো বলা হবে, তাই না ! বাবা বলেন, নরকবাসীদেরকে স্বর্গবাসী বানাও, কেমন ফার্স্ট ক্লাস জাদু এটা। এতে প্রাপ্তি অনেক। বাবা বলেন - রাজাদের রাজা হও, ফলো করো। বাবা বসে আছেন না! ইনি (ব্রহ্মা বাবা) হলেন অধর কুমার, মাশ্বা হলেন কুমারী কন্যা। অতএব ফলো করতে হবে। উত্তরাধিকার বাবার থেকেই প্রাপ্ত হয়। তোমরা বলবে আমরা ভাই - বোনেরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি। এমনিতে তো লৌকিক মতে বোনেরা উত্তরাধিকার পায় না, ভাই পেয়ে থাকে। এখানে তো তোমরা সবাই পাও। কেননা তোমরা সবাই হলে আত্মা। বাবা বলেন - তোমাদের সবাইকে আমার কাছে আসতে হবে। তখন তো এই ভাই বোনের সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে যায়। সেখানে হল বাবা আর বাচ্চাদের সম্পর্ক, নির্বাণধামে এই কারণেই বলা হয়, উই আর অল ব্রাদার্স। যদি ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলা হয়, তাহলে তো তখন ফাদারহুড হয়ে যাবে। এই সর্বব্যাপীর গুণ অনেক ক্ষতি করে দিয়েছে।

এখন তোমরা বাচ্চাদের কাছে বাবার স্মরণ রয়েছে। বাবাকে স্মরণ করার ক্ষেত্রেই পরিশ্রম বেশী। এমনও নয় যে, তোমাদেরকে কোনো সম্পূর্ণ ধ্যানে (নেষ্ঠাতে) বসানো হবে। তোমরা তো লক্ষ্য পেয়েছো। এখানে তো তোমরা মুরলী তো কেবল বসে শোনাও। যোগ তো তোমাদের সর্বদা চলতে থাকে। মুরলী শুনলে তারপর চলতে ফিরতে স্মরণে থাকতে হবে। আমরা একটি যাত্রাতে চলেছি। যতখানি সম্ভব যোগে থাকতে হবে। ৮ ঘন্টা সার্ভিস করো, তাতে ছাড় আছে। বাকি টাইমটা দিতে হবে। মূল কথাই হল পবিত্রতার। তোমরা জানো যে এটা হলো কাঁটার ফরেস্ট। একে অপরকে কাঁটা লাগাতে থাকে। এখন বাবা বলেন - শ্রীমত অনুযায়ী চলো। শিববাবাও কথা বলেন, ব্রহ্মাও কথা বলেন কিন্তু তোমরা জানো যে শিববাবা আমাদের পড়ান, তোমরা হলে স্টুডেন্টস। তোমরা বলো যে তিনি হলেন আমাদের বাবা, টিচার আর সঙ্করুও। গ্যারান্টি করছি তোমাদেরকে আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। আর কেউই এইরকম গ্যারান্টি করতে পারবে না। এটা একমাত্র বাবা বলেন - গড ফাদারই সুখ প্রদানকারী ধর্ম স্থাপন করেন। সেই বাবাকে কেউ জানে না। যদি বাবাকে জানে তো বাবার প্রপার্টির কথাও জানতে পারবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এইম্ অবজেক্টকে সর্বদা সাথে রেখে দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। সত্যপ্রধান দুনিয়াতে চলার জন্য পবিত্রতার ম্যানসর্কে গ্রহণ করতে হবে। বুদ্ধির দ্বারা অসীম জগতের সন্ধ্যাস নিতে হবে।

২) মোস্ট বিলাভড (অত্যন্ত প্রিয়) বাবাকে আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে। এই দুঃখধামের থেকে বুদ্ধির যোগ সরিয়ে দিতে হবে।

বরদান:- এক বাবার সাথে যোগ রেখে সকলের সহযোগিতা প্রাপ্তকারী সত্যিকারের যোগী বা সহযোগী ভব যে যত যোগী ততই তার সকলের সহযোগিতা অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। যোগীর কানেকশন অথবা স্নেহ বীজ থেকে হয় বলে স্নেহের রিটর্নে সকলের সহযোগিতা প্রাপ্তি হয়ে যায়। তাই বীজের সাথে যারা যোগ যুক্ত হয়, বীজকে স্নেহের জল সিঞ্চনকারী, সকল আত্মাদের দ্বারা সহযোগ রূপী ফল প্রাপ্ত করে নেয়। কারণ বীজের সাথে যোগ যুক্ত হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ বৃক্ষের সাথে কানেকশন হয়ে যায়।

স্লোগান:- পুরানো সংস্কারকে আমার বলা অর্থাৎ পুরুষার্থকে টিলে করা।

"সঙ্গমযুগে নম্বর ওয়ান পূজ্য হওয়ার অলৌকিক বিধি"

আজ অনাদি বাবা আর আদি বাবা, অনাদি শালগ্রাম বাচ্চাদের এবং আদি ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের ডবল রূপে দেখছেন। রূপেও তোমরা পরম পূজ্য আর তোমাদের ব্রাহ্মণ তথা দেবতা স্বরূপও গায়ন আর পূজন যোগ্য। আদি আর অনাদি বাবা উভয়েই, পূজ্য আত্মাদের উভয় রূপে দেখে উৎফুল্ল হচ্ছেন। অনাদি বাবা আদি পিতা সহ অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবা আর ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের নিজের থেকেও ডবল রূপে অধিক পূজ্য বানিয়েছেন। অনাদি বাবার পূজা শুধু এক নিরাকার রূপে হয়, কিন্তু ব্রহ্মা সহ ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের পূজা নিরাকার, সাকার - উভয় রূপেই হয়। সুতরাং বাবা ডবল রূপে বাচ্চাদেরকে নিজের থেকেও অধিক মহান বলে গণ্য করেন। আজ বাপদাদা বাচ্চাদের বিশেষত্ব দেখছিলেন। প্রত্যেক বাচ্চার নিজ নিজ বিশেষত্ব রয়েছে। কেউ কেউ বাবার আর সকল ব্রাহ্মণ আত্মাদের বিশেষত্ব জেনে নিজের মধ্যে সব বিশেষত্ব ধারণ করে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বিশেষ আত্মা হয়ে গেছে আর অন্যরা কেউ কেউ বিশেষত্ব জেনে আর দেখে খুশি হয়ে যায়, কিন্তু নিজের মধ্যে সব বিশেষত্ব ধারণ করার মনোবল তাদের নেই এবং কেউ কেউ আবার ব্রাহ্মণ পরিবারের সব আত্মার মধ্যে বিশেষত্ব থাকা সত্ত্বেও তাদের বিশেষত্বকে গুরুত্ব দিয়ে দেখে না, একে অপরকে সাধারণ রূপে দেখে। বিশেষত্ব দেখার বা জানার অভ্যাস নেই অথবা গুণ-গ্রাহক বুদ্ধি অর্থাৎ গুণ গ্রহণ করার বুদ্ধি না হওয়ার কারণে বিশেষত্ব অর্থাৎ গুণকে স্বীকৃতি দিতে তারা অপারগ। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মার মধ্যে কোনো না কোনও বিশেষত্ব অবশ্যই ভরা আছে। যদি ১৬ হাজারের লাস্ট দানাও হয়, তবুও তার মধ্যে কোনো না কোনো বিশেষত্ব আছে, সেইজন্যই সেই আত্মার উপরে বাবার নজর পড়ে। ভগবানের যখন তার উপরে নজর পড়বে অথবা তিনি তাকে নিজের বানাবেন, তখন তো অবশ্যই তার মধ্যে বিশেষত্ব সমাহিত হয়ে আছে! সেইজন্যই সেই আত্মা ব্রাহ্মণের লিস্টে এসেছে কিন্তু সদা প্রত্যেকের বিশেষত্ব দেখার এবং জানার মধ্যে নম্বরক্রম হয়ে যায়। বাপদাদা জানেন যে, যেমনই হোক, যদিও বা জ্ঞানের ধারণায় বা সেবায়, স্মরণে দুর্বল তবুও বাবাকে জানার, বাবার হওয়ার বিশালবুদ্ধি, বাবাকে দেখার দিব্য নজর - এই বিশেষত্ব আছে তো বটেই। যা আজকালকার খ্যাতিনামা বিদ্বানও জানতে পারে না, চিনতে পারে না, কিন্তু সেই আত্মারা জেনে নিয়েছে! কোটি সংখ্যকের মধ্যে কেউ কেউ, সেই কেউয়ের মধ্যেও কেউ - এই লিস্টে তো এসে গেছে, তাই না? সেইজন্য কোটির মধ্যে বিশেষ আত্মা তো তোমরা হয়ে গেছে, গেছ না? বিশেষ কেন হয়েছে? কারণ উঁচুতম থেকেও উঁচু বাবার হয়ে গেছে তোমরা।

সব আত্মাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ আত্মারা বিশেষ। শুধু কেউ কেউ তাদের বিশেষত্বকে কাজে লাগায় আর সেই কারণে সেই বিশেষত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে আর অন্যরাও তা' দেখতে পায়। অন্য কারও মধ্যে বিশেষত্ব রূপী বীজ তো আছে, কিন্তু কার্য-প্রয়োগে নিয়ে আসাই হলো ভূমিতে বীজ বপন করা। যতক্ষণ না পর্যন্ত বীজ ভূমিতে বপন করা হয়, বৃক্ষ জন্মাতে পারে না এবং তার বিস্তারও হতে পারে না। আর অন্য কিছু বাচ্চা বিশেষত্বের বীজের বিস্তারও ঘটায় অর্থাৎ বৃক্ষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু যখন ফল আসে তখন ফল খাওয়ার জন্য পাথপাথালিও আসে। সুতরাং যখন ফল হতে শুরু করে, মায়া তখন আসে এই রূপে - "আমি বিশেষ", "এই বিশেষত্ব আমার।" এটা বুঝতে পারে না যে এই বিশেষত্ব বাবা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে। এই বিশেষত্বে বাবা তাকে পূর্ণ করেছেন। তোমরা যখন ব্রাহ্মণ হও, তখনই বিশেষত্ব আসে। এই উপহার ব্রাহ্মণ জীবনের, বাবার থেকে পাওয়া উপহার, সেইজন্য ফলের পরে অর্থাৎ সেবায় সফলতার পরে এই অ্যাটেনশন রাখাও আবশ্যিক। নয়তো, মায়াবী পাথপাথালি, বিহঙ্গেরা ফল অশুদ্ধ করে দেয় কিংবা নীচে ফেলে দেয়। যেভাবে, খন্ডিত মূর্তির পূজা হয় না, মেনে নেওয়া হয় যে মূর্তি হলেও পূজা করা যাবে না, ঠিক সেভাবেই যে ব্রাহ্মণ আত্মারা সেবার ফল অর্থাৎ সেবায় সফলতা প্রাপ্ত করে নেয়, অথচ আমিত্ব ভাবের পক্ষী তাদের ফল অশুদ্ধ করে দিয়েছে, সেইজন্য শুধু ধরে নেওয়া হবে যে তারা খুব ভালো সেবা করে, তারা মহারথী, সার্ভিসেবল কিন্তু সঙ্গমযুগের ব্রাহ্মণ পরিবারেও সবার হৃদয়ে স্নেহের পাত্র বা পূজ্য হতে পারে না।

সঙ্গমযুগে হৃদয়ের স্নেহ, হৃদয়ের রিগার্ড পাওয়া - এটাই পূজ্য হওয়া। যারা ফলে আমিত্বের ভাব নিয়ে আসে তারা পূজ্য হতে পারে না। এক হয় যে ভূমি হৃদয় থেকে কাউকে মহোত্তম বলে মান্যতা দিচ্ছে তো মহোত্তমকে পূজ্য বলা যায়। যেমন আজকালকার দুনিয়াতেও যেহেতু তাদের বাবা উচ্চতর, বাচ্চারা তাকে "পূজ্য পিতাজী" বলে সম্বোধন করে কিংবা লেখে, এই ভাবে হৃদয় থেকে মহোত্তর মানা অর্থাৎ হৃদয় থেকে রিগার্ড দেওয়া। আরেক হয়, বাহ্যিক মর্যাদা অনুসারে রিগার্ড দিতেই হয়। সুতরাং 'হৃদয় থেকে দেওয়া' আর 'দিতেই হবে' - এর মধ্যে প্রভেদ আছে। পূজ্য হওয়া অর্থাৎ সবাই হৃদয় থেকে

মান্যতা দেবে। মেজরিটি হতে হবে, আগেও তোমাদের শোনানো হয়েছে যে ৫ পার্সেন্ট হয়তো হবে না, কিন্তু মেজরিটি যেন হৃদয় থেকে তোমাদের মানে- এটাই হলো সঙ্গমযুগে পূজ্য হওয়া। পূজ্য হওয়ার সংস্কারও এখন থেকেই নিজেদের মধ্যে ভরে নিতে হবে। কিন্তু ভক্তিমার্গে পূজ্য হওয়ায় এবং এখনে পূজ্য হওয়ায় তারতম্য আছে। এখন তোমাদের শরীরের পূজা হতে পারে না, কারণ এটা তোমাদের অন্তিম পুরানো শরীর, তমোগুণী তন্ত্র দ্বারা তৈরি হওয়া শরীর। এখন তোমাদের ফুলের মালা পরাবে না, লোকে তো ভক্তিমার্গে দেবতাদের মালা পরায়, তাই না! পূজ্য হওয়ার লক্ষণ - তারা ধূপ জ্বালায়, মালা পরায়, আরতি করে, কীর্তন করে, তিলক লাগায়। সঙ্গমযুগে এই স্থূল বিধি নেই। কিন্তু সঙ্গমযুগে সদা হৃদয় থেকে সেই পূজ্য আত্মাদের প্রতি প্রকৃত স্নেহের আরতি করে। আত্মাদের দ্বারা প্রাপ্ত তাদের কোনো না কোনো প্রাপ্তির কীর্তন গাইতে থাকে, সদা সেই আত্মাদের প্রতি শুভ ভাবনার ধূপ বা দীপ জ্বালিয়ে রাখে। যেভাবে তোমরা আত্মারা বাবার কাছে সমর্পণ করো, ঠিক সেভাবেই অন্য আত্মারাও তোমাদের দেখে নিজেদেরও বাবার কাছে সমর্পণ করার উৎসাহ পায়। তাইতো বাবার কাছে সমর্পিত হওয়ার মালা সদা সেই আত্মাদের আপনা থেকেই প্রাপ্ত হয়। এই রকম আত্মারা সদা স্মৃতি-স্বরূপের তিলকধারী হয়। এই অলৌকিক বিধিতে এই সময়ের পূজ্য আত্মা হয়।

ভক্তিমার্গের পূজন যোগ্য হওয়ার থেকে এখনে পূজা অধিক শ্রেষ্ঠ। যেমন ভক্তিমার্গের পূজ্য আত্মাদের কিছু মুহূর্তের সম্পর্ক দ্বারা অর্থাৎ শুধু সেই মূর্তির সামনে যাওয়ায় কিছুক্ষণের জন্যও শান্তি, শক্তি, অনুভব হয়, সে'রকম সঙ্গমযুগী পূজ্য আত্মাদের দ্বারা এখনও দু'-এক মুহূর্তের দৃষ্টি লাভেও খুশি, শান্তি বা উৎসাহ-উদ্দীপনার শক্তি অনুভব হয়। এমন পূজ্য আত্মা মানেই নম্বর ওয়ান বিশেষ আত্মা। ইতিমধ্যে সেকেন্ড আর থার্ড নম্বর বিষয়ে তোমাদের বলা হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত কী বলব? সবাইই তো বিশেষ আত্মার লিস্টে রয়েছে, কিন্তু তা' ওয়ান, টু, থ্রি - নম্বর অনুক্রমে। সকলেরই লক্ষ্য নম্বর ওয়ান হয়, তাহলে এই রকম পূজন যোগ্য তো হও! যেমন তোমরা ব্রহ্মাবাবার গুণের গীত গেয়ে থাক, না! ব্রহ্মা বাবার মধ্যে পূজ্য বা নম্বর ওয়ান বিশেষ আত্মা হওয়ার সেই সব বিশেষত্ব তোমরা দেখেছ বা শুনেছ, তাই না! সুতরাং ব্রহ্মা যেমন সাকারে নম্বর ওয়ান সঙ্গমযুগী পূজ্য আত্মা হয়েছে, তো সেই আত্মাই ভবিষ্যতেও নম্বর ওয়ান পূজ্য হয়, লক্ষ্মী-নারায়ণ নম্বর ওয়ান পূজ্য, তাই না! একই রকম ভাবে তোমরাও সবাই এই রকম হতে পারো।

যেমন, বাবার সাথে সাথে তোমরা ব্রহ্মা বাবার চমৎকারিত্বের মহিমা গাও, সে' ভাবে তোমরাও সবাই এমন সঙ্কল্প, বোল আর কর্ম করো যা সদাই চমৎকার হবে! যখন পরম কৃতিত্ব স্থাপন হবে, তখন ডামাডোল হবে না। যদি কৃতিত্ব স্থাপন না করতে পারো তাহলে তালগোল পাকিয়ে ফেল - তা' তোমাদের সঙ্কল্পের দ্বারা হোক বা বাণী দ্বারা হোক। সঙ্কল্পেও যদি ব্যর্থ তুফান চলে তবে সেটাও তো মনশ্চাঞ্চল্য, তাই না! চঞ্চলতা নয়, বরং চমৎকার করতে হবে। কারণ আদি পিতা ব্রহ্মার ব্রাহ্মণ বাচ্চারা সদাই পূজ্য হিসেবে গাওয়া হয়ে থাকে। এমনকি, এখন লাস্ট জন্মেও যদি দেখ তো কোন বর্ণ সবচাইতে উঁচু হিসেবে গাওয়া হয়ে থাকে! ব্রাহ্মণ বর্ণই তো বলে, তাই না? উঁচুদের নাম আর উচ্চমানের শ্রেষ্ঠ কাজের জন্যও লোকে ব্রাহ্মণকেই ডাকে, কারও কল্যাণের জন্যও তারা ব্রাহ্মণদেরই ডাকে। সুতরাং লাস্ট জন্ম অবধি ব্রাহ্মণ আত্মাদের উচ্চ নাম উচ্চ কর্ম প্রসিদ্ধ। আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। তারা শুধু নামেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কর্ম তোমাদের, কিন্তু তাদের কাজ চলছে শুধুই নাম দ্বারা। এ' থেকে তোমরা দেখ যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ আত্মাদের কতো মহিমা আর কতো মহান! "ব্রাহ্মণ" নামটাও অবিনাশী হয়ে গেছে। তোমাদের জীবনই হয়ে গেছে অবিনাশী প্রাপ্তির। ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব হলো - পরিশ্রম কম, প্রাপ্তি বেশি কারণ ভালোবাসার কাছে পরিশ্রম নেই। এমনকি, এখন লাস্ট জন্মেও ব্রাহ্মণ পরিশ্রম করে না, আরামে খেতে থাকে। যদি শুধু "নাম"-এরও কর্ম করো তবে ক্ষুধার্ত থাকতে পার না। সুতরাং এই সময়ের ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্বের লক্ষণ এখনও পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছ। এত শ্রেষ্ঠ বিশেষ আত্মা তোমরা। বুঝেছ?

বর্তমান সময়ে পূজ্য তো ভবিষ্যতেও পূজ্য। একেই বলে, নম্বর ওয়ান বিশেষ আত্মা। সুতরাং চেক করো। বাবা তোমাদের ব্রহ্মা বাবার কাহিনী শোনাচ্ছেন, এখন আরও রয়ে গেছে। ব্রহ্মা বাবার এই বিশেষত্ব সদা সামনে রাখ। আর অন্য কোনো বিষয়ে জড়িও না, বরং বিশেষত্ব দেখ আর বর্ণন করো। প্রত্যেককে বিশেষত্বের মহত্ব শুনিয়ে বিশেষ বানাও। অন্যকে তৈরি করা অর্থাৎ নিজেকে বিশেষ বানানো। বুঝেছ? আচ্ছা!

চারিদিকের নম্বর ওয়ান সব বিশেষ আত্মাদের, ব্রাহ্মণ জীবন প্রাপ্ত সব বিশেষ আত্মাদের, সদা ব্রহ্মা বাবাকে সামনে রেখে সমান হওয়া বাচ্চাদের, অনাদি বাবা, আদি বাবা উভয় রূপ থেকে সব শালগ্রাম আর সাকার ব্রাহ্মণ আত্মাদের স্নেহ ভরা স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

"পার্টীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার"

১) সদা বাবার হাত আর সাথ থাকে, নিজেদের এমন ভাগ্যবান মনে করো ? যেখানে বাবার হাত আর সাথ থাকে, সেখানে সদাই আনন্দ প্রাপ্তির জীবন। বিভ্রান্ত হবে না, সুখানুভবে থাকবে। কোনও পরিস্থিতি তার নিজের দিকে আকর্ষণ করবে না, সদা বাবার দিকে আকৃষ্ট হবে। সর্বাধিক মহান আর সর্বাপেক্ষা সুন্দর বাবা, সুতরাং বাবা ব্যতীত আর কোনো বিষয় বা ব্যক্তি আকর্ষণ করতে পারে না। যে বাবার হাত আর সাথে লালিতপালিত হয়, তার মন আর কোথাও যেতে পারে না। তাহলে সবাই তোমরা এমন হয়েছ নাকি মায়ার পালন-পোষণে চলে যাও ? সেই রাস্তা বন্ধ, না ! সুতরাং সদা বাবার সাথের পরমানন্দে থাকো। তোমরা বাবাকে পেয়েছ তো সবকিছুই পেয়ে গেছ, কোনো অপ্রাপ্তি নেই। যে যতই তাঁর হাত আর সাথ থেকে তোমাদের ছাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করুক, তোমরা ছেড়ে দাও না। আর ছেড়ে যাবেই বা কোথায় ? এর থেকে বড় ভাগ্য আর কোনো ভাগ্য হতে পারে না ! কুমারীরা তো সদাই ভাগ্যবান হয়েই। তাদের ডবল ভাগ্য। এক - কুমারী জীবনের ভাগ্য, দ্বিতীয় - বাবার হওয়ার ভাগ্য। কুমারী জীবন পূজিত হয়। যখন কুমারী জীবন সমাপ্ত হয়, তখন সবার সামনে নত হতে হয়। গৃহস্থ জীবনই ছাগসম জীবন, সেখানে কুমারী জীবন পূজ্য জীবন। যদি কেউ একবার পড়ে যায় তো পড়ে যাওয়ার ফলে হাড় ভেঙে যায়, তাই না ! তারপর যতই প্লাস্টার করো, ঠিক করো কিন্তু হাড় দুর্বল হয়ে যায়। অতএব, সমঝদার (বিচক্ষণ) হও। টেস্ট করে তারপরে সমঝদার হয়োনা।

২) সদা নিজেদের কল্প-কল্পের বিজয়ী আত্মা মনে করো ? অনেকবার বিজয়ী হওয়ার ভূমিকা (পার্ট) পালন করেছ আর এখনও করছ। বিজয়ী আত্মা সদা অন্যদেরও বিজয়ী বানায়। যা অনেকবার করা হয় তা সদাই সহজ হয়ে যায়, কোনো পরিশ্রম করতে হয় না। অনেক-বারের বিজয়ী আত্মা - এই স্মৃতির দ্বারা যে কোনও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা, খেলা বলে মনে হয় এবং খুশি অনুভব হয়। বিজয়ী আত্মাদের বিজয় তাদের অধিকার বলে অনুভব হয়। অধিকার পরিশ্রমে লাভ হয় না, আপনা থেকেই পাওয়া যায়। সুতরাং সদা বিজয়ের খুশিতে, অধিকারের সাথে অগ্রচালিত হয়ে অন্যদেরও সামনে এগিয়ে নিয়ে চলো। লৌকিক পরিবারে থেকে লৌকিকে অলৌকিকে পরিবর্তন করো, কেননা অলৌকিক সম্বন্ধ সুখ দেয়। লৌকিক সম্বন্ধ থেকে অল্পকালের সুখ পাওয়া যায়, সবসময় নয়। তোমরা তো সদা সুখী হয়ে গেছ। দুঃখীদের দুনিয়া থেকে সুখের সংসারে এসে গেছ - এইরকম অনুভব করো ? আগে তোমরা রাবণের বাচ্চা ছিলে, সেইজন্য দুঃখদায়ী ছিলে, এখন সুখদাতার বাচ্চা সুখ-স্বরূপ হয়ে গেছ। ফার্স্ট নম্বর এই অলৌকিক ব্রাহ্মণ পরিবার, দেবতারাও সেকেন্ড নম্বর হয়ে গেছে। তাহলে, এই অলৌকিক জীবন প্রিয় তো লাগে, না !

৩) সদা নিজেদের পদ্মাপদম ভাগ্যবান অনুভব করো ? সারা কল্পে এইরকম শ্রেষ্ঠ ভাগ্য প্রাপ্ত হতে পারে না, কারণ ভবিষ্যৎ স্বর্গেও এই সময়ের পুরুষার্থের প্রালব্ধ হিসেবে রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করো। ভবিষ্যতেও বর্তমান ভাগ্যের হিসেবে পাওয়া যায়। মহত্ব এই সময়ের ভাগ্যের। বীজ এই সময় বপন করো আর ফল অনেক জন্ম প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বীজের হিসেবেই তো মহত্ব, তাই না ! এই সময় ভাগ্য তৈরি করা কিংবা ভাগ্য প্রাপ্ত হওয়া - এটাই বীজ বপন করা। সুতরাং এই অ্যাটেনশন দ্বারা সদা পুরুষার্থে তীব্রগতিতে এগিয়ে চলো আর সদা এই সময়ের পদ্মাপদম ভাগ্যের স্মৃতি ইমার্জ রূপে যেন থাকে, কর্ম করাকালীন যেন স্মরণে থাকে ; কর্মের মধ্যে যেন নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য ভুলে যেও না। স্মৃতিস্বরূপ হয়ে থাক। একে বলে, পদ্মাপদম ভাগ্যবান। এই স্মৃতির বরদান সদা সাথে রাখলে তো সহজেই এগিয়ে যেতে থাকবে, পরিশ্রম থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। আচ্ছা !

প্রশ্ন:- লৌকিক সম্বন্ধে বুদ্ধি নিরন্তর যথার্থ সিদ্ধান্ত দেবে - এর বিধি কী ?

উত্তর:- লৌকিক বিষয় ভেবে কখনো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। অলৌকিক শক্তিশালী স্থিতিতে থেকে সিদ্ধান্ত নাও। কোনও অতীত বিষয় স্মৃতিতে রাখলে বুদ্ধি সেই দিকে চলে যায়, তখন অতীত সংস্কারও প্রকট হয়ে ওঠে, সেইজন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে যায়। সম্পূর্ণরূপে লৌকিক বৃত্তি ভুলে আত্মা বোধে যদি সিদ্ধান্ত নাও, তাহলে সেই সিদ্ধান্ত যথার্থ হবে। একেই বলে, বিকর্মজিতের রাজ-সিংহাসন। অলৌকিক আত্মিক স্থিতিই বিকর্মজিত স্থিতির সিংহাসন, এই সিংহাসনে বসে সিদ্ধান্ত নিলে তবেই যথার্থ হবে। আচ্ছা !

বরদান:- সাথী আর সাক্ষীভাবের স্মৃতি দ্বারা সব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সর্বশক্তিসম্পন্ন ভব সর্বশক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয়ে অধীনতার উর্ধ্বে হওয়ার জন্য দুটো শব্দ যেন সদা স্মরণে থাকে - এক, সাক্ষী। দুই - সাথী। এর থেকে বন্ধনমুক্ত অবস্থা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। সর্বশক্তিমান বাবার সাথ থাকলে সর্বশক্তি

আপনা থেকেই প্রাপ্ত হয়ে যায় এবং সাক্ষী হয়ে চলায় কোনও বন্ধনে আটকে পড়বে না । শরীরে থেকে
নিমিত্ত হয়ে কর্তব্য করলে আর সাক্ষী হয়ে গেলে - এর বিশেষ অভ্যাস বাড়াও ।

স্লোগান:-

অশুদ্ধ আর শুদ্ধ দুইয়ের যুদ্ধ যদি হয় তাহলে ব্রাহ্মণ হওয়ার পরিবর্তে তোমরা ক্ষত্রিয় হও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিজেদের আত্মা মনে করে আত্মার সঙ্গে কথা বলে তবেই ফুলে সুগন্ধ আসতে থাকবে, দেহ-অভিমানের দুর্গন্ধ নিষ্কাশিত হয়ে যাবে"

*প্রশ্ন:- নিজের সৌরভ চতুর্দিকে বিস্তার করা সত্যিকারের ফুল বা সমর্পিত-বহিঃপতঙ্গ (পরওয়ানা) কে ?

*উত্তর:- সত্যিকারের ফুল সে-ই, যে অনেককে নিজের সমান সুগন্ধী ফুলে পরিণত করে। শ্রীমতানুসারে চলে প্রিয়তমের প্রেমাগুণে স্বলে মৃত্যুবরণ করা অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা, জীবনে থেকেও মৃতবৎ হয়ে থাকা সত্যিকারের সমর্পিত-বহিঃপতঙ্গদের অথবা এমন ফুলেদের সৌরভ স্বততঃ-ই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

*গীত:- সভায় স্বলে উঠেছে বহিঃশিখা.....

ওম্ শান্তি । যেমন সমর্পিত-বহিঃপতঙ্গরা গান শুনেছে। পতঙ্গ বলে বা ফুলই বলে, কথা একই। বাচ্চারা বুঝতে পারে যে আমরা সত্য-সত্যই কি সমর্পিত-বহিঃপতঙ্গে পরিণত হয়েছি নাকি কেবলই ঘুরে ফিরে চলে যাই ? বহিঃশিখাকেই (শম্মা) ভুলে যায়। প্রত্যেকেই নিজের হৃদয়কে প্রশ্ন করতে হবে যে আমরা কতখানি ফুল হয়েছি আর জ্ঞানের সুগন্ধ কি ছড়িয়ে দিতে পারি ? নিজের মতন ফুল-সদৃশ কাউকে করেছি কী ? এ তো বাচ্চারা জানে -- জ্ঞানের সাগর হলেন বাবা, ওঁনার কত সৌরভ। যারা ভাল ফুল তাদের থেকে অবশ্যই ভাল সুগন্ধ আসবে। তারা সদা খুশীতে থাকবে, অন্যদেরও নিজের মতন ফুল বা সমর্পিত-বহিঃপতঙ্গে পরিণত করবে। ফুল না হলেও কুঁড়িতে পরিণত করবে। সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত-বহিঃপতঙ্গ সেই, যে জীবনে থেকেও মৃতবৎ হয়ে যায়। বলিপ্রদত্ত হয়ে যায় অথবা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়ে যায়। কোনো ধনী যখন কোনো দরিদ্রের সন্তানকে দত্তক নেয়, বাচ্চা সেই ধনীর কোলে যাওয়ার পর তখন তার সেই মাতা-পিতাকেই স্মরণে আসতে থাকবে আর দরিদ্রের (মাতা-পিতা) স্মরণ ভুলে যাবে। সে জানে যে আমার মাতা-পিতা দরিদ্র কিন্তু স্মরণ ধনী মাতা-পিতাকেই করবে, যার থেকে ধন-সম্পদ লাভ হয়। সাধু-সন্ন্যাসী ইত্যাদি যারা রয়েছে, তারা মুক্তিধামে যাওয়ার জন্য সাধনা করে। সকলে মুক্তির জন্যই পুরুষার্থ করে, কিন্তু মুক্তির অর্থ বোঝে না। কেউ বলে জ্যোতি মহাজ্যোতিতে বিলীন হয়ে যাবে। কেউ মনে করে পরপারের নির্বাণধামে যাব। নির্বাণধামে গমনকে জ্যোতিতে বিলীন হয়ে যাওয়া অথবা মিলিত হওয়াকে বলা হয় না। তোমরা জানো -- আমরা দূরদেশের অধিবাসী। এই নোংরা (বিকারী) দুনিয়ায় থেকে কি করবো ! বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন যে যখন কারোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে তখন এ'কথা বোঝাতে হবে যে এ হলো পূর্ব-নির্ধারিত ড্রামা। সত্যযুগ-ত্রৈতা..... তারপর সঙ্গমযুগ। এও বোঝানো হয়েছে যে সত্যযুগের পরে ত্রৈতার সঙ্গম আসে। এই যুগও আবর্তিত হয় আর এই কল্পও আবর্তিত হয়। বাবা যুগে-যুগে আসেন না। যেমনটা মানুষ মনে করে। বাবা বলেন -- যখন সর্বকিছু তমোপ্রধান হয়ে যায়, কলিযুগের অন্ত হয়, সেই কল্পের সঙ্গমে আসি। যুগ সম্পূর্ণ হলে কলাও কম হয়ে যায়। যখন সম্পূর্ণ গ্রহণ লেগে যায় তখনই আমি আসি। আমি যুগে-যুগে আসি না। এ'কথা বাবা বসে-বসে সমর্পিত-বহিঃপতঙ্গদের বোঝান। সমর্পিত-বহিঃপতঙ্গদের মধ্যেও নশ্বরের অনুক্রম রয়েছে। কেউ বহিঃশিখায় বলিপ্রদত্ত হয়, কেউ ঘুরে ফিরে চলে যায়। শ্রীমতানুসারে তোমরাই চলতে পারো। কোথাও যদি শ্রীমতানুসারে চলতে না পারো তখন মায়া আঘাত করতে থাকবে। শ্রীমতের প্রভূত গায়ন রয়েছে। শ্রীমদুগবৎ গীতা বলা হয়। পরে যারা বসে-বসে শাস্ত্র তৈরী করেছে সেইসময় বুদ্ধি রজঃ হওয়ার কারণে মনে করেছে কৃষ্ণ দ্বাপরে এসেছে। আমি আসিই তখন, যখন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। বাকি সমস্ত ধর্ম থাকে। এরকমও নয় যে সেই দেবী-দেবতা ধর্মের মানুষেরা হারিয়ে যায় কিন্তু তারা ভুলে যায় যে আমরা দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম। নিজেদের হিন্দু ধর্মের বলে দেয়, এও ড্রামায় নির্ধারণ করা হয়েছে। যখন ভুলে যাবে পুনরায় তখনই তো এসে আমি আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করবো। ইনিই একমাত্র বাবা যিনি এসে দুঃখধাম থেকে সুখধামের মালিক করে দেন। তোমরা বলবে যে এখন আমরা নরকের মালিক। দুনিয়াকে তমোপ্রধান হতেই হবে।

সকলেই পতিত তবেই তো পবিত্রদের সম্মুখে গিয়ে নমন করে। বাবা এখন বলেন -- শ্রীমতানুসারে চলো। জন্ম-জন্মান্তরের অনেক বোঝা মাথার উপরে রয়েছে। তা নাহলে ট্রাহি-ট্রাহি করতে হবে। ওরা তো মনে করে, আত্মা অলিপ্ত কিন্তু না, আত্মাই সুখ-দুঃখ দেখে। এ'কথা কেউ বোঝে না। বাবা বারংবার বুঝিয়ে থাকেন -- লক্ষ্য অনেক উঁচু। এইসময় তোমরা পুরুষার্থ করো কিন্তু তোমরা দুঃখী। তোমরা জানো যে, সত্যযুগে আমরা অত্যন্ত সুখে থাকব। ওখানে জানতেই পারবে না যে আমাদের পুনরায় দুঃখধামে যেতে হবে। আমরা কিভাবে জন্ম নিয়েছি, কত জন্ম নেব, কিছুই জানি না। এখন তোমরা

জানো যে উচ্চতম কে ? তোমরা ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার কারণে যেমন ঈশ্বর নলেজফুল তেমনই তোমরাও নলেজফুল। এখন তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান সেও নশ্বরের অনুক্রমে। কেউ অতি নেশায় ডুবে থাকে, মনে করে আমরা বাবার মতানুসারে চলে থাকি। যত মতানুসারে চলবে ততই শ্রেষ্ঠ হবে। বাবা সম্মুখে বসে বাচ্চাদের বোঝান। বাচ্চারা, দেহ-অভিমান ত্যাগ কর, দেহী-অভিমानी হও, নিরন্তর স্মরণ কর। বাবা সর্বদাই হলেন সুখদাতা। এমন নয় যে দুঃখও বাবা-ই দেন। বাবা কখনও বাচ্চাদের দুঃখ দিতে পারেন না। বাচ্চারা নিজেদের বিপরীতমুখী চলনের জন্য দুঃখ পায়।

বাবা দুঃখ দিতে পারেন না। মানুষ বলে -- হে ভগবান, সন্তান দাও তবেই বংশবৃদ্ধি হবে। বাচ্চাকে অত্যন্ত ভালবাসে। বাকি দুঃখভোগ করে নিজের কর্মের জন্যই। বাচ্চারা, এখন বাবা তোমাদের অত্যন্ত সুখী করে দেন। তিনি বলেন -- শ্রীমতানুসারে চলো। আসুরীয় মতানুসারে চলেই তোমরা দুঃখ পাও। বাচ্চারা বাবা অথবা টিচার অথবা গুরুজনেদের আশ্রয় পালন না করার জন্য দুঃখী হয়ে পড়ে। স্বয়ং দুঃখপ্রদানকারী হয়ে যায়, মায়ার বশবর্তী হয়ে যায়। এখনই তোমরা ঈশ্বরের মত পাও। ঈশ্বরীয় মতের ফলাফল ২১ জন্ম চলে, পুনরায় অর্ধেককল্প মায়ার মতানুসারে চলে। ঈশ্বর একবারই এসে মত দেন। মায়া তো অর্ধেক কল্প পর্যন্ত মত দিতেই থাকে। বাবা একবারই মত দেন। মায়ার মতানুসারে চলে ১০০ শতাংশ দুর্ভাগ্যশালী হয়ে যাও সেইজন্য যারা ভাল-ভাল ফুল তারা সদা সেই খুশীতে মত্ত থাকবে। নশ্বরের অনুক্রমেই হয়, তাই না! কোনো সমর্পিত-বহিঃপতঙ্গ তো বাবার হয়ে শ্রীমতানুসারে চলতে শুরু করে দেয়। দরিদ্ররাই নিজেদের পোতামেল লেখে। ধনীরা ভয় পায় যে এখানে আমাদের পয়সা-কড়ি নিয়ে না নেয়। ধনীদের জন্য অত্যন্ত অসুবিধাজনক। বাবা বলেন -- আমি দীনদয়াল। দানও সর্বদা দরিদ্রদেরই দেওয়া হয়ে থাকে। সুদামার কথা রয়েছে, তাই না -- দুমুঠো চালের পরিবর্তে তাকে প্রাসাদ দেওয়া হয়েছিল। তোমরা হলে গরীব। মনে করো, কারোর কাছে ২৫-৫০ টাকা রয়েছে, তার থেকে ২০-২৫ টাকা দিয়ে দেয়। ধনী ব্যক্তি যদি ৫০ হাজার দেয় তাও সমান (২০-২৫ টাকার) হয়ে যায়, সেইজন্য দীনদয়াল নামের গায়ন রয়েছে। ধনী ব্যক্তিরও বলে -- আমরা অবসরসময় পাই না কারণ সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা নেই। তোমরা হলে দরিদ্র। দরিদ্ররা ধন-সম্পদ লাভ করলে খুশী হয়। বাবা বুঝিয়েছেন যে এখানের দরিদ্র ওখানে ধনী হয়ে যায় আর এখানের ধনবান ওখানে দরিদ্র হয়ে যায়।

কেউ বলে, আমরা যজ্ঞের খেয়াল রাখব বা আত্মীয়-পরিজনের খেয়াল রাখব কী ? বাবা বলেন -- তোমরা নিজেদের আত্মীয়-পরিজনেদের অত্যন্ত ভালভাবে দেখভাল করো। ভাল হয়েছে যে এইসময় তোমরা গরীব। ধনী হলে তখন বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারতে না। সন্ত্যাসীরা এভাবে বলবে না। তারা তো পয়সা নিয়ে নিজেদের জমিজমা অর্থাৎ সম্পত্তি বানায়। শিববাবা এমন করবে নাকি, না তা করবে না। বাচ্চারা, এইসমস্ত ঘর-বাড়ী ইত্যাদি তোমরা নিজেদের জন্যই তৈরী করেছে। এ কারোর সম্পত্তি নয়, এ তো অস্থায়ী কারণ অস্তিম সময়ে বাচ্চাদের এখানে এসে থাকতে হবে। আমাদের স্মৃতি-স্মারকও এখানে রয়েছে। সেইজন্য পরে এখানে এসে বিশ্রাম নেবে। বাবার কাছে পালিয়ে যাবে সে-ই, যে যোগযুক্ত হবে। তারা সহায়তাও পাবে। বাবার অনেক সহায়তা পাওয়া যায়। তোমাদের এখানে বসে বিনাশ দেখতে হবে। বাচ্চারা, যেভাবে প্রারম্ভে বাবা তোমাদের মনোরঞ্জন করেছেন, পরেও মনোরঞ্জন পুনরায় শুরু করবেন। অত্যন্ত ভালবাসবেন। যেন বৈকুণ্ঠে বসে রয়েছে, অতি নিকটে আসতে থাকবে। এ তো বোঝে যে আমরা এখন যাত্রায় রয়েছি। কিছুসময় পরে বিনাশ হবে। তোমরা অত্যন্ত খুশী হবে। ব্যস, আমরা গিয়ে প্রিন্স হবো। বিভিন্নপ্রকারের ফুল রয়েছে। প্রত্যেক বাচ্চাদের বোঝা উচিত -- আমি কতখানি জ্ঞানের সুগন্ধ দান করছি ! কাউকে জ্ঞান এবং যোগের শিক্ষা দান করছি কী ! যারা করে তারা প্রফুল্লিত থাকে। বাবা অবগত হয়ে যান যে এরা কোন্ অবস্থায় রয়েছে। এদের অবস্থা কতখানি দ্রুত অগ্রসর হবে ! দ্রুত তারাই ছুটেবে যারা সমর্পিত-বহিঃপতঙ্গ হয়ে গেছে। বাবা বোঝান -- অনেক মায়ার ঝড় আসবে, তার থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। এখন এই রাজযোগ পরমপিতা পরমাত্মা এসে শিখিয়ে থাকেন। পরমাত্মা এসে আত্মাদের বোঝান। আত্মার জ্ঞান রয়েছে -- আমি আত্মা আমার এই আত্মাভাইকে বুঝিয়ে থাকি। যেমন পরমাত্মা-পিতা আমাদের আত্মা-রূপী বাচ্চাদের বুঝিয়ে থাকেন। আমরাও আত্মা। বাবা আমাদের শেখান, আমরা আবার এই আত্মাদের বুঝিয়ে থাকি কিন্তু আত্ম-ভাবের এই নিশ্চয় না থাকার কারণে নিজেদের মানুষ(দেহ) মনে করে, মানুষকেই বুঝিয়ে থাকে। আমি পরম আত্মা আত্মা-রূপী তোমাদের সঙ্গে বার্তালাপ করি। তোমরা আত্মাদের শোনাও। তোমরা এভাবে দেহী-অভিমानी হয়ে কাউকে শোনালে তখন তৎক্ষণাৎ তীরবিদ্ধ হবে। যদি স্বয়ং দেহী-অভিমानी না হতে পারে তবে ধারণাও করাতে পারবে না। এই লক্ষ্য অতি উঁচু। বুদ্ধিতে এ'কথা থাকা উচিত যে আমরা এই কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা শুনে থাকি। বাবা বলেন -- আমি আত্মাদের (বাচ্চাদের) সঙ্গে কথা বলি। বাবার আশ্রয় হলো অশরীরী(নগ্ন) হও। দেহ-অভিমান ত্যাগ কর, আমাকে স্মরণ কর -- এ'কথা বুদ্ধিতে আসা উচিত। আমরা আত্মার সঙ্গে কথা বলি, শরীরের সঙ্গে নয়। যদিও ফিমেল, তারও আত্মার সঙ্গেই কথা বলি। বাচ্চারা, তোমরা বোঝ যে -- আমরা তো বাবার হয়ে গেছি

কিন্তু না, এরমধ্যে অনেক সূক্ষ্ম বুদ্ধি কাজ করতে থাকে। আমি আত্মা, আমি এর আত্মাকে বোঝাই। এ হলো আমার ভাই, একে পথ বলে দিতে হবে। আত্মা বুঝতে পারে। এভাবে বোঝ তবেই আত্মা তীরবিদ্ধ হবে। দেহকে দেখে শোনাও সেইজন্য আত্মা শোনে না। প্রথমে এই ওয়ার্নিং দাও যে আমি আত্মার সঙ্গে বার্তালাপ করছি। আত্মাকে তো না মেল, না ফিমেল বলা যাবে। আত্মা তো আলাদা। মেল-ফিমেল নাম হয় শরীর অনুসারে। যেমন ব্রহ্মা-সরস্বতীকে মেল-ফিমেল বলা হবে। শিববাবাকে না মেল, না ফিমেল বলা হবে। তাই বাবা আত্মাদের বোঝান। লক্ষ্য অনেক উঁচু। পয়েন্টও অনেক শক্ত। আত্মাকে ইঞ্জেকশন দিতে হবে, তবেই দেহ-অভিমান দূর হবে। তা নাহলে সুগন্ধ আসবে না, শক্তি আসবে না। বিষয় অত্যন্ত ক্ষুদ্র। আমরা আত্মার সঙ্গে কথা বলছি। বাবা বলেন -- তোমাদের ফিরে যেতে হবে সেইজন্য দেহী-অভিমानी হও। মনমনাভব। পুনরায় মধ্যাজীভব অটোমেটিক্যালী চলে আসে। এখন অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধিলাভ হয়। প্রত্যুষে উঠে বিচার-সাগর মন্থন করতে হবে। দিনে তো সার্ভিস করতে হবে কারণ আমরা কর্মযোগী। লেখাও রয়েছে যে নিদ্রাজীং হও। রাত্রিতে জেগে উপার্জন কর। দিনে মায়ার ভীষণ উপদ্রব। অমৃতবেলার বায়ুমন্ডল ভাল। বাবাকে এ'কথা লেখে না যে অমুক সময়ে উঠে বিচার-সাগর মন্থন করি। অত্যন্ত পরিশ্রমের। তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। এখানে হও পার্থিব জগতের মালিক। জলসীমা নিয়েও কত ঝগড়া চলতে থাকে। শত্রুতা লেগেই থাকে। পরস্পর একে-অপরকে ভাই-ভাই মনে করে না। কেবল এমনি-এমনিই বলে দেয় যে আমরা সকলেই এক। একত্র তো হতে পারে না। আত্মা অসংখ্য, সকলের নিজের-নিজের ভূমিকা রয়েছে। তোমরা এখানে বসে রয়েছে। কল্প-পূর্বেও বসেছিলে। পাতার নড়াচড়াও হয় ড্রামানুসারে। এমন নয় যে প্রতিটি পাতা পরমাত্মার দ্বারা আন্দোলিত হয়। এমন-এমন কথা বুঝে তারপর বোঝাও। প্রত্যেকেই বুঝতে পারে কি যে আমরা সমর্পিত-বহিঃপতঙ্গ হয়েছি ! আমরা কি বাবার মতানুসারে চলে থাকি ! ব্যর্থ কথা বলি না তো! কোথাও নিজেদের পয়সা পাপকার্যে ব্যবহার করি না তো ? আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজেকে আত্মা মনে করে আত্মার সঙ্গে বার্তালাপ করতে হবে। দেহী-অভিমानी হয়ে শোনা এবং শোনানোর ফলে ধারণা ভালভাবে হবে।

২) নিদ্রার উপর বিজয়লাভ করতে হবে এবং রাত্রি জেগে উপার্জন করতে হবে। বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। কোনও ব্যর্থ কথায় নিজের সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

বরদানঃ:- মায়ার জ্ঞানে ইনোসেন্ট (অবিদ্যা) এবং জ্ঞানে সেন্ট (ঋষি) হয়ে ওঠা সম্পূর্ণ পবিত্র ভব যেমন সত্যযুগীয় আত্মারা বিকারী বিষয়ের জ্ঞানে ইনোসেন্ট থাকে, সেই সংস্কার স্পষ্টরূপে স্মৃতিতে থাকলেই মায়ার নলেজ থেকেও ইনোসেন্ট হয়ে যাবে। কিন্তু ভবিষ্যতের সংস্কার স্মৃতিতে স্পষ্টরূপে তখনই থাকবে যখন আত্মিক স্বরূপের স্মৃতি সদাকালের জন্য এবং সুস্পষ্টরূপে থাকবে। যেমন দেহকে সুস্পষ্টরূপে দেখা যায় তেমনই নিজের আত্মার স্বরূপও যেন দেখা যায় অর্থাৎ যেন অনুভবে আসে। তবেই বলা যাবে যে মায়ায় ইনোসেন্ট এবং জ্ঞানে সেন্ট (ঋষি) অর্থাৎ সম্পূর্ণ পবিত্র।

স্নোগানঃ:- অন্তরের অশুদ্ধতাই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হওয়ার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে আত্মা রুপী পাণ্ডা, তোমাদের গৃহস্থ জীবনের দেখাশোনা করে, কমল পুষ্প সম হয়ে স্মরণের যাত্রা করতে এবং করাতে হবে"

*প্রশ্ন:- বাবা বাচ্চাদের কোন্ ধরনের শৃঙ্গার করান ? কোন্ শৃঙ্গারের জন্য তিনি বারণ করেন ?

*উত্তর:- বাবা বলেন, মিষ্টি বাচ্চারা -- আমি তোমাদের আধ্যাত্মিক শৃঙ্গার করাতে এসেছি, তোমরা কখনোই শারীরিক শৃঙ্গার ক'রো না । তোমরা হলে বৈরাগী, তোমাদের ফ্যাশন করার শখ থাকা উচিত নয় । দুনিয়া খুব খারাপ, তাই শরীরের সামান্য ফ্যাশনও ক'রো না ।

*গীত:- অবশেষে সেই দিন এলো আজ....

ওম্ শান্তি । অসীম জগতের পিতা বসে অসীম জগতের সন্তানদের বোঝান । অসীম জগৎ অর্থাৎ জাগতিক কিছুই নয় । এখানে কতো বাচ্চা । এতো অগণিত বাচ্চার একই বাবা, যাঁকে রচয়িতা বলা হয় । ওরা হলো জাগতিক বাবা, আর ইনি হলেন অসীম জগতের আত্মাদের পিতা । ওরা হলো জাগতিক শরীরের বাবা, আর ইনি হলেন অসীম জগতের আত্মাদের একমাত্র বাবা । যাঁকে ভক্তি মার্গে সব আত্মারা স্মরণ করে । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, যেমন ভক্তি মার্গও আছে, তেমনই সাথে - সাথে রাবণ রাজ্যও আছে । এখন মানুষ ডাকতে থাকে, আমাদের রাবণ রাজ্য থেকে রাম রাজ্যে নিয়ে চলো । বাবা বোঝান যে - দেখো, দেবী - দেবতা, যারা ভারতের মালিক ছিলেন, এখন তারা আর নেই । তারা কে ছিলেন, এখন এও তোমরা জানো । আমরাই সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ঘরানার মালিক ছিলাম, এখন আর তা নেই । তারা কে ছিলেন, এও তোমরা এখন জানো । আমরাই সত্যযুগী সূর্যবংশী ঘরানার মালিক ছিলাম । রাজা - রানী তো ছিলো, তাই না । বাচ্চারা, তোমাদের এখন সেই স্মৃতি ফিরে এসেছে । বাবা এসেছেন আমাদের মতো বাচ্চাদের রাজ্য - ভাগ্যের উত্তরাধিকার দান করতে, বিশ্বের মালিক বানাতে । বাবা বলেন - এখন সবাই ভক্তিমার্গে আছে, ভক্তি মার্গকেই রাবণ রাজ্য বলা হয় । বাচ্চারা, জ্ঞান মার্গ একমাত্র বাবাই তোমাদের শেখান । ওই অসীম জগতের পিতাকে ভক্তিমার্গে সবাই স্মরণ করে । এখন তোমরা ২১ জন্মের জন্য জ্ঞানের রাজধানী পাও । এরপর অর্ধেক কল্প তোমরা আর ডাকবেই না । হায় রাম --- হায় প্রভু বলার আর দরকারই থাকবে না । হায় রাম তখনই বলে, যখন মানুষ দুঃখী হয় । তোমাদের ওখানে কোনো দুঃখই হয় না । এখন তোমরা জানো যে, এই খেলাও বানানো আছে । অর্ধেক কল্প হলো জ্ঞানের দিন, অর্ধেক কল্প হলো ভক্তির রাত । ভক্তি আমাদের নীচে নামিয়ে দেয় । বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে অবশ্যই সিঁড়ির জ্ঞানের প্রয়োজন । বাবা বোঝেন যে, এ হলো ৮৪ জন্মের চক্র, এই চক্রকে জানলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে, তাই বাবা চিত্রও বানাচ্ছেন যাতে সিদ্ধ হয়, আমরা এই চক্রকে জানলে ২১ জন্মের রাজ্য - ভাগ্য প্রাপ্ত করি । এখন তোমরা অনেক হয়ে গেছো । তোমরা এখন অনেক বড় আধ্যাত্মিক শক্তি সেনা হয়েছো । তোমরা সবাই হলে পাণ্ডা । বাবাও পাণ্ডা । তাঁকে বলা হয় গাইড । পাণ্ডা শব্দটি হলো শুভ । যাত্রায় যারা নিয়ে যায়, তাদের পাণ্ডা বলা হয় । যাত্রীরা যখন যায়, তখন তাদের এক গাইড দেওয়া হয় যে, এদের এইসব দেখাও । তীর্থ যাত্রাতেও পাণ্ডা পাওয়া যায় । বাবা বলেন - তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে তীর্থ যাত্রা করে এসেছো । মানুষ অমরনাথে যায়, তীর্থ করতে যায় । পরিক্রমা করে । সেখানে গেলে সেই কথাই স্মরণে থাকে । ঘরবাড়ি - কাজকারবার সবকিছুর থেকেই মন সরে যায় । এখানে তোমাদের বোঝানো হয়, ঘর - গৃহস্থতে থেকে কাজ কারবারও করতে থাকো, আবার এই গুপ্ত যাত্রাতেও থাকো । এ কতো ভালো । যত বড় বড় ব্যবসাই করতে হয়, তা করো । কারোর কোনো মানা নেই । নিজের রাজত্বও সামলাও । রাজা জনকও সেকেণ্ডে জীবনমুক্তি পেয়েছিলেন । তোমাদের কোনো বাইরের যাত্রা ইত্যাদির দিকে ধাক্কা খাওয়ার প্রয়োজন নেই । নিজের বাড়িঘরেরও সম্পূর্ণ দেখাশোনা করার প্রয়োজন । যারা খুব সচেতন ভালো বাচ্চা, তারা বুঝতে পারে যে, আমাদের ঘর - গৃহস্থীতে থেকেই কমল পুষ্প সমান হয়ে থাকতে হবে । গৃহস্থ জীবনের প্রতি বিরক্ত হওয়া উচিত নয় । কুমার - কুমারীরা যেন সন্ন্যাসী, তাদের মধ্যে কোনো বিকার নেই । তারা পাঁচ বিকার থেকে দূরে থাকে । তোমরা বাচ্চারা এখন জানো যে, আমাদের শৃঙ্গার অন্য প্রকারের, ওদের আবার অন্য । ওদের হলো তমোপ্রধান শৃঙ্গার, তোমাদের হলো সতোপ্রধান শৃঙ্গার, যাতে তোমাদের সতোপ্রধান সূর্যবংশী রাজ পরিবারে যেতে হবে । বাচ্চারা, বাবা তোমাদের বোঝান - সামান্য তমোপ্রধান শারীরিক শৃঙ্গারও তোমরা করো না । দুনিয়া খুবই খারাপ । গৃহস্থ জীবনে থেকে ফ্যাশনবল হযো না । ফ্যাশন আকর্ষণ করে । এই সময় বাহ্যিক সৌন্দর্য ভালো নয় । কালো হলে সেও ভালো । কেউ অন্তত ফাঁদে ফেলবে না । মানুষ তো বাহ্যিক সৌন্দর্যের পিছনে ঘুরতে থাকে । কৃষ্ণকেও কালো দেখানো হয় । তোমাদের শিববাবার কাছে সুন্দর হতে হবে । ওরা তো পাউডার ইত্যাদি দিয়ে সুন্দর হয় ।

কতো ফ্যাশন, সেকথা আর জিজ্ঞাসা ক'রো না । বিত্তবানদের তো সর্বনাশ হয়ে যায় । গরীব এর থেকে ভালো । গ্রামে গিয়ে গরীবদের কল্যাণ করতে হবে, কিন্তু এই কথা বলার জন্য বড় মানুষেরও প্রয়োজন । তোমরা তো সকলেই গরীব, তাই না । কেউ বিত্তবান আছে কি ? তোমরা দেখো, কেমন সাধারণ ভাবে বসে আছে মুন্সাইতে দেখো, কতো ফ্যাশন লেগে আছে। বাবার সাথে দেখা করতে এলে বলি - তোমরা এই দেহের শৃঙ্গার করেছে, এখন এসো, তোমাদের জ্ঞান শৃঙ্গার করাই, যাতে তোমরা ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের পরী হয়ে যাবে । সদা সুখী হয়ে যাবে । তখন কখনোই কাঁদবে না, না দুঃখ হবে । এখন তোমরা এই শরীরের শৃঙ্গার ত্যাগ করো । তোমাদের আমি জ্ঞান রঞ্জের দ্বারা এমন এক নম্বর শৃঙ্গার করাবো, সেকথা আর জিজ্ঞাসা করো না । আমার কথা যদি শুনে চলো তাহলে তোমাদের পাটরাণী বানিয়ে দেবো । এ তো ভালো, তাই না । আমি তোমাদের মতো সব ভারতবাসীদের এই আসুরী দুনিয়া নরক থেকে দূর করে স্বর্গের মহারাণী বানাই ।

বাচ্চারা, তোমরা বুঝতে পারো যে, আজ আমরা সাদা বা পবিত্র পোশাকে আছি, এর পরের জন্মে স্বর্গে সোনার চামচে দুধ পান করবো । এই দুনিয়া তো ছিঃ ছিঃ । স্বর্গ তো স্বর্গই, সেকথা আর জিজ্ঞেস করো না । তোমরা এখানে দরিদ্র । ভারত এখন দরিদ্র । দরিদ্র থেকে রাজকুমার... এমন গায়ন আছে । তোমরা এই ভারতেই আবার জন্মগ্রহণ করবে । বাবাই আমাদের স্বর্গের মালিক করেছিলো, এ হলো রাত - দিনের তফাৎ । মহান গরীব, যাদের খাবার জন্য কিছুই থাকে না, তাদেরই দান করা হয় । ভারতই হলো মহান গরীব । বেচারারা এও জানে না যে, এই সময় সব তমোপ্রধান । দিনে - দিনে সিঁড়ি নীচেই নামতে থাকে । এখন কেউই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে পারে না । ১৬ কলা থেকে ১৪ কলা, তারপর ১২ কলা... নীচে নামতেই থাকে । এই লক্ষ্মী - নারায়ণও প্রথমে ১৬ কলা সম্পন্ন ছিলো, তারপর ১৪ কলায় নেমে যায়, তাই না । এও খুব ভালোভাবে মনে করতে হবে । সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সম্পূর্ণ পতিত হয়ে গেছে । এরপর কে স্বর্গের মালিক বানাবে ? এই ওয়ার্ল্ডের হিস্টি - জিওগ্রাফির পুনরাবৃত্তি হয় । এও সবাই বলে থাকে, কিন্তু এরপর কোন হিস্টি - জিওগ্রাফি হবে, এ কেউই জানে না । শাস্ত্রে তো লিখে দিয়েছে এই সত্যযুগের আয়ু লক্ষ - কোটি বছর । জিজ্ঞেস করো, সত্যযুগ কবে আসবে ? বলবে, এখনো ৪০ হাজার বছর বাকি আছে । তোমরা সিদ্ধ করে বলো যে, কল্পের আয়ুই ৫ হাজার বছর । ওরা তো কেবল সত্যযুগকেই লাখ বছর দিয়ে দিয়েছে । এ তো ঘোর অন্ধকার, তাই না । তাহলে মানুষ কিভাবে মানবে যে, ভগবান এসেছেন । তারা মনে করে, যখন এই কলিযুগের অন্ত হবে, তখন ভগবান আসবেন । তোমরা বাচ্চারা এখন এইসব কথা বুঝতে পারো । বিনাশ সামনে উপস্থিত । বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে, বিনাশের পূর্বে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে নাও, কিন্তু মানুষ কুস্কর্কের নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে আছে । তাহলে বেচারারা হয় হয় করে মরবে । তোমাদের জয় জয়াকার হয়ে যাবে । বিনাশে 'হায় - হায়' ই হয় । বিপরীত বুদ্ধির যারা, তারা 'হায় - হায়'ই করবে । তোমরা এখন হলে সত্যের সন্তান, সত্য । নরকের বিনাশ হওয়া ব্যতীত কিভাবে স্বর্গের স্থাপনা হবে । তোমরা বলবে যে, এ হলো মহাভারতের লড়াই । এর থেকেই স্বর্গের দ্বার খোলে । মানুষ তো কিছুই জানে না । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, এখন আমরা দৈবী স্বরাজ্যের মাখন পাচ্ছি । ওরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে থাকবে । ওরাও মানুষ, আর তোমরাও মানুষ, কিন্তু ওরা হলো আসুরী সম্প্রদায় আর তোমরা হলে দৈবী সম্প্রদায় । বাবা বাচ্চাদের সামনে বসিয়ে বুঝিয়ে বলেন । বাচ্চারা, তোমাদের অন্তরে খুশী থাকে । তোমরা অনেকবার এমন রাজধানী পেয়েছো, এখন তোমরা যেমন নিষ্কো । ওরা নিজেদের মধ্যে দুই বিভাল লড়াই করে । তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের বাদশাহীর মাখন পেয়ে যাও । তোমরা এখানে আসোই বিশ্বের মালিক হতে । তোমরা জানো যে, আমরা বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে কর্মজীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করবো । ওরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করবে, আর আমরা বিশ্বের বাদশাহী পেয়ে যাবো । এ তো সাধারণ কথা । ওরা বাহুবলীরা বিশ্বের বাদশাহী পেতে পারবে না । তোমরা যোগবলের দ্বারা বিশ্বের মালিক হও । তোমাদের হলো অহিংসা পরম দৈবী ধর্ম । দুই হিংসা ওখানে থাকে না । কাম কাটারির হিংসা সবথেকে খারাপ, যা তোমাদের আদি - মধ্য - অন্ত দুঃখ দেয় । এ কেউই জানে না যে, রাবণ রাজ্য করে হয় । এখন ডাকতে থাকে ---তুমি এসে আমাদের পবিত্র করো, তাহলে অবশ্যই কখনো পবিত্র ছিলে, তাই না । ভারতবাসী বাচ্চারাই ডাকে - আমাদের দুঃখ থেকে উদ্ধার করো, শান্তিধামে নিয়ে যাও । দুঃখ হরণ করে আমাদের সুখদান করো । কৃষ্ণকে হরিও বলা হয় । বাবা, আমাদের হরির দ্বারে নিয়ে চলো । হরির দ্বার হলো কৃষ্ণপুরী । এ হলো কংসপুরী । এই কংসপুরী আমাদের পছন্দ নয় । মায়া তার খেলা (মচ্ছন্দর) দেখায় । এ তো তোমরা জানোই যে, মায়ার রাজ্য দ্বাপর যুগ থেকে শুরু হয় । দেবতারা, যারা পবিত্র ছিলো, তারা পতিত হতে শুরু করে, এই নিদর্শন জগন্নাথ পুরীতে আছে । দুনিয়াতে অনেক বেশী দুর্গন্ধ হয়ে গেছে । এখন আমরা তো এইসব বিষয় থেকে দূর হয়ে পরীস্থানে চলে যাই । এতে অনেক বেশী সাহস আর মহাবীর ভাব চাই । বাবার হয়ে পতিত হওয়াই যাবে না । ওরা মনে করে, স্ত্রী - পুরুষ একত্রিত থাকবে আর আগুন লাগবে না, এ হতেই পারে না, তাই হাস্যামা করে যে, এখানে স্ত্রী - পুরুষকে ভাই - বোন বানানো হয় । এ তো কোথাও লেখা নেই । জানা নেই যে, এখানে কি জাদু আছে । আরে, তোমরা ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে যাবে, আর ব্যস, তোমাদের ওখানে বেঁধে রাখা হবে । এমন - এমন করে ওখানে ভুল বোঝানো হয়

। এও ড্রামাতেই লিপিবদ্ধ আছে । যার পাট থাকবে, সে যেভাবেই হোক এসে যাবে, এতে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই । শিব বাবা তো জ্ঞানের সাগর, পতিত পাবন আর সকলের সদগতি দাতা । তিনি ব্রহ্মার দ্বারা পতিত আত্মাকে পবিত্র করেন । এই অক্ষর এমন বড় করে লেখো যাতে যে কেউ এসে পড়তে পারে । পবিত্রতার উপরই কতো বিঘ্ন উৎপন্ন করে ।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, কোনো দেহধারীর প্রতি মোহের রং লাগা উচিত নয় । কোথাও যদি মোহের রং লাগে তাহলেই আটকে যাবে । এ তো "মা মারা গেলেও হালুয়া থাও...." । বাবা সামনে বসিয়ে জিঞ্জেস করেন, কাল তোমাদের কেউ মারা গেলে কাঁদবে না তো ? চোখে জল এলেই ফেল করে যাবে । এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করলে, এতে কান্নার কি আছে । অন্য কেউ শুনলে বলবে -- মুখে তো ভালো কথা বলো । আরে ভালোই বলি । সত্যযুগে কোনো কান্নাকাটি থাকে না । তোমাদের এই জীবন তার থেকেও উঁচু । তোমরা সবাইকে কান্নার হাত থেকে বাঁচাও, তাহলে তোমরা কিভাবে কাঁদবে ? আমরা পতিরও পতিকে পেয়েছি, যে আমাদের স্বর্গে নিয়ে যান । তাহলে নরকে নামানোর জন্য আমরা কেন কাঁদবো ? উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য বাবা কতো মিষ্টি - মিষ্টি কথা শোনান । এই সময় ভারতের কতো অকল্যাণ হয়ে আছে । বাবা এসেই কল্যাণ করেন । ভারতকে অবনমিত দেশ বলা হয় । সিন্ধুর মতো ফ্যাশনবেল আর কিছুই নেই । তারা বিলেত থেকে ফ্যাশন শিখে আসে । আজকালকার মেয়েরা চুলের সৌন্দর্যের জন্য কতো খরচ করে । এদের বলা হয় নরকের পরী । বাবা তোমাদের স্বর্গের পরী বানান । ওরা বলে, আমাদের জন্য তো এই স্বর্গ, এই সুখ তো নিয়ে নিই । কাল কি হবে - আমরা কি জানি । এমন অনেক চিন্তাধারার মানুষ আসে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারনিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) প্রকৃত আত্মারূপী পাণ্ডা হয়ে সবাইকে ঘরে যাওয়ার পথ বলে দিতে হবে । শরীর নির্বাহের কারণে কাজ কারবার করেও স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে । কার্য - ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হবে না ।

২) জ্ঞান শৃঙ্গার করে নিজেকে স্বর্গের পরী বানাতে হবে । এই তমোপ্রধান দুনিয়াতে দেহের শৃঙ্গার ক'রো না । কলিযুগী ফ্যাশন ত্যাগ করতে হবে ।

বরদান:- পৃথক এবং প্রিয় ভাবের যোগ্যতার দ্বারা আকর্ষণ মুক্ত হয়ে সহজযোগী ভব সহজযোগী জীবনের অনুভব করার জন্য জ্ঞান সহ পৃথক (অনাসক্ত/ন্যারা) হও, কেবল বাইরে থেকে পৃথক নয়, মনের আকর্ষণ যেন না থাকে । যে যত পৃথক হয়, সে ততই প্রিয় অবশ্যই হয়ে যায় । পৃথক অবস্থা প্রিয় লাগে । যে বাইরের আকর্ষণ থেকে পৃথক হতে পারে না, সে প্রিয় হওয়ার পরিবর্তে বিচলিত হয় । তাই সহজযোগী অর্থাৎ পৃথক আর প্রিয় হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন এবং সর্ব আকর্ষণ মুক্ত ।

স্লোগান:- স্ব পুরুষার্থ আর সেবার ভারসাম্যের দ্বারা বন্ধন, সম্বন্ধে পরিবর্তিত হয়ে যাবে ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার আশীর্বাদ যদি নিতে চাও তাহলে সুপুত্র বাচ্চা হয়ে সবাইকে সুখ প্রদান করো, কাউকে দুঃখ দিওনা”

- *প্রশ্ন:- ধর্মরাজের শাস্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য কোন্ ঈশ্বরীয় নিয়মের উপর মনঃসংযোগ করতে হবে ?
- *উত্তর:- ঈশ্বরের সামনে কোনো প্রতিজ্ঞা করলে কখনও সেই প্রতিজ্ঞার অবজ্ঞা ক'রো না। কাউকে দুঃখ দিও না। ক্রোধ করা, বিরক্ত করা অর্থাৎ এমন আচরণ করা যার দ্বারা ঈশ্বরের নাম বদনাম হয়ে যায়.... তাহলে তাকে অনেক শাস্তি পেতে হবে, এইজন্য এমন কোনও কর্ম ক'রো না। যতই মায়ার ঝড় ঝাপটা আসুক, অসুখে জর্জরিত করে দিক, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে সঠিক-ভুল বিচার করে ভুল কর্ম করা থেকে সর্বদা বিরত থাকবে।

*গীত:- কে এলো আমার মনের দ্বারে...

ওম্ শান্তি । এই কথাটি কে বললেন - ওম্ শান্তি। বাবা আর দাদা। এই বিষয়ে তো বাচ্চাদের অবশ্যই নিশ্চয় আছে যে আমাদের পারলৌকিক বাবা হলেন - পরমপিতা পরমাত্মা শিব আর ইনি (ব্রহ্মা) হলেন সকল বাচ্চাদের অলৌকিক বাবা, এঁনাকেই প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলা হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মার ছাড়া এতো বাচ্চা আর কারো হয় কি! পূর্বে ছিলেন না, যখন থেকে অসীম জগতের বাবা এঁনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন তখন থেকে ইনি হয়ে গেলেন দাদা। এই দাদা নিজে বলছেন যে - তোমাদের এখন পারলৌকিক বাবার সম্পত্তি প্রাপ্ত হচ্ছে। পৌত্র সর্বদাই ঠাকুরদাদার উত্তরাধিকারী হয়। তার বুদ্ধির যোগ ঠাকুরদার প্রতি যায় কেননা ঠাকুরদার সম্পত্তির উপর অধিকার থাকে। যেরকম রাজার গৃহে যে বাচ্চা জন্ম নেবে, এইভাবেই বলবে বড়দের সম্পত্তি। বড়দের সম্পত্তির উপর তার অধিকার থাকেই। বাচ্চারা - তোমরা জানো যে, আমরা অসীম জগতের বাবার থেকে সর্ব বৃহৎ সম্পত্তি স্বর্গের রাজপদ গ্রহণ করছি। সেই বাবা এখন আমাদের পড়াচ্ছেন। তোমরা এখন তাঁর সামনে বসে আছো। সম্মুখে থাকার নেশাও নশ্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে থাকে। কারো কারো হৃদয়ে তো অনেক ভালোবাসা থাকে। সাকার মাতা-পিতার দ্বারা আমরা উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবানের কাছে এসে উত্তরাধিকারী হই। অসীম জগতের বাবা হলেন খুব মিষ্টি, যিনি আমাদের রাজা হওয়ার উপযুক্ত তৈরী করেন। মায়া একদমই অযোগ্য বানিয়ে দেয়। কাল বাবার কাছে কেউ সাফাতির জন্য এসেছিলেন, কিন্তু তিনি খোড়াই কিছু বুঝতে পেরেছিলেন। বাবা বুঝিয়েছিলেন যে, এরা সবাই হল ব্রহ্মাকুমার। তুমিও ব্রহ্মার বা শিববাবার বাচ্চা, তাই না। বলেছিল - অবশ্যই। এটা কেবল শুনে বলেছে, কিন্তু হৃদয় থেকে বলেনি। তীর লাগেনি যে, সত্যি-সত্যিই আমি তাঁর সন্তান। ইনিও হলেন তাঁর সন্তান, উত্তরাধিকার নিচ্ছেন। সেইরকমই আমাদের কাছেও কয়েকজন বাচ্চা আছে, যাদের বুদ্ধিতে খুব অল্প কিছু ধারণ হয়। সেই খুশী, সেই আত্মিকতা দেখা যায় না। অন্তরে খুশীর পারদ সর্বদা উর্ধ্বমুখী থাকা চাই। চেহারা তার প্রতিফলন দেখা যাবে। সজনীরা, এখন তোমাদের স্তানের শৃঙ্গার হচ্ছে। তোমরা জানো যে, আমরা হলাম সাজনের সজনী। একজন চাষী কন্যার গল্প আছে না! একজন রাজা এক চাষী কন্যাকে নিয়ে এলেন কিন্তু তার রাজস্ব করার মধ্যে কোনো আনন্দ হচ্ছিল না। রাজা তখন সেই কন্যাকে পুনরায় গ্রামে রেখে এলেন। বললেন, তুমি রাজস্ব করার উপযুক্ত নও। এখানেও বাবা শৃঙ্গার করছেন। ভবিষ্যতে তোমরা মহারানী হবে। কৃষ্ণের ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে, পাটরাণী করার জন্য সবাইকে তুলে নিয়ে গেছেন, কিন্তু তারা কিছুই বোঝে না। সবাই হল অধার্মিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন।

মনে করে যে এইভাবেই দুনিয়া চলতে থাকবে। আশ্চর্যের বিষয়। অনেকেই আছে যারা মন্দির রক্ষা করার জন্যও যায়না। না শাস্ত্র ইত্যাদিকে মান্য করে। সরকারও ধর্মকে মান্য করে না। ভারত কোন্ ধর্মের ছিল, এখন কোন্ ধর্মের আছে, এসব কিছুই জানেনা। এখন বাচ্চারা তোমরা হলে দৈবীকুলের। যেরকম তারা হল খ্রীস্টান কুলের, সেইরকম তোমরা হলে ব্রাহ্মণ কুলের। বাবা বলছেন, সর্বপ্রথম বাচ্চারা তোমাদেরকে পতিত শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ তৈরি করি। পবিত্র হতে হতে পুনরায় ২১ জন্মের জন্য তোমরা দৈবী সম্প্রদায়ের হয়ে যাবে। দৈবী ক্রোড়ে চলে যাবে। আগে ছিলে আসুরিক ক্রোড়ে। আসুরিক ক্রোড় থেকে পুনরায় তোমরা ঈশ্বরীয় ক্রোড়ে এসেছো। এক বাবার সন্তান, তোমরা সবাই হলে ভাই-বোন। এটাই হলো একটা আশ্চর্যের বিষয়। সবাই বলবে যে, আমরা হলাম ব্রাহ্মণ কুলের। আমাদেরকে তো শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে, সবাইকে সুখ প্রদান করতে হবে, পরমধামে যাওয়ার রাস্তা বলে দিতে হবে। দুনিয়াতে এমন কেউ নেই যে মুখ দিয়ে বলবে, অসীম জগতের বাবার থেকে অসীমের জগতের উত্তরাধিকার কীভাবে নেওয়া যায়। তোমরা এখন অসীম জগতের বাবাকে পেয়েছ। তোমরাই তাঁর সন্তান হয়েছ। বুদ্ধির দ্বারা জানো যে কল্প পূর্বে যারা যারা বাবার থেকে উত্তরাধিকার

গ্রহণ করেছিল, তারাই এসে পুনরায় গ্রহণ করবে। অল্পকিছুও যদি বুদ্ধিতে থাকে, তাহলে কখনো না কখনো এসে পৌঁছাবে। আসবে তো কিছু না কিছু নেওয়ার জন্য। তোমাদের মধ্যেও নশ্বরের ক্রমানুসারে জানে। আজ পবিত্র হওয়ার জন্য এসেছে, কাল পুনরায় পতিত হয়ে যায়। কারো খারাপ সঙ্গে পড়ে ভুলে যায় যে বাবার হয়ে পুনরায় বাবার হাত ছেড়ে দিলে তো অন্তত পাপাত্মা হয়ে যায়। যে রকম কেউ কাউকে খুন করলে তো পাপ হয়ে যায়। সেই পাপও হল অল্প। এখানে যারা বাবার হয়ে বাবাকে ত্যাগ করে চলে যায়, প্রতিজ্ঞা করে পুনরায় বিকারী হয়ে যায় তো অনেক পাপ হয়ে যায়। অজ্ঞান কালে এতটা মনে হয় না, যতটা জ্ঞানে এসে মনে হয়। অজ্ঞান কালে মানুষের মধ্যে তো ক্রোধ হওয়াটা সাধারণ ছিল। এখানে তোমরা কারোর প্রতি যদি ক্রোধ করে থাকো তাহলে একশো গুণ দণ্ড হয়ে যাবে। অবস্থা একদমই নিচে নেমে যাবে কেননা ঈশ্বরের নির্দেশ মান্য করেনা। ধর্মরাজের নির্দেশ পাওয়া যায় - পবিত্র হতে হবে। তোমরা ঈশ্বরের হয়ে যদি একটুখানিও তাঁর নির্দেশের অবজ্ঞা করো, তাহলে একশত গুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে। রচয়িতা তো হলেন এক পিতা। ব্রহ্মা-বিশ্ব-শংকরও তাঁর রচনা। ধর্মরাজও হলেন তাঁর রচনা। ধর্মরাজের রূপও বাবা সাক্ষাৎকার করান। পুনরায় সেই সময় সিদ্ধ করে বলে দেয় - দেখো, তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলে, আমি ক্রোধ করবো না, কাউকে দুঃখ দেব না, তবুও তোমরা একে দুঃখ দিয়েছো, বিরক্ত করেছো। এখন শাস্তি ভোগ করো। সাক্ষাৎকার ছাড়া শাস্তি প্রদান করেন না। প্রমাণ চাই তাই না। তারা মনে করে যে বরাবর আমি বাবাকে ত্যাগ করে এই কুকর্ম করেছি। বাবার বদনাম করলে অনেক জ্ঞানী আত্মারা অসুবিধায় পরে যাবে। অনেক অবলারা বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়। সমস্ত দণ্ড বদনাম করা সেই আত্মার উপর পড়ে যায়। এইজন্য বাবা বলছেন যে - বড় থেকে বড় পাপাত্মা দেখতে হলে তো এখানে দেখো। ধোপার কাছে অনেক ময়লা পুরানো কাপড় যখন আসে তখন একটুখানি আছাড় মারলেই ফেটে যায়। তো এখানেও প্রহরণ সহ্য করতে না পেরে চলে যায়। ঈশ্বরের কোলে এসে, ডাইরেক্ট তাঁর অবজ্ঞা করলে তো শাস্তি পেতেই হবে। যে প্রধান ব্রাহ্মণী পার্টি নিয়ে আসেন, তার উপর অনেক বড় দায়িত্ব থাকে। একজনও যদি হাত ছেড়ে দেয়, বিকারী হয়ে যায় তাহলে তার পাপ, যিনি নিয়ে এসেছিলেন তার উপর পড়ে যায়। এইরকম কাউকেই ইন্দ্রসভাতে নিয়ে আসা উচিত নয়। নীলম পরী, পোখরাজ পরীর কাহিনীও তো তোমরা জানো তাই না! ইন্দ্রসভাতে কেউ লুকিয়ে নিয়ে এসেছিল, তখন ইন্দ্রসভাতে তার দুর্গন্ধ ভেসে আসছিল। তাই যিনি নিয়ে এসেছিলেন তাকে দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এইরকম কিছু কাহিনী আছে। তারা পাথরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। বাবা পারসনাথ তৈরি করতে এসেছেন পুনরায় যদি অবজ্ঞা করো তাহলে পাথর হয়ে যাবে। রাজা হওয়ার সৌভাগ্য হারিয়ে ফেলবে। মনে করো কেউ গরীব রাজার ক্রোড়ে আসতে চায়, যদি অযোগ্য হয়ে যায় আর রাজা বের করে দেয় তখন কি হবে! তারপর তো সেই কাঙ্গাল, কাঙ্গাল-ই হয়ে থাকবে। এখানেও এইরকম। পুনরায় অনেক দুঃখ অনুভব হবে এইজন্য বাবা বলে দেন যে - কখনো কোনো অবজ্ঞা করো না। বাবা হলেন সাধারণ এইজন্য শিব বাবাকে ভুলে সাকারে বুদ্ধি এসে যায়। এখন বাচ্চারা, তোমাদের শ্রীমৎ প্রাপ্ত হচ্ছে। যে খারাপ হয়ে যায়, তারা ইন্দ্রসভায় বসতে পারবে না। প্রত্যেক সেন্টার হল ইন্দ্রপ্রস্থ, যেখানে জ্ঞানের বর্ষা হচ্ছে। নীলম পরী পোখরাজ পরীর নাম তো আছে, তাই না। নীলম - রত্নকে বলা হয়। বাচ্চাদের উপর এইসব নাম রাখা যায়। কেউ তো খুবই ভালো, যেন রত্ন সম, কোনও ফ্লা (দাগ) নেই। কিছু না কিছু জহরে অনেক দাগ হয়। কিছু কিছু আবার একদম খাঁটি হয়। এখানেও নশ্বর অনুসারে রত্ন আছে। কোনো কোনো রত্ন অনেক মূল্যবান হয়। খুব ভালো সেবা করে। কেউ তো আবার সার্ভিসের পরিবর্তে ডিস-সার্ভিস করতে থাকে। গোলাপের ফুল আর আকন্দের ফুলের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। দুটো ফুলই শিবকে অর্পণ করা হয়। এখন তোমরা জেনে গেছ যে, আমাদের মধ্যে কে কে ফুলের মতো আছে। তাদেরই সবাই আহ্বান করে যে বাবা আমাদেরকে ভালো ভালো ফুল দাও। এখন ভালো ভালো ফুল কোথা থেকে নিয়ে আসবো। রত্ন জ্যোতি ফুল তো সাধারণ হয়ে থাকে। এটা হল বাগান তাই না। তোমরা হলে জ্ঞান গঙ্গা। বাবা তো হলেন সাগর তাই না। এই ব্রহ্মা হলেন ব্রহ্মপুত্র, সবথেকে বড় নদী। কলকাতাতে ব্রহ্মপুত্র নদী অনেক বড় আছে। যেখানে সাগর নদীর অনেক বড় মেলা বসে। বরাবর জ্ঞান সাগর হলেন বাবা। তিনি হলেন চৈতন্য জ্ঞান সাগর। তোমরাও হলে চৈতন্য জ্ঞান নদী। সেটা তো হল জলের গঙ্গা। বাস্তবে নদীগুলির নাম দেওয়া হয়, কিন্তু আসুরিক সম্প্রদায় এটা ভুলে গেছে। হরিদ্বারে গঙ্গার তীরে চতুর্ভুজের চিত্র দেখানো হয়েছে। তাকেও গঙ্গা বলা হয় কিন্তু মানুষ কিছুই বুঝতে পারে না যে এই চতুর্ভুজ কে? বরাবর এই সময় তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী তৈরি হও। তোমরা হলে সত্যিকারের জ্ঞান নদী। সেসব হলো জলের নদী। সেখানে গিয়ে স্নান করে। কিছুই বুঝতে পারেনা। মনে করে এরা সবাই হলো দেবী। মানুষ তো কখনো চার-আট বাছ বিশিষ্ট হয়না। অর্থ কিছুই বুঝতে পারেনা। বাচ্চারা তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে কী তৈরি করছেন। আমরা তো ১০০% অবুঝ ছিলাম। বাবার কোলে আসার পর আমরা স্বর্গের মালিক তৈরি হচ্ছি। যদিও এখানে কেউ রাজা থাকুক কিন্তু স্বর্গের সুখ আর এখানকার সুখের মধ্যে রাত দিনের পার্থক্য আছে। তোমাদের মধ্যে কেউ এই রকমও আছে যারা বাবাকে বুঝতে পারেনা, তাই নিজেকেও বুঝতে পারেনা। দেখতে হবে যে আমি কতখানি সুগন্ধ দিতে পারছি? উল্টো-পাল্টা কথা তো বলছি না? ক্রোধ তো করছি না? বাবা অতি শীঘ্রই আমাদের চালচলনের দ্বারা বুঝে ফেলেন যে এই বাচ্চা কি রকম হবে।

সেবাধারী বাচ্চা বাবার খুব প্রিয়। সবাই তো একই রকম প্রিয় হতে পারে না। এইরকম বাচ্চাদের জন্য অন্তর থেকে আপনা হতেই আশীর্বাদ বেরিয়ে আসে। বাবার অবজ্ঞাকারী বাচ্চা হলে তো বাবা বলবেন এরকম বাচ্চা মারা গেলে ভালো হয়। কতই না নাম বদনাম করে, একে বলা যায় ভাগ্য। কার ভাগ্যে কি আছে, অতি শীঘ্রই জানা যায়। বাবা বোঝাচ্ছেন যে - এ' হলো সুপুত্র বাচ্চা, আর ও' হলো কুপুত্র। বাপ-দাদাকে চেনে না, ভাগ্যে উত্তরাধিকার নেই, তাহলে কি করবে। এই জ্ঞানমার্গে কায়দা অত্যন্ত কঠোর। বাবা পবিত্র হলে আর বাচ্চারা না হলে, সেই বাচ্চা অধিকারী হতে পারে না। তার বাচ্চা বলে বুমতে পারে না। পুনরায় বলবে, আমি তো শিব বাবার উত্তরাধিকারী তৈরি করব, তাহলে বাবা ২১ জন্মের জন্য আমাকে তার রিটার্ন দেবেন। এর অর্থ এটা নয় যে, বাবার কাছে এসে বসে যেতে হবে। না, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে সবাইকে দেখাশোনাও করতে হবে, কিন্তু নিমিত্ত হয়ে থাকতে হবে। এমন নয় যে, তোমাদের বাচ্চা ইত্যাদিকে বাবা বসে দেখাশোনা করবেন। না, এইরকম চিন্তাধারায়ুক্ত বাচ্চারা উদভ্রান্ত হয়ে পড়বে। এখানে বাবার কাছে তো একদমই পবিত্র হওয়া চাই। অপবিত্র কেউ বসতে পারবে না। না হলে তো পাথর বুদ্ধি হয়ে যাবে। বাবা কাউকে অভিশাপ ইত্যাদি দেন না। এটাতো হল একটা ল' (নিয়ম)। বাবা বলেন যে, তবুও সাবধান থাকো। কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনও পাপ করেছে তো মরেছে। আমাদের লক্ষ্য অনেক শ্রেষ্ঠ। বাবার বাচ্চা হয়েছে তো শরীরের অসুখ-বিসুখ অনেক আসবে। ভয় পেয়ো না। কবিরাজ বৈদ্যরাও বলে যে - অমুক ঔষধের দ্বারা তোমার এই অসুখ আরও প্রকটিত হবে। তুমি ভয় পেয়ো না। বাবাও নিজে বলেন যে - তোমরা বাবার হলে তো মায়া রাবণও তোমাদেরকে অনেক বিরক্ত করবে। প্রবল ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে নিয়ে আসবে। এখন তোমাদের সঠিক এবং ভুল বিবেচনা করার বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। আর কারো এরকম সঠিক আর ভুল বিবেচনা করার বুদ্ধি নেই, সকলেরই হলো বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি। প্রীত বুদ্ধি তোমাদের মধ্যেও নশ্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে আছে। প্রীত বুদ্ধি যুক্ত আত্মারা বাবার সেবা খুব ভালোভাবে করবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) ঈশ্বরের সন্তান হয়ে অল্প একটুও তাঁর নির্দেশের অবজ্ঞা করবে না। এই কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো কুকর্ম করবে না। উল্টো-পাল্টা কথা বলবে না। সুপুত্র হয়ে বাবার আশীর্বাদ নিতে হবে।

২) নিমিত্ত হয়ে নিজের গৃহস্থ ব্যবহারকে দেখাশোনা করতে হবে। জ্ঞানমার্গের যে কায়দা আছে সেই অনুসারে সম্পূর্ণভাবে চলতে হবে। সঠিক এবং ভুলকে বিবেচনা করে মায়ার থেকে সাবধান থাকতে হবে।

বরদানঃ-

সম্পূর্ণ স্টেজ আর স্ট্যাটাসের স্মৃতিতে থেকে সর্বদা উঁচু কর্তব্য করে বাবার সমান ভব সর্বদা এই স্মৃতিতে থাকো যে, আমি প্রতিটি সময়, প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি কর্ম করার সময় স্টেজের উপরে রয়েছি, অতএব প্রতিটি কর্মের উপর অ্যাটেনশন থাকলে সম্পূর্ণ স্টেজের নিকটে এসে যাবে। সাথে-সাথে বর্তমান আর ভবিষ্যতের স্ট্যাটাসের স্মৃতি থাকলে প্রতিটি শ্রেষ্ঠ হবে। এই দুই স্মৃতি বাবার সমান বানিয়ে দেবে। সমতা আসলে একে অপরের মনের সংকল্পকে সহজেই ক্যাচ করতে পারবে। এর জন্য কেবল সংকল্পের উপর কন্ট্রোলিং পাওয়ার চাই। নিজের সংকল্পের সাথে মিশ্রন যেন না হয়।

স্নোগানঃ-

ঈর্ষা আর অপ্রাপ্তির কারণ হলো ইচ্ছা, যেখানে সর্ব প্রাপ্তি আছে সেখানে প্রসন্নতা আছে।